ঝরিয়া গেলে বিক্রয়ের জন্য বাজারে বাহির করা হয়। এই ভাবে যে সোরা পাওয়া যায়, তাহা বড়ই অবিশুদ্ধ। লোনীয়ারা ইহাকে 'ধোয়া' বলিয়া থাকে। ইহার প্রতি মণ ২৲, ৩৲ টাকা বিক্রয় হয়। সাধারণতঃ ইহাতে শতকরা ৪৫—৭০ ভাগ বিশুদ্ধ ধোয়া (nitre) থাকে। এই জাতীয় ভাল সোরার ১০০ গ্রেণ বিশ্লেষণ করিয়া নিম্নলিখিত উপাদান পাওয়া গিয়াছে—

বালুকা, কর্দ্দম প্রভৃতি যে সকল পদার্থ জলে গলে না	৫·০
সাল্‌কেট্‌ অব্‌ সোডা	৯·১
মিউরিয়েট্‌ অব সোডা	৮·০
সোরা	৭৭·৯
	১০০·০

ইহার মধ্যে প্রথম তিন শ্রেণীর উপাদানই সোরার অবিশুদ্ধতার কারণ।

কলিকাতার বাজারে 'কল্‌মী' নামে যে সোরা পাওয়া যায়, তাহা এই 'ধোয়া' সোরাকে আবার জলে গলাইয়া এবং স্ফটিকে পরিণত করিয়া উৎপাদন করা হয়। ইহাতে শতকরা ৮৫ হইতে ৯৫ ভাগ বিশুদ্ধ সোরা থাকে। সোরা প্রধানতঃ বারুদ, গুলি, গোলা প্রভৃতি নির্ম্মাণের জন্যই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বারুদপ্রস্তুত করিতে পোটাশিয়ম সোরা ব্যতীত অন্য কিছুই ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু নাইট্রিক এসিড প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্য, অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্য চিনি বা সোডিয়াম্‌ সোরা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সোরাআলু (পারসী) স্কন্দবিশেষ (Dioscorea glabra)।

সোরাষ্ট্রিক (ক্লী) বিষভেদ, সৌরাষ্ট্রিক। (ভরত)

সোর্ম্মা (দেশজ) পারসী—স্থর্ম্মা, শব্দজ। রসাঞ্জন। ইহার চূর্ণ চক্ষুর পাতায় প্রলেপ দিলে কজ্জলের কার্য্য করে। অনেক স্থলে সোর্ম্মা লাগাইয়া কেশের বর্ণ পরিবর্ত্তন করিতে দেখা যায়।

সোর্ম্মি (ত্রি) উর্ম্মির সহিত বর্ত্তমান, উর্ম্মিযুক্ত, উর্ম্মিবিশিষ্ট।

সোলঙ্ক[লাঙ্কি] (পুং) রাজপুতনার প্রসিদ্ধ রাজপুতরাজবংশ। [শোলাঙ্কি দেখ।]

সোল্লাস (ত্রি) উল্লাসের সহিত বর্ত্তমান, উল্লাসযুক্ত, আনন্দিত।

সোল্লুণ্ঠ (পুং) উল্লুণ্ঠেন সহ বর্ত্তমানঃ। ১ সোল্লুণ্ঠন। (হলায়ুধ) ২ পার্শ্বপরিবর্ত্তনাদিযুক্ত। ৩ পরিহাসযুক্ত বাক্য।

সোল্লুণ্ঠন (ক্লী) উল্লুণ্ঠনেন সহ বর্ত্তমানং। স্তুতিপূর্ব্বক দুর্ব্বাদ। পরিহাসযুক্ত বাক্য, চলিত ঠাট্টা।

"দুর্ব্বাদঃ স্যাদুপালম্ভস্তত্র যঃ স্তুতিপূর্ব্বকঃ।
সোল্লুণ্ঠনং সনিন্দস্ত যত্তত্র পরিভাষণং॥" (জটাধর)

সোল্লুণ্ঠোক্তি (স্ত্রী) সোল্লুণ্ঠা উক্তিঃ। সব্যঙ্গোক্তি, ব্যঙ্গপূর্ব্বক বাক্যকথন।

"উপনায়কমানেতুং প্রেষিতাং তদুপভোগলুপ্তচন্দনাদীন্ বাপীস্নানব্যাজেন গোপয়ন্তীং দূতীং প্রতি সোল্লুণ্ঠোক্তিরিয়ং" (কাব্যপ্রকাশটীকা)

সোষ (ত্রি) ১ ক্ষারমৃত্তিকা। (যাজ্ঞবল্ক্য ১।১৮৬) ২ ক্ষারমিশ্রিত মৃত্তিকাবিশিষ্ট।

সোষ্ণীষ (ত্রি) ১ উষ্ণীষের সহিত বর্ত্তমান, উষ্ণীষযুক্ত, উষ্ণীষবিশিষ্ট। (ক্লী) ২ বাস্তুবিশেষ। বৃহৎসংহিতোক্ত শালার ত্রিভাগতুল্য ভূমি যদি ভবনের বাহিরে থাকে, তাহা হইলে সেই ভূমিকে বীথিকা এবং এই বীথিকা বাস্তুভবনের পূর্ব্বদিকে আসিলে উক্ত বাস্তুকে সোষ্ণীষ কহে। (বৃহৎস° ৫৩।২০)

সোষ্মতা (স্ত্রী) সোষ্মণো ভাবঃ তল-টাপ্‌। সোষ্মার ভাব বা ধর্ম্ম, উষ্মা, গরম।

সোষ্মন্‌ (ত্রি) উষ্মনা সহ বর্ত্তমানঃ। উষ্মার সহিত বর্ত্তমান, উষ্মযুক্ত, উষ্মবিশিষ্ট।

সোষ্মবৎ (ত্রি) সোষ্মন্‌, উষ্মযুক্ত।

সোষ্মস্নানগৃহ (পুং) উষ্ণজলবিশিষ্ট স্নানগৃহ। (রাজতর° ১।৪০)

সোষ্যন্তীহোম (পুং) হোমবিশেষ। এই হোমের বিধান হোমপদ্ধতিতে বিস্তৃতভাবে লিখিত আছে।

সোসর (দেশজ) সদৃশ, তুল্য, সমান, সাহায্যকারী।

সোহঞ্জি (পুং) কুন্তিভোজের পুত্রবিশেষ। (ভাগব° ৯।২৩।২২)

সোহলগ্রাম (পুং) একটী প্রাচীন গ্রাম।

সোহাগ (দেশজ) আদরকরণ, বাৎসল্যকরণ।

সোহাগপুর—মধ্যপ্রদেশের হোসঙ্গাবাদ জেলার পূর্ব্বতম তহসীল বা মহকুমা। ইহার পরিমাণফল ১১১৪ বর্গমাইল; ইহাতে ১টি সহর ও ৪৪৪টি গ্রাম আছে। ছতর, বারিয়াম্‌ পগারা ও পচমারি এই তিনটি নিষ্কর জমিদারী এই তহশীলের অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের মোট পরিমাণফল ১৭১ বর্গমাইল। সরকারী খালসা জমির পরিমাণ ৯৪৩ বর্গমাইল। ইহার মধ্যেও ৬৬৭ বর্গমাইল পরিমিত জমির জন্য গবর্মেণ্ট কোন রাজস্ব বা 'পেস্‌কাশ' পান না। বাকী যে ৩৭৬ বর্গমাইল জমীর জন্য রাজস্ব দিতে হয়, তাহার মধ্যে ২৪৮ বর্গমাইল পরিমিত স্থানে শস্যাদি উৎপন্ন হয়, ৭৪ বর্গমাইল ভাল জমি আছে, কিন্তু তাহাতেও চাষ হয় না, এবং অবশিষ্ট ৫৪ বর্গমাইল পরিমিত জমিতে কোনই শস্য জন্মিতে পারে না। এখানে একটি ফৌজদারী ও দুইটি দেওয়ানী আদালত, তিনটি থানা ও পাঁচটি চৌকী আছে।

সোহাগপুর—মধ্যপ্রদেশের সোহাগপুর মহকুমার প্রধান সহর। এখানে মিউনিসিপালিটি আছে। হোসঙ্গাবাদ সহর হইতে ৩০ মাইল পূর্ব্বে বোম্বাই হইতে যে রাজবর্ত্ম আসিয়াছে তাহার পার্শ্বে অক্ষা° ২৭°৫২´ উত্তর ও দ্রাঘি° ৭৮° ১´ পূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে

নানাশ্রেণীর ও নানা ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দু মুসলমান, খৃষ্টান, পার্শী ও অহিন্দু অনার্য্য জাতীয় লোক দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই অধিক। এখানে একটি প্রস্তরনির্ম্মিত দুর্গ ছিল; এখন তাহার অবস্থা বিধ্বস্ত প্রায়। নাগপুররাজদিগের ফৌজদার খাঁ নামক জনৈক জায়গীরদার ১৭৯০ খৃঃ অব্দের সমকালে এই দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া ছিলেন। ১৮০৩ খৃঃঅব্দে ভূপালের উজীর মহম্মদ একবার এই দুর্গ আক্রমণ করিয়া ছিলেন, কিন্তু কোন ফল লাভ করিতে পারেন নাই। এক সময়ে এই সহরে একটি টাকশালও ছিল, তখন এখানে ১৩ আনা মূল্যের টাকা প্রস্তুত হইত। এখানে রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত ও লাক্ষা গলান হইয়া থাকে। এই সহরে একটি তহসীলী থানাগৃহ ও ভাল একটি সরাই আছে। এখানে গ্রেট্ পেনিন্সুলার রেলওয়ে কোম্পানীর একটি ষ্টেশনও আছে। বোম্বাই হইতে ইহা ৪৯৪ মাইল দূরবর্ত্তী। ইহার ৬ মাইল পূর্ব্ববর্ত্তী শোভাপুর গ্রামে প্রতি সপ্তাহে বেশ একটি বড় রকমের হাট বসিয়া থাকে। তখন নরসিংহপুর ও পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য অনেক স্থান হইতে এখানে বিস্তর দেশীয় বস্ত্রের আমদানী হইয়া থাকে। শোভাপুরে এক জন গোঁড়া রাজা বাস করেন।

সোহাগা, (দেশজ) স্বনামপ্রসিদ্ধ ক্ষারদ্রব্যবিশেষ। প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে ইহা টঙ্কণক্ষার নামে পরিচিত।

লবণের ন্যায় এই ক্ষারও মৃত্তিকাগর্ভ হইতে পাওয়া যায়। নানা দেশে ইহা নানা নামে প্রচলিত। বাঙ্গালায় ইহা সোহাগা বা সুহাগা নামে বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে। হিন্দী—সোহাগা তিঙ্কাল; দাক্ষিণাত্য—সোহাগহ; গুজরাত—কুঙ্দিয়া খার, টঙ্কণক্ষার; সিঙ্গাপুর—বেঙ্গারাম, পুষ্কর; ব্রহ্ম—লখিয়া, লেটখ্য, তামিল—বেঙ্কারম্ বা বেঙ্গারম্; তেলগু—বিল্লিগারম্, এলেগারম্, মলয়ালম্—পোঙ্কারম্, বেল্লকারম্; কণাড়ী—বিলিগাড়া;—আরব বুরাকোস-সাগ্হাঃ বা বুবাক্-এস্-সাগহাঃ,বোরক্, মিলহুস-সাগহা, পারস্য—টিঙ্কার, টঙ্কড়; কাশ্মীর—ববুৎ; তিব্বত—শাল, সল, চুৎসাল।

সোহাগা যখন জলমিশ্রিত থাকে, তখন তাহাকে পঞ্জাববাসীরা চু-ৎসালে বলে। সোহাগার ফুট "ৎসালে-মেণ্ডোগ" নামে খ্যাত। ডাক্তার এচিসন বলেন যে, মৃত্তিকা হইতে যে মিশ্রিত সোহাগা পাওয়া যায়, তাহা শাল নামেই পরিচিত; উহাই জলে বিধৌত ও পরিষ্কৃত করিয়া লইলে চূ-শাল নামে বিদিত হয়। পঞ্জাবে ইহা টিঙ্কাল বা টিঙ্কার ও সোহাগা বলিয়া বাজারে চলিত।

রসায়নবিজ্ঞানে ইহা Borate of Sodium বা Biborate of Sodium ($Na_2 B_4 O_7 . 10H_2 0$.) সংজ্ঞায় অভিহিত হয়। ফরাসীরা ইহাকে Borax বা Borate de Sonde বলে। জর্ম্মণিতে Borax ও Borsaures Natron, ইতালিতে Borace ও স্পেনরাজ্যে Borax নামেই সোহাগা প্রচলিত। ইংরাজ প্রভৃতি পাশ্চাত্য জগৎবাসীর "বোরাক্স" শব্দ আরববাসীর "বুরাঁক্"* হইতে গৃহীত। বালফোর সাহেব বলেন যে, প্রাচীন ইংরাজীতে সোহাগার Tincal নাম পাওয়া যায়। ঐ শব্দটী পারসী—টঙ্কড়, অথবা সংস্কৃত টঙ্কণ শব্দ হইতে গৃহীত হইয়া থাকিবে। আবার কেহ কেহ বলেন তিব্বতদেশীয় (ৎচশাল) (চু-শাল) হইতে উহা গৃহীত। কিন্তু ইহা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। এখনও যখন পঞ্জাবসীমান্ত প্রদেশে টিঙ্কাল নামে সাধারণ সোহাগার প্রচলন দেখা যায়, তখন সংস্কৃত টঙ্কণ হইতে যে Tincal শব্দ গৃহীত হইয়াছে তাহা স্বতঃই অনুমেয়। টঙ্কণ শব্দ হইতে টঙ্কাড় শব্দের উৎপত্তি নিঃসন্দেহ।

সাধারণ লবণের সহিত সোহাগার উৎপত্তি। পঞ্জাব দেশের তিব্বত সীমান্তস্থ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লবণজলপূর্ণ হ্রদের তীরভূমে এবং তিব্বতের অন্যান্য স্থানে প্রচুর সোহাগা পাওয়া যায়। পারস্য এবং চীন-তিব্বত সীমান্তেও যথেষ্ট পরিমাণে সোহাগা উৎপন্ন হয়। উপরি কথিত দেশভাগ ব্যতিরেকে সিংহলদ্বীপে এবং আমেরিকা মহাদেশের কালিফোর্ণিয়া ও পেরুরাজ্যভাগে স্বভাবতঃ সোহাগা জন্মে। ঐ গুলি দেশীয় সোহাগা বলিয়া বিদিত এবং প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বারা উহা বিশুদ্ধ ও পরিষ্কৃত করিয়া লইতে হয়। এতদ্ভিন্ন কৃত্রিম উপায়েও অনেক স্থলে প্রচুর পরিমাণে সোহাগা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ফ্রান্সরাজ্যের টাস্কানি বিভাগের "Monte Cerboli" নামক পর্ব্বতভাগের লবণজলময় জলা বা হ্রদভাগে কৃত্রিম সোহাগা প্রস্তুত হইয়া বিক্রয়ার্থ নানা স্থানে প্রেরিত হইয়া থাকে। ঐ স্থানে যে উপায়ে সোহাগা উৎপন্ন হয়, তাহার পরিচয় সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল।

সার্ব্বোলী পর্ব্বতের যে অংশে ঐ লবণজলময় হ্রদাংশ স্থাপিত, ঐ পর্ব্বতাংশ আগ্নেয়গিরির উদ্গারিত ভস্মরাশির প্রস্তর-পর্য্যবসিত স্তর হইতে সমুৎপন্ন। ঐ অংশের ফাটল দিয়া নিরন্তর উষ্ণ জলীয় বাষ্প নির্গম হইয়া থাকে। ঐ বাষ্পনিচয় সুকৌশলে নিকটবর্ত্তী লেগুন (Lagoon) নামধেয় জলখাতসমূহে সঞ্চিত রাখা হয়। ঐ বাষ্পধূম সময়ে জলাকারে ঘনীভূত হইলে তাহাতে বোরাসিক্এসিড দানা বাঁধিয়া জল হইতে বিচ্ছিন্ন

---

* বুরাক শব্দের প্রকৃত অর্থ—যাহা মর্দ্দিত ময়দায় মিশ্রিত করিলে উহাকে স্ফীত করায় ও ঔজ্জ্বল্য দান করে। পিপরি-লোন্ বা পিপ্রি-যান (Carbonate of Soda and Potash) বুরাক বলিয়া গণ্য, রূপার মসৃণতা ও ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করে বলিয়া সোহাগার নাম বুরাক্ এস্ সাগাহ হইয়াছে।

করিয়া লওয়া হয়। পরে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কার্ব্বনেট অব্ সোডা-যোগে বোরাসিক এসিড হইতে কেবলমাত্র সোহাগা গ্রহণ করা হয়। বৈজ্ঞানিক কাটিয়ার ও পেন সর্ব্বপ্রথমে এই প্রদেশে কৃত্রিম সোহাগা উৎপাদনের প্রথা আবিষ্কার করেন। এখনও সেই প্রথানুসারে ফরাসীরাজ্যে সোহাগা প্রস্তত হইতেছে। ইতালীদেশীয় বোরাসিক্ এসিড হইতে ইংলণ্ডরাজ্যে কৃত্রিম সোহাগা উৎপন্ন হইয়া থাকে। তথায় পরিশুদ্ধ উক্ত এসিডের সহিত সোডা-ভস্ম (Soda ash) মিশ্রিত করিয়া রিভার্ব্বরি টৌরী ফার্ণেস নামক উনানের উপর রাখিয়া তাপ দিলে এমোনিয়া বিচ্যুত হয় এবং তাহাই উহার অঙ্গজ দ্বিতীয় পদার্থরূপে পরিণতি পায়।

জিপ্সাম (Gypsum) এবং সাধারণ লবণের সহিত মিশ্র অবস্থায় Borates of lime or Double borates of lime and Soda পাওয়া যায়। এসিড-যোগে উহা পৃথক্ করিয়া লওয়া হয়। কখন কখন জিপ্সাম্ স্তরে অথবা পটাশ সল্টসমূহের সহিত কঙ্করাকারে (Borate of Magnesia) পাওয়া যায়। উহাতে শতকরা প্রায় ৭০ভাগ বোরাসিক্ এসিড বিদ্যমান থাকে।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য জগতে সোহাগার ব্যবসায় কাউণ্ট লার্ডারেল নামক জনৈক ধনী ব্যক্তির একচেটিয়া ছিল। তাহাতে বাজারে বোরাসিক এসিড্ ক্রয়বিক্রয়ের বিলক্ষণ অসুবিধা ঘটিত দেখিয়া ভারতজাত সোহাগার বাণিজ্যপ্রসার বৃদ্ধি করিবার প্রয়াস হয়। তদনুসারে ইংলণ্ডের বণিক্সমিতি ভারতের তদানীন্তন রাজপ্রতিনিধি লর্ড ডালহৌসীর নিকট আবেদন করেন যে, ইংলণ্ডে প্রতিবৎসর ১১০০ টন ইতালীজাত বোরাসিক এসিড্ এবং ৩০০ হইতে ৬০০ টন ভারতীয় বোরাসিক এসিড্ আনীত হয়। তুলনায় ভারতীয় সোহাগার ব্যবসায় এত সামান্য যে তাহা গণনীয় নহে। তদবধি ভারতীয় সোহাগার বাণিজ্য বৃদ্ধি করিবার জন্য ভারতগবর্মেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তখন লাদকের পুগা উপত্যকায় অতি সামান্য মাত্র সোহাগা উৎপন্ন হইত। কাপ্তেন হে পুগা উপত্যকা পরিদর্শনার্থ গমন করিয়া লিখিয়াছেন, পুগা উপত্যকার অতি ক্ষুদ্র উপরে যে অংশে সোহাগা পাওয়া যায়, তাহা পূর্ব্বপশ্চিমে দুই মাইল লম্বা এবং উহার পরিসর এক মাইলের তৃতীয়াংশ মাত্র। উক্ত উপত্যকার খাত দিয়া একটী ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত হইয়া সিন্ধুনদে নিপতিত হইয়াছে। ঐ নদী কএকটী উষ্ণ প্রস্রবণের জলে পুষ্ট। হে সাহেব উহার তাপ ১৩০, ১৪০ এবং ১৫০ হইতে ১৬৭ ডিগ্রী পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিয়াছেন। পুগা উপত্যকার সকল স্থান প্রস্রবণের জলে ব্যাপ্ত না হইলেও উক্ত উষ্ণ জলে যথেষ্ট সোহাগা (Borate of Soda) পাওয়া যায়।

পুগা ভিন্ন নীতিগিরিসঙ্কটের অদূরস্থিত রোডক (রুদোথ) নামক স্থানে এবং চীনসম্রাটের অধীন তিব্বতের থাকথান ভূভাগেও প্রচুর সোহাগা উৎপন্ন হয়। হিমালয়ের অপর পারে যতগুলি হ্রদ আছে, তাহার সকলগুলিতেই প্রায় কিছু না কিছু সোহাগা পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয়, বৈদেশিক বণিক্‌বৃন্দের ঈর্ষা ও হিংসা-নিবন্ধন তাহার অনুসন্ধান অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে এবং ঐ সকল জলরাশির রাসায়নিক পরীক্ষা না হওয়ায় উহাদের সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। তাতাররাজ্যের মরুপ্রদেশের লবণময় স্থানে গর্ত্ত খুড়িয়া রাখিলে তাহাতে সোহাগা আসিয়া জমে।

সিমলা জেলার ডেপুটী কমিসনর লর্ড হে পঞ্জাবপ্রদেশের সোহাগার বাণিজ্যের যে বিবরণ সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহাতে লিখিত আছে যে, লাহোল, তিব্বত ও স্পিতি উপত্যকাবাসী কুনাবারী ও খাম্পো নামক ভ্রমণশীল পার্ব্বত্য জাতি সোহাগার বাণিজ্যপরিচালনার্থ গ্রীষ্মকালে পুগার খনিতে গমন করে এবং তাতারপ্রদেশ হইতে তিব্বতের যে যে স্থানে সোহাগা বিক্রয়ার্থ আনীত হয়, উহাদের কোন কোন দল সে সকল স্থানেও গমন করিয়া থাকে। উহারা শরৎকালে গিরিপথসমূহ অবরুদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই স্বদেশে চলিয়া আইসে এবং গৃহে সোহাগা পরিষ্কার করিয়া সিমলাশৈলে বণিক্দিগের নিকট বিক্রয় করিতে আনে। উহাদের সোহাগা-পরিষ্কার প্রণালী অতি সহজ ও সরল। প্রথমে তাহারা গুঁড়া সোহাগা দুই ভাগ গরম ও একভাগ ঠাণ্ডা মিশ্রিত জলে গুলিয়া রাখে। জলের উত্তাপে সোহাগা গলিয়া যায়। তৎপরে জল যতই ঠাণ্ডা হইতে থাকে, সোহাগাও ততই দানা বাঁধিতে থাকে। সোহাগা ফুটিবার ভয়ে উক্ত খনিজ সোহাগার উপর ঘৃতের আচ্ছাদন দেওয়া হইত; কিন্তু তাহাতে ক্ষতি ভিন্ন বিশেষ কোনও সুবিধা হয় না জানিয়া উক্ত প্রথা পরিত্যক্ত হইয়াছে। যুক্তপ্রদেশের স্থানে স্থানে সোহাগা পরিষ্কার করিবার কালে উষ্ণজলের সঙ্গে চূণ মিশাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। পরিষ্কৃত সোহাগার বড় দানাগুলি 'চৌকি' এবং গুড়া সোহাগা 'রেগ্' নামে খ্যাত। চৌকিগুলি বিশেষ রূপ পরিষ্কার, কিন্তু রেগ্ বা গুড়া সোহাগা ধূলাবিহীন করণার্থ পুনরায় দুই একবার উষ্ণ জলে সিদ্ধ করিতে হয়। তিব্বত হইতে যুক্তপ্রদেশে যে খনিজ সোহাগার আমদানী হয়, প্রথম পরিষ্কারে তাহার প্রতি এক শত মণে ৬০ মণ চৌকি ও ৪০ মণ রেগ্ পাওয়া যায়। ঐ রেগ্গুলি পুনরায় সিদ্ধ করিলে ১০ মণ কুঁজ ও ৩০ মণ কণ্ডি হয়। কণ্ডিগুলি পুনরায় সিদ্ধ করিলে ৫ মণ মাত্র কুঁজ পাওয়া যায় এবং ২৫ মণ কেবল মাটী ও ধুলা থাকে। অনেক স্থলে শতকরা ২০ মণ পর্য্যন্ত ধুলা বাহির হয়।

উত্তরে তিব্বতরাজ্যের রাজধানী লাসা নগরীর দক্ষিণ ও বাম-

দোক-হো নামক স্থান হইতে হিমাচলশৃঙ্গ অতিক্রম করিয়া সোহাগা যুক্তপ্রদেশে আনীত হয়। তাতাররাজ্যের এবং তিব্বতের অন্যান্য কতক স্থানের সোহাগা পঞ্জাবপ্রদেশে বিক্রয়ার্থ নীত হইয়া থাকে। পরে ঐ স্থান হইতে কতক বোম্বাই বা করাচীর পথে এবং কতক বাঙ্গালার বৈদেশিক বাণিজ্যার্থ চালিত হয়। এখানকার বাজারে বিলাতী, কাণপুরী (তিব্বতীয়) এবং করাচী (তেলিয়া টঙ্কক্ষর) নামক তিন প্রকার সোহাগা সাধারণের বিশেষ উপকারে লাগে। সুশ্রুতে ইহার ভেষজ গুণ বর্ণিত হইয়াছে। ইহা বলকারক ও অগ্নিমান্দ্য-নাশক। কষ্টকর অজীর্ণ, কাশি ও হাপানি রোগে ইহা বিশেষ উপকারে আইসে। সোহাগামিশ্রিত জল দ্বারা গাত্রক্ষত ধৌত করিলে শীঘ্র শীঘ্র ক্ষতের উপশম হইয়া থাকে। সোহাগা অগ্নিতে পোড়াইয়া সেই "সোহাগার খৈ" মধুতে মাড়িয়া মুখে লাগাইলে মুখের, জিহ্বার ও দন্তমাড়ীর যাবতীয় রোগ আরোগ্য হয়। গাত্রের মূত্রনালী ও জননেন্দ্রিয়ের দারুণ কণ্ডু উপস্থিত হইলে সোহাগা ব্যবহারে উপকার পাওয়া যায়। কারণ স্নায়বিক ঝিল্লির নিয়মের উপর উহার বিরেচনশক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ অনেক স্থলে সোহাগার আভ্যন্তরিক প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্বীকার করেন না, কিন্তু তাঁহারা শোথ, উদরী ও অপস্মার রোগে ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। জরায়ুতে ইহার ক্রিয়া অধিক, ইহা রজোনির্গম বৃদ্ধি করে এবং প্রসবের সহায়। রজঃকৃচ্ছ্র ও বাধকবেদনায় ইহা বিশেষ ফলদায়ক এবং স্থলবিশেষে রজোরোধক বলিয়া কথিত।

বোরাসিক এসিডের যোগে মলম প্রস্তুত করিয়া ডাক্তারগণ সাধারণতঃ ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। বিচর্চ্চিকা, পামা, দদ্রু, কণ্ডু (চুলকানি), বিসর্পিকা, অরুণিকা প্রভৃতি রোগে ইহা বিশেষ ফলদায়ক। বাজারে যে সোহাগা বিক্রীত হয় তাহা এসেটিক এসিডের (acetic acids) জলে মিলাইয়া দদ্রু অথবা কণ্ডুস্থান বিধৌত করিয়া ব্যবহার করিলে ফল দর্শে। অনেক স্থলে ফটকিরির ন্যায় সোহাগার জলে কবল করিলে মুখক্ষত আরোগ্য হয়। ডাক্তার-গণ তালুমূলপ্রদাহে (Tonsillitis) গ্লিসরিন্ যোগে সোহাগা প্রদান করিয়া থাকেন, উহা Boro Glycilide নামে অভিহিত।

এতদ্ভিন্ন শিল্পবিষয়েও সোহাগার উপকারিতা যথেষ্ট। ছিট ছাপাই (Calico printing) করিতে হরিদ্রাদি যে সকল রঙ লাগান যায়, সোহাগার জলে তাহা পাকা হইয়া উঠে। সকল প্রকার মাটীর পাত্র, চীনাবাসন, লৌহপাত্র, ঘড়ির ডালা প্রভৃতির উপরে মসৃণতা ও ঔজ্জ্বল্য সম্পাদনার্থ সোহাগাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সীসার পাত্র যদি সোহাগার কলাই করা হয় তাহা হইলে অধিক দিন স্থায়ী হয়। যে সকল ধাতুর উপরে মরিচা বা দাগ পড়ে তাহা পরিষ্কার করিয়া তুলিবার জন্য ঐ পাত্রে সোহাগা আনিয়া আগুনে পোড়াইতে হয়। ভারতীয় জহরীরা ও স্বর্ণকারেরা অনেক সময় সোহাগা হইতে কৃত্রিম মণি (মিনার কাজের ন্যায়) প্রস্তুত করিয়া থাকে।

সোহাগা উত্তপ্ত লৌহের ন্যায় অগ্নিতে পোড়াইলে উহা প্রথমে ফাটিয়া যায় ও গলিয়া তরল হয়, তৎপরে উহা ক্রমশঃ ফেনিবাতাসার ন্যায় ফোঁপরা হইয়া ফুলিতে থাকে। যখন উত্তাপে উহা অগ্নিবর্ণ হইয়া উঠে এবং তাহাতে বিন্দুমাত্র জলীয়াংশও থাকে না, তখন উহা কাচের ন্যায় স্বচ্ছ হয়। ঐ অবস্থায় মালার ন্যায় ছাঁচে ঢালিয়া লওয়া যায়। উহাই এক্ষণে রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য সর্ব্বত্র রক্ষিত হইয়া থাকে। ঐরূপ একটী মালা উত্তপ্ত করিয়া তাহাতে কোন প্রকার মেটালিক্ সল্ট সংযোগ করিলে উহার রূপান্তর পরিলক্ষিত হয়। সাব্ অক্সিদ অব্ কপারযোগে উহা লালবর্ণ, ফেরস্ অক্সিদযোগে সবুজবর্ণ, কোবাল্ট্ অক্সিদযোগে নীলবর্ণ, মাঙ্গানিজ সল্টস্ যোগে বেগুনীবর্ণ বোরিক অক্সিদযোগে লালবর্ণ ইত্যাদি সুন্দর সুন্দর বর্ণ ধারণ করে। ইহা ছাড়া ইহার পচননিবারকতাশক্তি বাণিজ্য বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয়। জীবমাংস, ফল, মূল, শাক, সবজি প্রভৃতি সোহাগাযোগে বহু বৎসর প্রকৃত অবস্থায় রাখা যায়।

সোহাগিনী (স্ত্রী) সৌভাগিনী শব্দের অপভ্রংশ। সোহাগবিশিষ্টা।

সোহানা—পঞ্জাবের গুরগাঁও জেলার অন্তর্গত গুরগাঁও তহশীলের অধীন একটি মিউনিসিপালিটি ও সহর। এখানে একটি গন্ধকের উৎস আছে। ইহা অক্ষা° ২৮°১৪´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৭°৭´ পূর্ব্বে, মেবাত্ শৈলের পাদদেশে এবং গুরগাঁও হইতে ১৫ মাইল দূরে আলবার রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত। এখানে প্রথমে হিন্দু রাজপুত এবং পরে মুসলমান রাজপুতগণ প্রাধান্য স্থাপন করিয়া ছিলেন। শেষোক্ত রাজাদিগের প্রভাবের নিদর্শনস্বরূপ এখনও এখানে প্রাচীন মস্‌জিদ্ দেখিতে পাওয়া যায়। এখান হইতে বিতাড়িত হইয়া হিন্দু রাজপুতবংশ যাইয়া জালন্ধরে বাস করিতে ছিলেন। হঠাৎ এক সময়ে কুলদেবতা কর্ত্তৃক স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়া তাঁহারা এই স্থান পুনরধিকার করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন এবং তুমুল যুদ্ধের পরে ইহা পুনর্ব্বার হস্তগত করিলেন। তদবধি ইহা তাঁহাদিগের বংশধরগণেরই অধীনে রহিয়াছে। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে সোহানায় ইংরাজ-অধিকার বিস্তৃত হয়। তখন ভরতপুরের জাঠেরা এখানকার কর্ত্তা ছিলেন। সহরটি ছোট হইলেও বেশ উন্নতিশীল। এখানে দেশীয় শস্য, চিনি এবং কাঁচের চুড়ির ব্যবসায় বেশ চলিতেছে। সহরের কেন্দ্রস্থলে গন্ধকের

উৎসটি অবস্থিত। ইহার চতুর্দ্দিকে বেশ মজবুত রকমের একটি চৌবাচ্চা ও তাহার উপরে গুম্বুজাকৃতি একটি ছাদ আছে।

সোহাবল—মধ্যভারতবর্ষে বঘেলখণ্ড এজেন্সীর পলিটিকাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের তত্ত্বাবধানে বঘেলখণ্ডের একটি দেশীয় রাজ্য। ইহা কোঠি দ্বারা দুইটি স্বতন্ত্র খণ্ডে বিভক্ত। উত্তর ভাগ পন্না রাজ্যের অন্তর্গত জমির সঙ্গে এমন ভাবে সংমিশ্রিত যে, সোহাবলের জমির প্রকৃত পরিমাণ নির্ণয় করা সুকঠিন। ইহার আনুমাণিক পরিমাণফল ২৪০ বর্গমাইল। হিন্দুই এখানকার প্রধান অধিবাসী। সামান্তসংখ্যক মুসলমান, কোল এবং গোঁড় জাতির লোকও দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার মোট রাজস্ব প্রায় দেড়লক্ষ টাকা। কিন্তু ইহার প্রায় অংশই নিষ্কর স্বত্ব ও দেবোত্তর প্রভৃতির জন্ত রাজকোষভুক্ত হইতে পারে না, রাজা নিজে মাত্র ৩২০০০ টাকা পাইয়া থাকেন। পূর্ব্বে সোহাবল রাজ্য রেবা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল; কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য ভাগে রেবাপতি অমরসিংহের পুত্র ফতেসিংহ পিতৃদ্রোহী হইয়া আপনাকে সোহাবলের স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। ইংরাজ যখন বঘেলখণ্ড অধিকার করেন, তখন তাঁহার বংশোদ্ভব লালা অমল সিংহ এখানকার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ইংরাজ সরকারের বশ্যতা স্বীকার করিলে, ইংরাজরাজ তাঁহাকে রাজা বলিয়া স্বীকার করেন। রাজাদিগের অবিমৃষ্যকারিতা ও দুঃশাসনের জন্ত অনেকবার গবর্মেণ্টকে এই রাজ্যের শাসন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছে। সর্ব্বশেষ বারে (১৮৭১ খৃঃ অব্দে) রাজ্যের সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া গবর্মেণ্ট কর্তৃক ইহা রাজা লালা শের জঙ্গবাহাদুর সিংহের হস্তে প্রত্যর্পণ করা হয়। ইনি বঘেল রাজপুতবংশীয়। এখানে রাজার অধীনে পঞ্চাশ জন পুলিশ ফৌজ আছে।

সোহাবল—সোহাবল রাজ্যের প্রধান নগর। ইহা অক্ষা° ২৪°৩৪´৩০´´ উত্তর ও দ্রাঘি° ৮০°৪৮´৫০´´ পূর্ব্বে, সত্নানামক নদীর তীরে এবং সত্না হইতে নওগাঁও পর্য্যন্ত যে রাজবর্ত্ম গিয়াছে, তাহার পার্শ্বে অবস্থিত। ইষ্টইণ্ডিয়ান্ রেলওয়ে আলাহাবাদ ও জব্বলপুরের মধ্যবর্ত্তী সত্না ষ্টেশন হইতে ইহা ৬ মাইল দূরবর্ত্তী। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ইহা ১০৫৯ ফিট্ উচ্চ। পূর্ব্বে এখানে একটি দুর্গ ছিল, এখন তাহার বিধ্বস্ত অবস্থা।

সোহাসা (দেশজ) সোহাগা নামক ক্ষার।

সোহিনী (স্ত্রী) ১ রাগিনীবিশেষ। ২ সোহাগিনী শব্দের অপভ্রংশ।

সোহেলা (দেশজ) উৎসব, সাময়িক আনন্দগর্ভ গান।

সৌকর (ত্রি) সূকরস্থায়মিতি সূকর অণ্। সূকরসম্বন্ধী, বরাহরূপ। "পৌত্রনিকষণবিভিন্নভূবং দনুজং দধানমথ সৌকরং বপুঃ॥" (কিরাত ১২।৫৩)

সৌকরক (ক্লী) সৌকর স্বার্থে কন্। সূকরসম্বন্ধীয়। সৌকর।

সৌকরসদ্ম (ত্রি) সূকরসদ্মসম্বন্ধীয়। (পা ৬।৪।১৪৪ বার্ত্তিক ১)

সৌকরায়ণ (পুং) সূকরং হন্তীতি সূকর-ঠঞ্। ১ ব্যাধ, চলিত শিকারী। ২ বৈদিক আচার্য্যভেদ। (শতপথব্রা° ১৪.৭।৩।২৭)

সৌকরীয় (ত্রি) সূকর বা সূকরসম্বন্ধীয়। (পা ৪।২।৮০)

সৌকর্য্য (ক্লী) সুকরস্ত ভাবঃ কর্ম্ম বা সুকর-ষ্যঞ্। ১ অনায়াস, সুসাধ্যতা, সুবিধা।

"সৌকর্য্যেণ চ কার্য্যস্ত বিরুদ্ধং ক্রিয়তে যদি।"(সাহিত্যদ°১০।৯৮)

সূকরস্ত ভাবঃ কর্ম্ম বা সূকর-ষ্যঞ্। ২ সূকরের ক্রিয়া। (বিশ্ব)

সৌকুমারক (ক্লী) সুকুমারস্ত ভাবঃ কর্ম্ম বা (দ্বন্দ্বমনোজ্ঞাদিভ্যশ্চ। পা ৫।১।১৩৩) ইতি বুঞ্। সুকুমারতা, সুকুমারের ভাব বা কর্ম্ম।

সৌকুমার্য্য (ক্লী) সুকুমার-ষ্যঞ্। ১ সুকুমারতা, মার্দ্দব, কোমলতা। ২ যৌবন। ৩ অপারুষ্য। ৪ কাব্যোক্ত গুণবিশেষ, সুকুমারতাগুণ, যে স্থলে গ্রাম্য ও দুঃশ্রব প্রভৃতি শব্দ বিন্তাস নাই, এবং শব্দবিন্তাসের বেশ পরিপাটী আছে, তথায় এই গুণ হয়। ইহাতে কোনরূপ পারুষ্য থাকে না।

"গ্রাম্যদুঃশ্রবতাত্যাগাৎ কান্তিশ্চ সুকুমারতা।"
(সাহিত্যদ° ৮।৬১৭)

সৌকৃতি (পুং) ১ গোত্রবিশেষ। (সংস্কারকৌ°) ২ গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি।

সৌকৃত্য (ক্লী) উত্তম দেবতার উদ্দেশে ক্রিয়মাণ যাগাত্মক কর্ম্মকে সুকৃত কহে, ইহার সম্যক্ অনুষ্ঠান সৌকৃত্য। "সৌকৃত্যায় সথা হিতঃ" (ঋক্ ১০।১৩৬।৪) 'সৌকৃত্যায় সুষ্ঠু দেবানুদ্দিশ্য ক্রিয়মাণং যাগাত্মকং কর্ম্ম সুকৃতং, তস্ত ভাবায় সম্যগনুষ্ঠাপনায়' (সায়ণ)

সৌকৃত্যায়ন (পুং) সুকৃত্যের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।৯৯)

সৌক্তি (পুং) ঋষিভেদ। (সংস্কারকৌ°)

সৌক্তিক (ত্রি) সূক্তসম্বন্ধীয়।

সৌক্ষ্ম (ক্লী) সূক্ষ্মস্ত ভাবঃ অণ্। সৌক্ষ্ম্য, সূক্ষ্মতা, সূক্ষ্মের ভাব বা ধর্ম্ম।

সৌক্ষ্ম্য (ক্লী) সূক্ষ্মস্ত ভাবঃ ষ্যঞ্। সূক্ষ্মতা, সূক্ষ্মত্ব।

"অন্তঃ সোজ্জ্বলরূপত্বং শব্দানাং সৌক্ষ্ম্যমুচ্যতে।" (প্রতাপরুদ্র)

সৌখ (পুং) সুখ অপত্যার্থে (শিবাদিভ্যোঽণ্। পা ৪।১।১১২) ইতি অণ্। ১ সুখের অপত্য। ২ সুখের ভাব বা ধর্ম্ম, সুখ।

সৌখযানিক (পুং) স্তুতিপাঠক, ভাট, বন্দী।

সৌখশয্যিক (পুং) সুখশয্যাং পৃচ্ছতি ঠঞ্। সুখশয়নজিজ্ঞাসু, বৈতালিক, স্তুতিপাঠক।

সৌখশায়নিক (ত্রি) সুখশয়নং পৃচ্ছতি সুখশয়ন-ঠঞ্। বৈতালিক, স্তুতিপাঠক।

সৌখশায়িক (ত্রি) বৈতালিক, স্তুতিপাঠক।

সৌখসুপ্তিক (ত্রি) সুখসুপ্তিং সুখেন শয়নং পৃচ্ছতি সুখ-সুপ্তি-ঠঞ্। বৈতালিক।

'বৈতালিকা বোধকরা অর্থিকাঃ সৌখসুপ্তিকাঃ।' (হেম)

সৌখিক (ত্রি) সুখেন জীবতীতি সুখ (বেতনাদিভ্যো জীবতি। পা ৪।৪।১২) ইতি ঠক্। সুখার্থী, চলিত সৌখীন।

"প্রিয়া বিহীনৈরধনৈস্ত্যক্তমিত্রৈরকিঞ্চনৈঃ।
সৌখিকৈঃ সন্তৃতানর্থান্ যঃ সন্ত্যজতি কিন্নু তৎ ॥"
(ভারত ১২।১৮।২৩)

সৌখান (দেশজ) ১ সুখার্থী, যাহাদের সকল বিষয়ে বেশ সখ আছে। ২ সুখী।

সৌখ্য (ক্লী) সুখমেব স্বার্থে ষ্যঞ্। ১ সুখ।

"অকিঞ্চিদপি কুর্ব্বাণঃ সৌখ্যৈর্দুঃখান্যপোহতি।
তত্তস্য কিমপি দ্রব্যং যো হি যস্য প্রিয়োজনঃ ॥" (উত্তরচ° ২ অ°)

সুখস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা সুখ-ষ্যঞ্। ২ সুখত্ব, সুখের ভাব বা ধর্ম্ম।

সৌখ্যদায়ক (পুং) মুদ্গ, মুগ।

সৌগত (পুং) সুগত-অণ্। ১ বৌদ্ধবিশেষ। পর্য্যায়—শূন্যবাদী।

"সর্ব্বকার্য্যশরীরেষু মুক্তাঙ্গস্কন্ধপঞ্চকং।
সৌগতানামিবাত্মান্যো নাস্তি মন্ত্রো মহীভৃতাং ॥" (মাঘ ২।২৮)

(ত্রি) ২ সুগতসম্বন্ধী। ৩ সুগতমতাধ্যায়ী।

সৌগতিক (পুং) সৌগতং মতং বেত্তীতি ঠক্। বৌদ্ধবিশেষ।

সৌগন্ধ (ক্লী) সুষ্ঠু গন্ধো যস্য। ততঃ স্বার্থে অণ্। ১ কর্ত্তৃণ, চলিত গন্ধখড়, সুগন্ধতৃণ, রামকর্পূর।

'সৌগন্ধিকঞ্চ সৌগন্ধং রামকর্পূরকে তৃণে।' (শব্দরত্না°)

(পুং) ২ বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ। মহাভারতে এই সঙ্করবর্ণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

"চতুরো মাগধী সূতে ক্রূরান্মায়োপজীবিনঃ।
মাংসং স্বাদুকরং ক্ষৌদ্রং সৌগন্ধমিতি বিশ্রুতং ॥"
(ভারত ১৩।৪৮।২২)

মায়োপজীবী ক্রূর হইতে মাগধীগর্ভে মাংস, স্বাদুকর, ক্ষৌদ্র, ও সৌগন্ধ এই চারি প্রকার জাতির উৎপত্তি হয়।

(ত্রি) ৩ শোভন গন্ধযুক্ত, উত্তম গন্ধবিশিষ্ট।

সৌগন্ধক (ক্লী) নীলপদ্ম।

সৌগন্ধিক (ক্লী) সুগন্ধোঽস্ত্যস্যেতি সুগন্ধ-ঠন্, ততঃ স্বার্থে অণ্। ১ কর্ত্তৃণ, গন্ধখড়। (ভাবপ্র°) ২ কহ্লার। (অমর) ৩ পদ্মরাগমণি। (মেদিনী) ৪ নীলোৎপল।

"ইন্দীবরং কুবলয়ং পদ্মং নীলোৎপলং স্মৃতং।
সৌগন্ধিকং শতদলমব্জং কমলমুচ্যতে ॥" (গরুড়পু° ২০৮ অ°)

(পুং) সৌগন্ধোঽস্যাস্তীতি ঠন্। ৫ গন্ধক। (অমর) ৬ সুগন্ধব্যবহারী। (মেদিনী) ৭ শ্লেষ্মনিমিত্তক কৃমিবিশেষ। শ্লেষ্মা হইতে এক প্রকার কৃমি জন্মে, তাহাকে সৌগন্ধিক কহে। (চরক বিমান ৭ অঃ) ৮ রক্তকমল, রক্তপদ্ম। ৯ রোহিষতৃণ, রামকর্পূর। ১০ গন্ধতৃণ। ১১ ভদ্রতর গন্ধক। (চক্রদত্ত) ১২ ত্রিসুগন্ধ. দারুচিনি, এলাচি ও তেজপত্র, এই তিনটী দ্রব্যের নাম ত্রিসুগন্ধ।

সৌগন্ধিকবন (ক্লী) ১ পদ্মপুষ্পসমাকীর্ণ বনভেদ। (ভারত সভাপর্ব্ব) ২ তীর্থভেদ। (ভারত বনপর্ব্ব)

সৌগন্ধিকবৎ (ত্রি) সৌগন্ধিক অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। সৌগন্ধিকবিশিষ্ট, সুগন্ধযুক্ত।

সৌগন্ধিপত্রক (পুং) শ্বেতার্জ্জক। (বৈদ্যকনি°)

সৌগন্ধ্য (ক্লী) সুগন্ধস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। সুগন্ধত্ব।

"এবমুক্তা বরং বব্রে গাত্রসৌগন্ধ্যমুত্তমং।" (ভারত ১।৬৩।৭৯)

সৌচক্য (ক্লী) সূচকস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা (পত্যন্তপুরোহিতাদিভ্যো যক্। পা ৫।১।১২৮) ইতি যক্। সূচকের ভাব বা কর্ম্ম।

সৌচি (পুং) সৌচিকশব্দার্থ। (শব্দরত্না°)

সৌচিক (পুং) সূচ্যা জীবতীতি সূচী-ঠক্। ১ সূচীকর্ম্মোপজীবী, যাহারা সেলাই করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, চলিত দরজী। পর্য্যায়—তুন্নবায়, সূচিক, সৌচি, সূত্রভিদ্। (শব্দরত্না°) ২ বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ। কৈবর্ত্তের কন্যার গর্ভে শৌণ্ডিক হইতে এই জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

"কৈবর্ত্তস্য চ কন্যায়াং শৌণ্ডিকাদেব সৌচিকঃ।" (পরাশরপ°)

সৌচিক্য (ক্লী) সূচিকস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা সূচিক-পুরোহিতাদিত্বাৎ যক্। (পা ৫।১।১২৮) সূচিকের কার্য্য, দরজির কার্য্য, সেলাই প্রভৃতি সূচিকের কর্ম্ম।

সৌচিত্তি (পুং) সুচিত্ত অপত্যার্থে ইঞ্। সুচিত্তের গোত্রাপত্য সত্যধৃতি।

সৌচীক (পুং) সূচীকার, দর্জ্জি।

"কৈবর্ত্তস্য চ কন্যায়াং শৌণ্ডিকাদেব সৌচিকঃ।" (পরাশরপ°)

সৌজন্য (ক্লী) সুজনস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা সুজন-ষ্যঞ্। সুজনতা, সাধুতা, ভদ্রতা সদ্ব্যবহার।

"সৌজন্যং বরবংশজন্মবিভবে দীর্ঘায়ু চারোগতা
বিজ্ঞত্বং বিনয়িত্বমিন্দ্রিয়বশঃ সৎপাত্রদানে রুচিঃ।
সন্মন্ত্রী সুসুতঃ প্রিয়া প্রিয়তমা ভক্তিশ্চ নারায়ণে
সৎপুণ্যেন বিনা ত্রয়োদশ গুণাঃ সংসারিণাং দুর্লভাঃ ॥" (উদ্ভট)

সৌজন্যবৎ (ত্রি) সৌজন্য অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। সৌজন্যবিশিষ্ট, সদ্ব্যবহারযুক্ত।

সৌজাত (পুং) সুজাত অপত্যার্থে অণ্। সুজাতের গোত্রাপত্য। (ঐত° ব্রা° ৭।২২)

সৌজামি (পুং) সুজামির গোত্রাপত্য, ঋষিভেদ।
(আশ্ব° গৃহ্য° ৩।৪।৪)

সৌড়ল (পুং) ঋষিভেদ।

সৌড়ল উপাধ্যায়, একজন ন্যায়াচার্য্য, পণ্ডিত যাদবব্যাস স্বকৃত ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরীসার গ্রন্থে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

সৌণ্ডী (স্ত্রী) পিপ্পলী। (শব্দচ°)

সৌত (ত্রি) সূতসম্বন্ধীয়, সূত ঋষি হইতে উৎপন্ন। (পা ৪।২।৫)

সৌতি (পুং) সূতস্য গোত্রাপত্যং সূত-অণ্। সূতপুত্র, লোমহর্ষণ। (ভারত)

সৌতিক্য (ক্লী) সূতিকস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা পুরোহিতাদিত্বাৎ যং। (পা ৫।১।১।১২৮) সূতিকের ভাব বা কর্ম্ম।

সৌত্য (ত্রি) ১ সোমাভিষব।

"অথ তার্ক্ষ্যসুতো জ্ঞাত্বা বিরাট্ প্রভুচিকীর্ষিতং।
ববন্ধ বারুণৈঃ পাশৈর্বলিং সূত্যেঽহনি ক্রতৌ ॥"
(ভাগবত ৮।২১।২৬)

'সূত্যেঽহনি সোমাভিষবদিনে' (স্বামী) (ক্লী) ২ সারথ্য, সূতকর্ম্ম।

"সৌত্যে বৃতঃ কুমতিনাত্মদ ঈশ্বরো মে" (ভাগ° ১।১৫।১৭)

'সৌত্যে সারথ্যে' (স্বামী)

সৌত্র (পুং) সূত্রং যজ্ঞসূত্রমর্হতীতি সূত্র-অণ্। ১ ব্রাহ্মণ। (হেম) সূত্রে পঠিতং পাণিন্যাদিভিঃ কর্ম্মবিশেষায় অণ্। ২ সূত্রে পঠিত ধাতুবিশেষ, সৌত্রধাতু, নিত্যপ্রয়োগাভাব ধাতুবিশেষ কেবল শব্দবিশেষসাধনার্থ স্বীকৃত সূত্রনিবেশিত ধাতুবিশেষ।

"ধাতূনামিহ সৌত্রাণাং দ্বিচত্বারিংশদীরিতাঃ।" (কবিকল্পদ্রুম)

সূত্রস্যেদং অণ্। (ত্রি) ৩ সূত্রসম্বন্ধী।

সৌত্রামণী (স্ত্রী) সুত্রমা ইন্দ্রো দেবতা অস্যাঃ সুত্রামন্-অণ্, বহুলবচনাৎ ন টিলোপঃ, ততঃ স্ত্রিয়াং ঙীষ্। যাগবিশেষ। যজুর্ব্বেদের কাণ্ব-শাখায় ২১ অধ্যায়ে এই যাগের বিবরণ লিখিত আছে। এই যজ্ঞে ব্রাহ্মণ সুরাপান করিলে পতিত হয় না।

"সৌত্রামণ্যাং কুলাচারে ব্রাহ্মণং প্রপিবেৎ সুরাং।
অন্যত্র কামতঃ পীত্বা পতিতস্য দ্বিজো ভবেৎ ॥"
(কাত্যায়নসূত্রভাষ্য)

সৌত্রিক (পুং) ১ ব্রাহ্মণ। ২ ধাতুবিশেষ, সূত্রসম্বন্ধীয়। (ক্লী) ৩ কার্পাস। (যাজ্ঞবল্ক্য° ২।১৭৬)

সৌত্বন (পুং) সুত্বনের গোত্রাপত্য। (পা ৬।৪।১৬৭)

সৌদক্ষ (ত্রি) সুদক্ষসম্বন্ধীয়। (পা ৪।২।৭৫)

সৌদক্ষেয় (পুং) সুদক্ষের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১২৩)

সৌদত্ত (ত্রি) সুদত্ত হইতে উৎপন্ন। পা ৪।২।৭৫)

সৌদন্তি (পুং) সুদন্তের গোত্রাপত্য। (পঞ্চবি°ব্রা° ১৪।৩।১৩)

সৌদন্তেয় (পুং) সুদন্তের অপত্য। (পা ৪।২।১২৩)

সৌদর্য্য (ত্রি) সোদরসম্বন্ধীয়, সহোদরসম্বন্ধীয়।

সৌদর্শন (পুং) প্রাচীন উশীনর ও বাহীকজাতি কর্ত্তৃক অধ্যুষিত একখানি গ্রাম। স্ত্রীলিঙ্গে সৌদর্শনিকী ও সৌদর্শনিকা পদ হয়। (পা ৪।২।১১৮)

সৌদামনী (স্ত্রী) সুদামা মেঘঃ পর্ব্বতো বা তেন একা দিক্, (তেনৈকদিক্। পা ৪।৩।১১২) ইতি অণ্। ১ বিদ্যুৎ। অমরটীকায় ভরতমল্লিক লিখিয়াছেন যে, সৌদামনী এই পাঠই উত্তম, সৌদামিনী ইহা অপপাঠ। "সুদামা ঐরাবতস্তস্য স্ত্রী সৌদামনী পত্ন্যামীপ্ বৃদ্ধিশ্চ মনীষাদিত্বাৎ। সৌদামিনীত্যপপাঠঃ।" (ভরত) ২ অপ্সরোভেদ। ৩ বিদ্যুদ্ভেদ। স্ফটিকময় পর্ব্বতপ্রান্তভাগভব বিদ্যুৎ। মালাকারবিদ্যুৎ।

"এবং কৃষ্ণমতের্ব্রহ্মন্নাসক্তস্যামলাত্মনঃ।
কালঃ প্রাদুরভূৎ কালে তড়িৎ সৌদামিনী যথা ॥"
(ভাগ° ১।৬।৮)

'সুদামা মালা তত্র ভবা সৌদামনী মালাকারা ইত্যর্থঃ। সুদামা পর্ব্বতঃ তেনৈকদিগিতি সূত্রেণ অণ্ স্ফটিকময়পর্ব্বতপ্রান্তভাগভবা হি বিদ্যুদতিস্ফুটা ভবতি' (স্বামী) ৪ যক্ষিণীবিশেষ।
(কথাসরিৎসা°)

সৌদামিনী (স্ত্রী) ১ বিদ্যুৎ। (অমরটীকা) ২ তড়িদ্ভেদ।

"তত্র সংরাজতে ভৈমী সর্ব্বাভরণভূষিতা।
সখীমধ্যেঽনবদ্যাঙ্গী বিদ্যুৎ সৌদামিনী যথা ॥" (ভারত ৩।৫৩।১২)

৩ অপ্সরোভেদ। ৪ দেশবিশেষ। (অজয়)

সৌদামেয় (পুং) সুদামার গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১২৩)

সৌদাম্নী (স্ত্রী) সৌদামনী, বিদ্যুৎ। (ত্রিকা°)

সৌদায়িক (ত্রি) সুদায়েভ্যঃ পিতৃমাতৃভর্তৃকুলসম্বন্ধিভ্য আগতং সুদায়-ঠঞ্। পিতৃমাতৃভর্তৃকুল হইতে প্রাপ্ত স্ত্রীধন। স্ত্রীগণ বিবাহকালে বা অবিবাহিতাবস্থায় পিতামাতা প্রভৃতির নিকট যে ধনলাভ করে তাহাকে সৌদায়িক কহে। নারীর ইহাই স্ত্রীধন, এই ধনে স্ত্রীদিগের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব আছে। স্ত্রীগণ এই ধন দান করিলে তাহা সিদ্ধ হয়।

"উঢ়য়া কন্যয়া বাপি পত্যুঃ পিতৃগৃহেঽথবা।
ভর্ত্তুঃ সকাশাৎ পিত্রোর্ব্বা লব্ধং সৌদায়িকং স্মৃতং ॥
সৌদায়িকং ধনং প্রাপ্য স্ত্রীণাং স্বাতন্ত্র্যমিষ্যতে।
যস্মাৎ তদানৃশংস্যার্থং তৈর্দত্তং তৎ প্রজীবনং ॥
সৌদায়িকে সদা স্ত্রীণাং স্বাতন্ত্র্যং পরিকীর্ত্তিতং।
বিক্রয়ে চৈব দানে চ যথেষ্টং স্থাবরেষ্বপি ॥" (দায়তত্ত্ব)

[দায়ভাগ শব্দ দেখ]

সৌদাস (পুং) ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজভেদ। শ্রীমদ্ভাগবতে ইঁহার উপাখ্যান বিশেষ রূপে বর্ণিত আছে, অতি সংক্ষেপে ইহা

লিখিত হইল। ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা ঋতুপর্ণের পুত্র সর্ব্বকাম, তাঁহার পুত্র সুদাস, সুদাসের পুত্র সৌদাস। ইঁহার স্ত্রীর নাম দময়ন্তী। ইনি মিত্রসহ এবং কল্মাষপাদ নামে খ্যাত ছিলেন। একদা রাজা সৌদাস মৃগয়া করিতে গমন করিয়া এক রাক্ষস বধ করেন, কিন্তু দয়াপরবশ হইয়া তাহার ভ্রাতাকে ত্যাগ করেন। এই রাক্ষস সহোদরবিনাশকারী রাজার অনিষ্ট চিন্তা করিয়া পাচকরূপ ধারণপূর্ব্বক রাজগৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিল। একদিন মহর্ষি বশিষ্ঠ রাজগৃহে আগমনপূর্ব্বক ভোজনেচ্ছা প্রকাশ করিলে সেই পাচকরূপী রাক্ষস নরমাংস পাক করিয়া আনিল। এই মাংস বশিষ্ঠকে পরিবেশন করিলে বশিষ্ঠ দিব্য চক্ষুঃ দ্বারা ঐ বিষয় অবগত হইয়া রাজাকে শাপ প্রদান করিলেন যে, তুমি যেমন আমাকে নরমাংস প্রদান করিয়াছ, এই দোষে তোমার রাক্ষসত্বপ্রাপ্তি হইবে। তৎপরে মুনি যখন জানিতে পারিলেন যে, ইহাতে রাজার কোন দোষ নাই, তখন তিনি এই দোষ পরিহারের জন্য দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতানুষ্ঠান করেন।

রাজাও বিনাপরাধে অভিশপ্ত হইয়া জলগণ্ডুষ গ্রহণপূর্ব্বক গুরুকে প্রতিশাপ দিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু তদীয় পত্নী দময়ন্তী এই উদ্যম হইতে নিবারণ করিলে রাজা ঐ জল স্বীয় পদে ফেলিয়া দিলেন। পরে রাজা স্বয়ং রাক্ষসভাবাপন্ন হইয়া কল্মষতা প্রাপ্ত হইলেন। রাজা সৌদাস কল্মাষপাদ রাক্ষস হইয়া অরণ্যমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে একদা রতিক্রীড়াসক্ত এক দ্বিজদম্পতী দেখিতে পাইলেন। তৎকালে তাঁহার অতিশয় ক্ষুধা হইয়াছিল। বুভুক্ষায় পীড়িত হইয়া তিনি আহারার্থ ঐ দম্পতীর মধ্যে ব্রাহ্মণকে গ্রহণ করিলেন। ইহাতে ব্রাহ্মণী অতিশয় কাতর হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, রাজন্! তুমি রাক্ষস নহ, ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের মধ্যে একজন মহাবীর, এবং তোমার পত্নী দময়ন্তী। অতএব অধর্ম্মাচরণ করা তোমার উচিত নহে। এই বিপ্র আমার পতি, আমি অপত্যকামনায় ইঁহার সেবা করিতে ছিলাম, এখনও ইঁহার রতি সমাপ্ত হয় নাই, অতএব অনুগ্রহ করিয়া আমার পতিকে মুক্ত কর। ব্রাহ্মণী এইরূপে অনেক অনুনয় বিনয় করিলেও রাক্ষস তাহা না শুনিয়া ব্রাহ্মণকে খাইয়া ফেলিল।

ব্রাহ্মণী তখন রাক্ষসের প্রতি কুপিতা হইয়া শাপ দিলেন যে, যেমন তুই আমার পতিকে রতি হইতে নিবৃত্ত করিয়া ভক্ষণ করিলি, এই কারণে তোরও রতি হইতে মৃত্যু হইবে। পতিপরায়ণা সেই ব্রাহ্মণী নরপতির প্রতি এই প্রকার অভিশাপ দিয়া পতির অস্থিসকল প্রজ্বলিত হুতাশনে ক্ষেপণ পূর্ব্বক স্বয়ং তদারোহণে স্বামীর গতি প্রাপ্ত হইলেন।

পরে দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলে রাজা সৌদাস বশিষ্ঠশাপ হইতে মুক্ত হইলেন। অতঃপর তিনি একদা মৈথুনার্থ উদ্যত হইলে তাঁহার মহিষী ব্রাহ্মণীর শাপ বিজ্ঞাপন পূর্ব্বক ঐ উদ্যম হইতে নিবারণ করিলেন। রাজা সৌদাস তদবধি স্ত্রীসুখে বঞ্চিত এবং নিজ কর্ম্মদোষে অপুত্রক হইয়া অবস্থিতি করেন। কিছু কাল পরে ঐ বংশ লোপ হয় দেখিয়া মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁহার অনুমতি ক্রমে তদীয় পত্নী দময়ন্তীর গর্ভাধান করিয়া দিলেন। ঐ রাজমহিষী শত বৎসর যাবৎ সেই গর্ভ ধারণ করিয়া রহিলেন। কোন প্রকারেই প্রসব করিতে পারিলেন না। তখন বশিষ্ঠ মুনি আসিয়া সেই গর্ভকে প্রস্তর দ্বারা তাড়িত করিতে লাগিলেন। অশ্ম দ্বারা গর্ভ তাড়িত হইতে হইতে উহা প্রসূত হইল এবং এই কারণেই পুত্রের নাম অশ্মক হইল। (ভাগবত ৯।৯ অ°) [সুদাস দেখ।]

সৌদাসি (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ। (প্রবরাধ্যায়)

সৌদেব (পুং) সুদেব অপত্যার্থে অণ্। সুদেবের পুত্র, দিবোদাস।

সৌদ্যুম্নি (পুং) ১ সুদ্যুম্নের গোত্রাপত্য, ইনি ভরত দৌঃষন্তির পূর্ব্বপুরুষ। (শতপথব্রা° ১৩।৫।৪।১২) ২ যুবনাশ্বের পূর্ব্বপুরুষ। (ভারত বনপর্ব্ব)

সৌধ (পুং ক্লী) সুধালেপোঽস্যাস্তীতি জ্যোৎস্নাদিত্বাদণ্। ১ রাজসদন। প্রাসাদ, ইষ্টকাদিনির্ম্মিত ভবন, হর্ম্ম্য, কোঠাবাড়ী। সুধাধবলিত গৃহ, সুধা-কলিচূণ ফিরান কোঠা। ২ রৌপ্য। (রাজনি°) (ত্রি) ৩ সুধাসম্বন্ধী।

"বিরেচনানাং তীক্ষ্ণাণাং পয়ঃসৌধং পরং মতং।" (সুশ্রুত ১।৪৪)

(পুং) ৪ দুগ্ধপাষাণ, শুক্লখড়িকা, চলিত ফুলখড়ি। (রাজনি°)

সৌধকার (পুং) সৌধং করোতীতি কৃ-অণ্। সৌধনির্ম্মাতা, যিনি সৌধ প্রস্তুত করেন।

সৌধন্য (ত্রি) সুধনবিশিষ্ট।

সৌধন্বন (পুং) সুধন্বার পুত্র, ঋভুগণ। (ঋক্ ১।১১০।৪)

সৌধর্ম্ম (ত্রি) জৈনদিগের সুধর্ম্মানামক দেবসভা, স্বর্গসম্বন্ধীয়।

সৌধর্ম্মজ (পুং) সৌধর্ম্মে কল্পে জাত। জৈনদেবগণভেদ।

সৌধর্ম্মেন্দ্র (পুং) জৈনসাধুভেদ। (শত্রুঞ্জয়মাহাত্ম্য ১।৫৯)

সৌধর্ম্ম্য (ক্লী) সাধুতা, সদ্ধর্ম্মের ভাব।

সৌধাতকি (পুং) সুধাতুরপত্যং (সুধাতুরকঙ্ চ। পা ৪।১।৯৭ ইতি সুধাতৃ-ইঞ্, ততঃ অকঙ্। সুধাতার অপত্য।

সৌধামিত্রিক (ত্রি) সুধামিত্রসম্বন্ধীয়। (পা ৪।২।১১৬)

সৌধার (পুং) নাটকের চতুর্দ্দশ ভাগৈকভাগ।

সৌধাল (ক্লী) সৌধবৎ অলতি পর্য্যাপ্নোতীতি অল-অচ্। শিবমন্দির, যেখানে ঈশানমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে।

সৌধালয় (পুং) সৌধমেব আলয়ঃ। সৌধ, সৌধরূপ আলয়।

সৌধাবতি (পুং) সুধাবতো গোত্রাপত্যং (বাহ্বাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৯৭) ইতি ইঞ্। সুধাবতের গোত্রাপত্য।

সৌধৃতেয় (পুং) সুধৃতির পুত্র। (ভাগবত ৯।২।২৯)

সৌন (ক্লী) পশুমারণস্থানস্থিত।

"প্রতুদান্ জালপাদাংশ্চ কোযষ্টিনখবিষ্কিরান্।

নিমজ্জতশ্চ মৎস্যাদান্ সৌনং বল্লূরমেব চ॥" (মনু ৫।১৩)

'সূনা মারণস্থানং তত্র স্থিতং সৌনং' (কুল্লূক) পশুমারণস্থানে যে সকল মাংসাদি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে, সেই মাংস ভক্ষণ করিতে নাই।

সৌনন্দ (ক্লী) সুনন্দমেব স্বার্থে অণ্। বলদেবের মুষল। (হেম)

"সৌনন্দঞ্চ ততঃ শ্রীমান্নিরানন্দকরং দ্বিষাং।

সব্যেন সাত্বতাং শ্রেষ্ঠো জগ্রাহ মুষলোত্তমং॥"(হরিবংশ ৯।৬৩)

সৌনন্দা (স্ত্রী) বৎসপ্রীরাজার কন্যা। (মার্ক°পু° ১১৬।৮)

সৌনন্দিন্ (পুং) সৌনন্দং মুষলমস্যাস্তীতি ইনি। বলদেব।

সৌনব্য (পুং) সূনো গোত্রাপত্যং (গর্গাদিভ্যো যঞ্। পা ৪।১।১০৫) ইতি যঞ্। সূনুর গোত্রাপত্য।

সৌনব্যায়নী (স্ত্রী) সৌনব্যের অপত্য স্ত্রী। (পা ৪।১।১৮)

সৌনহোত্রি (পুং) [শৌনহোত্রি দেখ।]

সৌনাগ (পুং) বৈয়াকরণ শাখাবিশেষ। পাতঞ্জলিকৃত মহাভাষ্যে এই শ্রেণীর উল্লেখ পাওয়া যায়।

সৌনামি (পুং) সুনামন্ অপত্যার্থে বাহ্বাদিত্বাৎ ইঞ্। (পা ৪।১।৯৭) সুনামের গোত্রাপত্য।

সৌনিক (পুং) সূনয়া পশ্বাদিবধস্থানেন চরতীতি সূনা-ঠক্। মাংসবিক্রয়কর্ত্তা, যিনি পশু পক্ষী প্রভৃতির মাংস বিক্রয় করেন, পর্য্যায়—বৈতংসিক, মাংসিক, কৌটিক। (হেম)

"দশ সূনাসহস্রাণি যো বাহয়তি সৌনিকঃ।

তেন তুল্যঃ স্মৃতো রাজা ঘোরস্তস্য প্রতিগ্রহঃ॥" (মনু ৪।৮৬)

যে সৌনিক আপনার জীবিকার জন্য দশহাজার সূনা (পশুঘাতকযন্ত্র) চালাইতে থাকে, অক্ষত্রিয় নৃপতি তাহার তুল্য পাতকী, অতএব তাহার নিকট কদাচ প্রতিগ্রহ করিবে না।

সৌন্দর্য্য (ক্লী) সুন্দরস্য ভাবঃ সুন্দর-ষ্যঞ্। সুন্দরত্ব, সুন্দরের ভাব বা ধর্ম্ম, রূপ, সুশ্রীকতা। ইহার লক্ষণ—

"অঙ্গপ্রত্যঙ্গকানাং যঃ সন্নিবেশো যথোচিতং।

সুশ্লিষ্টঃ সন্ধিবন্ধঃ স্যাৎ তৎ সৌন্দর্য্যমুদাহৃতং॥"(উজ্জ্বল নীলমণি)

শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গসকলের যথোচিত রূপে সন্নিবেশ ও সন্ধিবন্ধসকল সুশ্লিষ্ট হইলে তাহাকে সৌন্দর্য্য কহে। যে অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ যেরূপ হওয়া উচিত, তাহার কিছুমাত্রও ব্যত্যয় না হইয়া যথোচিত রূপে যদি সন্নিবেশিত হয়, তাহা হইলেই সৌন্দর্য্য হয়।

"সর্ব্বোপমাদ্রব্যসমুচ্চয়েন যথাপ্রদেশং বিনিবেশিতেন।

সা নির্ম্মিতা বিশ্বসৃজা প্রযত্নাদেকস্থসৌন্দর্য্যদিদৃক্ষয়েব॥"

(কুমার ১।৪৯)

সৌপ (ত্রি) সুপাং ব্যাখ্যানঃ (তস্য ব্যাখ্যান ইতি চ ব্যাখ্যাতব্যনাম্নঃ। পা ৪।৩।৬৬) ইতি অণ্। ১ সুপের ব্যাখ্যাযুক্ত গ্রন্থ, যে গ্রন্থে সুপের ব্যাখ্যা আছে। সুপ্সু ভবং অণ্। ২ সুপ্ প্রত্যয় করিলে যাহা হয়। ব্যাকরণমতে সুপ্ প্রত্যয়ের পর যে সকল কার্য্য হয়, তাহাকে সৌপ কহে।

সৌপথি (পুং) সুপথের অপত্য।

সৌপর্ণ (ক্লী) সুপর্ণং গরুড়ং তদ্বর্ণমিত্যর্থঃ অর্হতীতি সুপর্ণ-অণ্। ১ মরকত। ২ শুণ্ঠী। (রাজনি°) ৩ গরুড় পুরাণ।

"একোনবিংশং সৌপর্ণং ব্রহ্মাণ্ডং দ্বাদশৈব তু।"

(ভাগবত ১২।১৩।৮)

৪ গারুত্মতমন্ত্র।

"সৌপর্ণমস্ত্রং প্রতিসংহর

প্রহেদ্বধনিবর্হকরো হি সন্তঃ।" (রঘু ১৬।৮০)

(পুং) ৫ গরুড়। (ত্রি) সুপর্ণসম্বন্ধী।

সৌপর্ণব্রত (ক্লী) ব্রতবিশেষ, গরুড়সম্বন্ধীয় ব্রত, গারুড় ব্রত।

সৌপর্ণী (স্ত্রী) পাতালগারুড়ী লতা। (রাজনি°)

সৌপর্ণীকাদ্রব (ত্রি) সুপর্ণী ও কদ্রুসম্বন্ধীয়।

(শতপথব্রা° ৩।২।৪।১)

সৌপর্ণেয় (পুং) সুপর্ণ্যা অপত্যং পুমানিতি (স্ত্রীভ্যো ঢক্। পা ৪।১।১২০) ইতি ঢক্। ১ সুপর্ণীর পুত্র গরুড়। (হেম) ২ গায়ত্র্যাদি ছন্দঃসকল।

"বিনতায়াস্তু পুত্রৌ দ্বাবরুণো গরুড়স্তথা।

প্রভাবত্যঃ স্বসারশ্চ যবীয়স্যস্তয়োঃ স্মৃতাঃ॥

গায়ত্র্যাদীনি ছন্দাংসি সৌপর্ণেয়ানি পক্ষিণঃ।

হব্যবাহানি সর্ব্বাণি দিক্ষু সংনিয়তানি চ॥"

(অগ্নিপু° কাশ্যপীয়বংশকথননামাধ্যায়)

সৌপর্ণ্য (ত্রি) ১ সৌপর্ণশব্দার্থ। (ঐতরেয়ব্রা° ৩।২৫) (ক্লী) ২ পক্ষিস্বভাব।

সৌপর্ণ্যবৎ (ত্রি) পক্ষীর স্বভাবসদৃশ স্বভাববিশিষ্ট। পক্ষিসদৃশ। (সুশ্রুত)

সৌপর্ব্ব (ত্রি) সুপর্ব্বসম্বন্ধীয়। (পা ৬।৪।১৪৪)

সৌপস্তম্বি (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ। (প্রবরাধ্যায়)

সৌপাতব (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ। (সংস্কারকৌ°)

সৌপামায়নি (পুং) সুপামার গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১৫৪)

সৌপিক (ত্রি) সূপেন উপসিক্ত সূপ (ব্যঞ্জনৈরুপসিক্তে। পা ৪।৪।২৬) ইতি ঠক্। সূপদ্বারা উপসিক্ত, ব্যঞ্জন দ্বারা উপসিক্ত।

সৌপিষ্ট (পুং) সুপিষ্ট শিবাদিত্বাদণ্ (পা ৪।১।১১২) সুপিষ্টের গোত্রাপত্য।

সৌপিষ্টী (পুং) সুপিষ্টের গোত্রাপত্য ঋষিভেদ। (প্রবরাধ্যায়)

সৌপুষ্পি (পুং) সুপুষ্প অপত্যার্থে ইঞ্। সুপুষ্পের গোত্রাপত্য।

সৌপ্তিক (ক্লী) সুপ্তৌ সুপ্তিকালে ভবং সুপ্তি-ঠঞ্। ১ রাত্রিযুদ্ধ, পর্য্যায়—নিশারণ, রাত্রিমারণ। (ত্রিকা°)

"অহত্ব কদনং কৃত্বা শত্রূণামস্থ সৌপ্তিকে।
ততো বিশ্রমিতা চৈব স্বপ্তা চ বিগতজ্বরঃ॥" ভারত ১০।৪।২৩

২ মহাভারতের অষ্টাদশ পর্ব্বের মধ্যে একটী পর্ব্ব। এই পর্ব্ব দশম পর্ব্ব।

"আদিঃ সভাবনবিরাটমথোত্তমশ্চ
ভীষ্মো গুরুরবিজমদ্রবসৌপ্তিকঞ্চ।
স্ত্রীপর্ব্বশান্তিরহুশাসনমশ্বমেধ-
ব্যাসাশ্রমো মুষলযানদিবাবরোহঃ॥" (ভারতটীকা)

(ত্রি) ৩ সুপ্তসম্বন্ধী।

সৌপ্রথ্য (পুং) সুপ্রথ্য অপত্যার্থে অণ্। সুপ্রথ্যের গোত্রাপত্য।

সৌপ্রজাস্ত্ব (ক্লী) শোভনাপত্যত্ব। (অথর্ব্ব ২।২৯।৩)

সৌবল (পুং) সুবলস্য গোত্রাপত্যং, সুবল-অণ্। সুবলের গোত্রাপত্য, সুবলপুত্র শকুনি। [শকুনি শব্দ দেখ]

সৌবলক (পুং) সৌবল স্বার্থে কন্। সৌবল, সুবলপুত্র শকুনি।

সৌবলেয় (পুং) সৌবল, শকুনি।

সৌভ (ক্লী) ১ হরিশ্চন্দ্রপুর, হরিশ্চন্দ্রের রাজধানী। পর্য্যায়—কামচারিপুর। (জটাধর) ২ শাম্বরাজপুর।

"হতঃ শৌভপতিঃ শাম্বস্থয়া সৌভঞ্চ পাতিতং।" (ভার° ৩।১২।৩৩)

সৌভগ (ক্লী) সুভগস্য ভাবঃ অণ্। সুভগত্ব, সৌভাগ্য।

সৌভগত্ব (ক্লী) সৌভগস্য ভাবঃ ত্ব। সৌভগের ভাব বা ধর্ম্ম।

সৌভদ্র (পুং) সুভদ্রায়া অপত্যং পুমানিতি সুভদ্রা-অণ্। ১ সুভদ্রাপুত্র, অভিমন্যু। সুভদ্রাপ্রয়োজনমস্য (সংগ্রামে প্রয়োজনযোদ্ধৃভ্যঃ। পা ৪।২।৫৬) ইতি অণ্। ২ সংগ্রামবিশেষ। সুভদ্রামধিকৃত্য কৃতোগ্রন্থঃ (অধিকৃত্য কৃতে গ্রন্থে। পা ৪।৩।৮৭) ইত্যণ্। ৩ গ্রন্থবিশেষ। সুভদ্রাকে লইয়া যে গ্রন্থ রচিত হয়, তাহাকে সৌভদ্র কহে। (কাশিকা) (ক্লী) ৪ তীর্থবিশেষ। মহাভারতে এই তীর্থের উল্লেখ আছে। এই তীর্থ অতি পবিত্র।

"অগস্ত্যতীর্থং সৌভদ্রং পৌলোমঞ্চ সুপাবনং।
কারন্ধমং প্রসন্নঞ্চ হয়মেধফলঞ্চ তং।
ভারদ্বাজস্য তীর্থন্তু পাপপ্রশমনং মহৎ।
এতানি পঞ্চতীর্থানি দদর্শ কুরুসত্তমঃ॥" (ভারত ১।২১৭।৩-৪)

(ত্রি) ৫ সুভদ্রাসম্বন্ধী।

সৌভদ্রেয় (পুং) সুভদ্রায়াঃ অপত্যং পুমানিতি সুভদ্রা (স্ত্রীভ্যো ঢক্। পা ৪।১।১২০) ইতি ঢক্। ১ সুভদ্রাপুত্র অভিমন্যু। ২ বিভীতক বৃক্ষ। (শব্দচ°)

সৌভর (পুং) ১ মুনিবিশেষ। (ক্লী) ২ সামভেদ।

সৌভরায়ণ (পুং) সৌভরের গোত্রাপত্য।

সৌভরি (পুং) একজন ঋষি। বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবত প্রভৃতি পুরাণে ইঁহার উপাখ্যান এইরূপ বর্ণিত আছে—এই ঋষি অতিশয় তপঃপরায়ণ ছিলেন, সংসার দুঃখময় জানিয়া তিনি দারপরিগ্রহ করেন নাই, যমুনার জলে নিমগ্ন থাকিয়া তপস্যা করিতেন। একদা তিনি যমুনার জলে নিমগ্ন হইয়া তপস্যা করিতে করিতে মীনরাজের মৈথুন জন্য সুখ সন্দর্শন করেন। ঐ ঋষিরও তাহাতে অতিশয় অনুরাগ জন্মে।

এই সময় ইক্ষ্বাকুবংশীয় যুবনাশ্বপুত্র মান্ধাতা সম্রাট্ হইয়া সপ্তদ্বীপা পৃথিবী শাসন করিতেছিলেন। এই মান্ধাতার তিনটী পুত্র ও ৫০টী কন্যা ছিল। সৌভরি যমুনার জল হইতে উঠিয়া মথুরায় গমনপূর্ব্বক মান্ধাতার নিকট পত্নীর জন্য একটী কন্যা প্রার্থনা করেন। মান্ধাতা তদুত্তরে বলিয়াছিলেন যে, আমার কন্যাগণ স্বয়ম্বরা হইবে, সেই স্থলে যদি তাহারা আপনাকে বরমাল্য দেয়, তাহা হইলে আপনি তাহাদিগকে গ্রহণ করিবেন।

সৌভরি রাজার এই কথা শুনিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি জরাজীর্ণ হইয়াছি, আমার কেশও পলিত এবং বয়ঃক্রমের আতিশয্য প্রযুক্ত আমার মস্তক সতত কম্পমান। বিশেষতঃ আমি তাপস এই সকল কারণে বোধ হয় আমার প্রার্থনায় স্বীকৃত না হইয়া ছলক্রমে রাজা আমাকে নিরাশ করিলেন। যাহা হউক, আমি আপনাকে সেই প্রকার করিতে চেষ্টা করি, যাহাতে মনুজেন্দ্রদিগের রমণীগণের কথা কি সুরস্ত্রীগণেরও অভীপ্সিত হইতে পারি।

অনন্তর তপঃপ্রভাবে তাঁহার তদ্রূপ রূপ হইল। একদা রাজপুরীর প্রতিহারী তাঁহাকে রাজকন্যাদিগের অন্তঃপুরে লইয়া গেল। রাজকন্যাগণ তাঁহার কন্দর্পকমনীয় রূপকলাপ দর্শন করিয়া বিমোহিত হইল। সেই কন্যাদিগের মধ্যে তখন বিবাদ বাধিয়া গেল, তখন সকলেই বলিতে লাগিল, ইনিই আমার উপযুক্ত বর, তোমাদিগের নহেন, এইরূপে পরস্পরে মিলিত হইয়া সকলেই ইঁহাকে বরমাল্য প্রদান করিলেন।

সৌভরি মন্ত্রশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার তপঃপ্রভাবে ৫০টী ভবন এবং প্রত্যেক ভবনে অমূল্য পরিচ্ছদ ও নানাবিধ বন, উপবন, সুশোভিত সরোবরসকল, ও সৌগন্ধি কহ্লারকাননে সুসজ্জিত হইয়া উঠিল। যাবতীয় গৃহে দাস দাসী সকল এবং সর্ব্বত্র পক্ষী, ভ্রমর ও বন্দীগণ মধুর স্বরে গান আরম্ভ করিল। তিনি মহামূল্য শয্যা, আসন, বসন, ভূষণ, স্নান ও অনুলেপনাদি সম্পন্ন হইয়া সকল ভবনেই সমস্ত বনিতার সহিত অহরহঃ বিহার করিতে লাগিলেন।

সৌভরির গার্হস্থ্য ধর্ম্ম অবলোকন করিয়া সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অধিপতি মান্ধাতারও সুমহান্ বিস্ময় জন্মিল। তাঁহারও ঐশ্বর্য্য-গর্ব্ব হ্রাস হইল। সৌভরির সহিত তুলনা করিলে তাঁহার ঐশ্বর্য্য তুলনীয়ই হইতে পারে না। সৌভরি এই প্রকারে গৃহাশ্রমে রত হইয়া যদিও বিবিধ সুখে বিষয় ভোগ করিতে লাগিলেন তথাচ অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় তাঁহার বিষয়ভোগকামনা দিন দিনই বাড়িতে লাগিল। ভোগলালসা কিছুতেই হ্রাস পাইল না।

অনন্তর কোন সময়ে বহ্বৃচাচার্য্য নামক ঋষি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নির্জ্জনে উপবেশন পূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন, ভোগলালসায় আপনার তপস্যার হ্রাস হইতেছে, ইহা আপনি বুঝিতে পারিতেছেন কি? তাঁহার কথা শুনিয়া সৌভরির চৈতন্যোদয় হইল। তখন তিনি আক্ষেপ করিয়া কহিলেন, অহো! আমি সাধুচরিতব্রত তপস্বী ছিলাম, আমার এই বিনাশ দর্শন করুন। জলমধ্যে জলচর-সঙ্গে থাকাতে চিরকালের উপার্জ্জিত তপস্যারত্ন বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি। দাম্পত্য সংসর্গযুক্ত ব্যক্তিদিগের সংসর্গ পরিত্যাগ করাই মুমুক্ষু পুরুষদিগের একান্ত কর্ত্তব্য। বিষয়কামনা সকল প্রকারে পরিহার করা এবং ইন্দ্রিয় বিজয় করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। একাকী নির্জ্জনে সারাৎসার পরমেশ্বরে চিত্তনিয়োগ করাই কর্ত্তব্য। যদি কখনও চিত্ত মলিন হয়, সংসারবাসনা জাগিয়া উঠে, তাহা হইলে ধর্ম্মপরায়ণ সাধুর সঙ্গে থাকিয়াই সে বাসনা পূর্ণ করা আবশ্যক। আমি একাকী জলমধ্যে তপস্যা করিতে ছিলাম। তথায় মৎস্যসংসর্গ বশতঃ দারপরিগ্রহ করিতে আমার বাসনা হয়। পূর্ব্বে আমি একক ছিলাম, দারপরিগ্রহ করিয়া পঞ্চাশৎ-সংখ্যক হই, তৎপরে প্রত্যেক পত্নীর শত করিয়া পুত্র হইয়াছে, সুতরাং এই ক্ষণ পঞ্চসহস্র হইয়াছি। তথাচ ঐহিক ও পারত্রিক কার্য্যবিষয়ক মনোরথসকলের অন্তঃ প্রাপ্ত হইতেছি না। কারণ মায়াগুণে আমার বুদ্ধি অপহৃতা হইয়াছে, তজ্জন্য বিষয়েই পুরুষার্থ জ্ঞান করিতেছি।

অনুতপ্ত সৌভরি সংসার ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার তপস্যা দ্বারা ভগবানে মনোনিবেশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তখন তিনি সঙ্গ ত্যাগের জন্য বানপ্রস্থধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া বনগমন করিলেন। তাঁহার পত্নীগণ অতিশয় পতিপরায়ণা ছিল, এই জন্য তাহারাও তাঁহার অনুগামিনী হইল। তখন সৌভরি একাগ্রচিত্ত হইয়া তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। তত্বজ্ঞ ঐ মুনি যাহাতে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়, তাদৃশ তীব্র তপস্যা করিয়া অগ্নিত্রয় সহিত আত্মাকে পরমাত্মায় যোগ করিলেন। তদীয় পত্নীগণ পতির ঐরূপ আধ্যাত্মিক গতি অর্থাৎ পরব্রহ্মে বিলয় অবলোকন করিয়া অগ্নিশিখা যেমন নির্ব্বাণপ্রাপ্ত অনলের অনুগমন করে, তদীয় তপঃপ্রভাবে তাহারাও তাঁহার সহগামিনী হইল। (ভাগবত ১৬ অ°)

সৌভব (পুং) প্রাচীন বৈয়াকরণভেদ।

সৌভাগিনেয় (পুং) সুভগায়া অপত্যং পুমানিতি সুভগা (কল্যাণ্যাদীনামিনঙ্। পা ৪।১।১২৭) ইতি ঢক্ ইনঙাদেশশ্চ (হৃদ্ভগসিন্ধ্বন্তে পূর্ব্বপদস্য চ। পা ৭।৩।১৯) ইতি উভয়পদবৃদ্ধিঃ। ১ সুভগাপুত্র, পর্য্যায়—সুভগাসুত। (অমর) (ত্রি) ২ সুভাগিনেয়সম্বন্ধী।

সৌভাগ্য (ক্লী) সুভগায়ৈ হিতং সুভগা-অণ্ (হৃদ্ভগেতি। পা ৭।৩।১৯) ইত্যুভয়পদবৃদ্ধিঃ। ১ সিন্দূর। ২ টঙ্কণ। (রাজনি°) সুভগায়াঃ সুভগস্য বা ভাবঃ ষ্যঞ্। ৩ সুভগত্ব।

"তথা সমক্ষং দহতা মনোভবং
পিনাকিনা ভগ্নমনোরথা সতী।
নিনিন্দ রূপং হৃদয়েন পার্ব্বতী
প্রিয়েষু সৌভাগ্যফলা হি চারুতা॥" (কুমার ৫।১)

৪ জ্যোতিষমতে যোগভেদ। বিষ্কম্ভ প্রভৃতি সপ্তবিংশতি যোগের অন্তর্গত চতুর্থ যোগ। ইহা শুভযোগ, যে কোন শুভকার্য্য এই যোগে করিলে সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়, এই জন্য ইহার নাম সৌভাগ্যযোগ হইয়াছে। এই যোগে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক সৌভাগ্যশালী, জনগণের নিকট শ্লাঘনীয়, ধনবান্, গুণজ্ঞ, উদারচিত্ত, বলবান্, বিবেকযুক্ত, অতিশয় অভিমানী ও প্রিয়ভাষী হয়।

"সৌভাগ্যজন্মা সুভগো মনুষ্যঃ
শ্লাঘ্যো জনানাং ধনবান্ গুণজ্ঞঃ।
উদারচিত্তো বলবান্ বিবেকী
মহাভিমানী প্রিয়ভাষণশ্চ॥" (কোষ্ঠী প্র°)

৫ ব্রতবিশেষ। সৌভাগ্যব্রত, এই ব্রতানুষ্ঠানে সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়। [সৌভাগ্যব্রত শব্দ দেখ]

সৌভাগ্যচিন্তামণি (পুং) সৌভাগ্যায় চিন্তামণিরিব। সান্নিপাতিক জ্বরাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। ইহাকে সৌভাগ্যবটীও কহে। প্রস্তুত প্রণালী—সোহাগার খই, বিষ, জীরা, সৈন্ধব, করকচ, বিট, সচল ও সামুদ্র লবণ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, বহেড়া, আমলা, অভ্র, গন্ধক, রস এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মর্দ্দন করিবে। পরে নিসিন্দাপত্ররসে, সেফালিকাপত্ররসে, ভৃঙ্গরাজপত্ররসে, বাসকপত্ররসে ও অপাঙ্গপত্ররসে ভাবনা দিবে। এই সকল দ্রব্য দ্বারা উপযুক্তরূপে ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিতে হয়। অনুপান রোগের অবস্থানুসারে স্থির করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে ঘোরতর নিদ্রাদি উপদ্রবসংযুক্ত সকল

প্রকার সান্নিপাতিক জ্বর আশু বিনষ্ট হয়। সন্নিপাতজ্বরাদি-কারে ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। (ভৈষজ্যরত্না° জ্বরাধি°)

সৌভাগ্যতৃতীয়া (স্ত্রী) সৌভাগ্যায় তৃতীয়া। ভাদ্রমাসের শুক্লা তৃতীয়া। এই তিথি মন্বন্তরা। সুতরাং ইহা অতি পবিত্র। এই তিথিতে স্নান দানাদি করিলে তাহা অক্ষয় হয়।

সৌভাগ্যব্রত (ক্লী) সৌভাগ্যকরণং ব্রতং। ব্রতবিশেষ। সৌভাগ্যবর্দ্ধক ব্রত। স্ত্রী বা পুরুষ এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়, এই জন্য এই ব্রতের সৌভাগ্যব্রত নাম হইয়াছে। বরাহপুরাণে সৌভাগ্যব্রত নামাধ্যায়ে এই ব্রতের বিশেষ বিধান লিখিত আছে।

"অতঃপরং মহারাজ! সৌভাগ্যকরণং ব্রতং।
শৃণু যেনাশু সৌভাগ্যং স্ত্রীপুংসোরুপজায়তে ॥
ফাল্গুনস্য তু মাসস্য তৃতীয়া শুক্লপক্ষগা।
উপাসিতব্যা নক্তেন শুচিনা সত্যবাদিনা ॥
সশ্রীকঞ্চ হরিং পূজ্য রুদ্রং বা চোময়া সহ।
যা শ্রীঃ সা গিরিজা প্রোক্তা যো হরিঃ স ত্রিলোচনঃ ॥"
(বরাহপু° সৌভাগ্যব্রতনামা°)

ফাল্গুন মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথি হইতে এই ব্রতানুষ্ঠান করিতে হয়। স্ত্রী বা পুরুষ ব্রতের পূর্ব্বদিন যথাবিধানে সংযত হইয়া থাকিবে। ব্রতের দিন উপবাসী হইয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সকল কার্য্য শেষ করিয়া রাত্রিকালে শ্রীর সহিত নারায়ণ অথবা উমার সহিত রুদ্রের পূজা করিবে। লক্ষ্মীনারায়ণ বা শিবদুর্গা এই উভয়ের মধ্যে কোনরূপ ভিন্ন ভাব চিন্তা করিবে না। যথাবিধানে পূজা করিয়া মধু ও সর্পি দ্বারা হোম করিতে হয়। এক বৎসর পরে এই ব্রতের প্রতিষ্ঠা করিবে। (বরাহপু° সৌভাগ্যব্রতনামাধ্যায়)

সৌভাগ্যশয়নব্রত (ক্লী) ব্রতবিশেষ।

সৌভাগ্যমণ্ডন (ক্লী) হরিতাল। (বৈদ্যকনি°)

সৌভাগ্যশুণ্ঠী (স্ত্রী) সূতিকারোগাধিকারোক্ত মোদকৌষধ। প্রস্তুতপ্রণালী—ঘৃত এক পোয়া, দুগ্ধ ৮ সের, চিনি সওয়া ছয়সের, এই সকল দ্রব্য একত্র গুড়পাকের বিধানানুসারে পাক করিয়া পরে নিম্নোক্ত চূর্ণসকল উহাতে প্রক্ষেপ করিতে হইবে। শুণ্ঠীচূর্ণ এক সের, ধনে দেড়পোয়া, মৌরি আড়াই পোয়া, বিড়ঙ্গ জীরা ও কৃষ্ণজীরা অর্দ্ধপোয়া, ত্রিকটু, মুতা, তেজপত্র, নাগকেশর দারুচিনি ও ছোট এলাচি, অর্দ্ধপোয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে এই সকল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া উত্তম রূপে ঐ সকল দ্রব্য আলোড়ন করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে সকল প্রকার সূতিকারোগ, পিপাসা, বমি, জ্বর, দাহ, শোষ, শ্বাস, কাস, প্লীহা ও ক্রিমি নষ্ট হয় এবং মন্দাগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া থাকে। (ভাব° সূতিকারোগাধি°)

অন্যবিধ প্রস্তুতপ্রণালী—কেশুর, পানিফল, পদ্মবীজকোষ, মুতা, জীরা কৃষ্ণজীরা, জায়ফল, জৈত্রী, লবঙ্গ, শৈলজ, নাগেশ্বর, তেজপত্র, গুড়ত্বক্, শঠী, ধাইফুল, এলাইচ, শুল্‌ফা, ধনে, গজপিপ্পলী, পিপ্পলী, মরিচ ও শতমূলী, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৪ তোলা, লৌহ ৮ তোলা, অভ্র ৮ তোলা, শুঁঠচূর্ণ এক সের, মিছরি ৩০ পল, ঘৃত এক সের, গব্য দুগ্ধ ৮ সের। এই সকল একত্র করিয়া যথানিয়মে পাক করিবে। মাত্রা একতোলা। ইহা সেবন করিলে সকলপ্রকার সূতিকারোগ, অতীসার ও গ্রহণী নষ্ট হইয়া অগ্নির বৃদ্ধি হয়।

অন্যবিধ প্রস্তুতপ্রণালী—ত্রিকটু, ত্রিফলা, কৃষ্ণজীরা, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাচি, নাগেশ্বর, মুতা, জৈত্রী, জায়ফল, ধনে, লবঙ্গ, শতমূলী, নালুকা, ময়নাফল, যমানী, বনযমানী, ধাইফুল, শতমূলী, তাবলমূলী, লোধ, গজপিপ্পলী, পিয়ালবীজ, শুলফ, কর্পূর, চন্দন, রক্ত চন্দন, প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা, শুঠচূর্ণ ৪ সের, ঘৃত ১ সের, দুগ্ধ ৮ সের, চিনি ৫ সের। যথাবিধানে এই সকল দ্রব্য একত্র পাক করিবে। মাত্রা এক তোলা, অনুপান ছাগদুগ্ধ। এই ঔষধ সেবন করিলে সূতিকা, গ্রহণী, নানাবিধ স্ত্রীরোগ, অম্লপিত্ত, রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগও প্রশমিত হয়। বিশেষতঃ এই ঔষধ সেবনে স্ত্রীদিগের স্তন দৃঢ়, শরীর ও ধাতু পুষ্ট হয়।
(ভৈষজ্যরত্না° স্ত্রীরোগাধি°)

সৌভাগ্যসুন্দরীতীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ।

সৌভাগ্যাষ্টকতৃতীয়াব্রত (ক্লী) ব্রতভেদ।

সৌভাঞ্জন (পুং) সোভাঞ্জন এব স্বার্থে অণ্। শোভাঞ্জন বৃক্ষ।

সৌভিক (পুং) সৌভং কামচারিপুরাদিনির্ম্মাণং শিল্পমস্য ঠক্। ইন্দ্রজালিক। (হারা°)

সৌভিক্ষ (ত্রি) ১ সুভিক্ষকর।

"প্রতিসূর্য্যকঃ প্রশস্তো দিবসকৃদৃতুবর্ণসপ্রভঃ স্নিগ্ধঃ।
বৈদূর্য্যনিভঃ স্বচ্ছঃ শুক্লশ্চ ক্ষেমসৌভিক্ষঃ ॥" (বৃহৎস° ৩৭।১)

(পুং) ২ অশ্বের শূলরোগভেদ। লক্ষণ—

"গুরুভিঃ খাদিতৈর্নিত্যং তথা স্নেহাতিযোগতঃ।
সৌভিক্ষো জায়তেঽশ্বস্য আমবিড়্গলক্ষিতঃ ॥" (জয়দ° ৪৩অ°)

অশ্বদিগের গুরুভোজন বা অতিশয় স্নেহযোগ দ্বারা সৌভিক্ষ নামক শূলরোগ জন্মে, ইহাতে অপক্ব মল নির্গত হইয়া থাকে।

সৌভূত (ত্রি) সুভূতসম্বন্ধীয়। (পা ৪।২।৭৫)

সৌভেয় (পুং) সৌভদেশবাসী।

"গদসাত্যকিসাম্বাদ্যা জঘ্নুঃ সৌভপতের্বলং।
সেতুঃ সমুদ্রে সৌভেয়াঃ সর্ব্বে সঞ্ছিন্নকন্ধরাঃ ॥"
(ভাগব° ১০।৭৭।৪)

সৌভেষজ (ত্রি) সুভেষজ সমাযুক্ত। (গোপথব্রা° ৫।২৩)

সৌভ্রব (ক্লী) সামভেদ।

সৌভ্রাত্র (ক্লী) সুভ্রাতুর্ভাবঃ অণ্। সুভ্রাতার ভাব বা ধর্ম্ম, সুভ্রাতৃত্ব, ভ্রাতৃবর্গের পরস্পর স্নেহ।

সৌমকি (পুং) সোমক অপত্যার্থে ইঞ্। সোমকের গোত্রাপত্য।

সৌমক্রতব (ক্লী) সামভেদ, সোমক্রতুসম্বন্ধীয়, সাম।

সৌমঙ্গল্য (ক্লী) সুমঙ্গল ভাবে ষ্যঞ্। সুমঙ্গলসম্বন্ধীয়, সুমঙ্গল।

"সৌমঙ্গল্যগিরো বিপ্রাঃ সূতমাগধবন্দিনঃ।" (ভাগবত ১০।৫।৪)

'সৌমঙ্গল্যগিরঃ স্বস্তিবাচকাঃ' (স্বামী)

সৌমতায়ন (পুং) সুমতের গোত্রাপত্য।

সৌমতায়নক (পুং) সৌমতায়ন সম্বন্ধীয় বা সৌমতায়নভব। (পা ৪।২।৮০)

সৌমদত্তি (পুং) সোমদত্তস্য গোত্রাপত্যং সোমদত্ত-ইঞ। সোমদত্তের পুত্র। জয়দ্রথ। (ভারত)

সৌমদায়ন (পুং) সুমদের গোত্রাপত্য।

সৌমনস্ (পুং) ১ সুমনা, শোভনমনস্কত্ব। (অথর্ব্ব° ৩।৩০।৭) ২ কর্ম্মমাশের নিষিদ্ধদিন। ৩ দিগ্‌হস্তিভেদ। (রামা° ১।৪১।২০) (ক্লী) ৪ পর্ব্বতভেদ। (হরিবংশ)

সৌমনসা (স্ত্রী) ১ জাতীপত্রী। (রাজনি°) ২ নদীভেদ। (রামা° ৪।৪১।৬৩)

সৌমনসায়ন (পুং) সুমনার গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১১০)

সৌমনসায়িনী (স্ত্রী) ১ জাতীপুষ্প। ২ জাতীপত্র।

সৌমনস্য (ক্লী) সুমনসো ভাবঃ ষ্যঞ্। শ্রাদ্ধে পিণ্ডদানের পর ব্রাহ্মণহস্তে পুষ্পদানমন্ত্র। শ্রাদ্ধে পিণ্ডদান হইলে তৎপরে ব্রাহ্মণের হস্তে পুষ্পদান করিতে হয় এবং ঐ পুষ্প মনের প্রসাদজনক হউক, এইরূপ প্রার্থনা করিতে হয়।

"পিণ্ডনির্ব্বাপরহিতং যত্র শ্রাদ্ধং বিধীয়তে।
স্বধাবাচনলেপোঽত্র বিকিরস্তু ন লুপ্যতে॥
অক্ষয্যদক্ষিণাস্বস্তিসৌমনস্যমথাস্ত্বিতি॥"

ছন্দোগপরিশিষ্টং—

"অথাগ্রভূমিমাসিঞ্চেৎ সুসংপ্রোক্ষিতমস্ত্বিতি।
শিবা আপঃ সন্ত্বিতি চ যুগ্মানেবোদকেন চ॥
সৌমনস্যমস্ত্বিতি চ পুষ্পদানমনন্তরং।
অক্ষতঞ্চারিষ্টঞ্চাস্ত্বিতি চ অক্ষতানপি দাপয়েৎ॥

'সৌমনস্যমস্তু' ইত্যনেন ব্রাহ্মণহস্তে পুষ্পদানং কুর্য্যাৎ।"(শ্রাদ্ধতত্ত্ব) 'সৌমনস্যং তদত্র শ্রাদ্ধে দত্তং পুষ্পং মনসঃ প্রসাদজনকং ভবতু' (গুণবিষ্ণু) ২ সন্তুষ্টচিত্ততা। (ত্রি) ৩ প্রসন্নচিত্তার্হ।

"ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং পুণ্যং স্বস্ত্যয়নং মহৎ।
স্বর্গ্যং শ্রৌব্যং সৌমনস্যং প্রশস্যমঘমর্ষণং॥"(ভাগবৎ ৪।১২।৩৪)

সৌমনস্যবৎ (ত্রি) সৌমনস্য অস্ত্যর্থে মতুপ্, মস্য ব। সৌমনস্য-যুক্ত, সন্তুষ্টচিত্ত, মনের প্রসাদবিশিষ্ট।

সৌমনস্যায়নী (স্ত্রী) অয়তি প্রাপ্নোত্যনয়েতি অয়-ল্যুট্, ঙীপ্, সৌমনস্যস্য প্রসন্নচিত্ততায়া অয়নী। মালতীপুষ্পকলিকা। (ত্রিকা°)

সৌমনা (স্ত্রী) সুমনাপুষ্প। (সুশ্রুত)

সৌমন্ত্র (পুং) সুমন্ত্রিকথিত।

সৌমপৌষ (ক্লী) সামভেদ, সোম ও পূষাসম্বন্ধীয় সাম।

সৌমপোষিন্ (পুং) ঋষিবিশেষ।

সৌমমিত্রিক (ত্রি) সোম ও মিত্র সম্বন্ধীয়। স্ত্রীলিঙ্গে সোমমিত্রিকা ও সৌমমিত্রিকী পদ হয়। (পা ৪।২।১১৬)

সৌমরাজ্য (পুং) সোমরাজের গোত্রাপত্য।

সৌমাত্র (পুং) সুমাতুরপত্যং (মাতুরুৎসংখ্যাসংভদ্রপূর্ব্বায়াঃ। পা ৪।১।১১৫) ইতি অণ্। সুমাতার অপত্য, সুমাতার পুত্র।

সৌমাপ (পুং) সোমাপের গোত্রাপত্য। (শত° ব্রা° ১৩।৫।৩।২)

সৌমাপৌষ্ণ (ত্রি) সোমপূষদেবত্য, যাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সোম ও পূষা। "বাহ্বোঃ সৌম্যাপৌষ্ণঃ শ্যামঃ" (শুক্লযজুঃ ২৪।১)

'সৌমাপৌষ্ণঃ সোমপূষদেবত্যঃ' (মহীধর)

সৌমায়ন (পুং) সোমের অপত্য, চন্দ্র, বুধ।

সৌমায়নক (ত্রি) সৌমায়নসম্বন্ধীয়। (পা ৪।২।৮০)

সৌমারৌদ্র (ত্রি) সোম ও রুদ্রদৈবত,যাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সোম ও রুদ্র।

সৌমিক (ত্রি) সোমস্তদ্দীক্ষা প্রয়োজনমস্য ঠক্। সোমরসসাধ্য অগ্নিষ্টোমাদি যাগ।

"শস্যান্তে নব শস্যেষ্ট্যা তথর্ত্বন্তে দ্বিজোঽধ্বরৈঃ।
পশুনা ত্বয়নস্যাদৌ সমান্তে সৌমিকৈর্ম্মখৈঃ॥" (মনু ৪।২৬)

নূতন শস্য প্রস্তুত হইলে আগ্রয়ণ যাগ, ঋতুপূর্ণ হইলে চাতুর্ম্মাস্য যাগ, অয়নের প্রথমে পশুযাগ এবং বৎসর সম্পূর্ণ হইলে সোমরসসাধ্য অগ্নিষ্টোমাদি যাগ করিতে হয়।

সৌমিকী (স্ত্রী) সৌমিক-ঠক্। দীক্ষণীয়েষ্টি। (হেম)

সৌমিত্র (পুং) সুমিত্রায়াং ভবঃ অণ্। ১ সুমিত্রাভব, সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ। (শব্দরত্না°) (ক্লী) ২ সামভেদ।

সৌমিত্রি (পুং) সুমিত্রায়াঃ অপত্যং, সুমিত্রা বাহ্বাদিত্বাদিঞ্ (পা ৪।১।৯৬) সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ। "সৌমিত্রিণা পৃষ্ট উদারবুদ্ধিনা" (রামগীতা ২)

সৌমিত্রীয় (ত্রি) সৌমিত্রিসম্বন্ধীয়।

সৌমিল (পুং) একজন প্রাচীন কবি। (বাসবদত্তা ১৫) মালবিকাগ্নিমিত্রে ইনি সৌমিল্লনামে উক্ত হইয়াছেন।

সৌমিলিক (ক্লী) বৌদ্ধদিগের রেশমগুচ্ছসংযোগিত দণ্ডভেদ। (ব্যুৎপত্তি)

সৌমিবি (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ। (সংস্কারকৌ°)

সৌমিশ্রি (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ। (প্রবরাধ্যায়)

সৌমী (স্ত্রী) চন্দ্রকিরণ। (ভারত ১৫ পর্ব্ব)

সৌমুখ্য (ক্লী) সুমুখস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। সুমুখের ভাব, সুমুখতা।

সৌমুচি (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ। (সংস্কারকৌ°)

সৌমেধ (ক্লী) সামভেদ। (লাট্যা° ৬।১১।২)

সৌমেধিক (পুং) সুমেধয়া নির্ব্বৃত্তঃ সুমেধা-ঠক্। ১ সিদ্ধ। যিনি সিদ্ধলাভ করিয়াছেন, যাঁহার দিব্য জ্ঞান আছে। (হারাবলী) (ত্রি) ২ শোভন মেধাসম্বন্ধী।

সৌমেন্দ্র (ত্রি) সোম ও ইন্দ্রসম্বন্ধীয়।

সৌমেরব (ত্রি) সুমেরু-অণ্। ১ সুমেরুসম্বন্ধীয়। ২ সুবর্ণ।

সৌমেরুক (ক্লী) ১ সুবর্ণ। (রাজনি°) ২ (ত্রি) সুমেরু-সম্বন্ধী। ইহার পাঠান্তর সৌমেরব এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

সৌম্য (পুং) সোমস্যাপত্যং পুমান্ সোম-ষ্যঞ্। ১ বুধগ্রহ। (অমর) সোম এব, ততঃ প্রজ্ঞাত্বণ্। ২ বিপ্র, ব্রাহ্মণ। (শব্দমালা) ৩ উড়ুম্বরবৃক্ষ। ৪ জ্যোতিষমতে বৃষ, কর্কট, কন্যা, বৃশ্চিক, মকর ও মীনরাশি।

"ক্রূরোঽথ সৌম্যঃ পুরুষোঽঙ্গনা চ
ওজোঽথযুগ্মং বিষমঃ সমশ্চ।
চরস্থিরদ্ব্যাত্মকনামধেয়া
মেষাদয়োঽমী ক্রমশঃ প্রদিষ্টাঃ ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

উক্ত রাশিসকল সৌম্য রাশি নামে খ্যাত। ৫ ভূখণ্ডবিশেষ, জগতের একটী খণ্ড।

'গন্ধর্ব্বো বরুণঃ সৌম্যো বহবঃ কঙ্ক এব চ।
কুমুদশ্চ কসেরুশ্চ নাগো ভদ্রারকস্তথা ॥
চন্দ্রেন্দ্রমলয়াশ্চাযবাঙ্গকগভস্তিমান্।
তাম্রাকুশ্চ কুমারী চ তত্র দ্বীপদশাষ্টভিঃ ॥' (শব্দমালা)

৬ সৌম্যকৃচ্ছ্রব্রত। প্রাজাপত্য, সান্তপন, শিশুকৃচ্ছ্র, সৌম্য-কৃচ্ছ্র প্রভৃতি পাপক্ষয়সাধন কতকগুলি ব্রত আছে। পাপের গুরুত্ব ও লঘুত্ব অনুসারে এই কৃচ্ছ্র ব্রতানুষ্ঠান করিলে পাপক্ষয় হইয়া থাকে।

"প্রাজাপত্যঃ সান্তপনঃ শিশুকৃচ্ছ্রঃ পরাককঃ।
অতিকৃচ্ছ্রঃ পর্ণকৃচ্ছ্রঃ সৌম্যঃ কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রকঃ ॥"(প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

লক্ষণ—পিণ্যাক, আচাম, তক্র, অম্বু ও শক্তু, এই সকল দ্রব্যের এক একটী একদিন ভোজন এবং তৎপর দিন উপবাস করিলে এই ব্রত হয়।

"পিণ্যাকাচামতক্রাম্বুশক্তূনাং প্রতিবাসরং।
একৈকমুপবাসশ্চ কৃচ্ছ্রঃ সৌম্যোঽয়মুচ্যতে ॥"
(গরুড়পু° ১০৫।৬৮)

৭ পিতৃগণবিশেষ, অগ্নিদগ্ধ, অনগ্নিদগ্ধ, কাব্য, বর্হিষদ্, অগ্নি-ষ্বাত্তা ও সৌম্য এই ৬টী ব্রাহ্মণদিগের পিতৃগণ।

"অগ্নিদগ্ধাননগ্নিদগ্ধান্ কাব্যান্ বর্হিষদস্তথা।
অগ্নিষ্বাত্তাংশ্চ সৌম্যাংশ্চ বিপ্রাণামেব নির্দ্দিশেৎ ॥"(মনু ৩।১৯৯)

(ত্রি) সোমো দেবতাস্য সোম (সোমাৎ ট্যণ্। পা ৪।২।৩০) ইতি ট্যণ্। ৮ সোমদৈবত, যাহার দেবতা সোম। ৯ অনুগ্র। ১০ মনোজ্ঞ, সুন্দর, সুদৃশ্য। ১১ প্রসন্ন। ১২ সাধু। শান্তমূর্ত্তি। ১৩ নিপুণ। ১৪ জ্যোতিষমতে শুভ গ্রহ।

"সৌম্যস্বামিযুতেক্ষণৈরুপচয়ঃ" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

তন্বাদি দ্বাদশ ভাবের মধ্যে যদি সৌম্য অর্থাৎ শুভগ্রহ বা সেই গৃহের অধিপতি গ্রহ থাকেন বা অবলোকন করেন, তাহা হইলে উপরে অর্থাৎ সেই সেই ভাবের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ১৫ ভক্ত।

"নমস্তস্মৈ ভগবতে ব্যাসায়ামিততেজসে।
পপুর্জ্ঞানময়ং সৌম্যা যন্মুখাম্বুরুহাসবং ॥" (ভাগবত ২।৪।২৩)

১৫ ভাস্বর। (ধরণি)

সৌম্যকৃচ্ছ্র (পুং) সৌম্যঃ অনুগ্রহঃ কৃচ্ছ্রঃ। ব্রতবিশেষ।
[সৌম্য শব্দ দেখ।]

সৌম্যগন্ধী (স্ত্রী) সৌম্যো গন্ধো যস্যাঃ ঙীষ্। শতপত্রী।(রাজনি°)

সৌম্যগিরি (পুং) পর্ব্বতভেদ। সোমগিরি। (হরিবংশ)

সৌম্যগোল (পুং) উত্তর গোলার্দ্ধের চন্দ্রকিরণবৎ রশ্মি। সুমেরুস্থ দিব্যরশ্মি। (Aurora borealis)।

সৌম্যগ্রহ (পুং) সৌম্যো গ্রহঃ। শুভগ্রহ, জ্যোতিষমতে পূর্ণ-চন্দ্র, পাপগ্রহযুক্ত বুধ, বুধ পাপগ্রহের সহিত মিলিত হইলে পাপ হয়, অতএব পাপগ্রহের সহিত অযুক্ত বুধই সৌম্যগ্রহমধ্যে পরি-গণিত, বৃহস্পতি ও শুক্র এই সকল গ্রহ সৌম্যগ্রহ।

"অর্দ্ধোনেন্দ্বর্কশৌরারাঃ পাপাঃ সৌম্যাস্তথাপরে।
পাপযুক্তো বুধঃ পাপো রাহুকেতূ চ পাপদৌ ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

লগ্নাদি দ্বাদশ ভাবের মধ্যে সৌম্যগ্রহ অবস্থান বা দৃষ্ট হইলে শুভ হইয়া থাকে। কেবল ষষ্ঠ, অষ্ট ও দ্বাদশ এই তিনটী দুঃস্থান, সৌম্যগ্রহ এই দুঃস্থানগত হইলে অশুভ হয়। বরং পাপগ্রহ দুঃস্থানগত হইলে শুভ হইয়া থাকে।

সৌম্যজ্বর (পুং) সৌম্যো জ্বরঃ। জ্বরভেদ। ইহার লক্ষণ,—বাত ও পিত্ত বা বাত ও কফ কুপিত হইয়া এই জ্বর হয়, ইহাতে শরীরে কখন উষ্ণ কখন শীতল এই প্রকার বিভিন্ন ভাব এবং সাধারণ জ্বরের সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। (চরক নি° ৩ অ°)

সৌম্যতা (স্ত্রী) সৌম্যস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সৌম্যের ভাব বা ধর্ম্ম, সৌম্যত্ব।

সৌম্যদর্শন (ত্রি) সৌম্যং দর্শনং যস্য। প্রিয়দর্শন, প্রশান্তমূর্ত্তি।

সৌম্যধাতু (পুং) সৌম্যো ধাতুঃ। কফ। (রাজনি°)

সৌযবস (ক্লী) সামভেদ। (সাংখ্যাব্রা° ১২।৫।২)

সৌযবসি (পুং) সুযবস্ অপত্যার্থে ইঞ্। সুযবসের গোত্রাপত্য।

সৌম্যা (স্ত্রী) সৌম্য ইব সৌম্য শাখাদিত্বাৎ যঃ, ততঃ প্রজ্ঞাদ্যণ্ স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ দুর্গা।

"সৌম্যা সৌম্যতরাশেষসৌম্যেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী।" (দেবীমা° চণ্ডী)

২ মাহেন্দ্রবারুণী। ৩ রুদ্রজটা। ৪ মহাজ্যোতিষ্মতী। ৫ মহিষবল্লী। ৬ গুঞ্জা। ৭ শালপর্ণী। ৮ ব্রাহ্মী। ৯ শটী। ১০ মল্লিকা। (রাজনি°)

সৌযামি (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি।

সৌযামুন (পুং) সুযামুনের গোত্রাপত্য।

সৌর (পুং) সুরনা সূর্য্যস্যায়মিতি সুর-অণ্। ১ শনৈশ্চর। (ভরত) ২ তুম্বুরুবৃক্ষ। (রাজনি°) ৩ সূর্য্যের রাশিভোগাবচ্ছিন্ন মাষাদি সৌরমাস, সৌরদিন প্রভৃতি। সূর্য্য যে রাশিতে অবস্থান করেন, সেই রাশিভোগ্য মাস। স্মৃতিশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, যে সকল কর্ম্ম সূর্য্যভোগ্য রাশির উল্লেখ করিয়া অভিহিত হইয়াছে, সেই সকল কর্ম্ম সৌরমাস উল্লেখ করিয়া করিতে হইবে। যে সকল কর্ম্মে সূর্য্যভোগ্য রাশির উল্লেখ নাই, সেই সকল কর্ম্ম চান্দ্রমাস উল্লেখ করিয়া করিতে হয়। বিবাহাদি সংস্কারকর্ম্ম সৌর মাস উল্লেখ করিয়া করিতে হয়। আদিপদে বিবাহ, গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ প্রভৃতি সংস্কার বুঝিতে হইবে। সংস্কারকার্য্য, যাত্রা, গ্রহচার প্রভৃতি কর্ম্ম সৌরমাস উল্লেখ করিয়া করিতে হয়। ইহা ভিন্ন অপর কর্ম্মসকলে চান্দ্রমাস উল্লেখ করিতে হয়।

"আদিত্যরাশিভোগেন সৌরমাসঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
বিবাহাদিকর্ম্মসু সৌরমাসস্যোল্লেখঃ কর্ত্তব্যঃ।
যথা পিতামহঃ—
আব্দিকে পিতৃকৃত্যে চ মাসশ্চন্দ্রমসঃ স্মৃতঃ।
বিবাহাদৌ স্মৃতঃ সৌরো যজ্ঞাদৌ সাবনো মতঃ॥
বিবাহাদাবিত্যত্রাদিপদং যাত্রাগ্রহচারপরং—
যৎ কর্ম্ম সূর্য্যভোগ্যরাশ্যুল্লেখেন বিহিতং যচ্চ বিশেষ্যোদগয়নাদিবিহিতং তৎপরঞ্চ। অয়নস্য সৌরমাসঘটিতত্বেন বক্ষ্যমাণত্বাৎ। তচ্চ চূড়োপনয়নাদি।
অধ্বায়নঞ্চ গ্রহচারকর্ম্ম সৌরেণ মানেন সদাধ্যবস্যেৎ।
সত্রাণ্যুপাস্যাস্তথ সাবনেন লোক্যঞ্চ যৎ স্যাদ্‌ব্যবহারকর্ম্ম॥"
(জ্যোতিস্তত্ত্ব)

তান্ত্রিক কার্য্য সম্বন্ধে বিশেষ বিধান এই যে, তাহাতে কোন কার্য্যেই চান্দ্রমাস উল্লেখ হইবে না, সকল কার্য্যেই সৌরমাস উল্লেখ করিতে হয়। দীক্ষা, শ্যামাপূজা প্রভৃতি কর্ম্মসকলই সৌর মাস উল্লেখ করিয়া করিবে। সংক্রান্তিতে সংক্রমণের পর হইলে তদ্‌রাশিভোগ্যকাল উল্লেখ করিবে।

৪ সূর্য্যোপাসক। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, সৌর ও গাণপত্য এই পাঁচ প্রকার উপাসক, তন্মধ্যে যাঁহারা ভগবান্ সূর্য্যের উপাসনা করেন, তাঁহারা সৌর নামে অভিহিত। ইহাদের মতে ভগবান্ সূর্য্যই পরম ব্রহ্ম, তাহা হইতেই এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইতেছে, তিনিই একমাত্র উপাস্য। যথাবিধানে তাঁহার উপাসনা করিলে ইহ জীবনে ধর্ম্মার্থকাম এবং অন্তে মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে।

"শাক্তাঃ শৈবা বৈষ্ণবাশ্চ সৌরা গাণপত্যাস্তথা।
বিপ্রা বিপ্রেতরাশ্চৈব সর্ব্বেঽপ্যত্রাধিকারিণঃ॥" (মহানি° ত° ৩।১৪২)

তন্ত্রসারে সৌরদিগের দীক্ষণীয় মন্ত্র ও ভগবান্ সূর্য্যের পূজাদির বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। বাহুল্যভয়ে তাহা এস্থানে আর লিখিত হইল না। সূর্য্যপূজা অতি প্রাচীন বৈদিককাল হইতে প্রচলিত। [সূর্য্য ও আদিত্য দেখ।]

কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের মতে মগ বা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণই সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষে সূর্য্যমূর্ত্তির পূজা প্রবর্ত্তন করেন। কোন্ সময়ে যে এই পূজা প্রথম প্রচলিত হয়, তাহা এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই। মগদিগের ভারতবর্ষে প্রথম আগমন সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ নানারূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। 'বহুজালসুত্ত' নামক পালিগ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, ভগবান্ বুদ্ধ এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ জ্যোতিষীদিগকে সবিশেষ অবজ্ঞার চক্ষুতে দেখিতেন। গ্রীকদূত মেগাস্থিনিসের পাটলীপুত্রে অবস্থানকালে তদঞ্চলে যে সূর্য্যপূজা প্রচলিত ছিল, ইহা তাঁহার নিজের লেখা হইতে জানা যায়। আবার প্রাচীন পালিগ্রন্থে লিখিত আছে যে, ভগবান্ বুদ্ধের আমলে দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। এই সকল প্রমাণ আলোচনা করিয়া স্বভাবতঃই আমাদিগের এইরূপ মনে হয় যে, বুদ্ধের জন্মগ্রহণ করিবার বহু পূর্ব্বেই এই ব্রাহ্মণগণ আসিয়া ভারতবর্ষের পূর্ব্বাঞ্চলে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং সাধারণ্যে সূর্য্যপূজা প্রচার করিয়াছিলেন।

ভবিষ্য, বরাহ এবং শাম্ব পুরাণে সূর্য্যমূর্ত্তিপূজার প্রাচীনত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। এই তিন গ্রন্থেই লিখিত আছে যে, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পরে শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র শাম্ব কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হ'ন এবং সূর্য্যদেবের উপাসনা ও আরাধনা করিয়া তিনি সেই রোগ হইতে মুক্তিলাভ করেন। এই পূজা সম্পাদনের নিমিত্ত তাঁহাকে শাকদ্বীপ হইতে সূর্য্যপূজাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিতে হইয়াছিল। প্রথমে সেই ব্রাহ্মণদিগের সাধারণ আখ্যা মগ থাকিলেও পরে ইঁহারা মগ, সোমক ও ভোজক এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হ'ন। মগগণ অগ্নির উপাসক ছিলেন, আর সোমকগণ সোমের উপাসক ও সোমোদ্ভূত এবং ভোজকগণ সূর্য্যের উপাসক ও সূর্য্যোদ্ভূত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। [ভোজক ব্রাহ্মণ দেখ]

পারসিক ধর্ম্মশাস্ত্র অবস্তার মিহিরযস্ত পাঠে জানা যায় যে,

এক সময়ে সূর্য্যোপাসক ও অগ্ন্যুপাসকদিগের মধ্যে কলহ উপস্থিত হয়; এবং সেই সময়ে শাকদ্বীপী সূর্য্যোপাসক ব্রাহ্মণগণ সপরিবারে ভারতবর্ষে আগমন করেন। এই কলহের কাল বর্ত্তমান যুগের ৪১০০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এদিকে ভবিষ্যপুরাণে শাম্বের সূর্য্যপূজা সম্বন্ধে যে সকল কথার উল্লেখ আছে, তাহা হইতে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণদিগের ভারতবর্ষে আগমনের কাল প্রায় ৪৩৫৭ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া মনে হয়। এইরূপে, দুই বিভিন্ন স্থানের গ্রন্থেই যখন ৪ হাজার বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী কাল নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তখন বোধ হয়, এরূপ অনুমান করা বড় অসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইবে না যে, ৪ হাজার বৎসর পূর্ব্বে সূর্য্যমূর্ত্তিপূজা ভারতবর্ষে প্রচলিত হইয়াছিল।

ভারতবর্ষে আসিয়া এই মগ ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বপ্রথম মুলশাম্বপুরে মিত্র নাম দিয়া সূর্য্যমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা ও পূজা করেন। মুলশাম্বপুর শাম্বের নামানুসারে রাখা হয়। ইহাই বর্ত্তমান মূলতান সহর। চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং মূল-শাম্বপুর বা মূলতানে সূর্য্যের একটি স্থবর্ণময় মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়াছিলেন।

ভারতবর্ষে সূর্য্যপূজার প্রথম প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে রিয়াজুস্ সলাতিন্ নামক গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে "রায় মহারাজের (ইহাকেই ফেরিস্তা রায় বহদাজ—(ভরদ্বাজ)—বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন) সময়ে পারস্ত হইতে জনৈক লোক আসিয়া হিন্দুস্থানের লোকদিগকে সূর্য্যপূজায় প্রবর্ত্তিত করে।"

"গৌড়াঃ শাম্বোদ্ভবাঃ সৌরা মাগধাঃ কেরলাস্তথা।
কোশলাশ্চ দর্শণাশ্চ গুরবঃ সপ্ত মধ্যমাঃ॥" (তন্ত্রসার ১ পরি°)

৫ গুরুবিশেষ। (ক্লী) ৬ উপপুরাণবিশেষ, সৌরপুরাণ। (ত্রি) ৭ সূর্য্যসম্বন্ধী।

সৌরক (পুং) রাজতরঙ্গিণীবর্ণিত নগরভেদ।

সৌরজ (পুং) সৌরাৎ তেজসঃ জায়তে ইতি জন-ড। ১ তুম্বুরবৃক্ষ। (রাজনি°) (ত্রি) ২ সৌরজাত।

সৌরণ (ত্রি) সূরণ-অণ্। সূরণসম্বন্ধীয়, শূরণ, ওলসম্বন্ধীয়।

সৌরত (ক্লী) সুরতস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা অণ্। ১ সুরতকর্ম্ম, রতিক্রীড়া। (ভাগ° ১০।২৩।৬) (ত্রি) ২ সুরতসম্বন্ধীয়।

সৌরতীর্থ (ক্লী) সৌরং তীর্থং। সূর্য্যসম্বন্ধীয় তীর্থ।

সৌরত্য (ক্লী) সম্ভোগ, সুরতসুখ।

সৌরদিবস (পুং) সৌরস্য দিবসঃ। সূর্য্যসম্বন্ধি দিন। রবিভুক্তাংশাধিক ষষ্টিদণ্ডাত্মক দিন, এক সূর্য্যোদয় হইতে অপর সূর্য্যোদয় কাল পর্য্যন্ত যে ৬০ দণ্ডাত্মক কাল, তাহাকেই সৌরদিন কহে। ৩০ সৌর দিনে সাবন এক মাস হয়।

'ত্রিংশতা সৌরদিবসৈঃ সাবনঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥' (শব্দরত্না°)

সৌরধ্রা (স্ত্রী) বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

সৌরনক্ত (ক্লী) ব্রতবিশেষ। নরসিংহপুরাণে এই ব্রতের বিধান লিখিত আছে। রবিবারে হস্তা নক্ষত্র হইলে এই ব্রতানুষ্ঠান করিতে হয়। ঐ দিনে স্নান করিয়া সূর্য্যদেবের উদ্দেশে পূজা এবং যে সময় আপনার ছায়া দ্বিগুণ হয়, সেই সময় হবিষ্য করিতে হয়। যিনি এই সৌরনক্ত ব্রত অনুষ্ঠান করেন, তিনি নিরোগী হইয়া থাকেন।

"হস্তযুক্তে অর্কদিনে সৌরনক্তং সমাচরেৎ।
স্নাত্বা চার্কং সমভ্যর্চ্চ্য নীরোগী চিরজীবতি॥
আত্মনো দ্বিগুণচ্ছায়ং যদা সন্তিষ্ঠতে রবিঃ।
সৌরনক্তং বিজানীয়াৎ নক্তঞ্চ নিশিভোজনং॥"

(নরসিংহপু° ৬৪ অ°)

সৌরপাত (পুং) সূর্য্যোপাসক, সূর্য্যপূজক।

সৌরভ (ক্লী) সৌরভমস্যাস্তীতি অচ্। ১ কুঙ্কুম। (ত্রিকা°) ২ বোল। (রাজনি°) ৩ সদ্গন্ধ। সুরভের্ভাবঃ সুরভি-অণ্। ৪ সুরভির ভাব বা ধর্ম্ম।

"সমমেণমদৈর্যদাপণে
তুলয়ন্ সৌরভলোভনিশ্চলং।" (নৈষধ ২।৯২)

(ত্রি) ৫ তদ্বিশিষ্ট। (পুং) ৬ তুম্বুরুফলবৃক্ষ, তাম্বুল ফলের গাছ। (রাজনি°) ৭ ধান্যক, চলিত ধনে। (বৈদ্যকনি°)

সৌরভক (পুং) ছন্দোভেদ।

সৌরভেয় (পুং) সুরভেরপত্যং পুমান্ সুরভি-ঢক্। ১ বৃষ।
"মা সৌরভেয়াত্র শুচো ব্যেতু তে বৃষলাৎ ভয়ং।"(ভাগ° ১।১৭।৯)

(ত্রি) ২ সুরভিসম্বন্ধী।

সৌরভেয়ক (পুং) সৌরভেয় এব স্বার্থে কন্। সৌরভেয়শব্দার্থ।

সৌরভেয়ী (স্ত্রী) সুরভেরপত্যং স্ত্রী সুরভি-ঢক্, ঙীপ্। ১ গো, গাভী। (অমর) ২ অপ্সরোবিশেষ। (ভারত ২।১০।১১)

সৌরভ্য (ক্লী) সুরভের্ভাবঃ সুরভি-ষ্যঞ্। ১ মনোজ্ঞত্ব। ২ সৌগন্ধ, সুগন্ধিতা।

"গুণবিধুতা সখি তিষ্ঠসি তথৈব দেহেন কিন্তু হৃদয়ং তে।
হৃতমমুনা মালায়াঃ সমীরণেনেব সৌরভ্যং॥"(আর্য্যাসপ্ত ২১৩)

সৌরভ্যং গুণগৌরবমস্যাস্তীতি অচ্। ৩ গুণগৌরব। (মেদিনী) (পুং) ৪ কুবের। (শব্দরত্না°)

সৌরমাস (পুং) সৌরো মাসঃ। সূর্য্যৈকরাশিভোগাবচ্ছিন্ন কাল। সূর্য্য মেষাদিক্রমে এক সৌর বৎসরে দ্বাদশ রাশি ভোগ করেন। এক রাশিতে সূর্য্য যত দিন অবস্থান করেন, তত দিনে এক সৌর মাস। এই রাশিচক্র ৩৬০ অংশে এক এক রাশি ৩০ ভাগে বিভক্ত। সূর্য্যের এই ৩০ অংশভোগাত্মক কালই এক সৌর মাস।

"একরাশৌ রবির্যাবৎ কালং মাসঃ স ভাস্করঃ।" (মলমাসতত্ত্ব)

[সৌর ও মাস শব্দ দেখ]

সৌরস (পুং) সুরসার অপত্য।

সৌরসংবৎসর (পুং) সৌরঃ সংবৎসরঃ। সূর্য্যের দ্বাদশ রাশি-ভোগাবচ্ছিন্ন কাল। সূর্য্য মেষসংক্রমণ হইতে দ্বাদশ রাশি ভোগ করিয়া পুনর্ব্বার সেই স্থানে আসিলে এক সৌর সংবৎসর হয়। রাশিচক্র ৩৬০ অংশে বিভক্ত, কিন্তু সূর্য্য ৩৬৫ দিন ১৫ দণ্ড ৩১ পল, ৩১ বিপল, ২৪ অনুপলে এই রাশিচক্র ভ্রমণ করেন। সুতরাং উক্ত সময়ে এক বৎসর হয়।

"সৌরসংবৎসরস্যান্তে মানেন শশিজেন তু।
একাদশাতিরিচ্যন্তে দিনানি ভৃগুনন্দন॥"
অপিচ—"সৌরেণ মানেন যদা ভবতি ভার্গব।
সাবনেন তথা মাসি দিনষট্‌কং প্রপূর্য্যতে॥" (মলমাসতত্ত্ব)

সূর্য্যের ইহাই বার্ষিকী গতি। এই বার্ষিকী গতি দ্বারা এক সৌর বৎসর হয়। এই সৌর বৎসরে সূর্য্য মেষাদি দ্বাদশ রাশি ভোগ করিয়া থাকেন। [সূর্য্য শব্দ দেখ]

সৌরসেয় (পুং) ১ স্কন্দ। (শব্দমালা) সুরসায়া অপত্যং সুরসা-ঢঞ্। সুরসমর্হতীতি (বুঞ্ছণ্‌কটজিলেতি। পা ৪।২।৮০) ইতি সংখ্যাদিত্বাৎ ঢঞ্। (ত্রি) ২ সুরসার্হ।

সৌরসৈন্ধব (ত্রি) সুরসিন্ধোরয়ং সুর-সিন্ধু-অণ্। ১ গঙ্গাসম্বন্ধীয়, ভীষ্মাদি। সৌরঃ সূর্য্যস্তস্য সম্বন্ধী সৈন্ধবো ঘোটকঃ। (পুং) ২ সূর্য্যঘোটক।

সৌরাকি (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি।

সৌরাজ্য (ক্লী) সুরাজস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। সুরাজত্ব, সাধু রাজ-বিশিষ্টত্ব, উত্তম রাজার কার্য্য।

সৌরাজ্যবৎ (ত্রি) সৌরাজ্য অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। সৌরাজ্য-বিশিষ্ট, সৌরাজ্যযুক্ত।

সৌরাষ্ট্র (পুং) সুরাষ্ট্র এব অণ্। ১ দেশবিশেষ। [কাঠিয়া-বাড় দেখ।] চলিত সুরাট। (জটাধর) ২ কুন্দুরুক। (রাজনি°) (ক্লী) ৩ কাংস্য। ৪ সল্লকীনির্য্যাস, চলিত সালের আটা।

সৌরাষ্ট্রক (ক্লী) সুরাষ্ট্রে ভবং অণ্, ততঃ কন্। পঞ্চলৌহ।

সৌরাষ্ট্রা (স্ত্রী) সুরাষ্ট্রে ভবা অণ্। তুবরী। (রাজনি°)

সৌরাষ্ট্রিক (ক্লী) সুরাষ্ট্রদেশে ভবং অধ্যাত্মাদিত্বাৎ ঠঞ্। বিষভেদ, এই বিষ সুরাষ্ট্রদেশে জন্মে, এই জন্য ইহার নাম সৌরাষ্ট্রিক।

"বিষস্য গরলং ক্ষেড়স্তস্য ভেদান্নুদাহরে।
বৎসনাভঃ স হারিদ্রঃ সক্তুকশ্চ প্রদীপনঃ॥
সৌরাষ্ট্রিকঃ শৃঙ্গিকশ্চ কালকূটস্তথৈব চ।
হলাহলো ব্রহ্মপুত্রো বিষভেদা অমী নব॥" (ভাবপ্র°)

(ত্রি) ২ সৌরাষ্ট্র দেশসম্বন্ধী।

সৌরাষ্ট্রী (স্ত্রী) সুরাষ্ট্রে ভবা অণ্-ঙীষ্। সৌরাষ্ট্রদেশীয় সুগন্ধ-মৃত্তিকা, পর্য্যায়—পার্ব্বতী, কাশী, মৃৎস্না, কাক্ষী, পর্পটী, কালিকা, সতী। গুণ—কফ, পিত্ত, বিসর্প ও ব্রণনাশক। (রাজব°) তিক্ত, কটু, কষায়, অম্ল, লেখন, চক্ষুর হিতকর, গ্রহণী, ছর্দ্দি ও পিত্তজ সন্তাপনাশক। (রাজনি°) ২ গোপীচন্দন, চলিত তিলকমাটী, বৈষ্ণবগণ এই মৃত্তিকা দ্বারা তিলক ধারণ করিয়া থাকেন।

সৌরাষ্ট্রেয় (ত্রি) সৌরাষ্ট্রভব।

সৌরি (পুং) সূরস্যাপত্যমিতি সূর-ইঞ্। ১ শনি। (অমর) ২ আসনবৃক্ষ, চলিত আসনগাছ। ৩ আদিত্যভক্তা, চলিত হুড়হুড়িয়া। (রাজনি°)

সৌরিক (পুং) সুরেভ্যো হিতঃ সুর-ঠক্। ১ স্বর্গ। (শব্দরত্না°) সুরয়া চরতীতি সুরা-ঠক্। ২ সুরাবিক্রয়কর্ত্তা, যাহারা মদ্ বিক্রয় করে। সৌরি স্বার্থে ক। ৩ শনৈশ্চর। (ত্রি) সুরায়া অয়মিতি। ৪ সুরাসম্বন্ধী।

"প্রাতিভাব্যং বৃথাদানমাক্ষিকং সৌরিকঞ্চ যৎ।
দণ্ডশুল্কাবশেষঞ্চ ন পুত্রো দাতুমর্হতি॥" (মনু ৮।১৫৯)

সৌরিন্ধ্র (পুং) জনপদবিশেষ। বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে যে, এই দেশ ঈশান কোণে অবস্থিত। (বৃহৎস° ১৪।২৯)

সৌরিরত্ন (ক্লী) সৌরেঃ শনৈশ্চরস্য রত্নং। নীলমণি, নীলকান্ত মণি। নীলা। (রাজনি°)

সৌরী (স্ত্রী) সূর্য্য-অণ্, ঙীপ্ (সূর্য্যতিষ্যেতি। পা ৬।৪।১৪৯) ইতি যলোপঃ। সূর্য্যের অপত্য স্ত্রী।

সৌরীয় (ত্রি) সূর্য্য-ছ (সূর্য্যাগস্ত্যয়োশ্ছে চ ঙ্যাঞ্চ। পা ৬।৪।১৪৯) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা যলোপঃ। সূর্য্যসম্বন্ধে হিতকর। সৌর্য্য-বিষয়ে যাহা হয়।

সৌরেয়, সৌরেয়ক (পুং) শুক্ল ঝিণ্টীবৃক্ষ, সাদাঝাটী, পর্য্যায়—শ্বেতপুষ্প, কটসারিকা, সহাচর, সহচর। গুণ—কুষ্ঠ, বাত, কফ, কণ্ডূ ও বিষনাশক, তিক্ত, উষ্ণ, মধুর, দন্তরোগে হিতকর, সুস্নিগ্ধ ও কেশরঞ্জক। (ভাবপ্র°)

সৌরোহিক (পুং) সুরোহিকায়াঃ অপত্যং (শিবাদিভ্যোঽণ্। পা ৪।১।১১২) ইতি অণ্। সুরোহিকার অপত্য।

সৌরোহিতিক (পুং) সুরোহিতিকার অপত্য। (পা ৪।১।১১২)

সৌর্য্য (ত্রি) সূর্য্য-অণ্। সূর্য্যসম্বন্ধীয়।

সৌর্য্যচান্দ্রমস (ত্রি) সূর্য্য ও চন্দ্রমাসম্বন্ধীয়।

সৌর্য্যপ্রভ (ত্রি) সূর্য্যপ্রভাসম্ভূত।

সৌর্য্যভগবৎ (পুং) মহাভাষ্যধৃত একজন প্রাচীন বৈয়াকরণ।

সৌর্য্যযাম (পুং) সূর্য্য ও যম সম্বন্ধীয়। (শুক্লযজু° ২৪।১)

সৌর্য্যবর্চ্চস (পুং) সূর্য্যবর্চ্চসের গোত্রাপত্য। (অথ ৮।১০।২৭)

সৌর্য্যবৈশ্বানর (ত্রি) সূর্য্য ও বৈশ্বানরসম্বন্ধীয়।

সৌর্য্যায়ণি (পুং) সৌর্য্যের গোত্রাপত্য।

সৌর্য্যায়ণিন্ (পুং) গর্গ্যবংশীয় ঋষিবিশেষ।

সৌর্য্যিন্ (পুং) হিমালয় পর্ব্বত। (মহাভাষ্য)।

সৌর্য্যোদয়িক (ত্রি) সূর্য্যোদয়সম্বন্ধীয়।

সৌলক্ষণ্য (ক্লী) সুলক্ষণস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। সুলক্ষণের ভাব।

সৌলভ (ত্রি) সুলভ কর্ত্তৃক অধীত। (পা ৪।৩।১০৫ বা)

সৌলাভ (পুং) সুলভলভ্য, যাহা সুলভে পাওয়া যায়।

সৌলাভ্য (পুং) সুলাভীর অপত্য।

সৌলোহ্য (পুং) সুলোহিনের অপত্য।

সৌল্বিক (পুং) সুল্বং তাম্রপাত্রাদি নির্ম্মাণং শিল্পমস্য, সুল্ব-ঠক্। তাম্রকুট্টক। (অমরটীকা)

সৌব (ত্রি) স্বস্য ইদং স্ব-অণ্। ১ সম্বন্ধী। ২ স্বর্গে ভব। ৩ স্বঃসম্বন্ধী। "তস্য শ্রোত্রং সৌবং" (শুক্লযজু ১৩।৫৭) 'সৌবং স্ব ইদঃ তস্যেদমিতি অণ্' (মহীধর) ৪ শাসন।

সৌবক্ষসেয় (পুং) সুবক্ষসের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১২৩)

সৌবগ্রামিক (ত্রি) স্বগ্রামে ভবং স্বগ্রাম-ঠক্। স্বগ্রামভব বস্তু, যে বস্তু স্বগ্রামে হয়।

সৌবর (ত্রি) স্বরস্যেদমিতি স্বর-অণ্ (দ্বারাদীনাঞ্চ। পা ৭।৩।৪) ইতি ঐজাগমঃ। স্বরসম্বন্ধী।

সৌবর্চ্চনস (পুং) সুবর্চ্চনসের গোত্রাপত্য।

সৌবর্চ্চল (ক্লী) সুবর্চ্চলে দেশে ভবং সুবর্চ্চল-অণ্। সুবর্চ্চল দেশজাত লবণ, চলিত সচললবণ। পর্য্যায়—অক্ষ, রুচক, কৃষ্ণলবণ, তিলক, হৃদ্য, গন্ধক, রুচ্য, কৌদ্রবিক। গুণ—রুচিকারক, উষ্ণবীর্য্য, নির্ম্মল, কটু, গুল্ম, শূল ও বিবন্ধনাশক, কিঞ্চিৎ পিত্তবর্দ্ধক, লঘু উর্দ্ধবাত ও আমশূলনাশক। (রাজনি°)

"সৌবর্চ্চলং স্যাদ্রুচকমক্ষাং পাক্যঞ্চ তন্মতং।
রুচকং রোচনং ভেদি দীপনং পাচনং পরং॥
সস্নেহবাতনুন্নাতিপিত্তলং বিশদং লঘু।
উদ্গারশুদ্ধিদং সূক্ষ্মং বিবন্ধানাহশূলহৃৎ॥" (ভাবপ্র°)

২ সর্জিকাক্ষার, চলিত সাজিমাটী। (ত্রি) ৩ সুবর্চ্চলাসম্বন্ধী।

সৌবর্ণ (ত্রি) সুবর্ণস্যেদং সুবর্ণ-অণ্। ১ সুবর্ণসম্বন্ধী। ২ কর্ষমিত হেমসম্বন্ধী।

"সৌবর্ণী রাজতী বাপি তাম্রী রত্নময়ী তথা।" (দেবপ্র°)

(পুং) ৩ এককর্ষ সুবর্ণ। ৪ সুবর্ণনির্ম্মিত কর্ণালঙ্কার। (ক্লী) ৫ সুবর্ণ।

সৌবর্ণনাভ (পুং) সুবর্ণনাভের শিষ্যসমূহ।

সৌবর্ণভেদিনী (স্ত্রী) সৌবর্ণময়ং বর্ণং ভিনত্তি প্রকাশয়তীতি ভিদ্-ণিনি-ঙীপ্। প্রিয়ঙ্গু। (শব্দমালা)

সৌবর্ণরেতস্ (পুং) সুবর্ণরেতসের গোত্রাপত্য।

সৌবর্ণিক (ত্রি) ১ সুবর্ণনির্ম্মিত। ২ সুবর্ণসম্বন্ধীয়।

"ধরণানি দশ জ্ঞেয়ঃ শতমানস্তু রাজতঃ।
চতুঃসৌবর্ণিকো নিষ্কো বিজ্ঞেয়স্তু প্রমাণতঃ॥" (মনু ৮।১৩৭)

সৌবর্ণিকা (স্ত্রী) অসাধ্য লূতাবিশেষ, এক প্রকার মাকড়সা।

সৌবশ্ব (পুং) স্বশ্বের গোত্রাপত্য; স্বশ্ব রাজার পুত্র। ঋগ্বেদে লিখিত আছে যে, স্বশ্ব নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি পুত্র কামনায় সূর্য্যের উপাসনা করিলে সূর্য্য তাঁহার পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন।

সৌবশ্ব্য (পুং) স্বশ্ব রাজার পুত্র।

"সূর্য্যো পস্পৃধানং সৌবশ্ব্যে" (ঋক্ ১।৬১।১৫)

'সৌবশ্ব্যে স্বশ্বপুত্রে, স্বশ্বোনাম কশ্চিদ্রাজা। স চ পুত্রকামঃ সূর্য্যমুপাসনাং চক্রে, তস্য চ সূর্য্য এব পুত্রো বভূব' (সায়ণ)

সৌবস্তিক (পুং) স্বস্তি তৎকরণে সাধুঃ ঠক্। ১ পুরোহিত। (হেম) পুরোহিত মঙ্গল করেন, এই জন্য তাঁহাকে সৌবস্তিক কহে। (ত্রি) ২ স্বস্তিসম্বন্ধীয়।

সৌবাত (ত্রি) সুবাতযুক্ত।

সৌবাধ্যায়িক (ত্রি) স্বাধ্যায়যুক্ত।

সৌবাস্তব (ত্রি) সুবাস্তোরিদং সুবাস্তু (সুবাস্ত্বাদিভ্যোঽণ্। পা ৪।২।৭৭) ইত্যণ্। ১ সুন্দর বাস্তুসম্বন্ধী। ২ সুবাস্তুর অদূরভব।

সৌবিদ (পুং) সুষ্ঠু বেত্তীতি সু-বিদ্-ক, ততঃ প্রজ্ঞাদ্যণ্। অন্তঃপুররক্ষক। (অমর)

সৌবিদল্ল (পুং) সুষ্ঠু বিদন্তং বিজ্ঞমপি লাতি বশবর্ত্তিনং করোতীতি সুবিদৎ-লা-ক, ততঃ স্বার্থে অণ্। অন্তঃপুররক্ষক, পর্য্যায়—কঞ্চুকী, স্থাপত্য, সৌবিদ, স্থপতি, সুবিদ। (অমরটীকা) অমরটীকায় ভরত এই শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ লিখিয়াছেন—"বহিঃ সঞ্চরন্তীনাং পুরস্ত্রীণাং প্রেক্ষকপুরুষান্তরবারণায় রাজ্ঞা স্ত্র্যাগারে যে বেত্রধরা নিযুক্তাস্তে বহির্মহল্লকাঃ সৌবিদল্লাদিশব্দবাচ্যাঃ। শোভনং বিদন্তি সুবিদঃ পণ্ডিতাঃ ক্বিপ্, তান্ অততি সততেন গচ্ছতি সুবিদৎ ভূপালঃ তং লাতি সুবিদল্লং অন্তঃপুরং তত্র নিযুক্তাঃ সৌবিদল্লাঃ' (ভরত)

সৌবিদল্লক (পুং) সৌবিদল্ল এব স্বার্থে কন্। সৌবিদল্ল-শব্দার্থ। (শব্দরত্না°)

সৌবিষ্টকৃৎ (ত্রি) স্বিষ্টকৃৎ অগ্নিসম্বন্ধীয়।

সৌবিষ্টি (পুং) স্বিষ্টের গোত্রাপত্য।

সৌবীর (পুং) সুষ্ঠু বীরা যত্র, ততঃ স্বার্থে অণ্। ১ দেশবিশেষ। বর্ত্তমান সিন্ধুপ্রদেশ। [সিন্ধু দেখ।]

"সৌবীররাজঃ শৈব্যশ্চ পাণ্ড্যশ্চ বলিনাং বরঃ।" (হরিবংশ ২০।১৯)

(ক্লী) ২ বদর। ৩ কাঞ্জিক। ৪ স্রোতোঽঞ্জন। (অমর)

"সৌবীরন্তু যবৈরামৈঃ পক্কৈর্ব্বা নিস্তুষৈঃ কৃতং।
গোধূমৈরপি সৌবীরমাচার্য্যাঃ কৈশ্চিদূচিরে ॥
সৌবীরন্তু গ্রহণ্যর্শঃ কফঘ্নং ভেদি দীপনং।
উদাবর্ত্তাঙ্গমর্দ্দাস্থিশূলানাহেষু শস্যতে ॥" (ভাবপ্রকাশ)

পক্ক অথবা অপক্ক যবের তুষ নিষ্কাশিত করিয়া তদ্দ্বারা সন্ধান পূর্ব্বক যে কাঁজি প্রস্তুত করা হয়, তাহাকে সৌবীর কহে। গোধূম দ্বারা উক্তরূপে যে কাঁজি প্রস্তুত করা হয়, কেহ কেহ তাহাকেও সৌবীর বলিয়া থাকেন। গুণ—গ্রহণীরোগনাশক, অর্শঘ্ন, কফনাশক, ভেদক, অগ্নিদীপ্তিকারক, এবং উদাবর্ত্ত, অঙ্গগ্রহ, অস্থিশূল ও আনাহরোগে বিশেষ প্রশস্ত। ৫ বৃহদ্বদর, বড়কুল। ৬ সৌবীরাঞ্জন, চলিত নীলাঞ্জন, নীলস্থর্মা। (রত্নমালা) ইহা বরাটকের ন্যায় শোধন করিতে হয়। ৭ রসাঞ্জন।

সৌবীরক (ক্লী) সৌবীরমেব স্বার্থে কন্। কাঞ্জিকবিশেষ, পর্য্যায়—সুবীরাম্ল, গোধূমসম্ভব, যবাম্লজ, যবোত্থ, তুষোদক। গুণ—অম্লরস, কেশবর্দ্ধক, মস্তকদোষ, জরা ও শৈথিল্যনাশক, বলকারক, সন্তর্পণ। (রাজনি°)

সৌবীরপাণ (পুং) বাহ্লীক। (কাশিকা)

সৌবীরসার (ক্লী) স্রোতোঽঞ্জন। (রাজনি°)

সৌবীরাঞ্জন (ক্লী) সৌবীরনামকমঞ্জনং। অঞ্জনবিশেষ, স্বনামখ্যাত অঞ্জন। সুবীরনামক নদীভব অঞ্জন, নীলাঞ্জন, নীলস্থর্মা। পর্য্যায়—অঞ্জন, যামুন, কৃষ্ণ, নাদেয়, মেচক, স্রোতোজ, দৃষ্প্রদ, নীল, সুবীরজ, নীলাঞ্জন, চক্ষুষ্য, বারিসম্ভব, কপোতক, কাপোত। গুণ—শীতল, কটু, তিক্ত, কষায়, চক্ষুর হিতকর, কফ, বাত ও বিষনাশক এবং রসায়ন। (রাজনি°) ইহার লক্ষণ—

"বল্মীকশিখরাকারং ভঙ্গে নীলোৎপলদ্যুতি।
সৌবীরাঞ্জনমিত্যাহুরায়ুর্ব্বেদবিদো জনাঃ ॥" (চক্রদত্ত)

ইহার আকৃতি বল্মীকের অগ্রভাগের ন্যায় এবং ভাঙ্গিয়া ফেলিলে নীলোৎপলের ন্যায় দ্যুতিযুক্ত বলিয়া বোধ হয়, আয়ুর্ব্বেদবিদ্ পণ্ডিতগণ ইহাকে সৌবীরাঞ্জন কহেন।

সৌবীরাম্ল (ক্লী) সৌবীর কাঞ্জিকবিশেষ। (রাজনি°)

সৌবীর্য্য (পুং) সৌবীরের রাজা।

সৌব্রত্য (ক্লী) সুব্রতের ভাব, শোভনগত্যাদি কর্ম্মকর্ত্তৃত্ব। "উগ্রং লোহিতেন মিত্রং সৌব্রত্যেন" (শুক্লযজু ৩৯।৯) 'সৌব্রত্যেন শোভনং ব্রতং কর্ম্ম যস্য স সুব্রতস্তস্য ভাবঃ সৌব্রত্যং শোভনগত্যাদি কর্ম্মকর্ত্তৃত্বং তেন' (মহীধর)

সৌশব্দ্য (ক্লী) সুশব্দস্য ভাবঃ সুশব্দ-ষ্যঞ্। সুশব্দের ভাব, সুপ্ ও তিঙের ব্যুৎপত্তির নাম সৌশব্দ। "সুপাং তিঙাং চ ব্যুৎপত্তিঃ সৌশব্দ্যং' (প্রতাপরুদ্রীয়)

সৌশমি (পুং) সুশমের গোত্রাপত্য।

সৌশর্ম্মক (ত্রি) সুশর্ম্মের অদূরভব দেশাদি।

সৌশর্ম্মণ (ত্রি) সুশর্ম্মসম্বন্ধীয়।

সৌশর্ম্মি (পুং) সুশর্ম্মণো গোত্রাপত্যং সুশর্ম্ম বাহ্বাদিত্বাৎ ইঞ্। সুশর্ম্মের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।৯৬)

সৌশল্য (পুং) জনপদবিশেষ। (ভারত) ইহার পাঠান্তর সৌবল্য এইরূপও দেখিতে পাওয়া যায়।

সৌশাম্য (ক্লী) সুশমস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। সুশমতা, উত্তমরূপ শাম্য।

"কৃতো যত্নো ময়া পূর্ব্বং সৌশাম্যে কৌরবান্ প্রতি।"
(ভারত ১৪প°)

সৌশীল্য (ক্লী) সুশীলস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। সুশীলতা; সুশীলের ভাব, সচ্চরিত্রতা, বিশুদ্ধ স্বভাব।

সৌশ্রব (পুং) সুশ্রবের গোত্রাপত্য, ঋষিবিশেষ। (হরিবংশ)

সৌশ্রবস (ক্লী) শোভনান্নবিশিষ্টত্ব, শোভনান্নযুক্তত্ব বা সুযশস্ত্ব শোভন; যশঃ। "রায়স্পোষঃ সৌশ্রবসায় ধীমহি" (ঋক্ ১০।৩৬।৭) 'সৌশ্রবসায় শোভনান্নযুক্তায় সুযশস্ত্বায় বা' (সায়ণ)

সৌশ্রুত (ত্রি) সুশ্রুত-অণ্। সুশ্রুতসম্বন্ধীয়।

সৌষদ্মন (পুং) সুষদ্মন্ অপত্যার্থে অণ্। সুষদ্মনের গোত্রাপত্য।

সৌষাম (ক্লী) সামভেদ, সুষামবিষয়ক সাম।

সৌষির (পুং) রোগভেদ। (সুশ্রুত) (ত্রি) ২ সুষিরভব।

সৌষ্ঠব (ক্লী) সুষ্ঠু ভাবঃ (প্রাণভৃজ্জাতিবয়োবচনোদ্গাত্রাদিভ্যোঽণ্। পা ৫।১।১২৯) ইতি অণ্। ১ আতিশয্য, আধিক্য, প্রাচুর্য্য, উৎকর্ষ। "তুল্যেষ্বস্ত্র প্রয়োগেষু লাঘবে সৌষ্ঠবেষু চ।
সর্ব্বেষামেব শিষ্যাণাং বভূবাভ্যধিকোঽর্জ্জুনঃ ॥"(ভারত১।১৩৪।১৪)

২ লঘুতা, ক্ষিপ্রতা। ৩ সৌন্দর্য্য। ৪ নাটকের অঙ্গবিশেষ।

সৌষ্মিকি (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ।

সৌসাম (পুং) সুসামনের গোত্রাপত্য। (পা ৬।৪।১৭০)

সৌস্থক (ক্লী) নগরভেদ। (মহাভাষ্য)

সৌস্থরাদ (পুং) পুরীষজাত কৃমিভেদ। (চরক)

সৌস্ত্র (ক্লী) সুস্ত্রী (হায়নান্তযুবাদিভ্যোঽণ্। পা ৫।১।১২০) ইতি অণ্। সুস্ত্রীর ভাব, শোভন পত্নীর ভাব।

সৌস্থিত্য (ক্লী) সুস্থিত-ষ্যঞ্। সুস্থিতত্ব, শুভ স্থানে অবস্থান, উত্তম স্থানে স্থিতি।

"সৌস্থিত্যমবেক্ষ্য যো গ্রহেভ্যঃ কালে প্রক্রমণং করোতি রাজা।
অণুনাপি স পৌরুষেণ বৃত্তস্তোপচ্ছন্দসিকস্য যাতি পারং।"
(বৃহৎস° ১০৪।৬০)

রাজা গ্রহদিগের সৌস্থিত্য অর্থাৎ শুভভবনে অবস্থান অবলোকন করিয়া যদি যুদ্ধাদিতে যাত্রা করেন, তাহা হইলে তাঁহার শুভ হয়।

সৌস্থ্য (ক্লী) সুস্থ-ষ্যঞ্। সুস্থের ভাব, স্বাস্থ্য, স্বচ্ছন্দতা।

সৌস্নাতিক (ত্রি) যজ্ঞান্তস্নানকারী। (রঘু ৬।৬১)

সৌস্বর্য্য (ক্লী) সুস্বর-ষ্যঞ্। সুস্বরতা, উত্তম স্বর।

"মত্তভ্রমরসৌস্বর্য্যহৃষ্টরোমলতাঙ্ঘ্রিপং।
পদ্মকোশরজো দিক্ষু বিক্ষিপৎপবনোৎসবং॥" (ভাগ° ৪।২৫।২০)

সৌহবিষ (ক্লী) সামভেদ। (লাট্যা° ৬।১১।৬)

সৌহার্দ্দ (ক্লী) সুহৃদঃ সুহৃদয়স্য ভাবঃ কর্ম্ম বা, সুহৃদ্ সুহৃদয় বা (হায়নান্তযুবাদিভ্যোঽণ্। পা ৫।১।১৩০) ইত্যণ্, হৃদয়স্য হৃদাদেশঃ (হৃদ্ভগসিন্ধ্বন্তে পূর্ব্বপদস্য চ। পা ৭।৩।১৯) ইত্যুভয়-পদবৃদ্ধিঃ। সখ্য, সৌহৃদ, সুহৃদের ভাব বা কার্য্য, পর্য্যায়— সপ্ত-পদীন, মৈত্রী, অজর্য্য, সঙ্গত। (হেম)

"সৌহার্দ্দে চানুরাগে চ বেত্থ মে ভক্তিমুত্তমাং।
ন মামর্হসি ধর্ম্মজ্ঞ ত্যক্তুং ভক্তামনাগসং॥" (ভারত ১।৭৭।১১)

(পুং) সুহৃদোঽপত্যমিতি অণ্। ২ সুহৃদপুত্র।

সৌহার্দ্দ্য (ক্লী) সুহৃদস্য ভাবঃ সুহৃদ ষ্যঞ্, হৃদয়স্য হৃদাদেশঃ, উভয়পদবৃদ্ধিঃ। সৌহার্দ্দ, বন্ধুত্ব, মৈত্রী।

সৌহিত্য (ক্লী) সুহিতস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা সুহিত (পত্যন্তপুরোহিতা-দিভ্যো যক্। পা ৫।১।১২৮) ইতি যক্। অতিশয় তৃপ্তি, সন্তোষ।

"অহেরিব গণাদ্ভীতঃ সৌহিত্যান্নরকাদিব।
কুণপাদিব চ স্ত্রীভ্যস্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥"(ভারত ১৩।২৪৪।১৩)

২ পর্য্যাপ্ত ভোজন, অতিভোজন।

সৌহৃদ (ক্লী) সুহৃদঃ কর্ম্ম ভাবো বা সুহৃদ্-অণ্। সখ্য, সৌহার্দ্দ।

"তদ্ ভুজ্যতে যদ্দ্বিজভুক্তশেষং
স বুদ্ধিমান্ যো ন করোতি পাপং।
তৎ সৌহৃদং যৎ ক্রিয়তে পরোক্ষে
দম্ভৈর্বিনা যঃ ক্রিয়তে স ধর্ম্মঃ॥" (গরুড়পু° ১১৫ অ°)

সৌহৃদয় (পুং) সুহৃদয়স্য ভাবঃ কর্ম্ম বা, সুহৃদয়-অণ্। সুহৃদয়ের ভাব, সৌহার্দ্দ।

সৌহৃদ্য (ক্লী) সুহৃদস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। সৌহার্দ্দ, বন্ধুতা, মৈত্রী।

"সুহৃদ্ভিরপি সৌহৃদ্যং শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ।" (হিতোপ°)

সৌহোত্র (পুং) সুহোত্র অপত্যার্থে অণ্। সুহোত্রের গোত্রাপত্য।

সৌহ্ম (পুং) সুহ্ম দেশের রাজা।

স্কন্দ, স্কদি স্কন্দ ধাতু, ১ গমন। ২ শোষণ। ভ্বাদি° পরস্মৈ° অনিট্। এই ধাতু ইদিৎ, এই জন্য এই ধাতুর উত্তর নুমাগম হইয়া স্কন্দ হইয়াছে। লট্ স্কন্দতি। লিট্ চস্কন্দ, চস্কন্দতুঃ। লুট্ স্কন্তা। লৃট্ স্কনৎস্যতি। লঙ্ অস্কন্ৎস্যৎ। আশীর্লিঙ্ স্কন্দ্যাৎ। লুঙ্ অস্কদৎ অস্কান্ৎসীৎ। অস্কদতাং অস্কান্তাং, অস্কদন্, অস্কান্ৎসুঃ। সন্ চিস্কন্ৎসতি। যঙ্ চনীস্কন্দ্যতে। যঙ্‌লুক্। চনীস্কন্তি। ণিচ্ স্কন্দয়তি। লুঙ্ অচস্কন্দৎ।

অব+স্কন্দ=আক্রমণ। অ+স্কন্দ=ধারণ। পীড়ন। পরি+স্কন্দ=পরিতো ভ্রমণ।

স্কন্দ—অদন্ত চুরাদি। সমাহরণার্থ, পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ স্কন্দয়তি। লুঙ্ অচস্কন্দৎ। স্কন্দ আপ্লব, লম্ফ প্রদান করিয়া গমন। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ স্কন্দতে। সন্ চিস্কন্দিষতে।

স্কন্দ (পুং) স্কন্দতি উৎপ্লুত্য গচ্ছতি স্কন্দতি শোষয়তি দৈত্যান্ বা স্কন্দ-অচ্। ১ কার্ত্তিকেয়। কুমার।

"স্কন্দঃ কুমাররূপঃ শক্তিধরো বর্হিকেতুশ্চ।"
(ভবিষ্য ব্রাহ্মপ° ১৩১।৩১)

ভবিষ্যপুরাণের মতে স্কন্দ কুমাররূপ, শক্তিধর ও ময়ূরবাহন। দেবসেনাপতি বলিয়া ইহার অপর নাম কার্ত্তিকেয়। স্কু ধাতুর অর্থ গতি। শীঘ্র গতিশীল বলিয়া ইনি স্রোষ নামেও পরিচিত। ইনি সূর্য্যের অনুচর। (ভবিষ্যপু° ব্রাহ্মপ° ১২৪ অ°)

পারসিকদিগের জেন্দ অবস্তায় ইনি 'স্রওষাবরেজ' নামে প্রসিদ্ধ। (Haug's Parsis, p. 280) বৌদ্ধগ্রন্থ ললিতবিস্তর হইতে জানা যায় যে, বুদ্ধদেবের জন্মকালে এই স্কন্দপূজা প্রচলিত ছিল। [কুমার, কার্ত্তিক ও কৌমার শব্দ দ্রষ্টব্য।]

২ দেবীর দ্বারপালবিশেষ। কালিকাপুরাণে লিখিত আছে যে, শরৎকালে মহানবমী তিথিতে যবচূর্ণ দ্বারা ইহার মূর্ত্তি এবং মৃত্তিকা দ্বারা শত্রুর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া স্কন্দের পূজাপূর্ব্বক শত্রু-বলি দিতে হয়।

"মহানবম্যাং শরদি রাত্রৌ স্কন্দবিশাখয়োঃ।
যবচূর্ণময়ং কৃত্বা রিপুং মৃণ্ময়মেব বা॥
শিরশ্ছিত্ত্বা বলিং দদ্যাৎ কৃত্বা তস্য চ মন্ত্রতঃ।
অনেনৈব তু মন্ত্রেণ খড়্গামামন্ত্র্য যত্নতঃ॥"(কালিকাপু° ৬৬অ°)

৩ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।১০৩) ৪ নৃপতি। (জটাধর) ৫ শরীর। (ত্রিকা°) ৬ পারদ। (রাজনি°) ৭ নদীতট। ৮ পণ্ডিত। ৯ বালগ্রহবিশেষ। বৈদ্যকে এই গ্রহের বিষয় সবিস্তারে লিখিত আছে, অতি সংক্ষেপে আমারা ইহার আলোচনা করিলাম। বালকদিগকে বিশেষ সাবধানে রক্ষা করিতে হয়, কারণ কোন-রূপ অনাচার তাহাদিগকে স্পর্শ করিলে বালগ্রহগণ তাহাদিগকে আশ্রয় করিয়া নানা প্রকারে পীড়া দেয়। অতএব যাহাতে বাল-গ্রহগণ বালকদিগকে আক্রমণ করিতে না পারে, তাহার উপায় বিধান করা আবশ্যক।

বালগ্রহদিগের মধ্যে স্কন্দ শ্রেষ্ঠ। শরবনস্থ কার্ত্তিকেয়ের রক্ষার নিমিত্ত কৃত্তিকা, উমা, অগ্নি ও মহাদেব ইহারা স্বীয় স্বীয় তেজঃপ্রভাবে বালগ্রহগণকে সৃষ্টি করেন। তন্মধ্যে দেবদেব ত্রিপুরারি স্কন্দগ্রহেরও সৃষ্টি করেন। এই স্কন্দগ্রহের অপর নাম

কুমার। কিন্তু ইনি কার্ত্তিকেয় নহেন। কার্ত্তিকেয় দেবসেনাপতি-পদে নিযুক্ত হইলে স্কন্দাদি গ্রহগণ তাঁহাকে বলেন যে, আপনি আমাদের বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিন। তখন্ তিনি তাঁহাদিগকে মহাদেবের নিকট প্রেরণ করেন। মহাদেব তাঁহাদিগকে বলেন যে, বালকদিগের প্রতি তোমাদিগের বৃত্তি বিধান স্থির করা হইল, অর্থাৎ তোমরা দোষানুষ্ঠান দর্শন করিয়া বালকের দেহে অধিষ্ঠিত হইলেই লোকে তোমাদিগকে পূজা করিবে।

যে বংশে দেবযাগ বা পিতৃযাগ হয় না, ব্রাহ্মণ, সাধু ও অতিথি-দিগকে সৎকার করা হয় না এবং যে বংশ আচারবিরহিত বা কুৎসিত ব্যবহারনিরত, যে বংশে অর্থীকে ভিক্ষা প্রদান এবং বলিকার্য্যের অনুষ্ঠান নাই, এবং যাহার ভগ্ন কাংস্যভাজন থাকে, সেই সেই বংশে বালকদিগকে স্কন্দাদি গ্রহগণ অলক্ষিত ভাবে হিংসা করে। ইহারা বালকদিগকে আশ্রয় করিলে বালকগণ কোন প্রকার চিকিৎসা দ্বারাই আরোগ্য হয় না। যত্নপূর্ব্বক বিধিবিধানে এই গ্রহের পূজা ও বলি দিলে গ্রহগণ সন্তুষ্ট হইয়া বালকদিগকে পরিত্যাগ করে। স্কন্দগ্রহ বালককে আশ্রয় করিলে বালক কখন উদ্বিগ্ন ও কখন ত্রাসযুক্ত হইয়া রোদন করে, এবং নখ ও দন্ত দ্বারা নিজের বা ধাত্রীর গাত্র বিদারণ করে, উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করে, দন্তে দন্ত ঘর্ষণ, আর্ত্তনাদ ও ওষ্ঠদংশন করে, পূর্ব্ববৎ আহার করিতে পারে না। জৃম্ভা, বলহ্রাস, দেহের মলিনতা, জ্ঞানাবরোধ, ভ্রূদ্বয়ের কম্প, পুনঃ পুনঃ ফেনবমন, অত্যন্ত নিদ্রানাশ, স্বরভঙ্গ, অতীসার এবং শরীরে মৎস্য ও রক্তের ন্যায় গন্ধ হয়।

বিশেষ লক্ষণ,—স্কন্দগ্রহপীড়িত বালকের অঙ্গ শিথিল, রক্ত গন্ধযুক্ত এবং স্তন্যপান রহিত হয়। মুখ বক্র, চরণ আহত, নেত্র জলপ্লাবিত, হস্তদ্বয়ের মুষ্টি বদ্ধ ও কঠিন হয় এবং ঐ বালক উদ্বিগ্ন হইয়া অল্প অল্প রোদন করিতে থাকে।

ইহার চিকিৎসা—ভেরেণ্ডার পাতার কাথ দ্বারা ইহার পরিষেক করিলে স্কন্দগ্রহদোষ প্রশমিত হয়। দেবদারু, রাস্না এবং জীবনীয়গণের কল্ক ও দুগ্ধ দ্বারা ঘৃত পাক করিয়া পান করাইলে এই দোষ প্রশমিত হয়। সর্ষপ, সর্পত্বক্, বচ, শ্বেতগুঞ্জা, ঘৃত, উষ্ট্ররোম, ছাগরোম, মেষরোম এবং গরুড়রোম দ্বারা ধূপ দিলেও স্কন্দগ্রহজন্য দোষ নষ্ট হয়।

সোমলতা, অর্জ্জুনবৃক্ষ পরগাছা, বিল্ব, শমী ও রাখালশশার মূল এই সকল অঙ্গে ধারণ করিলে এই দোষ নষ্ট হয়। রক্তমাল্য, রক্তবর্ণ পতাকা, চন্দনাদি গন্ধদ্রব্য, নানাপ্রকার ভক্ষ্যদ্রব্য কুক্কুট এবং ঘণ্টা দ্বারা স্কন্দগ্রহের বলি নিবেদন করিয়া দিবে। চত্বর স্থানে নিশিযোগে তিন রাত্রি স্নান করাইয়া পরে শালি ও যব নিবেদন করিবে এবং শুচি হইয়া গায়ত্রী জপ এবং অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া শুদ্ধ জল দ্বারা আহুতি দিবে। পরে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া বালকের রক্ষা বিধান করিবে। মন্ত্র—

"রক্ষামতঃ প্রবক্ষ্যামি বালানাং পাপনাশিনীং।
অহন্যহনি কর্ত্তব্যা যাভিরম্বিরতন্দ্রিতৈঃ॥
তপসাং তেজসাঞ্চৈব যশসাং বপুষাং তথা।
নিধানং যোঽব্যয়ো দেবঃ স তে স্কন্দঃ প্রসীদতু॥
গ্রহঃ সেনাপতির্দেবো দেবসেনাপতির্বিভুঃ।
দেবসেনা রিপুহরঃ পাতু ত্বাং ভগবান্ গুহঃ॥
দেবদেবস্য মহতঃ পাবকস্য চ যঃ সুতঃ।
গঙ্গোমাকৃত্তিকানাঞ্চ স তে শর্ম্ম প্রযচ্ছতু॥
রক্তমাল্যাম্বরধরো রক্তচন্দনভূষিতঃ।
রক্তদিব্যবপুর্দেবঃ পাতু ত্বাং ক্রৌঞ্চসূদনঃ॥" (ভাবপ্র°)

এইরূপে স্কন্দগ্রহের উদ্দেশে বলি দিলে উক্ত গ্রহ প্রসন্ন হইয়া বালককে পরিত্যাগ করেন। তখন বালক সুস্থ হয়।

স্কন্দগুপ্ত (পুং) ১ প্রসিদ্ধ গুপ্তসম্রাট্। [গুপ্তরাজবংশ দেখ।]
২ হর্ষবর্দ্ধনের একজন সেনাপতি ও দূত।

স্কন্দগুরু (পুং) স্কন্দস্য কার্ত্তিকেয়স্য গুরু। শিব।

স্কন্দগ্রহ (পুং) স্কন্দ নামক বালগ্রহ। [স্কন্দ দেখ।]

স্কন্দজননী (স্ত্রী) স্কন্দস্য কার্ত্তিকেয়স্য জননী। পার্ব্বতী।

স্কন্দজিৎ (ত্রি স্কন্দং জয়তি জি-কিপ্ তুক্‌চ। যিনি স্কন্দকে জয় করেন।

স্কন্দতা (স্ত্রী) স্কন্দের ভাব।

স্কন্দন (ক্লী) স্কন্দ-ল্যুট্। ১ রেচন।

"চতুর্বিধং যদেতদ্ধি রুধিরস্য নিবারণং।
সন্ধানং স্কন্দনঞ্চৈব পাচনং দহনস্তথা॥" (সুশ্রুত ১।১৪।২)

২ গমন। ৩ শোষণ।

স্কন্দপুর (ক্লী) রাজতরঙ্গিণীবর্ণিত নগরভেদ।

স্কন্দপুরাণ (ক্লী) অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে এক খানি পুরাণ। [পুরাণ শব্দে বিশেষ বিবরণ দেখ।]

স্কন্দমাতৃ (স্ত্রী) স্কন্দস্য মাতা। দুর্গা। (হেম)

স্কন্দরাজ (পুং) মহাভারতোক্ত রাজভেদ।

স্কন্দষষ্ঠী (স্ত্রী) স্কন্দপ্রিয়া ষষ্ঠী। ১ চৈত্র মাসের শুক্লা ষষ্ঠী, ইহার অপর নাম গুহষষ্ঠী। চৈত্র মাসের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে স্কন্দ দেব-সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইয়া ছিলেন, এই জন্য এই ষষ্ঠী তিথির নাম স্কন্দষষ্ঠী হইয়াছে।

"অমাবস্যাসমুৎপন্নঃ স্কন্দঃ পূর্ব্বং হুতাশনাৎ।
ততঃ ষষ্ঠ্যাঞ্চ শুক্লায়াং মাসে তু চৈত্রনামনি।
সৈনাপত্যেঽভিষিক্তশ্চ দেবানাং ব্রহ্মণা স্বয়ং॥" (সংবৎসরকৌ°)

এই ষষ্ঠী তিথিতে বিবিধোপচারে স্কন্দের পূজা করা বিধেয়। যথাবিধানে ইহার পূজা করিলে ইহলোকে নানা প্রকার সুখ-

সৌভাগ্য এবং অন্তে বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয়। এই ষষ্ঠী তিথি পঞ্চমীযুক্ত গ্রাহ্য, অর্থাৎ পঞ্চমীযুক্ত ষষ্ঠী তিথিতেই ষষ্ঠীর উপবাসাদি হইবে। সন্ততিবিশিষ্ট সকল স্ত্রীলোকই এই ষষ্ঠীর পালনি করিয়া থাকে। যথাবিধানে ষষ্ঠীর পূজা ও পালনি করিয়া তিথ্যন্তে পারণ করিতে হয়।

"ষষ্ঠ্যাং স্কন্দস্য কর্ত্তব্যা পূজা সর্ব্বোপচারিকা।
ইহৈব সুখসৌভাগ্যমন্তে বিষ্ণুপদং ব্রজেৎ ॥
ইয়মেব স্কন্দষষ্ঠী পঞ্চমীযুতৈবোপোষ্যা।
কৃষ্ণাষ্টমী স্কন্দষষ্ঠী শিবরাত্রি চতুর্দ্দশী।
এতাঃ পূর্ব্বযুতাঃ কার্য্যাস্তিথ্যন্তে পারণং ভবেৎ ॥" (তিথিতত্ত্ব)

এই ষষ্ঠী তিথিতে শিরোঽভ্যঙ্গ করিতে নাই।

"অষ্টমীঞ্চ তথা ষষ্ঠীং নবমীঞ্চ চতুর্দ্দশীং।
শিরোঽভ্যাঙ্গং ন কুর্ব্বীত পর্ব্বসন্ধৌ তথৈব চ ॥" (তিথিতত্ত্ব)

বরাহপুরাণে লিখিত আছে, স্কন্দ স্বয়ং মহাদেবস্বরূপ এবং সকল পাপনাশক। পিতামহ ব্রহ্মা চৈত্র মাসের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে তাঁহাকে দেবসেনাপতিপদে অভিষিক্ত করেন। অতএব এই তিথিতে যাঁহারা সংযতচিত্ত হইয়া স্কন্দের পূজা পূর্ব্বক ফলমূল ভোজন করিয়া থাকেন, তাঁহার পুত্রহীন হইলে পুত্র লাভ এবং অধন ধন লাভ করেন। যে ব্যক্তি যাহা প্রার্থনা করিয়া এই তিথিতে স্কন্দের পূজা করে, তাহার সেই অভিলাষ সিদ্ধ হয়।

"স্বয়ং স্কন্দো মহাদেবঃ সর্ব্বপাপপ্রণাশনঃ।
তস্য ষষ্ঠীং তিথিং প্রাদাদভিষেকে পিতামহঃ ॥
অস্যাং ফলাশনো যস্তু যতেন্দ্রিয়তমানসঃ।
অপুত্রোঽপি লভেৎ পুত্রান্ অধনোঽপি লভেৎ ধনং ॥
যং যমিচ্ছেচ্চ মনসা তং তং লভতি মানবঃ ॥" (বরাহপু°)

এই তিথিতে স্কন্দের যথাবিধানে পূজা করিতে হয়। বাহুল্যভয়ে পূজাপদ্ধতি এই স্থলে লিখিত হইল না।

স্ত্রীগণ এই ষষ্ঠী তিথিতে স্কন্দের পূজা করিয়া ৬টী অশোক পুষ্পের কলিকা পান করিয়া থাকেন। এই দিনে অশোককলিকা পান করিলে তাহার শোক ও ভয় থাকে না।

২ ষষ্ঠী নামে প্রসিদ্ধা দেবীমূর্ত্তিভেদ। ইনি স্কন্দের ভার্য্যা বলিয়া তন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। [ষষ্ঠী দেখ।] তন্ত্রসারে স্কন্দষষ্ঠীর ধ্যান এইরূপ লিখিত আছে,—

"ওঁ দ্বিভুজাং যুবতীং ষষ্ঠীং বরাভয়যুতাং স্মরেৎ।
গৌরবর্ণাং মহাদেবীং নানালঙ্কারভূষিতাম্ ॥
দিব্যবস্ত্রপরিধানাং বামক্রোড়ে সুপুত্রিকাম্।
প্রসন্নবদনাং নিত্যাং জগদ্ধাত্রীং সুখপ্রদাম্ ॥
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নাং পীনোন্নতপয়োধরাম্।
এবং ধ্যায়েৎ স্কন্দষষ্ঠীং সর্ব্বদা বিন্ধ্যবাসিনীম্ ॥"

স্কন্দস্বামিন্ (পুং) রুদ্রস্কন্দ স্বামী নামে প্রসিদ্ধ। বৈদিক নিঘণ্টু ও নিরুক্তভাষ্যকার।

স্কন্দাংশক (পুং) স্কন্দস্য অংশ ইব অংশো যস্য, শিববীর্য্যোদ্ভবত্বাৎ, ততঃ কন্। পারদ। মহাদেবের বীর্য্যে পারদের উৎপত্তি হয়। এই জন্য ইহার নাম শিবাংশক হইয়াছে। (রাজনি°)

স্কন্দাপস্মার (পুং) বালগ্রহবিশেষ। এই গ্রহ বালককে আশ্রয় করিলে বালক অচেতন হয় এবং তাহার মুখ হইতে ফেনা নির্গত হইতে থাকে, সে পুনরায় চৈতন্য লাভ করিয়া নৃত্য করার ন্যায় হস্ত পদ সঞ্চালন করে, সর্ব্বদা হাই তুলে, এবং তাহার মলমূত্র বিলম্বে নির্গত হয়।

ইহার চিকিৎসা—বিল্ব, শিরীষ, শ্বেতদূর্ব্বা, এবং সুরসাদিগণ ইহার কাথ দ্বারা পরিষেক করিলে স্কন্দাপস্মারগ্রহ প্রশমিত হয়। গো, ছাগ, মেষ, মহিষ, অশ্ব, গর্দ্দভ, উষ্ট্র এবং হস্তী এই অষ্ট পশুর মূত্র দ্বারা তৈল পাক করিয়া গাত্রে মর্দ্দন করিলেও ইহা প্রশমিত হয়। ক্ষীরী বৃক্ষের কাথ এবং কাকোল্যাদিগণের কল্ক দ্বারা তৈল পাক করিয়া দুগ্ধের সহিত প্রয়োগ করিলে এই দোষ নষ্ট হয়। বচ ও হিঙ্গু দ্বারা উৎসাদন করিলে অথবা গৃধ্র বা পেঁচার বিষ্ঠা, কেশ, হস্তিনখ, ঘৃত ও বৃষের লোম দ্বারা ধূপ দিলে এই দোষ প্রশমিত হয়। দুরালভা, শাল্মলী, তেলাকুচা ও শুকশিম্বী ধারণ করিলেও এই দোষ বিনষ্ট হয়।

বটবৃক্ষমূলে পক্বান্ন, মাংস, প্রসন্না, রুধির, দুগ্ধ এবং মুদ্গান্ন দ্বারা বলি দিলে উক্ত গ্রহ প্রসন্ন হন এবং স্কন্দাপস্মারী দ্বারা চতুষ্পথে স্নান করাইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিলে এই দোষ নিরাকৃত হয়। মন্ত্র—

"স্কন্দাপস্মারসংজ্ঞো যঃ স্কন্দস্য দয়িতঃ সখা।
বিশাখং স শিশোরস্য শিবায়াস্তু শুভাননঃ ॥" (ভাবপ্র°)

স্কন্দাপস্মারিন্ (ত্রি) স্কন্দাপস্মার অস্ত্যর্থে ইনি। স্কন্দাপস্মারগ্রহযুক্ত, যাহাকে স্কন্দাপস্মার গ্রহ আক্রমণ করিয়াছে।

স্কন্দিন্ (ত্রি) স্কন্দযুক্ত।

স্কন্দিলাচার্য্য (পুং) প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য। [জৈন দেখ।]

স্কন্দেশ্বর তীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ।

স্কন্দোপনিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদ্ভেদ।

স্কন্ধ (পুং) স্কন্দ্যতেঽসৌ ইতি স্কন্দ-ঘঞ্, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ, স্কন্দ-অসুন, ধশ্চান্তাদেশঃ 'সর্ব্বে সান্তা অদন্তাশ্চ' ইতি ন্যায়াৎ অকারান্তো বা। অবয়ববিশেষ, চলিত কাঁধ। পর্য্যায়—ভুজশিরোংস, স্কন্ধস্, দোঃশিখর। (রাজনি°)

"যথাহি পুরুষো ভারং শিরসা গুরুমুদ্বহন্।
তং স্কন্ধেন স আধত্তে তথা সর্ব্বাঃ প্রতিক্রিয়াঃ ॥"
(ভাগবত ৪।২৯।৩৩)

২ তরুর মূলাদি শাখাপর্য্যন্ত, চলিত গুড়ি। যেস্থান হইতে বৃক্ষের শাখাপ্রশাখা বাহির হয়, সেই স্থানকে স্কন্ধ কহে। পর্য্যায়—প্রকাণ্ড, কাণ্ড, দণ্ড। (জটাধর) ৩ নৃপতি। ৪ সম্পরায়। ৫ সমূহ। ৬ কায়। ৭ ভদ্রাদি। ৮ ছন্দোভেদ। ৯ বৌদ্ধমতে বিজ্ঞানাদি পাঁচটী স্কন্ধ।

"সর্ব্বকার্য্যশরীরেষু মুক্তাঙ্গস্কন্ধপঞ্চকং।
সৌগতানামিবাত্মান্যো নাস্তি মন্ত্রো মহীভৃতাং ॥" (মাঘ ২।২৮)

রূপ, বেদনা, বিজ্ঞান, সংজ্ঞা ও সংস্কার এই পাঁচটী স্কন্ধ। শব্দ স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধাদি এই বিষয়প্রপঞ্চের নাম রূপস্কন্ধ, এবং শব্দাদি বিষয়প্রপঞ্চই বেদনাস্কন্ধ, আলয় বিজ্ঞান সন্তানের নাম বিজ্ঞানস্কন্ধ, নামপ্রপঞ্চের নাম সংজ্ঞাস্কন্ধ, এবং বাসনাপ্রপঞ্চের নাম সংস্কারস্কন্ধ। বৌদ্ধগণ পঞ্চস্কন্ধের অতিরিক্ত আর পৃথক্ আত্মা স্বীকার করেন না। [বৌদ্ধ দেখ]

১০ ব্যূহ। "প্রতাপোঽগ্রে ততঃ শব্দঃ পরাগস্তদনন্তরং।
যযৌ পশ্চাদ্রথাদীতি চতুস্কন্ধেব সা চমূঃ ॥" (রঘু ৪।৩০)

১১ পন্থা। ১২ গ্রন্থপরিচ্ছেদ। যথা ভাগবতের প্রথম স্কন্ধ।

"স্কন্ধৈর্দ্বাদশভিঃ প্রোক্তং শ্রীমদ্ভাগবতং প্রভো।
শুকস্তচ্ছ্রাবয়ামাস মহারাজং পরীক্ষিতং ॥" (পদ্মপু° পা° ৭১ অ°)

স্কন্ধক (ক্লী) ছন্দোভেদ। সংস্কৃত আর্য্যাছন্দ, প্রাকৃতে স্কন্ধক নামে অভিহিত। 'সূর্য্যসুতোঽর্কফলসমশ্চন্দ্রসুতশ্ছন্দতঃ সমনুযাতি। যথা স্কন্ধকমার্য্যাগীতির্বৈতালীয়ঞ্চ মাগধী গাথার্য্যাং ॥"
(বৃহৎস° ১০৪।৫৪)

স্কন্ধচাপ (পুং) স্কন্ধে চাপ ইব। বংশাদিনির্ম্মিত শিক্যাধান, চলিত ভারযষ্টি, বাঁক, পর্য্যায়—বিহঙ্গিকা। (হারাবলী)

স্কন্ধজ (পুং) স্কন্ধাৎ জায়তে ইতি জন-ড। ১ শল্লক্যাদি।
'পর্ব্বযোনয় ইক্ষ্বাদ্যা স্কন্ধজাঃ শল্লকীমুখাঃ।' (হেম)
২ বটবৃক্ষ। (ভাবপ্র°)

স্কন্ধতরু (পুং) স্কন্ধপ্রধানস্তরুঃ। নারিকেলবৃক্ষ। (রাজনি°)

স্কন্ধদেশ (পুং) স্কন্ধস্য দেশঃ। ১ গজের স্কন্ধ, যে স্থলে হস্তিপক অর্থাৎ মাহুত উপবেশন করে। পর্য্যায়—আসন। ২ স্কন্ধপ্রদেশ।
"ত্রিপুরারিঃ স্কন্ধদেশে কণ্ঠে কামাঙ্গনাশনঃ।" (মাহেশ্বরক°)

স্কন্ধপাদ (পুং) পুরাণোক্ত গিরিভেদ। (মার্ক° পু° ৫৭।২৩)

স্কন্ধপ্রদেশ (পুং) স্কন্ধদেশ। (অমর)

স্কন্ধফল (পুং) স্কন্ধে ফলমস্য। ১ নারিকেলবৃক্ষ। (রাজনি) ২ উড়ুম্বরবৃক্ষ, চলিত যজ্ঞডুমুর। (শব্দচ°)

স্কন্ধফলা (স্ত্রী) খর্জ্জুরবৃক্ষ। (ভাবপ্র°)

স্কন্ধবন্দনা (স্ত্রী) স্কন্ধে বন্দনমিবাস্যাঃ। মধুরিকা, চলিত মৌরি।

স্কন্ধমল্লক (পুং) স্কন্ধেন মল্ল ইব কন্। কঙ্কপক্ষী, চলিত কাঁকপাখী।

স্কন্ধময় (ত্রি) স্কন্ধবিশিষ্ট।

স্কন্ধরুহ্ (পুং) স্কন্ধাৎ রোহতীতি রুহ-ক। বটবৃক্ষ। (রাজনি°)

স্কন্ধবৎ (ত্রি) স্কন্ধ অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। স্কন্ধবিশিষ্ট, স্কন্ধযুক্ত।
"অহমিত্যঙ্কুরোৎপন্নো মমেতি স্কন্ধবান্ মহান্ ॥" (মার্ক°পু° ৩৮।৮)

স্কন্ধবাহ (পুং) স্কন্ধেন বাহয়তীতি বহ-ণিচ-অচ্। শকটাদিবাহক বৃষ, বলদ বা ভারবাহী, ইহারা স্কন্ধে করিয়া ভার বহন করে বলিয়া ইহাদের এই নাম হইয়াছে।
'স্কন্ধবাহস্তু শক্বশ্চ শৃঙ্গী গৌরক্ষধুস্তিলঃ।' (হারাবলী)

স্কন্ধবাহক (পুং) স্কন্ধেন বহতীতি বহ-ণ্বুল্। ১ শকটাদিবাহক বৃষ, পর্য্যায়—স্কন্ধিক। (হেম) (ত্রি) ২ স্কন্ধ দ্বারা বহনকারী মাত্র, যাহারা কাঁধে করিয়া বহন করে।

স্কন্ধরোগ (পুং) স্কন্ধস্য রোগঃ। স্কন্ধদেশে জাত অববাহুকাদি রোগ।

স্কন্ধশাখা (স্ত্রী) স্কন্ধস্য শাখা। বৃক্ষের প্রধান শাখা, গাছের প্রধান শাখা। পর্য্যায়—শাবলা। (অমর)
"যথা হি স্কন্ধশাখানাং তরোর্মূলাবসেচনং।
এবমারাধনং বিষ্ণোঃ সর্ব্বেষামাত্মনশ্চ হি ॥" (ভাগবত ৮।৫।৪৯)

স্কন্ধশিরস্ (ক্লী) স্কন্ধদেশ, স্কন্ধমূল।

স্কন্ধশৃঙ্গ (পুং) স্কন্ধপর্য্যন্তঃ শৃঙ্গমস্য। মহিষ।

স্কন্ধস্ (ক্লী) স্কন্দতে ইতি স্কন্দ (স্কন্দেশ্চ স্বাঙ্গে। উণ্ ৪।২০৫) ইতি অসুন্, ধশ্চান্তাদেশঃ। ১ অংস। ২ প্রকাণ্ড। অমরটীকায় ভরত এই শব্দ ক্লীবলিঙ্গ লিখিয়াছেন, তাহা সকলে স্বীকার করেন না।
'স্কন্ধস্য সান্তং নপুংসকমিতি কেচিৎ' (ভরত)

স্কন্ধা (স্ত্রী) ১ শাখা। ২ লতা।

স্কন্ধাগ্নি (পুং) স্কন্ধস্য কাণ্ডস্য অগ্নিরিব। বৃহৎকাষ্ঠাগ্নি। (ত্রিকা°)

স্কন্ধাক্ষ (পুং) স্কন্দানুচর দেবগণভেদ।

স্কন্ধানল (পুং) স্কন্ধস্য কাণ্ডস্য অনল ইব। স্কন্ধাগ্নি, বৃহৎকাষ্ঠাগ্নি, পর্য্যায়—স্থূলকাষ্ঠধক্। (জটাধর)

স্কন্ধাবার (পুং) স্কন্ধেন সৈন্যসমূহেন ব্যূহেন নৃপতিনা বা আব্রিয়তে ইতি আ-বৃ-ঘঞ্। ১০সৈন্যস্থিতি, সেনানিবাস।
"এতস্মিন্নন্তরে চক্রুঃ স্কন্ধাবারনিবেশনং।" (রামায়ণ ৬।৪২।২২)
২ সেনাবিশেষ, কটক। ৩ রাজধানী। (হেম)
"তে তু দৃষ্ট্বা পরং তচ্চ স্কন্ধাবারঞ্চ পাণ্ডবাঃ।
কুম্ভকারস্য শালায়াং নিবাসং চক্রিরে তদা ॥" (ভারত ১।১৮৫।৬)

স্কন্ধিক (পুং) স্কন্ধেন বহতীতি স্কন্ধ-ঠক্। স্কন্ধবাহক বৃষ। (হেম)

স্কন্ধিন্ (পুং) স্কন্ধোঽস্যাস্তীতি ইনি। ১ বৃক্ষ। (রত্নমালা) (ত্রি) ২ স্কন্ধযুক্ত। ৩ কাণ্ডবিশিষ্ট।
"হিমবন্তং সমাসাদ্য মহানাসীদ্বনস্পতিঃ।
বর্ষপূগাভিসংবৃদ্ধঃ শাখী স্কন্ধী ফলাশবান্ ॥" (ভারত ১২।১৫৪।৫)

স্কন্ধিল (পুং) বৌদ্ধযতিভেদ।

স্কন্ধেমুখ (ত্রি) স্কন্দানুচর দেবগণভেদ।

স্কন্ধোগ্রীব (ত্রি) বৈদিক বৃহতীচ্ছন্দোভেদ। (ঋক্‌প্রাতি° ১৬।৩২)

স্কন্ধ্য (ত্রি) স্কন্ধ ইব (শাখাদিভ্যো যঃ। পা ৫।৩।১০৩) ইতি ইবার্থে যঃ। স্কন্ধের ন্যায়, স্কন্ধসদৃশ।

স্কন্ন (ত্রি) স্কন্দ-ক্ত। ১ চ্যুত। (অমর)

স্কন্নমাত্রঞ্চ তদ্রেতো বৃক্ষপত্রেণ ভূমিপঃ।" (ভারত ১।১৬৩।৪৯

২ শুষ্ক। ৩ গত।

স্কভ, ১ রোধন। ২ স্তম্ভ। স্বাদিগণীয়, পক্ষে ক্র্যাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ স্কভ্নোতি, স্কভ্নাতি। ৩ প্রতিবন্ধ, স্তম্ভ। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ স্কম্ভতে। লিট্ চস্কম্ভে) লুট্ স্কম্ভিতা। লুঙ্ অস্কম্ভিষ্ট। বি পূর্ব্বক স্কভ ধাতু বিষ্কভ্নোতি,। বিষ্কভ্নাতি, বিষ্কম্ভতে।

স্কভীয়স্ (ত্রি) স্তম্ভয়িতৃদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, প্রতিবন্ধকারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। "চিৎ কম্ভনেন স্কভীয়ান্" (ঋক্ ১০।১১১।৫)

'স্কভীয়ান্ স্তম্ভয়িতৄণাং মধ্যে শ্রেষ্ঠঃ' (সায়ণ)

স্কম্ভ (পুং) স্কভ-ঘঞ্। স্তম্ভ।

স্কম্ভদেষ্ণ (ত্রি) অবিরত দানকারী। "প্রস্কম্ভদেষ্ণা অনবভ্ররাধসঃ" (ঋক্ ১।১৬৬।৭)'প্রস্কম্ভদেষ্ণাঃ প্রকর্ষেণ স্তম্ভিতদানা ইত্যর্থঃ'(সায়ণ)

স্কম্ভন (ক্লী) স্কভি-ল্যুট্। স্তম্ভন, গতিপ্রতিবন্ধসাধন।

"স্কম্ভনেভিঃ সমানৃচে" (ঋক্ ১।১৬০।৪)

'স্কম্ভনেভিঃ গতিপ্রবন্ধসাধনেঃ' (সায়ণ)

স্কম্ভসর্জনী (ক্লী) বৃষের ইতস্ততঃ গমন যাহাতে নিবর্ত্তিত হয়, তাহাকে স্কম্ভসর্জ্জনী কহে।

"বরুণস্য স্কম্ভসর্জ্জনী স্থঃ" (শুক্লযজু° ৪।৩৬)

'স্কম্ভসর্জ্জনী শকটযুগে বদ্ধয়োর্বলিবর্দ্দয়োর্গলবহির্ভাগে কাষ্ঠনির্ম্মিতে শম্যৌ স্থাপ্যেতে, তাভ্যাং বৃষয়োরিতস্ততো গমনং নিবার্য্যতে ততস্তে স্কম্ভসর্জ্জনীশব্দেনোচ্যতে। স্কম্ভ রোধনে, সর্জ্জ অর্জ্জনে স্কম্ভো রোধঃ স সর্জ্জ্যতে ক্রিয়তে যাভ্যাং তে স্কম্ভসর্জ্জন্যৌ'(মহীধর)

স্কান্দ (ক্লী) স্কন্দস্যেদমিতি স্কন্দ-অণ্। স্কন্দপুরাণ।

[পুরাণ দেখ।]

"বারাহঞ্চ তথা স্কান্দং বামনং কূর্ম্মসংজ্ঞকং।" (নারদপু°)

স্কান্ধিন্ (পুং) স্কন্ধশাখাধ্যায়ী। (পা° ৪।৩।১০৬)

স্কু, ১ প্লুতগতি। ২ আবরণ। ৩ আপ্লান। ৪ উদ্ধার। স্বাদি° উভয় পক্ষে ক্র্যাদি° উভয়° সক° সেট্। লট্ স্কুনোতি, স্কুনুতে। স্কুনাতি, স্কুনীতে। স্কুনুয়াৎ, স্কুনীয়াৎ। লুঙ্ অস্কুনোৎ, অস্কুনাৎ। লিট্ চুস্কাব, চুস্কুবে। লুট্ স্কোতা, লৃট্ স্কোষ্যতি তে। লুঙ্ অস্কৌষীৎ, অস্কোষ্ট। সন্ চুস্কুষতি-তে। যঙ চোস্কূয়তে। যঙ্-লুক্ চোস্কোতি। ণিচ্ স্কাবয়তি। লুঙ-অচুস্কবৎ।

স্কুদ, স্কুদি স্কুন্দ ধাতু ১ আপ্লব, স্নান। ২ উৎপ্লাবন, উল্লম্ভন, ৩ উদ্ধার। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ স্কুন্দতে। লিট্ চুস্কুন্দে। লুট্ স্কুন্দিতা। লুট্ অস্কুন্দিষ্ট।

স্কুভ, ১ রোধন। ২ ধারণ। ক্র্যাদি° পক্ষে স্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্, শ্নাবেট্, শ্নাচ্ প্রত্যয় করিলে বিকল্পে ই বিধান হয়। লট্ স্কুভ্নাতি, স্কুভ্নোতি।

স্কোটিকা (স্ত্রী) পক্ষিবিশেষ।

'হা পুত্রিকা খঞ্জনিকা তুলিকাস্কোটিকে উভে।' (ত্রিকা)

স্খদ, ১ স্খদন, বিদ্রাবণ। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ স্খদতে। লিট্ চস্খদে। লুট্ স্খদিতা। লট্ স্খদিষ্যতে। লুঙ্ অস্খদিষ্ট। ণিচ্ ঘটাদি, স্খদয়তি। লুঙ্ অচস্খদৎ। অপ, অব ও পরিপূর্ব্বক স্খদধাতু হ্রস্ব হইবে না। অপস্খাদয়তি, পরিস্খাদয়তি, অবস্খাদয়তি। এই ধাতুর স্থৈর্য্য, ক্লেশোৎপাদন ও হিংসা অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়।

স্খদন (ক্লী) স্খদ-ল্যুট্। ১ বিদারণ। ২ স্থৈর্য্য। ৩ পাটন। ৪ ক্লেশোৎপাদন। ৫ হিংসা। (দুর্গাদাস)

স্খদা (স্ত্রী) দুঃখ, ক্লেশ। (পা ৫।১।২)

স্খদ্য (ত্রি) স্খদাসম্বন্ধীয়।

স্খল, ১ সঞ্চলন। ২ স্খলন। ৩ সঞ্চয়। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সঞ্চলনার্থে অক° সেট্। লট্ স্খলতি। লোট্ স্খলতু। লিট্ চস্খাল। লুঙ্ অস্খালীৎ। ণিচ্ স্খলয়তি। স্খালয়তি। লুঙ্ অচস্খলৎ। "দৃঢ়ঃ প্রেমা ভগ্নঃ সদসিরিব সন্ধিং ন লভতে। লভেতাপি প্রায়ঃ স্খলতি খলু যত্নৈরপি ধৃতঃ॥" (দুর্গাদাস)

স্খলন (ক্লী) স্খল-ল্যুট্। ১ পতন। পর্য্যায়—রিঙ্গণ, রিঙ্খণ। (হেম)

"শ্রমস্খলনদোষঘ্নং স্থবিরে চ প্রশস্যতে।
সত্ত্বোৎসাহবলস্থৈর্য্যধৈর্য্যবীর্য্যবিবর্দ্ধনম্॥" (সুশ্রুত ৪।২৪)

২ অভিঘাত। (মাঘ ৯।৫২) ৩ উচ্চারণ।

"উৎস্বপ্নায়িতভোগাঙ্কগোত্রস্খলনসম্ভবা।" (সাহিত্যদ° ৩।২১৯)

স্খলিত (ক্লী) স্খল-ক্ত। ১ কূট যুদ্ধাদি দ্বারা যুদ্ধমর্য্যাদা হইতে স্খলন। পর্য্যায়—ছল। (অমর) (ত্রি) ২ চলিত।

"সৌধগবাক্ষগতাপি হি দৃষ্টিস্তং স্থিতিকৃতপ্রযত্নমপি।
হিমগিরিশিখরস্খলিতা গঙ্গৈবৈরাবতং হরতি॥" (আর্য্যাস° ৬৭২)

স্তক, প্রতীঘাত। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ স্তকতি। লোট্ স্তকতু। লুঙ্ অস্তকৎ। লিট্ তস্তাক। লুট্ স্তকিতা। লুঙ্ অস্তকীৎ। ণিচ্ স্তকয়তি, লুঙ্ অতিষ্টকৎ। সন্ তিষ্টকিষতি।

স্তন শব্দ। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক°সেট্। লট্ স্তনতি। লোট্ স্তনতু। লিট্ তস্তান। তস্তনতুঃ। লুট্ স্তনিতা। লুঙ্ অস্তানীৎ। সন্ তিস্তনিষতি। যঙ্ তংস্তন্যতে। যঙ্ লুক্ তংস্তন্তি। ণিচ্ স্তনয়তি। লুঙ্ অতস্তনৎ। স্তন—অদন্ত চুরাদি অভ্রশব্দ, মেঘশব্দ। পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ স্তনয়তি।

স্তন (পুং) স্তন্যতে শব্দ্যাতে কামুকৈঃ স্তনয়তি কথয়তি বৃক্ষশোভামিতি বা স্তন শব্দে ঘঞ্। অবয়ববিশেষ, চলিত মাই। পর্য্যায়—কুচ, কূচ, উরোজ, বক্ষোজ, পয়োধর, বক্ষোরুহ, উরসিজ। (শব্দরত্না°) স্তনের অগ্রভাগের নাম চুচুক। ইহার শুভলক্ষণ—

"অরোমশৌ স্তনৌ পীনৌ ঘনাববিষমৌ শুভৌ।
কঠিনাবরোমমুস্রো মৃদুগ্রীবা চ কম্বুভা॥" (গরুড়পু° ৬৫।২৫)

স্তন রোমহীন, পীন, ঘন, অবিষম ও কঠিন হইলে শুভ হয়। যে স্ত্রীদিগের স্তন এই প্রকার হয়, তাহারা সুখী হইয়া থাকে। কবিগণ স্তনবর্ণনস্থলে পীন, উন্নত ও অবিষমের বিষয় বর্ণন করিয়া থাকেন। গরুড়পুরাণে আছে যে, কুড় ও নাগবলাচূর্ণ নবনীতের সহিত মাড়িয়া স্তনে প্রলেপ দিলে যুবতীদিগের স্তন মনোহর হয়।

"কুষ্ঠনাগবলাচূর্ণং নবনীতসমন্বিতং।
তল্লেপো যুবতীনাঞ্চ কুর্য্যাৎ মনোহরং স্তনং॥" (গরুড়পু° ১৯৪।৪)

স্তনকীল (পুং) স্তনে কীল ইব। স্তনবিদ্রধি। (চক্রদ°)

স্তনকুণ্ড (ক্লী) পবিত্র তীর্থক্ষেত্রভেদ। (ভারত বনপর্ব্ব)

স্তনগ্রহ (পুং) স্তনধারণ।

স্তনচুচুক (ক্লী) স্তনস্য চুচুকঃ। স্তনের অগ্রভাগ। স্তনের বোঁটা।

স্তনথ (পুং) গর্জ্জনশব্দ। "সিংহস্য স্তনথা উদীরতে" (ঋক্ ৫।৮৩।৩) 'স্তনথা গর্জ্জনশব্দাঃ' (সায়ণ)

স্তনথু (পুং) স্তন-অথুচ্। গর্জ্জনধ্বনি। (অথর্ব্ব ৫।২১।৬)

স্তনদাত্রী (স্ত্রী) স্তনদানকারিণী, যিনি দুগ্ধপানার্থ স্তনদান করেন।

স্তনদ্বেষিন্ (ত্রি) স্তনে ঘৃণাকারী। (সুশ্রুত ২)

স্তনন (ক্লী) স্তন শব্দে ল্যুট্। ১ ধ্বনিমাত্র। ২ মেঘশব্দ। ৩ কুন্থিত। (মেদিনী)

স্তনন্ধয় (পুং স্ত্রী) স্তনং ধয়তি পিবতি স্তন ধেট্ পানে (নাসিকাস্তনয়োর্ধ্মাধেটোঃ। পা ৩।২।২৯) ইতি খস্, অরুর্দ্বিষদিতি মুমাগমঃ। স্তনাপায়ী শিশু, অতিশয় শিশু, যাহারা কেবল স্তন পান করিয়া থাকে, পর্য্যায়—উত্তানশয়, উত্তানশয়া, ডিম্ভ, ডিম্ভা, স্তনপ, স্তনপা, স্তনন্ধয়ী, স্তনন্ধয়া। (অমর)

"পয়োধরৈরাশ্রমবালবৃক্ষকান্ সংবর্দ্ধয়ন্তী স্ববলানুরূপৈঃ।
অসংশয়ং প্রাক্ তনয়োপপত্তেঃ স্তনন্ধয়প্রাতিমবাপ্স্যসি ত্বং॥"
(রঘু ১০।৪৮)

স্তনন্ধয়া (স্ত্রী) (স্ত্রী) স্তনন্ধয় টাপ্, পক্ষে ঙীষ্। অতি বালিকা।

স্তনপ (পুং) স্তনং পিবতীতি পা-ক। ১ অতি শিশু। (ভরত) (ত্রি) ২ স্তনপানকর্ত্তা।

স্তনপা (স্ত্রী) স্তনং পিবতি পা-ক, টাপ্। অতি বালিকা।

স্তনপান (ক্লী) স্তনস্য স্তন্যস্য পানং। স্তন্যপান।

স্তনপায়িকা (স্ত্রী) স্তন-পা-ণ্বুল্-টাপ্, টাপি অত ইত্বং। অতি বালিকা, দুগ্ধপোষ্যা।

স্তনপায়িন্ (ত্রি) স্তনপ, স্তনন্ধয়।

স্তনপোষিক (পুং) দেশভেদ ও তদ্দেশবাসী। (ভারত ভীষ্ম°)

স্তনবাল (পুং) দেশভেদ ও তদ্দেশবাসী। (ভারত ভীষ্ম°) তনবাল পাঠান্তর।

স্তনভর (পুং) স্তনয়োর্ভরঃ। স্থূলস্তনভার। পর্য্যায়—স্তনাভোগ।

স্তনভব (পুং) স্তনাভ্যাং উৎপত্তির্যস্য। ১ রতিবন্ধবিশেষ।

"স্বজঙ্ঘাদ্বয়মধ্যে তু কৃত্বা যোষিদ্পদদ্বয়ং।
স্তনৌ ধৃত্বা রমেৎ কামী বন্ধঃ স্তনভবঃ স্মৃতঃ॥" (স্মরদীপিকা)

(ত্রি) ২ স্তনজাত।

স্তনমধ্য (ক্লী) স্তনয়োর্ম্মধ্যং। স্তনান্তর, দুই স্তনের মধ্যভাগ।

স্তনমুখ (পুং) স্তনয়োর্ম্মুখং অভিধানাৎ পুংস্ত্বং। স্তনাগ্রভাগ, চুচুক। (হেম)

স্তনমূল (ক্লী) স্তনয়োর্ম্মূলং। স্তনের মূল।

স্তনয়দম (ত্রি) শব্দোপেতগণ, শব্দযুক্তগ। "স্তনয়দমা রভসা উদোজসঃ" (ঋক্ ৫।৫৪।৩) 'স্তনয়দমাঃ অমাশব্দঃ সাহিত্যবাচী। শব্দোপেতগণা ইত্যর্থঃ' (সায়ণ)

স্তনয়িত্নু (পুং) স্তনয়তীতি স্তন অত্র শব্দে (স্তনিহৃষিপুষীতি। উণ্ ৩।২৯) ইতি ইত্নুচ্। (অযামন্তেতি। পা ৬।৪।৫৫) ইতি অয়াদেশঃ। ১ মেঘ।

"কিমব্যক্তেঽসি নিনদে কুতস্ত্যেঽপি ত্বমীদৃশী।
স্তনয়িত্নোর্ময়ূরীব চকিতোৎকণ্ঠিতা স্থিতা॥" (উত্তররামচ° ৩অ°)

২ মুস্তক। ৩ মেঘধ্বনি। ৪ বিদ্যুৎ। ৫ মৃত্যু। ৬ রোগ।

স্তনরোগ (পুং) স্তনয়োঃ রোগঃ। স্ত্রীদিগের স্তনজ ব্যাধি। স্তনের রোগ। লক্ষণ—

"সক্ষীরৌ বাপ্যদুগ্ধৌ বা দোষঃ প্রাপ্য স্তনৌ স্ত্রিয়ঃ।
রক্তং মাংসঞ্চ সন্দূষ্য স্তনরোগায় কল্পতে॥
যাবত্যো গতয়ো যৈশ্চ কারণৈঃ সম্ভবন্তি হি।
তাবন্তঃ স্তনরোগাঃ স্যুরস্ত্রীণাং তৈরেব হেতুভিঃ॥
ধমন্যঃ সংবৃতদ্বারাঃ কন্যানাং স্তনসংশ্রিতাঃ।
দোষাবিসরণাত্তাসাং ন ভবন্তি স্তনাময়াঃ॥
তাসামেব প্রসূতানাং গর্ভিণীনাঞ্চ তাঃ পুনঃ।
স্বভাবাদেব বিবৃতা জায়ন্তে সম্ভবন্ত্যতঃ॥" (সুশ্রুত নি° ১৩অ°)

দূষিত বায়ু, পিত্ত, কফ দুগ্ধযুক্ত বা দুগ্ধহীন স্তনকে প্রাপ্ত হইয়া তাহার মাংস ও রক্তকে দূষিত করিয়া স্তনরোগ উৎপাদন করে। দুগ্ধযুক্ত বা দুগ্ধহীন শব্দে গর্ভিণী ও প্রসূতা নারীর স্তন বুঝিতে হইবে। কারণ স্তনে দুগ্ধপ্রবৃত্তি না হইলে স্তনরোগ হয় না, এই দুগ্ধপ্রবৃত্তি গর্ভিণী ও প্রসূতা ভিন্ন হয় না, এই জন্য ইহাদেরই স্তনরোগ হইয়া থাকে। অপরের হয় না। ইহাতে সুশ্রুত বলিয়াছেন, কন্যাগণের স্তনসংশ্রিত ধমনীসমূহের দ্বার

সঙ্কুচিত থাকাপ্রযুক্ত, স্তনদ্বয়ে সম্যক্ দোষসঞ্চরণ হয় না, এই কারণে কন্যাগণের স্তনরোগ জন্মে না। গর্ভিণী এবং প্রসূতা রমণীগণের ধমনীর মুখ স্বভাবতই বিবৃত থাকে, একারণ দোষ সঞ্চারিত হইয়া স্তনরোগ উৎপন্ন হয়। স্তনরোগ পাঁচ প্রকার বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সন্নিপাতজ ও আগন্তুজ।

বাতজ—এই স্তনরোগে বায়ু কুপিত হইয়া থাকে, ইহাতে স্তনের উপর কৃষ্ণ বা অরুণ বর্ণ বিদ্রধি অন্তর্ব্রণ হয়, ইহা অত্যন্ত বেদনান্বিত, কখন ছোট কখন বা অতি বৃহৎ হয় এবং কালবিলম্বে উদ্গত ও পাচিত হইয়া থাকে।

পিত্তজ—পিত্তজন্য এই রোগ হইলে যজ্ঞ ডুমুরের ন্যায় বর্ণ-বিশিষ্ট বা শ্যামবর্ণ এবং অত্যন্ত জ্বর ও দাহযুক্ত হয়, পরন্তু ইহা অবিলম্বে বর্দ্ধিত ও পাচিত হইয়া থাকে।

কফজ—কফজন্য এই রোগে শরীর শরার ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট, পাণ্ডুবর্ণ, শীতল, স্নিগ্ধ, অল্প বেদনান্বিত ও কণ্ডূযুক্ত হয় ও উহা বিলম্বে বর্দ্ধিত ও পাচিত হইয়া থাকে।

সন্নিপাতজ—ইহা সন্নিপাত জন্য হইলে বাত-পিত্তাদি সকল লক্ষণই প্রকাশ পায়। উহার আকার বৃহৎ এবং উহা নানা বর্ণবিশিষ্ট, অনেক প্রকার স্রাবযুক্ত এবং নিম্ন বা উচ্চ হয়, পরন্তু উহার অগ্রভাগ অত্যন্ত উচ্ছ্রিত হয়। গম্ভীরতা বা উত্তানতা-ভেদে বিষম ভাবে পাকে।

আগন্তুজ—কাষ্ঠ বা পাষাণাদি দ্বারা কোন রূপে স্তনে আঘাতাদি লাগিলে এই রোগ হয়। ইহাতে পিত্ত জন্য লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহাতে রোগীর জ্বর, পিপাসা ও দাহ হইয়া থাকে।

চিকিৎসা—এই রোগে বিদ্রধিরোগের ন্যায় চিকিৎসা করিবে, স্তনরোগ অপক্ব অবস্থায় অথবা পাকিয়া দাহযুক্ত হইলে, তৎস্থলে পিত্তনাশক ও শীতল দ্রব্য প্রয়োগ করিবে। এবং সেইস্থানে জোক বসাইয়া রক্তমোক্ষণ করা আবশ্যক। কিন্তু স্তনোপরি কোন ক্রমেই স্বেদ প্রয়োগ করিতে নাই। রাখালশশার মূল, পেষণ করিয়া প্রলেপ কিম্বা হরিদ্রা ও কনকধুতূরার পাতা পেষণ করিয়া প্রলেপ, বন্ধ্যাকর্কোটকীর মূল পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ এবং তপ্তলৌহ জলে নিমগ্ন করিয়া সেই জল পান করিলে স্তনরোগ আশু প্রশমিত হয়। (ভাবপ্রকাশ স্তনরোগ)

স্তনরোহিত (পুং) তন্নামক সন্ধিস্থান। ইহার স্থান স্তন ও চুচুকের উর্দ্ধে উভয় দিকে দুই অঙ্গুল পরিমাণ। (সুশ্রুত শারীরস্থা°)

স্তনবিদ্রধি (পুং) স্তনোপরিজাত স্ফোটক, স্তনরোগ, মাইয়ের উপর ফোড়া, চলিত ঠুন্‌কো। (হেম)

স্তনবৃন্ত (পুং) স্তনয়োর্বৃন্তং, অভিধানাৎ পুংস্বং। স্তনমুখ, স্তনের বোঁটা। (হেম)

স্তনশিখা (স্ত্রী) স্তনয়োঃ শিখা। স্তনবৃন্ত। (হেম)

স্তনশোষ (পুং) স্তনশুষ্কতা, রোগবিশেষ। (চক্রদ°)

স্তনস্থ্য (ত্রি) স্তনপান। (অথর্ব্ব ১২।৩।৩৭)

স্তনাগ্র (ক্লী) স্তনয়োরগ্রং। স্তনবৃন্ত। (রাজনি°)

স্তনান্তর (ক্লী) স্তনয়োরন্তরং। হৃদয়। (হেম)

"বিভ্রত্যা কৌস্তভন্যাসং স্তনান্তরবিলম্বিনং।
পর্য্যুপাস্যন্ত লক্ষ্ম্যা চ পদ্মব্যজনহস্তয়া ॥" (রঘু ১০।৬২)

২ স্ত্রীবৈধব্যলক্ষণবিশেষ।

স্তনাভুজ (ত্রি) স্তনৈর্ভুঞ্জন্তি পালয়ন্তি ভুজ্-ক্বিপ্, অন্যেষামপি দৃশ্যন্তে ইতি সংহিতিকো দীর্ঘঃ। স্তন দ্বারা বৎস ও মনুষ্যদিগকে পালনকারী। "স্তনাভুজো অশিশ্বীঃ" (ঋক্ ১।১২০।৮) 'স্তনাভুজঃ স্তনৈর্বৎসান্ মনুষ্যাংশ্চ পালয়ন্ত্যো ধেনবঃ' (সায়ণ)

স্তনাভোগ (পুং) স্তনয়োরাভোগঃ। স্তনভর, স্তনের পরিপূর্ণতা। (ত্রিকা°)

স্তনিত (ক্লী) স্তন-ক্ত। ১ মেঘনির্ঘোষ; মেঘের শব্দ।

"বিদ্যুৎ স্তনিতবর্ষেষু মহোল্কানাঞ্চ সংপ্লবে।
আকালিকমনধ্যায়মেতেষু মনুরব্রবীৎ ॥" (মনু ৪।১০৩)

২ করতালিশব্দ। ৩ শব্দমাত্র। (ত্রি) ৪ শব্দিত।

স্তনিতকুমার (পুং) জৈনদিগের ভুবনাধীশ নামে খ্যাত দেবগণভেদ। (হেম)

স্তনিতফল (পুং) স্তনিতানি ফলানি যস্য। বিকণ্টকবৃক্ষ, বঁইচীগাছ।

স্তনোত্তরীয় (ক্লী) স্তনয়োরুত্তরীয়ং। স্তনদ্বয়ে দত্ত উত্তরীয়, বুকে দিবার উত্তরীয়, ওড়্‌না।

স্তন্য (ক্লী) স্তনে ভবং স্তন (শরীরাবয়বাচ্চ। পা ৪।৩।৫৫) ইতি যৎ। স্তনভব দুগ্ধ, ইহার লক্ষণ—

"রসপ্রসাদো মধুরপক্বাহারনিমিত্তজঃ।
কৃৎস্নাদ্দেহাৎ স্তনৌ প্রাপ্তঃ স্তন্যমিত্যভিধীয়তে।
স্তন্যং ত্রিরাত্রাৎ স্ত্রীণাং বা চতুরাত্রাদনন্তরং।
প্রবর্ত্তয়ন্তি বিধৃতা ধমন্যো হৃদয়ে স্থিতাঃ ॥" (ভাবপ্রকাশ)

আহারীয় সামগ্রী উদরস্থ হইলে পরিপাকের পর যে রস উৎপন্ন হয়, ঐ রসের প্রসন্ন ভাগসমস্ত দেহ হইতে স্তনদেশ প্রাপ্ত হইয়া মধুর ভাবাপন্ন হইলে তাহাকে স্তন্য বলে। স্ত্রীগণের হৃদয়স্থ ধমনীসমূহ বিসারিত হইলে প্রসবের দিন হইতে তিন অথবা চারি রাত্রির পর স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার হয়।

স্তন্যপ্রবৃত্তির কারণ—যেমন কামিনীগণের আলিঙ্গন, দর্শন এবং স্পর্শনাদি দ্বারা পুরুষদিগের শুক্র চ্যুত হয়, তদ্রূপ সন্তান দর্শন, স্পর্শন, স্মরণ ও গ্রহণদ্বারা স্ত্রীগণের স্তন হইতে স্তন্য প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। অতএব স্নেহই একমাত্র স্তন্যপ্রবৃত্তির হেতু।

স্তন্য অল্প হইবার কারণ—স্নেহের অভাব, ভয়, শোক, ক্রোধ

ও অবতর্পণ দ্বারা স্তন্যের অল্পতা হয় এবং পুনরায় গর্ভসঞ্চার হইলে স্তন্যের অল্পতা হইয়া থাকে।

দুষ্ট স্তন্যের লক্ষণ—গুরু দ্রব্য ভোজন এবং দোষজনক আহার-বিহার দ্বারা শরীরের রক্ত কুপিত হইলে স্তন্য দূষিত হইয়া থাকে। অনিয়মিত আহার ও আচারাদি দ্বারা স্ত্রীদিগের বাতাদি দূষিত হইয়া স্তন্যকে দূষিত করে, বালক এই দূষিত স্তন্য পান করিলে তাহার শরীরে ব্যাধির উৎপত্তি হয়। এই দূষিত স্তন্যের লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে যে, যে স্তন্য বায়ুকর্তৃক দূষিত হয়, তাহা জলে নিক্ষেপ করিলে লঘুত্ব প্রযুক্ত উৎপ্লাবিত হয়, অর্থাৎ ভাসিয়া থাকে। পিত্ত কর্তৃক দূষিত স্তন্য অম্ল কটুরস এবং রেখা-যুক্ত জলে নিক্ষেপ করিলে পীতবর্ণ লক্ষিত হয়। শ্লেষ্ম কর্তৃক দূষিত স্তন্য জলে নিক্ষেপ করিলে ডুবিয়া যায় এবং পিচ্ছিলস্পর্শ হইয়া থাকে। দ্বিদোষ কর্তৃক দূষিত হইলে দ্বিদোষের লক্ষণ এবং ত্রিদোষ কর্তৃক দূষিত হইলে ত্রিদোষের লক্ষণ লক্ষিত হয়। অর্থাৎ স্তন্য বায়ু ও পিত্ত কর্তৃক দূষিত হইলে বায়ু ও পিত্তদূষিত দুগ্ধের লক্ষণ দৃষ্ট হয়। বায়ু ও কফ কর্তৃক দূষিত হইলে বায়ু ও কফদূষিত স্তন্যের লক্ষণ, পিত্ত ও কফকর্তৃক দূষিত হইলে পিত্ত ও কফদূষিত স্তন্যের লক্ষণ, কফ, পিত্ত ও বায়ু কর্তৃক দূষিত হইলে ত্রিদোষদূষিত লক্ষণসকল লক্ষিত হইয়া থাকে।

দুষ্ট স্তন্যশোধনবিধি—স্তন্যশোধনার্থ পেষিত বামনহাটী, দেবদারু, বচ এবং আতাইচের সহিত মুগের যূষ, অথবা মাংসরস পান করিবে। কিংবা আকনাদি শুচিমুখী, মুতা, চিরতা, দেবদারু, শুণ্ঠী, ইন্দ্রযব, অনন্তমূল এবং কটকীর কাথ পান করিলে স্তন্যদোষ নিবারিত হয়। পটোল, নিম্ব, পীত-শাল, দেবদারু, আকনাদি, শুচিমুখা, গুড়ূচী, কট্‌কী ও শুণ্ঠীর কাথ সেবন করিলে স্তন্যদোষ আশু নষ্ট হয়।

বিশুদ্ধ স্তন্যলক্ষণ—স্তন্য জলে নিক্ষেপ করিলে যদি জলের সহিত মিলিত হইয়া যায় এবং বাতাদিদোষে দূষিত হইলে যে সকল বর্ণ প্রাপ্ত হয়, তাহার কোন বর্ণ বা তন্তুর ন্যায় লক্ষিত না হইয়া শুক্লবর্ণ দৃষ্ট হয় এবং শীতল হয়, তাহা হইলে সেই স্তন্য বিশুদ্ধ বলিয়া জানিবে।

স্তন্যবৃদ্ধির হেতু—শালিতণ্ডুল, ষষ্টিকতণ্ডুল, গোধূম, মাংস ও ক্ষুদ্রমৎস্যসম্ভূত যূষ, কালশাক, অলাবু, নারিকেল, কেশুর, পাণিফল, শতাবরী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, এবং রসোন, এই সকল দ্রব্য স্ত্রীগণ স্তন্যবৃদ্ধির নিমিত্ত সেবন করিবেন। কলমতণ্ডুলের কল্ক ক্ষীরের সহিত পেষণ করিয়া যে যুবতী স্ত্রী পান করে, তাহার স্তনদ্বয় স্তন্যভরে অত্যন্ত উচ্চ এবং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ভূমি-কুষ্মাণ্ডের রস ও ভূমিকুষ্মাণ্ড চূর্ণ করিয়া দুগ্ধের সহিত পান করিলে স্তন্য বৃদ্ধি হয়।

স্তন্যদোষে বালকের নানা প্রকার পীড়া হইয়া থাকে। এই জন্য বিশেষ সাবধানতার সহিত বালককে স্তন্য পান করাইতে হয়। বালককে স্তন্য পান করাইবার পূর্ব্বে যদি কিছু স্তন্য পরি-ত্যাগ করা না হয়, তবে মুখবিবরে একবারে অধিক স্তন্য পতিত হওয়ায় বালকের গলনালী প্লাবিত হইয়া ঐ বালক, বমি, কাস ও শ্বাসরোগে পীড়িত হইয়া থাকে।

শোকাকুলা, ক্ষুধিতা, পরিশ্রান্তা, ব্যাধিযুক্তা, অতিশয় দীর্ঘা অথবা অতি খর্ব্বা, অত্যন্ত স্থূলাঙ্গী, অতি কৃশাঙ্গী, গর্ভিণী, জ্বর-পীড়িতা এবং যাহার স্তনদ্বয় লম্বা ও অতিশয় উচ্চ, (অতিশয় উচ্চ চূষণে বালকের গ্রাস বৃহৎ হয়, এবং স্তন লম্বা হইলে বালকের নাসিকা ও মুখ আচ্ছাদিত হইয়া মৃত্যু হয়) অজীর্ণভোজী, অপথ্য-সেবী, ঘৃণিত কার্য্যে আশক্তা, দুঃখান্বিতা ও চঞ্চলচিত্তা এই সকল দোষযুক্তা স্ত্রীর স্তন্য পান করিলে বালক রোগাতুর হয়।

স্তন্যপানবিধি—বালকের মাতা বা ধাত্রী সুন্দর বস্ত্র পরিধান করিয়া আসনোপরি পূর্ব্বমুখে বসিয়া দক্ষিণ স্তন জল দ্বারা অতি উত্তমরূপে ধুইয়া ফেলিবে, অতঃপর স্তন হইতে কিছু দুগ্ধ গালিয়া ফেলিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক ধীরে ধীরে স্তন্য পান করাইতে হয়। মন্ত্র যথা—

"ক্ষীরনীরনিধিস্তেঽস্তু স্তনয়োঃ ক্ষীরপূরকঃ।
সদৈব শুভগো বালো ভবত্বেষ মহাবলঃ॥
পয়োঽমৃতসমং পীত্বা কুমারস্তে শুভাননে।
দীর্ঘমায়ুরবাপ্নোতু দেবাঃ প্রাপ্যামৃতং যথা॥" (ভাবপ্র°)

হে কল্যাণি! ক্ষীরসমুদ্র এবং নীরসমুদ্র তোমার স্তনদ্বয়ের পূরণকর্ত্তা হউক এবং দেবগণ অমৃত পান করিয়া যেরূপ অম-রত্ব প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন, সেইরূপ তোমার স্তন্য পান করিয়া এই বালক ভাগ্যবান্, অত্যন্ত বলবান্ ও দীর্ঘায়ু হউক। এই মন্ত্র পিতা অথবা অপর কোন ব্রাহ্মণ দ্বারা পাঠ করাইবে। যত-ক্ষণ এই মন্ত্রপাঠ সম্পূর্ণ না হয়, ততক্ষণ মাতা বা ধাত্রী দক্ষিণ হস্ত দ্বারা দক্ষিণ স্তন স্পর্শ করিয়া থাকিবে।

স্তন্যই বালকের একমাত্র জীবন। স্তন্যের বিশুদ্ধির উপর বালকের ভাবী স্বাস্থ্য নির্ভর করে। এই জন্য বিশেষ সতর্কতার সহিত স্তন্য পান করান আবশ্যক। স্তন্যের অভাব হইলে গো বা ছাগীদুগ্ধ পান করাইবে। (ভাবপ্র°)

সুশ্রুতে স্তন্যের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, স্তন্য জলে নিক্ষেপ করিলে যদি তাহা শীতল, নির্ম্মল, পাতলা এবং শঙ্খের ন্যায় শ্বেতবর্ণ ও একত্র হয়, ফেণিল বা সূতার মত না হয় ও ভাসিয়া না উঠে বা মগ্ন না হয়, তাহা হইলে তাহাকে বিশুদ্ধ স্তন্য কহে। এইরূপ স্তন্য পান করিলে বালকের শরীর ও বল বৃদ্ধি হয়, গর্ভিণী, ক্ষুধিত, শোকার্ত্ত, শ্রান্ত দূষিতধাতু, জ্বরিত,

অতিশয় ক্ষীণ ও অতি স্থূল হইলে অথবা প্রচুর পরিমাণে অম্ল-জনক ভক্ষ্য অথবা বিরুদ্ধ আহারীয় ভোজন করিলে সন্তানকে ঐ স্তন্য পান করাইবে না।

স্তনের বোটা উর্দ্ধমুখ হইলে বালকের হাঁ বড় হয়। স্তন লম্বিত হইলে বালকের নাসিকা ও মুখ আচ্ছাদিত হইয়া প্রাণ-নাশের সম্ভাবনা। মাতা বা ধাত্রী প্রশস্ত দিনে দক্ষিণ স্তন ধৌত করিয়া ঈষৎ দুগ্ধ নিঃসরণ এবং নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক স্তন্য পান করাইবে।

"চত্বারঃ সাগরাস্তভ্যং স্তনয়োঃ ক্ষীরবাহিনঃ।
ভবন্তু সুভগে নিত্যং বালস্য বলবৃদ্ধয়ে ॥
পয়োঽমৃতরসং পীত্বা কুমারস্তে শুভাননে।
দীর্ঘমায়ুরবাপ্নোতু দেবাঃ প্রাশ্যামৃতং যথা ॥" (সুশ্রুত শারীরস্থা°)

হে সুভগে! বালকের বলবৃদ্ধির জন্য চারি সাগর তোমার স্তনদ্বয়ে নিত্য দুগ্ধবহন করুক। দেবগণ যেরূপ অমৃত পান করিয়া দীর্ঘায়ুঃ হইয়া ছিলেন, তোমার স্তন্য পান করিয়া কুমারও সেইরূপ দীর্ঘায়ু হউক। (সুশ্রুত শারীরস্থা°)

চরক প্রভৃতি সকল বৈদ্যকগ্রন্থে স্তন্যের বিষয় বিশেষ ভাবে বিচারিত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হইল না। স্থূল স্থূল বিষয়গুলি লিখিত হইল মাত্র। (ত্রি) ২ স্তনহিত। (পা ৫।১।৬)

স্তন্যজনন (ত্রি) স্তনদুগ্ধবর্দ্ধক। (চরক সূত্রস্থা° ৪অ°)

স্তন্যপ (ত্রি) স্তন্যং স্তনদুগ্ধং পিবতি পা-ক। স্তন্যপায়ী, শিশু।

স্তন্যশোধন (ত্রি) স্তনদোষনাশক। (সুশ্রুত)

স্তন্যসম্পৎ (স্ত্রী) প্রশস্ত স্তন্য। (চরক)

স্তন্যা (স্ত্রী) কলম্বীশাক। (পর্য্যায়মুক্তা°)

স্তব্ধ (ত্রি) স্তভ-ক্ত। ১ স্তম্ভিত, জড়ীকৃত, জড়ীভূত, অস্পন্দ।
"স্বয়মুৎক্ষিপ্তকলসস্তব্ধবাহুরভূত্তদা।" (কথাসরিৎ ২০।৬৬)
২ দৃঢ়, স্থির। ৩ দৃঢ়ীভূত। ৪ মূর্চ্ছিত। ৫ বধির।

স্তব্ধকর্ণ (ত্রি) নিশ্চলোর্দ্ধ কর্ণ।

স্তব্ধতা (স্ত্রী) স্তব্ধস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। ১ স্তব্ধত্ব, স্তব্ধের ভাব বা ধর্ম্ম। দৃঢ়তা, দার্ঢ্য। ২ বধিরতা।

স্তব্ধপাদতা (স্ত্রী) খঞ্জতা। (সুশ্রুত)

স্তব্ধমেঢ্র (ত্রি) ধ্বজভঙ্গ, যাহার শিশ্নোত্থান হয় না। (সুশ্রুত)

স্তব্ধরোমন্ (পুং) স্তব্ধানি রোমাণি যস্য। ১শূকর। (অমর) (ত্রি) ২ স্তম্ভিত, রোমযুক্ত।
"বিমুখে চতুর্ম্মুখেঽপি শ্রিতবতি চানীশভাবমীশেঽপি।
মগ্নমহীনিস্তারে হরিঃ পরং স্তব্ধরোমাভূৎ ॥"
(আর্য্যাসপ্তশতী ৫।৩২)

স্তব্ধসক্থিতা (স্ত্রী) ভগ্নোরু। স্তব্ধপাত। (সুশ্রুত)

স্তব্ধসম্ভার (পুং) রাক্ষসভেদ।

স্তব্ধীভাব (পুং) স্তব্ধ-ভূ অভূততদ্ভাবে চ্বি-ঘঞ্। জড়ীভাব, পূর্ব্বে যাহার স্তব্ধ ভাব ছিল না, পরে তাহার স্তব্ধভাব হওয়া।

স্তভ, স্তন্ভু স্তন্ভ ধাতু, ১ স্তম্ভ, রোধন, নিশ্চলীভাব। ভ্বাদি-আত্মনে অক° সেট্। লট্ স্তম্ভতে। লিট্ তস্তম্ভে। পক্ষে স্বাদি ও ক্র্যাদি পরস্মৈ° সেট্। লট্ স্তভ্নোতি, স্তভ্নাতি। লিঙ্ স্তভ্যুয়াৎ, স্তভ্নীয়াৎ। লঙ্ অস্তভ্নোৎ, অস্তভ্নাৎ। লিট্ তস্তম্ভ। লুট্ স্তম্ভিতা। লুঙ্ অস্তম্ভীৎ, অস্তভৎ।

অব+স্তভ, অবলম্বন। নিরোধ। উৎ+স্তভ উত্তম্ভিতা। নি+প্রতি+স্তভ, অভিভব। উপ—স্তভ উপষ্টম্ভ। বি—স্তভ নিবারণ। অবলম্বন।

স্তভ (পুং) ছাগ। (শব্দরত্না°)

স্তম, অবৈকল্য, অবিহ্বলতা। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্ লট্ স্তমতি। লুট্ স্তমিতা। লিট্ তস্তাম। লুঙ্ অস্তমীৎ।

স্তম্ব (পুং) তিষ্ঠতীতি স্থা (স্থঃ স্তোঽম্বজবকৌ। উণ্ ৪।৯৬) ইতি অম্বচ্ স্তাদেশশ্চ। ১ কাণ্ডরহিত বৃক্ষ, স্কন্ধহীন বৃক্ষ, ঝিণ্টী-কাদি, পর্য্যায়—গুল্ম। ২ তৃণাদি, পর্য্যায়—গুচ্ছ, গুৎস, বিটপ। ৩ রোহিতকগাছ, চলিত বয়নাগাছ।

স্তম্বক (পুং) স্তম্ব স্বার্থে কন্। ১ স্তম্বশব্দার্থ। ২ ক্ষবকবৃক্ষ, চলিত হেঁচেতা। (বৈদ্যকনি°)

স্তম্বকরি (পুং) স্তম্বং করোতীতি স্তম্ব-কৃ (স্তম্বশকৃতোরিন্। পা ৩।২।২৪) ইতি ইন্। ধান্য।
'পুংসি স্তম্বকরির্ধান্যং ব্রীহির্না ধান্যমাত্রকে।' (শব্দরত্না°)

স্তম্বকরিতা (স্ত্রী) স্তম্বকরের্ভাবঃ তল-টাপ্। স্তম্বকরির ভাব, ধান্য।
"ন শালেঃ স্তম্বকরিতা বপ্তুর্গুণমপেক্ষতে।" (হিতোপ°)

স্তম্বকার (পুং) স্তম্বং করোতীতি কৃ-অণ্। গুচ্ছকারক।

স্তম্বকিত (ত্রি) স্তম্বকবিশিষ্ট। স্তবকিত, স্তবকে স্তবকে সজ্জিত।

স্তম্বঘন (ত্রি) স্তম্বো হন্যতে যেন স্তম্ব-হন্ (স্তম্বেক চ। পা ৩।৩।৮৩) ইতি চকারাৎ অপ্ ঘনাদেশশ্চ। তৃণাদ্যুন্মূলনকারী খনিত্রাদি, খোন্তা প্রভৃতি অস্ত্র, যাহা দ্বারা তৃণাদি উন্মূলন করা যায়। পর্য্যায়—স্তম্বঘ্ন, স্তম্বহনন। (সারসু°)

স্তম্বঘাত (পুং) তৃণোন্মূলনকারী অস্ত্র। (পা ৩।৩।৮৩)

স্তম্বঘ্ন (ত্রি) স্তম্বো হন্যতে যেনেতি স্তম্ব-হন্-ক। (পা ৩।৩।৮৩) স্তম্বঘন। (অমর)

স্তম্বজ (ত্রি) ঘনতৃণ বা গুল্মাচ্ছাদিত। (অথর্ব্ব° ৮।৬।৫)

স্তম্বপুর্ (স্ত্রী) স্তম্বানাং পূরিব। পুরীভেদ, তাম্রলিপ্ত পুর।
'তামলিপ্তং দামলিপ্তং তামোলিপ্তা তমালিনী।
স্তম্বপূর্ব্বিষ্ণুগৃহঞ্চ স্যাদ্বিদর্ভা তু কুণ্ডিনং ॥' (হেম)

স্তম্বমিত্র (পুং) জরিতার পুত্রভেদ। (ভারত আদিপর্ব্ব)

স্তম্বযজুস্ (ক্লী) যজুর্ম্মন্ত্রপূর্ব্বক তৃণগুচ্ছ আহরণ।

স্তম্ববতী (স্ত্রী) হরিবংশবর্ণিত রাজকুললনাভেদ। (হরিবংশ)

স্তম্ববন (পুং) ব্যক্তিভেদ। (হরিবংশ)

স্তম্বশস্ (অব্য) ঝোঁপযুক্ত বন। "স্তম্বশো বা ওষধয়ঃ। তাসাং জরৎকক্ষে পশবো ন রমন্তে।" (তৈত্তিরীয়ব্রা° ৩।৩।২।৪)

স্তম্বহনন (ক্লী) স্তম্বো হন্যতেঽনেনেতি হন্ করণে ল্যুট্। ১ স্তম্ব-ঘন। (সারসুন্দরী) ২ স্তম্বের হনন।

স্তম্বিন্ (ত্রি) যদ্দ্বারা তৃণচ্ছেদন করা যায়।

স্তম্বেরম (পুং) স্তম্বে রমতে ইতি স্তম্ব-রম (স্তম্বকর্ণয়োরমিজপোঃ ৩।২।১৩) ইত্যচ্। (তৎপুরুষে কৃতি বহুলং। পা ৬।৩।১৪) ইতি সপ্তম্যা অলুক। হস্তী। (অমর)

"শয্যাং জহাত্যুভয়পক্ষবিনীতনিদ্রাঃ।
স্তম্বেরমা মুখরশৃঙ্খলকর্ষিণস্তে ॥" (রঘু ৫।৭২)

স্তম্ভ (পুং) স্তভ্নাতীতি স্তম্ভ পচাদ্যচ্। ১ স্থূণা, চলিত থাম বা খুঁটী। ২ জড়ীভাব, প্রতিভাশূন্যতা।

"স্তম্ভং মহান্তমুচিতং সহসা মুমোচ
দানং দদাবতিতরাং সহসাগ্রহস্তঃ।" (মাঘ ৫।৪৮)

৩ প্রতিবন্ধ, রোধ। ৪ শীতাদিনিবন্ধন জড়তা। ৫ রোগাদি হেতু জ্ঞানহীনাবস্থা। ৬ ইন্দ্রজাল দ্বারা চেষ্টারোধ। ৭ বৃক্ষের গুঁড়ি। সাহিত্যদর্পণমতে সাত্ত্বিক ভাববিশেষ, স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাব। [সাত্ত্বিক ভাব শব্দ দেখ] ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, প্রথমে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিতে হইলে সূত্রপাত করিয়া স্তম্ভারোপণ করিতে হয়। শুভদিনে স্তম্ভারোপণ না করিয়া গৃহনির্ম্মাণকার্য্য করিবে না। করিলে অশুভ হইয়া থাকে। ইহার বিশেষ বিধান জ্যোতিস্তত্ত্ব ও কৃত্যতত্ত্বে লিখিত আছে, অতি সংক্ষেপে তাহা লিখিত হইল। শাস্ত্রে গৃহারম্ভে যে দিন প্রশস্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে, সেই দিনে যে স্থানে গৃহ হইবে, সেই স্থান উত্তমরূপে গোময়াদি দ্বারা লিপ্ত করিয়া সেই স্থানের ঈশান কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া সূত্রপাত করিবে। সূত্রপাত করিয়া অগ্নিকোণে স্তম্ভ রোপণ করিতে হয়।

"ঈশানে সূত্রপাতঃ স্যাদাগ্নেয্যাং স্তম্ভরোপণং।
দ্বারং নবমভাগে তু কার্য্যং বামাৎ প্রদক্ষিণং ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

ঈশানাদি চারিকোণে দক্ষিণ দিক্ হইতে চারিটি খোঁটা পুতিয়া ১ হাত পরিমাণ গর্ত্ত কাটিয়া বহুতর তৃণ গোময় দ্বারা উপলেপন করিয়া জল দ্বারা পূরণ করিবে। এই স্থলে শালগ্রাম শিলা বা ঘট স্থাপন করিয়া যথাবিধানে গৃহারম্ভের পদ্ধতি অনুসারে পূজা করিবে। পূজার পর অগ্নিকোণে দধিদূর্ব্বাদি দিয়া গর্ত্তপূরণ করিয়া উক্ত মন্ত্রে স্তম্ভ রোপণ করিবে।

"যথাচলো গিরির্মেরুর্হিমবাংশ্চ যথাচলঃ।
শুভারম্ভো গৃহস্তম্ভস্তথাত্বমচলো ভব ॥" (কৃত্যতত্ত্ব)

স্তম্ভক (ত্রি) রোধক। (পুং) ২ শিব।

স্তম্ভকর (পুং) করোতীতি কৃ-অচ্। ১ বেষ্টন। (ত্রি) ২ স্থূণাকারক। ৩ জাড্যকারক। ৪ রোধক।

স্তম্ভকিন্ (পুং) বাদ্যবিশেষ।

স্তম্ভতা (স্ত্রী) স্তম্ভস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। স্তম্ভের ভাব বা ধর্ম্ম, জড়ের ভাব।

স্তম্ভতীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ। এক্ষণে খম্ভাৎ বা কাম্বে নামে প্রসিদ্ধ। [কাম্বে শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

স্তম্ভন (ক্লী) স্তম্ভ-ল্যুট্। ১ অবরোধ। ২ নিবারণ। থামান। ৩ স্থিরীকরণ, দৃঢ়ীকরণ,। জড়ীকরণ, রক্তের গতিরোধ। ৫ ইন্দ্র-জাল দ্বারা চেষ্টারোধ। ৬ তন্ত্রমতে ষট্কর্ম্মের অন্তর্গত আভি-চারিক কর্ম্মবিশেষ। তন্ত্রশাস্ত্রে ইহার বিশেষ বিধান লিখিত হইয়াছে। সাধক যাঁহার জন্য এই আভিচারিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবেন, তিনি জড় হইয়া যাইবেন, তাঁহার আর কোন কার্য্য-করী শক্তি থাকিবে না। তান্ত্রিকদিগের মধ্যে ইহা নিন্দিত কার্য্য। সাধক সিদ্ধি দ্বারা মারণাদি কর্ম্মে অভিজ্ঞতা লাভ করিবেন, কিন্তু কদাপি ইহার প্রয়োগ করিবেন না, করিলে তাঁহার অধোগতি হইবে।

দিক্‌কালাদি সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত হইয়া এই স্তম্ভন করিতে হয়। স্তম্ভনকার্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রমা। সুতরাং এই কার্য্য করিতে হইলে পূর্ব্বে রমার উপাসনা করিতে হয়। সাধক পূর্ব্বদিকে উপবেশন করিয়া এই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন। দিবারাত্রি ৬ ঋতুতে বিভক্ত আছে। দশদণ্ড পর্য্যন্ত এক এক ঋতুর কাল, সুতরাং ৬০ দণ্ডে ৬ ঋতুর ভোগ হইয়া থাকে। এই স্তম্ভনকার্য্য শিশির ঋতুতে করিতে হয়। ষষ্ঠ দশ দণ্ড অর্থাৎ ৫০ দণ্ডের পর ৬০ দণ্ড পর্য্যন্ত কাল শিশির ঋতু, সুতরাং ঐ সময়েই উক্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। এই কাল ভিন্ন অন্য কালে এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে তাহা সফল হইবে না। সোম ও বুধবারে শুক্লা পঞ্চমী, শুক্লা দশমী ও পূর্ণিমা তিথিতে এই কার্য্যানুষ্ঠান করা উচিত। অন্য দিনে ইহা করিবে না। স্তম্ভন-কার্য্যে জপ করিবার সময় পশ্চিমমুখ হইয়া করিতে হয়। সকলের প্রবৃত্তিরোধ যাহাতে হয়, তাহাকে স্তম্ভন কহে।

"প্রবৃত্তিরোধঃ সর্ব্বেষাং স্তম্ভনং তদুদীরিতং।
রতির্বাণী রমা জ্যেষ্ঠা দুর্গা কালী যথাক্রমং ॥
ষট্কর্ম্মদেবতাঃ কর্ম্মাদৌ তাঃ প্রপূজয়েৎ।
শিশিরঃ স্তম্ভনে জ্ঞেয়ো বিদ্বেষে গ্রীষ্ম ঈরিতঃ।
বুধচন্দ্রদিনোপেতা পঞ্চমী দশমী সিতা ॥

পৌর্ণমাসী তু বিজ্ঞেয়া তিথিঃ স্তম্ভনকর্ম্মণি ॥
পশ্চিমে স্তম্ভনং বিন্দ্যাদুত্তরং শান্তিকং ভবেৎ।" (তন্ত্রসার)

এই কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইলে বিকটাসনে উপবেশন করিয়া করিবে। গদা-মুদ্রা এই কর্ম্মে প্রশস্ত। যখন দেখিবে পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে পৃথিবীতত্ত্বের উদয় হইয়াছে, সেই সময় যদি পূর্ব্বোক্ত কাল হয়, তাহা হইলে সেই কালে স্তম্ভনকার্য্য করিবে। ইহাতে তৎক্ষণাৎ সেই কার্য্য সফল হইবে। এই কর্ম্ম 'লং' বীজ এবং সংপুট মন্ত্র বিন্যাস করিয়া করিতে হয়। সাধ্য ব্যক্তির অর্থাৎ যাহাকে স্তম্ভন করিতে হইবে, তাহার নামের আদি ও শেষে মন্ত্র লিখাকে সম্পুট কহে। এই কর্ম্মের মন্ত্র ও দেবতার বর্ণ পীত অর্থাৎ এই কর্ম্মানুষ্ঠানকালে মন্ত্র ও দেবতার বর্ণ পীত বলিয়া চিন্তা করিয়া ধ্যান করিবে। এই কার্য্যে হরিদ্রা দ্বারা মন্ত্র লিখিতে হয়। দেবতাকাল ও মুদ্রাদিনিয়ম সকল অবগত হইয়া এই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে এই কার্য্য আশু ফলপ্রদ হইয়া থাকে। স্তম্ভন-কার্য্যে মন্ত্রের শেষে 'নমঃ' এই শব্দ যোজন করিবে। হোম ও তর্পণে মন্ত্রান্তে স্বাহা এবং ন্যাস ও পূজাতে 'নমঃ' এই শব্দ যোগ করিতে হয়। এই স্তম্ভনকার্য্য শ্মশানে বসিয়া করা উচিত। কিন্তু দেবালয়ে সকল কর্ম্ম করিবার বিধান থাকায় দেবালয়েও ইহা করিতে পারিবে। এই কর্ম্মে কাকপুচ্ছের কলম লইয়া মন্ত্র লিখিতে হয়। যিনি এই স্তম্ভনকার্য্য করিবেন, তিনি পবিত্র-চিত্ত ও সংযত হইয়া উক্ত নির্দ্দিষ্ট কালে শ্মশানে উপবেশন করিয়া হরিদ্রা দ্বারা মন্ত্র অঙ্কিত করিয়া যথাবিধানে রমার পূজা, তৎপরে তর্পণ ও হোমাদি শেষ করিয়া মন্ত্র জপ করিবেন। ইহাতে স্তম্ভন হইবে, অর্থাৎ যাঁহার উদ্দেশে এই কার্য্য করি-বেন, তাঁহার সকল বৃত্তি নিরোধ হইবে। তিনি একেবারে জড় হইয়া যাইবেন, তাঁহার আর কোন কার্য্য করিবার শক্তি থাকিবে না। এই কর্ম্মের পূজা ও মন্ত্রাদির বিশেষ বিবরণ তন্ত্র-শাস্ত্রে লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হইল না। (তন্ত্রসার) ফেৎকারিণীতন্ত্রে লিখিত আছে যে, সাধক নিশাকালে শরাবে উলূক বা কাকের পক্ষ দ্বারা সাধ্যাক্ষর সংপুটিত করিয়া সহস্র জপ করিবে। ঐরূপে জপের পর ঐ পাত্র চতুষ্কোণে পুতিয়া ফেলিতে হইবে। ইহাতে নিশ্চয়ই স্তম্ভন হইবে।

"আলিখ্য বৈ শরাবে নিশায়াঞ্চ সাধ্যাক্ষরসংপুটিতং।
মন্ত্রং স্থাপিতপবনং সহস্র জপ্তং চতুষ্পথে নিখনেৎ।
স্তম্ভনমেতদবশ্যং ভবিতা জগতাঞ্চ নাত্র সন্দেহঃ ॥"
(ফেৎকারিণীতন্ত্র ৫ অ°)

বাক্‌স্তম্ভের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—শ্মশানস্থ অঙ্গার, কেশ এবং সাধ্যের শববসনজাত প্রতিকৃতি করিয়া তাহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে, তৎপরে হৃদ্গত নাম এবং মন্ত্র ললাটদেশে লিখিবে তাহার পর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া মন্ত্রসহস্র জপ এবং জপের পর ঐ বস্ত্রপ্রতিকৃতি উল্কা দ্বারা দগ্ধ করিয়া ভূমিতে পুতিয়া ফেলিবে। শ্মশানে যাহার উদ্দেশে এই কার্য্যানুষ্ঠান করা হয়, তৎক্ষণাৎ তাহার বাক্‌স্তম্ভন হয়।

"কৃত্বা প্রতিকৃতিমথবা শ্মশানাঙ্গারকেশশববসনজাং।
সম্যগধিষ্ঠিতপবনাং হৃদ্গতনাম্নীং সমন্ত্রললাটাং ॥
বসনাধিষ্ঠিতপবনাং সহস্রজপ্তাং তদুল্কয়া বসনাং।
দগ্ধাং কৃত্বা নিখনেৎ শ্মশানদেশে সপদি বাক্‌স্তম্ভঃ ॥"
(ফেৎকারিণীতন্ত্র ৫ প°)

ইত্যাদি বহুপ্রকার স্তম্ভনের প্রণালী লিখিত আছে। যাঁহারা মন্ত্রসিদ্ধ, এই সকল কার্য্য তাঁহারাই করিতে পারেন। মন্ত্রসিদ্ধ না হইয়া এই কর্ম্ম করিলে তাহা ফলদ হয় না, এবং যিনি এই ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার বিপদ্ ঘটিয়া থাকে। ষট্‌কর্ম্মের মধ্যে শান্তিকর্ম্ম ছাড়া অপর যে কোন আভিচারিক ক্রিয়াই নিন্দিত। ইহাতে সাধকের অধোগতি হইয়া থাকে।

গরুড়পুরাণে অগ্নিস্তম্ভনের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে।—মালূররস গ্রহণ করিয়া তাহাতে জলৌকা পেষণ করিবে। পরে ঐ রস হস্তে লেপন করিয়া হস্ত অগ্নিতে দিলে অগ্নিস্তম্ভন হয়, অর্থাৎ আগুনের মধ্যে হস্ত দিলেও তাহা পোড়ে না।

শাল্মলীরস গ্রহণ করিয়া থরসূত্রে ঐ রস দিয়া আগুনে ফেলিয়া দিলে অগ্নিস্তম্ভন হয় অর্থাৎ ঐ অগ্নি কোন বস্তু দগ্ধ করিতে পারে না।

বায়সীর উদর লইয়া মণ্ডুক বসার সহিত একত্র গুড়িকা করিয়া অগ্নিতে ফেলিলে উত্তম অগ্নিস্তম্ভন হয়। মুণ্ডীতক, বচ, কুষ্ঠ, মরীচ ও নাগর এই সকল দ্রব্য চর্ব্বণ করিয়া জিহ্বার উপর স্থাপন করিলে অগ্নি স্তম্ভিত হয়। এই প্রকার অগ্নিস্তম্ভনের বহুবিধ উপায় লিখিত আছে।

"মালূরস্য রসং গৃহ্য জলৌকাং তত্র পেষয়েৎ।
হস্তৌ চ লেপয়েত্তেন অগ্নিস্তম্ভনমুত্তমং ॥
শাল্মলীরসমাদায় থরমূত্রে নিধায় তং।
অগ্ন্যাগারে ক্ষিপেত্তেন অগ্নিস্তম্ভনমুত্তমং ॥
মুণ্ডীতকবচাকুষ্ঠং মরীচং নাগরস্তথা।
চর্ব্বিত্বা চ ইমং সম্যো জিহ্বয়া জলনং লিহেৎ ॥"
(গরুড়পু° ১৮৬ অ°)

জলস্তম্ভন অগ্নিস্তম্ভন প্রভৃতির মন্ত্র আছে, উক্ত মন্ত্রাদি পাঠ করিলে অগ্নিস্তম্ভন জলস্তম্ভন প্রভৃতি হইয়া থাকে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ হুং অগ্নিস্তম্ভনং কুরু। ওঁ নমো ভগবতে জলং
স্তম্ভয় স্তম্ভয় সং সমং সকে ককে কচর।
জলস্তম্ভনমন্ত্রোঽয়ং জলং স্তম্ভয়তে শিব।" (গরুড়পু° ১৮৬অ°)

যুদ্ধস্থলে শত্রুসৈন্যদিগকে স্তম্ভন করিলে তাহারা চিত্র পুত্ত-লিকার ন্যায় দণ্ডায়মান থাকে, তখন তাহাদিগকে অনায়াসে পরাজয় করিতে পারা যায়। অগ্নিপুরাণে স্তম্ভনাদির মন্ত্র ও প্রণালী লিখিত আছে। দুই একটী মন্ত্র লিখিত হইল "ওঁ শত্রু-মুখস্তম্ভনী কামরূপা আলীঢ়করী হ্রীং ফেং ফেৎকারিণী মম শত্রূ-ণাং দেবদত্তানাং মুখং স্তম্ভয় স্তম্ভয় মম সর্ব্ববিদ্বেষিণাং মুখস্তম্ভনং কুরু কুরু ওঁ হুং ফেং ফেৎকারিণী স্বাহা" ইত্যাদি।

(অগ্নিপু° ৩২৬ অ°)

(পুং) স্তম্ভয়তীতি স্তম্ভ-ণিচ্-ল্যু। ৭ কামদেবের পঞ্চবাণের অন্তর্গত বাণবিশেষ। 'উন্মাদনঃ শোষণশ্চ তাপনঃ স্তম্ভনস্তথা।

সম্মোহনশ্চ পঞ্চৈতে বিখ্যাতাঃ কামশায়কাঃ॥' (জটাধর)

উন্মাদন, শোষণ, তাপন, স্তম্ভন এবং সম্মোহন কামদেবের এই পাঁচটী বাণ। (ত্রি) ৮ স্তম্ভক। (সুশ্রুত)

স্তম্ভনীয় (ত্রি) স্তম্ভ-অনীয়র্। স্তম্ভার্হ, স্তম্ভনযোগ্য।

স্তম্ভিত (ত্রি) স্তম্ভ-ক্ত, ১ জড়ীভূত। জড়ীকৃত। ২ স্থিরীকৃত। ৩ নিবারিত। ৪ অবরুদ্ধ। ৫ দৃঢ়ীকৃত।

স্তম্ভিন্ (ত্রি) স্তম্ভ-ইনি। স্তম্ভযুক্ত, স্তম্ভবিশিষ্ট।

স্তর (পুং) স্তৃ-অচ্। ১ তবক, থাক। ২ ভূমি প্রভৃতির বিভাগ-বিশেষ। ৩ তল্প, শয্যা।

স্তরণ (ক্লী) আস্তরণ, বিছানা।

স্তরিমন্ (পুং) স্তৃণোতি আচ্ছাদয়তীতি স্তৃ (হৃভৃধৃসৃস্তৃভ্য ইমনিচ্। উণ্ ৪।১৪৭) ইতি ইমনিচ্। তল্প, শয্যা। (উজ্জ্বল)

স্তরী (স্ত্রী) স্তৃণোতি আচ্ছাদয়তি স্তৃ (অবিতৃস্তৃতন্ত্রিভ্যঃ ঈঃ। উণ্ ৭।১৫৮) ইতি ঈ। ১ ধূম। (হেম)

স্তরীমন্ (পুং) স্তরিমন্, তল্প, শয্যা। (ঋক্ ১০।৩৫।৯)

স্তর্য্য (ত্রি) স্তৃ-যৎ। স্তরণযোগ্য, স্তরণার্হ।

স্তব (পুং) স্তূয়তেহনেনেতি স্তু-অচ্। ১ প্রশংসা, গুণবর্ণন, পর্য্যায়—স্তোত্র, স্তুতি, স্তবন, বর্ণন।

"দেবানাং স্বরূপকথনং স্তুতিঃ" (স্মৃতি) দেবতাদিগের স্বরূপ বর্ণনের নাম স্তুতি বা স্তব। ছন্দোবন্ধে দেবগণের যে গুণ বর্ণন করা হয়, তাহাকেই স্তব কহে। দেবগণ স্তব দ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া স্তবকারীকে অভীষ্ট বর প্রদান করেন।

"তুষ্টাব চ তমীশানং মারীচঃ কশ্যপস্তদা।
বেদোক্তৈঃ স্বকৃতৈশ্চৈব স্তবৈঃ স্তুত্যং জগদ্গুরুং॥"

(হরিবংশ ১২৯।২৮)

স্তবক (পুং) তিষ্ঠতীতি স্থা (স্থেয়স্তোহস্বজবকৌ। উণ্ ৪।৯৬) ইতি স্তবক, ধাতোশ্চ স্তাদেশঃ। ১ গুচ্ছক। গুচ্ছ, চলিত থলো। থাক, ফল ও পুষ্পাদিসমূহের একত্র গ্রন্থন। "দ্বে স্তবকে থলো ইতি খ্যাতে বহুভিঃ পুষ্পৈঃ ফলৈর্ব্বা সংবাধঃ পল্লবগ্রন্থিঃ গুচ্ছঃ।

'পুষ্পাদিস্তবকে গুচ্ছো মুক্তাহারকলাপয়োঃ।' (ভরত)

স্তূয়তে ইতি স্তবকঃ স্তুতৌ অপ্, স্তবঃ স্বার্থে অভিধানাৎ নিত্যং ক। ২ স্তুতি। (ভরত) ৩ গ্রন্থপরিচ্ছেদ, প্রথম স্তবক, দ্বিতীয় স্তবক ইত্যাদি। ৪ সমূহ। (ত্রি) ৫ স্তবকারক।

স্তবথ (পুং) স্তু-অথচ্। স্তোত্র, স্তব। "এভিঃ স্তবথৈরিহ স্যাঃ" (ঋক্ ৭।১।১৮) 'স্তবথৈঃ স্তোত্রৈঃ' (সায়ণ)

স্তবন (ক্লী) স্তু-ল্যুট্। স্তব, স্তুতি।

স্তবনীয় (ত্রি) স্তু-অনীয়র্। স্তুতির যোগ্য, স্তুত্যর্হ।

স্তবরক (পুং) আবরক।

স্তবরাজ (পুং) স্তবানাং রাজা শ্রেষ্ঠঃ টচ্ সমাসান্তঃ। শ্রেষ্ঠ স্তব, উত্তম স্তব। "স্তবরাজমিদং খ্যাতং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতং।" (সূর্য্যস্তব)

স্তবাবলি (স্ত্রী) স্তবস্য স্তোত্রস্য আবলিঃ। স্তবের আবলি, বহু স্তব, অনেক স্তব।

স্তবেয্য (পুং) ইন্দ্র।

স্তব্য (ত্রি) স্তু-যৎ। স্তবনীয়, স্তবের যোগ্য।

স্তামু (ত্রি) স্তোতা, স্তবকারক। (নিঘণ্টু ৩।১৬)

স্তাম্ভায়ন (পুং) স্তম্ভ অপত্যার্থে ফক্। (পা ৪।১।৯৯) স্তম্ভের গোত্রাপত্য।

স্তাম্ভিন্ (পুং) স্তম্ভের শিষ্যসমূহ।

স্তাব (পুং) স্তু-ঘঞ্। স্তব।

স্তাবক (ত্রি) স্তৌতীতি স্তু-ণ্বুল্। স্তবকর্ত্তা, যিনি স্তব করেন।

"স্তবকান্ তানভিপ্রেত্য পৃথুর্বৈণ্য প্রতাপবান্।
মেঘনির্হ্রাদয়া বাচা প্রহসন্নিদমব্রবীৎ॥"

(ভাগবত ৪।১০।২১)

স্তাব্য (ত্রি) স্তু-ছন্দসি (নিষ্টক্যদেবহূয়েত্যাদি। পা ৩।১।১২৩) ইতি ণ্যৎ। স্তবের উপযুক্ত।

স্তিঘ, অস্কন্দন। আক্রমণ। স্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ স্তিঘ্নুতে। লোট্ স্তিঘ্নুতাং। লিট্ তিষ্টিঘে। লুট্ স্তেঘিতা। লুঙ্ অস্তেঘিষ্ট। সন্ তিস্তিঘিষতে, তিস্তেঘিষতে।

স্তিপ, ক্ষরণ। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ স্তেপতে লোট্ স্তেপতাং। লিট্ তিষ্টিপে। লুট্ স্তেপিতা। লুঙ্ অস্তে-পিষ্ট। সন্ তিস্তেপিষতে। ণিচ্ স্তেপয়তি। লুঙ্ অতিস্তেপৎ।

স্তিপ (ত্রি) গৃহপতি, গৃহপালক। "তা নঃ স্তিপা তনূপা বরুণ জরিতৄণাং" (ঋক্ ৭।৬৬।৩) 'স্তিপা স্ত্যায়ন্ত ইতি স্তয়ো গৃহাঃ তান্ পাত ইতি স্তিপৌ' (সায়ণ)

স্তিভি (পুং) স্তভ্নাতীতি স্তম্ভ (ক্রমিতমিশতিস্তম্ভামত ইচ্চ। উণ্ ৪।১২১) ইতি ইন্ অত ইচ্চ। ১ সমুদ্র। ২ স্তবক।

স্তিভিনী (স্ত্রী) স্তিভি। স্তবক।

স্তিম, আর্দ্রীভাব, ক্লিন্নতা। দিবাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্

স্তিম্যতি। লিট্ তিষ্টেম। লৃট্ স্তেমিতা। লঙ্ অস্তেমীৎ। সন্ তিষ্টেমিষতি। ণিচ্ স্তেময়তি। লুঙ্ অতিষ্টেমৎ।

স্তিমিত (ত্রি) স্তিম-ক্ত। অচঞ্চল, নিশ্চল, স্থির,।

"এষা প্রসন্নস্তিমিতপ্রবাহা সরিদ্বিদূরান্তরভাবতন্বী।"(রঘু ১২ ৪৮)

২ আর্দ্র, ভিজা। (ক্লী) ৩ আর্দ্রতা। ৪ জড়তা, নিশ্চলতা।

স্তিয়া (স্ত্রী) জল। "নেতা সিন্ধূনাং বৃষভঃ স্তিয়ানাং" (ঋক্ ৭।৫।২) 'স্তিয়ানামপাং, স্তিয়া আপো ভবন্তি স্ত্যায়নাদিতি যাস্কবচনাৎ' (সায়ণ)

স্তীম (ত্রি) অলস।

স্তীর্ণ (ত্রি) স্তৃ-ক্ত। বিস্তৃত, বিছান।

স্তীর্ণবর্হিস্ (ত্রি) প্রস্তৃত দর্ভ, যিনি কুশা বিস্তার করিয়াছেন, যিনি কুশা পাতিয়া দিয়াছেন।

"স্তীর্ণবর্হির্যুক্তগ্রাবা সুতসোমো জরাতে" (ঋক্ ৫।৩৭।২)

'স্তীর্ণবর্হিঃ প্রাস্তৃতদর্ভোঽয়ং যজমানঃ' (সায়ণ)

স্তীর্ব্বি (পুং) স্তৃণাতীতি স্তৃ (জৃশৄস্তৄজাগৃভ্যঃ ক্বিন্। উণ্ ৪।৫৪) ইতি ক্বিন্। ১ নভঃ, আকাশ। ২ রুধির। ৩ তৃণ জাতি। ৪ পয়ঃ। ৫ শক্র। ৬ অধ্বর্য্যু। (উজ্জ্বল)

স্তু, স্তুতি। অদাদি° উভয়° সক° অনিট্। লট্ স্তৌতি, স্তবীতি। স্তুতে। লিঙ্ স্তুয়াৎ, স্তুবীত। লঙ্ অস্তৌৎ, অস্তুত। লিট্ তুষ্টাব, তুষ্টব। তুষ্টবে। লুট্ স্তোতা। লৃট্ স্তোষ্যতি-তে। লুঙ্ অস্তাবীৎ। অস্তোষ্ট, অস্তোষাতাং, অস্তোষত। কর্ম্মবাচ্য লট্ স্তূয়তে। সন্ তুষ্টূষতি তে। যঙ্ তোষ্টূয়তে। যঙ্-লুক্ তোষ্টোতি। ণিচ্ স্তাবয়তি। লট্ অতুষ্টবৎ। সম্-স্তু পরিচয়। প্র-স্তু প্রস্তাব, আরম্ভ।

স্তুক (ত্রি) অপত্যবাচী। "স্তুকেব বীতা ধন্ব" (ঋক্ ৯।৯৭।১৭) 'স্তুকশব্দোঽপত্যবচনঃ' (সায়ণ)

স্তুকী (স্ত্রী) স্তোক ঘৃতধারা, অল্প পরিমাণ ঘৃত।

"পরিক্রমন্তীমুদবাহে চকমেঽগ্নিঃ শুকীমিব॥" (ভাগবত ৪ ২৪।১১)

'স্তুকীমিতি পাঠে স্তোকঘৃতধারামিব' (স্বামী) 'শুকী' ইহার পাঠান্তর স্তুকী।

স্তুচ, প্রসাদ, প্রসন্নতা। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট স্তোচতে লিট্ তুষ্টুচে। লুট্ স্তোচিতা। লুঙ্ অস্তোচিষ্ট। সন্ তুস্তুচিষতে। যঙ্ স্তোষ্টুচ্যতে। যঙ্ লুক্ তোষ্টোক্তি। ণিচ্ স্তোচয়তি। লঙ্ অতুষ্টুচৎ।

স্তুটি (পুং) পক্ষিবিশেষ। ভরদ্বাজপক্ষী। (বৈদ্যকনি°)

স্তুৎ (ত্রি) স্তৌতীতি স্তু-ক্বিৎ-তুক্ চ। স্তোতা, স্তুতিকারক।

"স্তুতশ্চ যাস্তে চকন্ত" (ঋক্ ১।১৬৯।৪)

'স্তুতঃ যেঽস্মদীয়া স্তোতারঃ' (সায়ণ)

স্তুত (ত্রি) স্তু-ক্ত। প্রশংসিত, যাহার স্তব করা হইয়াছে, স্তুতিবিষয়। পর্য্যায়—ঈলিত, শস্ত, পণায়িত, পনায়িত, প্রণুত, পণিত, পনিত, অপিগীর্ণ, বর্ণিত, অভিষ্টুত, গীর্ণ, ঈড়িত, নুত।(জটাধর)

"নমঃ স্তুতায় স্তুত্যায় স্তূয়মানায় বৈ নমঃ॥"

(ভারত ১২।২৮৪।১৮)

স্তুতস্তোম (ত্রি) উদ্গাতা কর্ত্তৃক স্তুত স্তোত্র, উদ্গাথা-স্তুত স্তোত্রবিশিষ্ট হইলে তাহাকে স্তুতস্তোম কহে। "ইষ্টযজুষস্তুতস্তোমস্য" (শুক্লযজু° ৮।১২) 'স্তুতস্তোমস্য উদ্গাতৃভিঃ স্তুতাঃ স্তোমাঃ স্তোত্রাণি যস্য স স্তুতস্তোমঃ' (মহীধর)

স্তুতি (স্ত্রী) স্তু-ক্তিন্। ১ স্তব, প্রশংসা, গুণকথন।

"ইতঃ স্তুতিঃ কা খলু চন্দ্রিকায়া
যদব্ধিমপ্যুত্তরলীকরোতি।" (নৈষধ ৩।১১৬)

২ দুর্গা।

"স্তুতিঃ সিদ্ধিরিতি খ্যাতা শ্রিয়াঃ সংশ্রয়ণাচ্চ সা।"(দেবীপু° ৪৫অ°)

স্তুতিগীতক (ক্লী) প্রসংশাগানকারী।

স্তুতিপাঠক (পুং) স্তুতিং পঠতীতি পঠ-ণ্বুল। রাজাদির যাত্রাদিকালে বীরস্বাদির স্তবকর্ত্তা, যাহারা রাজাদির স্তব পাঠ করে। পর্য্যায়—বন্দী, লগ্নস্তুতিব্রত, সূত, মাগধ, মধুক, প্রাতর্গেয়।(ত্রিকা°)

স্তুতিমৎ (ত্রি) স্তুতি অস্ত্যর্থে মতুপ্। স্তুতিবিশিষ্ট, স্তবযুক্ত।

স্তুতিব্রত (পুং) স্তুতিরেব ব্রতং যস্য। স্তুতিপাঠক। (জটাধর)

স্তুত্য (ত্রি) স্তু-ক্যপ্, পিত্তাৎ তুকাগমঃ। স্তবনীয়, স্তুতির যোগ্য, যাঁহাকে স্তব করিতে পারা যায়।

"স্তুত্যং স্তুতিভিরর্থ্যাভিরুপতস্থে সরস্বতী॥" (রঘু ৪।৬)

স্তুত্যব্রত (পুং) প্রৈয়ব্রত হিরণ্যরেতো রাজপুত্র।

স্তুনক (পুং) ছাগ। (শব্দচ°)

স্তুভ, স্তম্ভ। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ স্তোভতে। লিট্ তুষ্টুভে। লুট্ স্তোভিতা। লুঙ্ অস্তোভত।

স্তুম্ভু, ১ রোধন। ২ নিষ্কাষণ। এই ধাতু সৌত্র ধাতু। ক্র্যাদি° পক্ষে স্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ স্তুভ্নোতি, স্তুভ্নাতি। ক্তাবেট্, এই ধাতু ক্তাচ্ প্রত্যয় করিলে বিকল্পে ইট্ হয়।

স্তুভ (পুং) ১ ছাগ। (ভরত) ২ অগ্নিবিশেষ।

"চাতুর্মাস্যেষু নিত্যানাং হবিষাং যোনিরগ্রহঃ।
চতুর্ভিঃ সহিতঃ পুত্রৈর্ভানোরেবাম্বয়স্তুভঃ॥"(ভারত ২।২২০।১৪)

স্তুভ্বন্ (ত্রি) স্তোতা, স্তবকারক।

"ঋষির্ন স্তুভ্বা বিক্ষু প্রশস্তঃ" (ঋক্ ১।৬৬।৪) 'স্তুভ্বা দেবানাং স্তোতা, স্তোভতিঃ স্তুতিকর্ম্মা, অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে ইতি কনিপ্।'

স্তুবেয্য (পুং) স্তূয়তে ইতি স্তু (স্তুবকেয্যশ্ছন্দসি। উণ্ ৩।৯৯) ইতি কেয্যকিত্বাৎ গুণাভাবে সত্যুবঙাদেশ। ১ ইন্দ্র। (উজ্জ্বল)

স্তুযেষ্য (ত্রি) ১ শ্রেষ্ঠ, উত্তম। এই শব্দটী বৈদিক, অর্থাৎ বেদেই এই অর্থে ব্যবহার হয় (ঋক্ ১০।১২০।৬)

স্তূপ, সমুচ্ছ্রায়। উন্নতি। চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। পক্ষে দিবা° পরস্মৈ° সক সেট। লট্ স্তূপয়তি। দিবাদি পক্ষে স্তূপ্যতি।

স্তূপ (পুং) স্তূয়তে ইতি স্তু (স্তবো দীর্ঘশ্চ। উণ্ ৩।২৫) ইতি পঃ দীর্ঘশ্চ। ১ মৃদাদিকুট, রাশীকৃত মৃত্তিকাদি, চলিত ঢিবী। ২ সংহতি, রাশি, সমূহ। ৩ নিষ্প্রয়োজন। ৪ বল। ৫ বৌদ্ধদিগের পবিত্রস্মৃতিনির্দ্দেশক গৃহভেদ।

স্তৃ, স্তৃঞ্ স্তৃ ধাতু, আচ্ছাদন। স্বাদি° উভয়° সক° সেট। ২ প্রীণন। ৩ রক্ষা। ৩ জীবন। ৪ প্রীতি। ৫ জীবিতভাব। স্বাদি পক্ষে ক্র্যাদি সক° প্রীণনার্থে অক° সেট্। লট্ স্তৃণোতি, স্তৃণুতে। ক্র্যাদি পক্ষে স্তৃণাতি, স্তৃণীতে। লিট্ তস্তার। তস্তরে। লুট্ স্তর্ত্তা, স্তরিতা, স্তরীতা। স্তরিষ্যতি তে। স্তরীষ্যতি, স্তর্য্যাৎ স্তীর্য্যাৎ স্তৃষীষ্ট, স্তরিষীষ্ট, স্তীর্ষীষ্ট। লুঙ্ অস্তার্ষীৎ, অস্তারীৎ, অস্তৃত, অস্তরিষ্ট, অস্তরীষ্ট, অস্তীর্ষ্ট। সন্ তীস্তীর্ষতি তে, যঙ্ তাস্তর্য্যতে, তেস্তীর্য্যতে। যঙ্ লুক্ তাস্তর্ত্তি। ণিচ্ স্তারয়তি। অতস্তরৎ, অতিস্তরৎ। আ-স্তৃ আস্তরণ। বি-স্তৃ বিস্তারি।

স্তৃক্ষ, গতি। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ স্তৃক্ষতি। লিট্ তস্তৃক্ষ। লুঙ্ অস্তৃক্ষীৎ।

স্তৃতি (স্ত্রী) ১ বিস্তৃতি। ২ আস্তরণ। ৩ আচ্ছাদন।

স্তৃত্য (ত্রি) আস্তরণযোগ্য।

স্তৃহ, বধ। তুদাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ স্তৃহতি। লুঙ্ অস্তর্হীৎ।

স্তৄ, ছাদন। ক্র্যাদি° উভয়° সক° অনিট্। লট্ স্তৄণাতি। স্তৄণীতে।

স্তেন (পুং) স্তেনয়তীতি স্তেন পচাদ্যচ্। চৌর, চোর। ইহার বৈদিকপর্য্যায় তৃপু, তপু, তক্কা, রিভ্বা, রিপু, রিক্কা, রিহায়া, তায়ু, তস্কর, বণগু হুরশ্চিৎ, মুষীবান্, মলিম্লুচ, অঘশংস, বৃক। (নিঘণ্টু)

"স্তেনস্যাতঃ প্রবক্ষ্যামি বিধিং দণ্ডবিনির্ণয়ে।
পরমং যত্নমাতিষ্ঠেৎ স্তেনানাং নিগ্রহে নৃপঃ।
স্তেনানাং নিগ্রহাদস্য যশো রাষ্ট্রঞ্চ বর্দ্ধতে॥
অন্নাদে ভ্রূণহা মার্ষ্টি পত্যৌ ভার্য্যাপচারিণী।
গুরৌ শিষ্যশ্চ যাজ্যশ্চ স্তেনো রাজনি কিল্বিষং॥" (মনু ৮অ°)

রাজা প্রজাদিগকে স্তেন অর্থাৎ চৌর্য্য হইতে রক্ষা করিবেন। রাজা যথাবিধানে যদি চোরের দণ্ডবিধান না করেন, তাহা হইলে তাহার অযশ এবং ধর্ম্মহানি হইয়া থাকে, পক্ষান্তরে চোরের দণ্ড বিধান করিলে তাঁহার রাজ্য ও যশঃ বৃদ্ধি হয়। যে রাজা চোরের নিগ্রহ করিয়া প্রজাগণকে অভয় প্রদান করেন, তিনি সকলের পূজনীয়। নিত্যই তিনি অভয়দানরূপ যাগ প্রাপ্ত হন। প্রজাগণ যে সকল ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, রাজা তাহাদিগকে রক্ষা করেন বলিয়া তাহার ষষ্ঠাংশ ফলভাগী হন। পুণ্যের ন্যায় রাজা পাপেরও ষষ্ঠাংশভাগী হইয়া থাকেন। সুতরাং যদি কেহ চুরি করে এবং রাজা তাহার দণ্ডবিধান না করেন, তাহা হইলে ঐ পাপের ফল রাজা ভোগ করিয়া থাকেন এবং অচিরে তাঁহার রাজ্য বিনষ্ট হয়।

রাজা উক্ত বিধানে চোরের দণ্ড দিবেন। সুবর্ণচোর মুক্তকেশে ধাবমান হইয়া 'আমি অমুক কর্ম্ম করিয়াছি, আমাকে ইহা দ্বারা শাসন করুন', এই বলিয়া আপনার চৌর্য্যকর্ম্মের খ্যাপন করিতে করিতে মুষল, খদির কাষ্ঠের লগুড়, দুই দিকে তীক্ষ্ণ শক্তি অথবা লৌহময় দণ্ড, আপনি স্কন্ধে করিয়া রাজার নিকট যাইবে। রাজা তদ্দ্বারা তাহাকে আঘাত করিবেন। মৃত্যু হউক বা মৃতকল্প হইয়া জীবিত থাকুক, ইহাতেই সে চৌর্য্যপাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে। কিন্তু রাজা চোরকে শাসন না করিলে স্বয়ং চৌর্য্যপাপে পতিত হইবেন। যেরূপ ব্রহ্মহত্যা ও ভ্রূণহত্যাকারীর অন্ন ভক্ষণ করিলে, তত্তৎ পাপ সংক্রমিত হয়, সেইরূপ ব্যভিচারিণী স্ত্রীর পাপ স্বামীতে এবং চৌর্য্যের পাপ রাজাতে পতিত হয়। পাপী যদি রাজা কর্ত্তৃক দণ্ডিত হয়, তাহা হইলে পাপীর সেই পাপ ক্ষয় হইয়া যায়। (মনু ৮অ°) [স্তেয় দেখ]

স্তেপ, ক্ষেপ। চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ স্তেপয়তি। লুঙ্ অতিষ্টেপৎ। সন্ তিষ্টেপয়িষতি।

স্তেম (পুং) স্তিম আর্দ্রে ঘঞ্। আর্দ্রীভাব। (অমর)

স্তেয় (ক্লী) স্তেনস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা স্তেন (স্তেনাদ্যন্নলোপশ্চ। পা ৫।১।১২৫) ইতি যৎ নলোপশ্চ। চৌর্য্য, চোরের ভাব বা কর্ম্ম, চুরি করা। শাস্ত্রে স্তেয় মহাপাতক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, অতএব যিনি চুরি করেন, তিনি শাস্ত্রানুসারে পতিত। মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে স্তেয়প্রকরণে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে।

"প্রত্যক্ষং বা পরোক্ষং বা রাত্রৌ বা যদি বা দিবা।
যৎপরদ্রব্যহরণং স্তেয়ং তৎ পরিকীর্ত্তিতং॥"(কূর্ম্মপু° উপ° ১৬অঃ)

প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে, রাত্রি বা দিবা কালে যে পরদ্রব্য হরণ করা হয়, তাহাকে স্তেয় কহে। অতএব কদাচ চুরি করিবে না। তৃণ, শাক, মৃত্তিকা, জল প্রভৃতি যে কোন পরদ্রব্য চুরি করিলে নরক হয়। বিষ বাস্তবিক পক্ষে বিষ নহে, ব্রহ্মস্ব ও দেবস্বই প্রকৃত বিষপদবাচ্য, যেমন বিষ ভক্ষণ করিলে জীবনান্ত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মস্ব ও দেবস্বাদি অপহরণ করিলে ইহকাল ও পরকাল নষ্ট হইয়া থাকে। অতএব ইহপরকালে সুখার্থী মানব কদাচ চুরি করিবে না।

"ন হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি নানৃতঞ্চ বদেৎ কচিৎ।
নাহিতং না প্রিয়ং বাক্যং ন স্তেনঃ স্যাৎ কদাচন॥
তৃণং বা যদি বা শাকং মৃদং বা জলমেব বা।
পরস্যাপহরন্ জন্তুর্নরকং প্রতিপদ্যতে॥

ন বিষং বিষমিত্যাহুর্ব্রহ্মস্বং বিষমুচ্যতে।
দেবস্বঞ্চাপি যত্নেন সদা পরিহরেত্ততঃ॥"(কূর্ম্মপু° উপবি° ১৬অ°)

চুরির মধ্যে বিশেষ বিধান এই যে, ধর্ম্মার্থ অর্থাৎ দেবতার জন্য পুষ্প, শাক, উদক, কাষ্ঠ, মূল, ফল, তৃণ, এবং অদত্তের আদান ইহা স্তেয় নামে অভিহিত নহে। অর্থাৎ এই সকল দেবতার জন্য গ্রহণ করিলে স্তেয় হইবে না। কিন্তু দেবার্থে না হইয়া যদি ইহা নিজের জন্য করা হয়, তাহা হইলে তাহাতে পাতক হইবে। দেব-পূজার জন্য পুষ্পহরণ, হোমের জন্য বলিকাষ্ঠ প্রভৃতির আহরণ ও দেবতার ভোগের জন্য ফলমূলাদি গ্রহণ করিলে দোষ হইবে না। তিল, মুদ্গ ও যবাদি খাদ্য বস্তু যদি পথিমধ্যে পড়িয়া থাকে, এবং ক্ষুধাতুর ব্যক্তি ঐ খাদ্য দ্রব্য হইতে মুষ্টিমাত্র গ্রহণ করে, তাহাতে সে চৌর্য্য-পাপে লিপ্ত হইবে না।

"পুষ্পে শাকোদকে কাষ্ঠে তথা মূলে ফলে তৃণে।
অদত্তাদানমস্তেয়ং মনুরাহ প্রজাপতিঃ॥
গৃহীতব্যানি পুষ্পাণি দেবার্চ্চনবিধৌ দ্বিজৈঃ।
নৈকস্মাদেব নিয়তমননুজ্ঞায় কেবলং॥
তৃণং কাষ্ঠং ফলং পুষ্পং প্রকাশং বৈ হরেদ্বুধঃ।
ধর্ম্মার্থং কেবলং গ্রাহ্যমন্যথা পতিতো ভবেৎ॥
তিলমুদ্গযবাদীনাং মুষ্টিগ্রাহ্যা পথি স্থিতৈঃ।
ক্ষুধার্ত্তৈর্নান্যথা বিপ্র বিধিবন্তিরিতি স্থিতিঃ॥"(কূর্ম্মপু°উ°৬১অ°)

স্তেন এবং স্তেয়ের বিষয় যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় এই রূপ লিখিত আছে—স্তেয় অর্থাৎ চৌর্য্যে যিনি লিপ্ত হইবেন, রাজা তাঁহার দণ্ডবিধান করিবেন। রাজপুরুষগণ কোন এক স্থানে চুরি হইলে যাহার বিশেষ কোন চৌর্য্য-চিহ্ন থাকিবে, পূর্ব্বে অন্ততঃ একবার যাহার চৌর্য্যাপরাধ প্রমাণ হইয়া গিয়াছে অথবা যাহার অবস্থিতি সাধারণের সম্পূর্ণ জ্ঞাত নহে, তাহাদিগকে চোর বলিয়া ধরিতে পারেন। সন্দেহ হইলে ইহা ভিন্ন আরও কতকগুলি ব্যক্তিকে ধরিতে পারা যায়। যাহারা জাতি, নাম ও বংশাদির অপলাপ করে, যাহারা দ্যূত, বরাঙ্গনা ও মদ্যপানাদি-ব্যসনে অত্যাসক্ত, রক্ষিগণ জিজ্ঞাসা করিলে যাহাদের মুখ শুষ্ক বা স্বর পরিবর্ত্তিত হয়, যাহারা বিনা কারণে পরধন ও পরগৃহের বিবরণ জিজ্ঞাসা করে, যাহারা প্রচ্ছন্ন ভাবে বিচরণ করে, যাহাদের আয় নাই ব্যয় আছে এবং যাহারা প্রায়শঃ ভগ্ন, ভিন্ন, ও স্ফুটিত দ্রব্য বিক্রয় করে, এই সকল ব্যক্তিকে স্তেন বলা যায়।

চৌর্য্যাশঙ্কায় ধৃতব্যক্তি যদি আত্ম-বিশুদ্ধি প্রমাণ না করিতে পারে, বিচারক তাহার নিকট হইতে দ্রব্যস্বামীকে অপহৃত দ্রব্য দেওয়াইবেন, এবং চৌর্য্যদণ্ড অর্থাৎ শূলারোহণাদি বিবিধ উপায়ে তাহার বধ সাধন করিবেন। ব্রাহ্মণ যদি চোর হয়, তাহা হইলে তাহাকে বধ না করিয়া তাহার ললাটদেশ চিহ্নিত করিয়া দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিবেন। গ্রাম বা নগরমধ্যে নরহত্যা বা চুরি হইলে সেই দোষ গ্রাম বা নগররক্ষকের, অতএব ঐ রক্ষী পুরুষ যদি চোর ধরিতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি অপহৃত ধন ধনীকে অর্পণ করিবেন। চোরের নির্গমন-চিহ্ন দেখাইতে না পারিলে উক্ত নিয়ম জানিতে হইবে।

গ্রামের সীমান্ত ভাগে চুরি হইলে যদি গ্রামবাসিগণ চোর ধরিয়া দিতে না পারে, তাহা হইলে তাহারা অপহৃত ধন দ্রব্যস্বামীকে দিতে বাধ্য। নির্গমন-চিহ্ন গ্রামান্তরে দৃষ্ট হইলে সেই গ্রামবাসী-দিগকে চোর ধরিয়া দিতে হয়। বহু গ্রামের মধ্য স্থলে একক্রোশ মাত্র দূরে চুরি হইলে পঞ্চগ্রামের লোক বা দশ গ্রামের লোক একত্র হইয়া উক্ত রূপ প্রতিবিধান করিবেন। তাঁহারা কোন উপায় করিতে না পারিলে রাজা নিজ কোশাগার হইতে ধনীকে অপহৃত ধন দিবেন। বন্দীগ্রাহী, অশ্বগজাপহারী এবং বলপূর্ব্বক হত্যাকারী এই সকল লোককে রাজা শূল দণ্ড দিবেন।

উৎক্ষেপক অর্থাৎ ছিঁচকে চোর, গ্রন্থিভেদক (গাঁইটকাটা), ইহাদিগের যথাক্রমে করচ্ছেদ এবং অঙ্গুষ্ঠ তর্জ্জনীচ্ছেদ করা কর্ত্তব্য। ঐরূপ শাস্তির পরও যদি ইহারা দ্বিতীয় বার চুরি করে, তাহা হইলে তাহাদের এক এক হস্ত ও এক পদ ছেদন করিবে। ক্ষুদ্র দ্রব্য, মধ্যম দ্রব্য ও মহাদ্রব্যহরণে অপহৃত দ্রব্যের মূল্যানুসারে দণ্ড কল্পনা করিয়া লইবে এবং এই কল্পনা করিবার পূর্ব্বে দেশ, কাল, বয়ঃ, শক্তি, জাতি প্রভৃতির বিষয়ও চিন্তা করিয়া দেখিবে। এই সকল বিশেষ বিবেচনা করিয়া তবে দণ্ড বিধান করা বিধেয়। যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া চোরকে, অথবা হত্যাকারীকে আহার, থাকিবার স্থান, শীতাপনোদনাদির জন্য অগ্নি, তৃষ্ণায় জল, অকার্য্যে মন্ত্রণা, তাহার উপকরণ ও সেই কার্য্যের ব্যয় প্রদান করে, তাহারও উত্তম সাহস দণ্ড হইবে। (যাজ্ঞবল্ক্যস° ২ অ°)

মনুতে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি কূপের নিকটস্থ রজ্জু বা জলপাত্র অপহরণ করে, বা পানাধার ভঙ্গ করে, তাহার এক মাষা সুবর্ণ দণ্ড হইবে, এবং তাহাকে সেই রজ্জু বা পাত্র ফিরাইয়া দিতে হইবে। দুই শত পলে এক দ্রোণ, বিংশতি দ্রোণে এক কুম্ভ, এইরূপ যে দশ কুম্ভেরও অধিক ধান্য চুরি করে, তাহার শারীরিক দণ্ড হইবে। ইহার কম ধান্য চুরি করিলে একাদশ গুণ দণ্ড এবং উক্ত পরিমাণ ধান্য ফিরাইয়া দিতে হয়। তুলা পরিমাণের যোগ্য সুবর্ণ, রজতাদি ও বহুমূল্য উত্তম বস্ত্রাদি চুরি করিলে শারীরিক দণ্ড এবং পঞ্চাশের অধিক শত পর্য্যন্ত ঐ সকল দ্রব্য হরণ করিলে হস্তচ্ছেদন দণ্ড হইবে। এক হইতে পঞ্চাশৎ পল পর্য্যন্ত অপহরণে দ্রব্যমূল্যের একাদশ গুণ দণ্ড হইবে। কুলীন পুরুষের বিশেষত মহাকুলপ্রসূত স্ত্রীলোকের

এবং হীরক প্রবাল প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ রত্ন অপহরণে বধদণ্ড হইবে। হস্তী অশ্ব প্রভৃতি মহাপশু হরণে, খড়্গ প্রভৃতি শস্ত্র এবং রোগের ঔষধহরণে কার্য্য ও কাল বিচার করিয়া রাজা উপযুক্ত দণ্ড দিবেন। ব্রাহ্মণের গো চুরি করিয়া বাহনার্থ তাহার নাসাচ্ছেদ করিলে বা যাগাদির পশু হরণ করিলে অপহর্ত্তার অর্দ্ধ পাদ-চ্ছেদ দণ্ড হইবে।

ঊর্ণাদিসূত্র, কার্পাস, যে যে দ্রব্যে সুরা প্রস্তুত হয়, গোময়, গুড়, দধি, দুগ্ধ, তক্র, পানীয় কিংবা তৃণ, বংশ, বংশখণ্ডনির্ম্মিত পাত্র, লবণ, মৃত্তিকা, ভস্ম, মৎস্য, পক্ষী, তৈল, ঘৃত, মাংস, মধু এবং যাহা কিছু পশুসম্ভব যথা চর্ম্ম, শৃঙ্গ, গজদন্ত প্রভৃতি এবং অন্যান্য অল্প মূল্যের দ্রব্য, নানাপ্রকার মন্ত, অন্ন ও বিবিধ পক্বান্ন, এই সকল দ্রব্য চুরি করিলে দ্রব্যের মূল্যের দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। পুষ্প, ক্ষেত্রস্থ ধান্য, গুল্মবৃক্ষ, আর যে সকল শস্যের আগ্‌ড়া নিঃসরণ হয়, ইহাদের অপহরণে পাঁচ কুচা রূপা দণ্ড হইবে। পরিপূত অর্থাৎ আগ্‌ড়াদি নিঃসরণে পরিষ্কৃত ধান্য এবং শাক, মূল ও ফলাদি অপহরণ করিলে অপহর্ত্তা যদি দ্রব্য-স্বামীর সম্পর্কীয় হয়, তাহা হইলে তাহার পঞ্চাশৎ পণ দণ্ড, সম্পর্কীয় না হইলে এক শত পণ দণ্ড হইবে।

চোর যে সকল অঙ্গ দ্বারা চুরি করে, পুনর্ব্বার আর চুরি না করিতে পারে এই জন্য রাজা তাহার সেই সেই অঙ্গচ্ছেদ করিয়া দিবেন। চৌর্য্যের গুণদোষজ্ঞ শূদ্র চুরি করিলে সাধারণের পক্ষে যে দণ্ড বিহিত আছে, তাহার ৮ গুণ অধিক দণ্ড হইবে, এতাদৃশ বৈশ্য চোর ১৬ গুণ, ঐরূপ ক্ষত্রিয় চোর ৩২ গুণ এবং গুণদোষজ্ঞ ব্রাহ্মণ চোরের বিহিত দণ্ডাপেক্ষা ৬৪ গুণ অধিক দণ্ড হইবে। তদপেক্ষা গুণবান্ ব্রাহ্মণ চোরের ১২৮ গুণ দণ্ড হইবে। পরকীয় অবদ্ধ পশুর বন্ধনকারী, পরকীয় বদ্ধ পশুর মোচনকারী, দাস, অশ্ব ও রথের অপহর্ত্তা চোরের ন্যায় দণ্ডনীয়।

পাথেয়রহিত দ্বিজাতি পথিক ক্ষুধাকাতর হইয়া ক্ষেত্র-স্বামীর অগোচরে ক্ষেত্র হইতে দুইটী ইক্ষুদণ্ড বা দুইটী মূলা গ্রহণ করিলে, তাহার তাহাতে চৌর্য্যজনিত পাতক বা রাজ-দণ্ড হইবে না। অপরিবৃত বৃহৎ বৃক্ষের ফল, মূল, হোমীয় অগ্নির কাষ্ঠ এবং গো-গ্রাসার্থ তৃণের আহরণকে স্তেয় বলা যায় না, ইহাতে চৌর্য্য জন্য পাতক হইবে না। রাজা উক্ত বিধানানুসারে স্তেয়ের জন্য স্তেনকে দণ্ডবিধান করিবেন। এইরূপে যে রাজা চোরের নিগ্রহ করেন, তিনি ইহলোকে যশঃ ও পরলোকে অনন্ত সুখ লাভ করিয়া থাকেন। (মনু ৮ অ°) মৎস্যপুরাণে স্তেনের প্রায়শ্চিত্ত এইরূপ লিখিত আছে—

"এতৈত্র্ তৈরপোহ্নং স্যাদেনো হিংসাসমুদ্ভবম্।
স্তেয়দোষাপহর্ত্তাণাং ব্রতানাং শ্রূয়তাং বিধিঃ॥
ধান্যান্যধনচৌর্য্যাণি কৃত্বা কামাৎ দ্বিজোত্তম।
স্বজাতীয়গৃহাদেব কৃচ্ছ্রার্দ্ধেন বিশুধ্যতি॥"(মৎস্যপু° ২০।১ অ°)

ব্রাহ্মণ যদি কামতঃ অর্থাৎ ইচ্ছাপূর্ব্বক ধান্য বা অন্য ধন চুরি করে, তাহা হইলে জাতীয় বিধানানুসারে অর্দ্ধ কৃচ্ছ্র ব্রত অনুষ্ঠান করিলে ঐ পাতক হইতে শুদ্ধি লাভ করিবেন। অন্য গৃহ হইতে ভক্ষ্য, ভোজ্য, শয্যা বা আসনাদি চুরি করিলে পঞ্চগব্য ভোজন করিয়া ত্রিরাত্র উপবাস করিলে উক্ত পাতক বিনষ্ট হয়। মণি, মুক্তা, প্রবাল, তাম্র, রজত, লৌহ, কাংস্য ও প্রস্তর এই সকল দ্রব্য অপহরণ করিলে দ্বাদশ দিন হবিষ্যান্নভুক্ হইয়া প্রায়শ্চিত্তা-নুষ্ঠান করিলে ঐ পাতক বিনষ্ট হয়। (মৎস্যপু° ২০১ অ°)

স্তেয়কৃত (ত্রি) স্তেয়ং চৌর্য্যং করোতীতি কৃ-ক্বিপ্-তুক্ চ। চৌর, স্তেয়কারী। (মনু ১১।৯৯)

স্তেয়িন্ (পুং) স্তেয়মস্যাস্তীতি ইনি। ১ চৌর। "সুবর্ণস্তেয়ী মাসং সাবিত্র্যষ্টসহস্রং আজ্যাহুতির্জুহুয়াৎ ত্রিরাত্রমুপবশেৎ তপ্তকৃচ্ছ্রেণ বা পূতো ভবতি" (প্রায়শ্চিত্তবি°) ব্রাহ্মণ সুবর্ণ চুরি করিলে এক মাস প্রতি দিন ৮ হাজার গায়ত্রী জপ, আজ্যাহুতি, ত্রিরাত্র উপবাস বা তপ্তকৃচ্ছ্র দ্বারা পবিত্র হইবেন। ২ স্বর্ণকার। (পুং) ৩ বন-মূষিক।

স্তেয়িফল (পুং) তেজঃফলবৃক্ষ, চলিত তেজবল। (রাজনি°)

স্তৈন (ক্লী) স্তেনস্য চৌরস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা স্তেন-অণ্। ১ চৌর্য্য।

স্তৈন্য (ক্লী) স্তেনস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা স্তেন-ষ্যঞ্। চৌর্য্য।
"সংস্পৃশেদীদৃশো ভাবঃ শুচিং স্তৈন্যমিবামৃতং॥"(ভারত ৩২৭২।৭)
(পুং) স্তেন এব স্বার্থে ষ্যঞ্। ২ চৌর। (শব্দরত্না°)

স্তৈমিত্য (ক্লী) স্তিমিতস্য ভাবঃ স্তিমিত-ষ্যঞ্। ১ জড়তা। ২ আর্দ্রত্ব। 'স্তৈমিত্যমঙ্গস্যার্দ্রপটাবগুণ্ঠিতত্বমিব' (বিজয়রক্ষিত)

স্তোক (পুং) স্তচ্যতে ইতি স্তুচ প্রসাদে ঘঞ্। ১ চাতক। (মেদিনী) ২ বিন্দু। ৩ কণা। (ত্রি) ৪ অল্প, ঈষৎ।
"এবং গৃহেষ্বভিরতো বিষয়ান্ বিবিধৈঃ সুখৈঃ।
সেবমানো নচাতুষ্যদাজ্যস্তোকৈরিবানলঃ॥" (ভাগ° ৯।৬।৪৮)

স্তোকক (পুং) স্তোক এব স্বার্থে কন্। চাতকপক্ষী। মনুতে লিখিত আছে যে, পানীয় জল অপহরণ করিলে চাতক হয়।
"বৃকো মৃগেভং ব্যাঘ্রোঽশ্বং ফলমূলন্তু মর্কটঃ।
স্ত্রীমৃক্ষস্তোককো বারি যানান্যুষ্ট্রঃ পশূনজঃ॥" (মনু ১২।৬৭)

স্তোকশস্ (অব্য°) স্তোকং স্তোকং ইতি শস্। অল্প অল্প। "স্তোকশো বৃষ্টিবিভক্তোপচরতি" (ঐতরেয়ব্রা° ২।১১)

স্তোতৃ (ত্রি) স্তৌতীতি স্তু-তৃণ্। স্তবকর্ত্তা, যিনি স্তব করেন, ইহার বৈদিকপর্য্যায়—রেভঃ, জরিতা, কারু, নদ, স্তামু, কীরি, গো, সূরি, নাদ, ছন্দ, স্তুপ, রুদ্র, কৃপণ্যু। (বৈদকনি° ৩।১৬) ২ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।২।১৮২)

স্তোতব্য (ত্রি) স্তু-তব্য। স্তবের উপযুক্ত, স্তবার্হ।

স্তোত্র (ক্লী) স্তূয়তেঽনেনেতি স্তু (দাম্নীশসযুযুজেতি। পা ৩।২।১৮২) ইতি ষ্ট্রন্। স্তব, স্তুতি। দ্রব্যস্তোত্র, কর্ম্মস্তোত্র, বিধি-স্তোত্র ও অভিজনস্তোত্রভেদে স্তোত্র চারি প্রকার।

"অত্র বো বর্ণয়িষ্যামি বিধিং মন্বন্তরস্য তু।
ঋচো যজূংসি সামানি তথাবৎ প্রতিদৈবতং।
বিধিহোত্রং তথা স্তোত্রং পূর্ব্ববৎ সম্প্রবর্ত্ততে॥
দ্রব্যস্তোত্রং কর্ম্মস্তোত্রং বিধিস্তোত্রং তথৈব চ।
তথৈবাভিজনস্তোত্রং স্তোত্রমেতচ্চতুষ্টয়ং॥
মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু যথা ভেদাস্তবন্তি যে।
প্রবর্ত্তয়ন্তি তেষাং বৈ ব্রহ্মস্তোত্রং পুনঃ পুনঃ॥"(মৎস্যপু° ১২১অ°)

স্তোত্রবৎ (ত্রি) স্তোত্র অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। স্তোত্রবিশিষ্ট, স্তোত্রযুক্ত।

স্তোত্রিয় (ত্রি) স্তোত্রসম্বন্ধীয়।

স্তোভ (পুং) স্তুভ-ঘঞ্। সামের অবয়ববিশেষ। ইহা গীতা-লাপের পূরণাক্ষর রূপ। এই স্তোভ ত্রয়োদশ প্রকার। যথা "১ বাবলোকো হাউকারঃ, ২ বায়ুর্হা ইকারঃ, ৩ চন্দ্রমা অথকারঃ, ৪ আত্মেহকারঃ, ৫ অগ্নিরীকারঃ, ৬ আদিত্য উকারঃ, ৭ নিহব একারঃ, ৮ বিশ্বদেবা ঔহোইকারঃ, ৯ প্রজাপতির্হিংকারঃ, ১০ প্রাণঃ স্বরঃ, ১১ অন্নং যা ১২ বাগ্‌বিরাঙ্‌নিরুক্তঃ, ১৩ ত্রয়োদশঃ স্তোভঃ সঞ্চরো হুংকারঃ।" (ছান্দোগ্য উপ° ১ প্রপা°)

এই সকল স্তোভ সামবিশেষে যোজনা করা হয়। রথন্তর সামে প্রথম স্তোভ, বামদেব সামে দ্বিতীয় স্তোভ এই প্রকারে স্তোভ যোজনা করিতে হয়। [সামবেদ শব্দ দেখ।]

২ হেলন, স্তম্ভন। (হেম)

"সাঙ্কেত্যং পরিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ॥" (ভাগবত ৬।১।১৪)

'স্তোভং গীতালাপপূরণার্থে কৃতং হেলনং কিং বিষ্ণুনেতি সাবজ্ঞমপি চ বৈকুণ্ঠনামোচ্চারণং' (স্বামী)

স্তোভন (ত্রি) স্তোভবিশিষ্ট।

স্তোভবৎ (ত্রি) স্তোভ অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। স্তোভবিশিষ্ট, স্তোভযুক্ত।

স্তোম, শ্লাঘা, অদন্ত চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ স্তোময়তি, লোট্ স্তোময়তু। লুট্ স্তোময়িতা। লিট্ স্তোময়াঞ্চকার। লিটে কৃ, অস্ ও ভূ এই তিন ধাতুর অনুপ্রয়োগ হইবে। লুঙ্ অতুস্তোমৎ।

স্তোম (ক্লী) স্তূয়তে ইতি স্তু (অর্ত্তিস্তুসুহুস্রিতি। উণ্ ১।১৩৯) ইতি মন্। ১ মস্তক। ২ ধন। ৩ শস্য। ৪ লৌহাগ্রদণ্ড। (ত্রি) ৫ বক্র। (পুং) ৬ সমূহ। (অমর)

"ঋষীণামুগ্রতপসাং যমুনাতীরবাসিনাং।
লবণত্রাসিতঃ স্তোমস্ত্রাতারং ত্বামুপস্থিতঃ॥" (উত্তরচ° ১ অ°)

৭ যজ্ঞ। ৮ স্তোম।

স্তোমতষ্ট (ত্রি) স্তোমকারী কর্ত্তৃক কৃত, যজ্ঞকারী কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত। "পতিং স্তোমতষ্টা জিগাতি" (ঋক্ ৩।৩৯।১) 'স্তোমতষ্টা স্তোমকারিভিঃ কৃতাঃ' (সায়ণ)

স্তোমভাগিক (ত্রি) ১ স্তোমভাগার্হ, যিনি যজ্ঞ ভাগ পাইবার উপযুক্ত। ২ স্তোমভাগসম্বন্ধীয়।

স্তোমময় (ত্রি) স্তোম স্বরূপে ময়ট্। স্তোমস্বরূপ।
(শত°ব্রা° ১০।৪।২।২৬)

স্তোমবর্দ্ধন (ত্রি) স্তোম অর্থাৎ ত্রিবৃৎ ও পঞ্চ দশাদি দ্বারা বর্দ্ধ-নীয়। "ত্বং হি স্তোমবর্দ্ধন ইন্দ্রাস্যুক্‌থবর্দ্ধনঃ।" (ঋক্ ৮।১৪।১১) 'স্তোমবর্দ্ধনঃ স্তোমেন ত্রিবৃৎপঞ্চদশাদিনা বর্দ্ধনীয়ঃ' (সায়ণ)

স্তোমবাহস্ (ত্রি) স্তোমং বহন্তি (বহি হাধাঞ্‌ভ্যশ্ছন্দসি। উণ্ ৪।২২০) ইতি অসুন্। ত্রিবৃৎপঞ্চদশাদি স্তোমবহনকারী। "প্রগায়ত সথায়ঃ স্তোমবাহসঃ" (ঋক্ ১।৫।১) 'স্তোমবাহসঃ ত্রিবৃৎপঞ্চদশাদিস্তোমান্ অস্মিন্ কর্ম্মণি বহন্তি প্রাপয়ন্তি' (সায়ণ)

স্তোমায়ন (ক্লী) স্তোমযজ্ঞ।

স্তোমীয় (ত্রি) স্তোমযুক্ত।

স্তোম্য (ত্রি) স্তোম-যৎ। স্তুতিযোগ্য, স্তবার্হ। "সবিতা স্তোম্যো নু নঃ" (ঋক্ ১।০২।৮) 'স্তোম্যঃ স্তুতিযোগ্যঃ' (সায়ণ)

স্তৌপিক (ক্লী) বুদ্ধদ্রব্যবিশেষ। হিন্দী ডথা। (ত্রিকা°)

স্তৌভ (ত্রি) স্তোভ-অণ্। স্তোভসম্বন্ধীয়। "স্তৌভীং বাচং বিসৃজেৎ"

স্তৌভিক (ত্রি) স্তোভসম্বন্ধীয়। (লাট্যা° ৭।৫।৭)

স্তৌল (ত্রি) স্থূল। "সসহবান্ স্তৌলাভির্ধৌতরীভিঃ" (ঋক্ ৬।৪৪।৭) 'স্তৌলাভিঃ স্থূলাভিঃ' (সায়ণ)

স্ত্যান (ক্লী) স্ত্যৈ-ক্ত। ১ স্নিগ্ধ। ২ প্রতিধ্বনি। ৩ ঘনত্ব।

"দধতি কুহরভাজামত্র ভল্লূকযূনা
মনুরসতি গুরূণি স্ত্যানমম্বূকৃতানি।" (উত্তরচ° ২ অঙ্ক)

৪ আলস্য। (ত্রি) ৫ সংহতিকর্ত্তা। ৬ ধ্বনিকর্ত্তা।

স্তৈন (পুং) স্ত্যায়তীতি স্ত্যৈ (শ্যাস্ত্যাহৃঞ্‌বিভ্য ইনচ্। উণ্ ২।৪৬) ইতি ইনচ্। ১ চৌর। ২ অমৃত। (উজ্জ্বল)

স্ত্যৈ, ১ সংহত, সমূহ। ২ ধ্বনি। ভ্বাদি° পরস্মৈ° অক° অনিট্। লট্ স্ত্যায়তি। লঙ্ অস্ত্যাসীৎ।

স্তৈন্য (পুং) স্তেন এব অণ্। স্তেনশব্দার্থ। (অমর)

স্ত্রিয়ম্মন্য (ত্রি) আত্মানং স্ত্রিয়ং মন্যতে স্ত্রিয়-মন-খশ্, (পা ৬।৩।৬৮) ইতি অমাগমঃ। স্ত্রীম্মন্য, আপনাকে যিনি স্ত্রী বলিয়া বিবেচনা করেন। স্ত্রিয়ংমন্য স্ত্রীম্মন্য এই দুই প্রকার পদই হয়।

স্ত্রী (স্ত্রী) স্ত্যায়তি গর্ভো যস্যামিতি স্ত্যৈ (স্ত্যায়তে ড্রট্। উণ্

৪।১৬৫) ইতি ড্রট্, ডিত্বাৎ টিলোপঃ টিত্বাং ঙীপ্। স্তনযোন্যাদি-মতী। পর্য্যায়—যোষিৎ, অবলা, যোষা, নারী, সীমন্তিনী, বধূ, প্রতীপদর্শিনী, বামা, বনিতা, মহিলা, প্রিয়া, রামা, জনি, জনী, যোষিতা, জোষিৎ, জোষা, জোষিতা, বনিকা, মহেলিকা মহেলা, শর্ব্বরী, সিন্দূরতিলকা, সুভ্রূ, সুনয়না, বামদৃক্, অঙ্গনা, ললনা, কান্তা, পুরন্ধ্রী, বরবর্ণিনী, সুতনু, তন্বী, তনু, কামিনী, তরঙ্গী, রমণী, কুরঙ্গনয়না, ভীরুভাবিনী, বিলাসিনী, নিতম্বিনী, মত্তহাসিনী, সুনেত্রা, প্রমদা, সুন্দরী, অচ্ছিতভ্রূ, ললিতা, বাসিতা, ভামিনী, বরারোহা, নতাঙ্গী, ত্রিলতা, বরা, শ্যামা, চারুবর্দ্ধনা। (রাজনি°)

সংস্কার-কার্য্য ব্যতীত দেহশুদ্ধি হয় না। মন্বাদিশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, স্ত্রীদিগের দেহশুদ্ধির জন্য উপনয়ন ব্যতীত অপর সমুদয় সংস্কারই যথাকালে এবং যথাক্রমে বিধেয়। যেমন পুত্রের ৬ বা ৮ মাসে অন্নপ্রাশন সংস্কার, তদ্রূপ কন্যাদিগেরও ৫ বা ৭ মাসে অন্নপ্রাশন-সংস্কার করিবে। এইরূপে পুরুষ সম্বন্ধে সংস্কারকার্য্যের যে সকল কাল কথিত হইয়াছে, সেই সকল কালে স্ত্রীদিগেরও সংস্কারকার্য্য করিবে। কিন্তু স্ত্রীদিগের সংস্কারকার্য্য অমন্ত্রক করিতে হইবে। বিবাহসংস্কারই স্ত্রীদিগের বৈদিক উপনয়নসংস্কার। স্বামিসেবাই গুরুকুলে বাস এবং গৃহকর্ম্মই সায়ংপ্রাতর্হোম বলিয়া জানিতে হইবে।

"অমন্ত্রিকা তু কার্য্যেয়ং স্ত্রীণামাবৃদশেষতঃ।
সংস্কারার্থং শরীরস্য যথাকালং যথাক্রমং॥
বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ।
পতিসেবা গুরৌ বাসো গৃহার্থোঽগ্নিপরিক্রিয়া॥" (মনু ২।৬৬-৬৭)

স্ত্রীগণ স্বামীর অনুমতি ব্যতীত কোন ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানাদি করিতে পারিবে না, কারণ শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, স্ত্রীগণ পৃথক্ যজ্ঞ, ব্রত, উপবাসাদি কিছুরই অনুষ্ঠান করিবে না, কেবল এক মাত্র পতিশুশ্রূষা করিবে, এই পতিসেবা দ্বারাই তাহার স্বর্গ লাভ হইবে। স্বামী যে সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে, স্ত্রী তাহার সহায়তা করিবে এই মাত্র, স্বামীর যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা যে পুণ্য লাভ হইবে, স্ত্রী তাহার অংশভাগিনী হইবেন। সাবিত্রীব্রত প্রভৃতি স্থলে বিশেষ বিধান আছে যে, স্ত্রীগণ সাবিত্রী ব্রতানুষ্ঠান করিবে, কিন্তু ঐ বিশেষ বিধান থাকিলেও তাহারা স্বামীর অনুজ্ঞা লইয়া ঐ ব্রত করিতে পারিবে, নচেৎ পারিবে না।

"সভর্তৃকায়াস্ত ব্রতোপবাসাদিঃ পৃথক্‌নিষিদ্ধো মনুনা যথা—
নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষণং।
পতিং শুশ্রূষতে যত্তু তেন স্বর্গে মহীয়তে॥

বিষ্ণুনাপি সমানব্রতচারিত্বমিত্যুক্তং। সমানব্রতচারিত্বং ভর্তৃব্রতাচরণে তদানুকূল্যকারিত্বং। যত্র তু সাবিত্রীব্রতাদৌ বিশেষবিধিস্তত্র ভত্রনুজ্ঞয়া পৃথগপি। কামং ভর্তুরনুজ্ঞয়া ব্রতোপবাসনিয়মেজ্যাদীনামভ্যাসঃ স্ত্রীধর্ম্মঃ।

"পত্যৌ জীবতি যা নারী উপোষ্য ব্রতমাচরেৎ।
আয়ুঃ সংহরতে পত্যুঃ সা নারী নরকং ব্রজেৎ॥
ইতি নিষিদ্ধং তদননুজ্ঞাতবিষয়ং।" (একাদশীতত্ত্ব)

স্ত্রীগণ স্বামীর অনুমতি না লইয়া যদি কোন পৃথক্ ব্রত উপবাসাদি করে, তাহা হইলে স্বামীর আয়ু বিনষ্ট হয়, সুতরাং তাহারা ঐ সকল কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে না।

"উক্তো বঃ সর্ব্ববর্ণানাং স্ত্রীণাং ধর্ম্মান্ নিবোধত।
বালয়া বা যুবত্যা বা বৃদ্ধয়া বাপি যোষিতা॥
ন স্বাতন্ত্র্যেণ কর্ত্তব্যং কিঞ্চিৎ কার্য্যং গৃহেষ্বপি॥
বাল্যে পিতুর্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে।
পুত্রাণাং ভর্ত্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাং॥" (মনু ৫ অ°)

স্ত্রীগণ বালিকা, যুবতী বা বৃদ্ধা হউন, তাহাদের কিছু মাত্র স্বাধীনতা অবলম্বন করা উচিত নহে। স্ত্রীলোক বাল্যাবস্থায় পিতার বশে, যৌবনে স্বামীর বশে, এবং স্বামীর মৃত্যুর পর পুত্রের বশীভূত হইয়া থাকিবে। কদাচ স্বাধীন ভাবে অবস্থান করিবে না। তাহারা পিতা, ভর্ত্তা বা পুত্রের সহিত কখনও বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকিতে চেষ্টা করিবে না। পিত্রাদি হইতে পৃথক্ ভাবে অবস্থান করিলে উভয় কুলই কলঙ্কিত হইয়া থাকে। স্ত্রীগণ সর্ব্বদাই প্রহৃষ্ট হইয়া কালযাপন করিবে, গৃহকর্ম্মে দক্ষ হইবে, গৃহসামগ্রীসকল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে, এবং ব্যয়বিষয়ে সদা অমুক্তহস্ত হইবে।

পিতা যাহাকে দান করিয়াছেন বা পিতার অনুমতিতে ভ্রাতা যাহাকে দান করিয়াছেন, সেই স্বামীর জীবিত কাল পর্য্যন্ত শুশ্রূষা করা ও স্বামীর মৃত্যুর পর তাহাকে উল্লঙ্ঘন না করা অর্থাৎ ব্যভিচারাদি না করা স্ত্রীলোকের অবশ্য কর্ত্তব্য! স্ত্রীদিগের বিবাহকালে যে পুণ্যাহবাচনাদি স্বস্ত্যয়ন ও প্রজাপতি দেবতার উদ্দেশে হোম করা হয়, সে কেবল উভয়ের মঙ্গলার্থ মাত্র।

বিবাহকর্ত্তা পতি ঋতুকালে বা অন্যকালে স্ত্রীলোকের পক্ষে নিত্যই সুখদাতা হন এবং কেবল ইহকালে নহে, স্বামী পরকালেও স্ত্রীলোকের সুখ দাতা হইয়া থাকেন। শীলরহিত, পরদাররত, বিদ্যাদিগুণবর্জ্জিত হইলেও পতিকে উপেক্ষা না করিয়া সাধ্বী স্ত্রী সর্ব্বদা দেবতার ন্যায় পতির সেবা করিবে। স্ত্রীর স্বামিসেবা ভিন্ন পৃথক্ যজ্ঞ নাই, স্বামীর অনুমতি বিনা ব্রত এবং উপবাস নাই, কেবল পতিসেবা দ্বারাই স্ত্রীগণ স্বর্গে গমন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। স্বামী জীবিত থাকুন বা মৃত হউন, সাধ্বী স্ত্রী পতিলোককামী হইয়া কখনও তাঁহার অপ্রিয়াচরণ করিবে না। পতি মৃত হইলে স্ত্রী বরং শুদ্ধ,

পুষ্প, মূল ও ফলের দ্বারা জীবন যাপন করিবে, কিন্তু কদাপি পতি বিনা পরপুরুষের নামোচ্চারণও করিবে না। যতদিন না আপনার মরণ হয়, ততদিন স্ত্রী ক্লেশসহিষ্ণু ও নিয়মাচারী হইয়া মধু, মাংস মৈথুনাদি বর্জ্জন রূপ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিবে। অনেক সহস্র কৌমার ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণগণ সন্তান উৎপাদন না করিয়াও স্বীয় ব্রহ্মচর্য্যবলে অক্ষয় স্বর্গলোক লাভ করিয়াছেন, ঐ সকল ব্রহ্মচারীর ন্যায় স্ত্রীগণ অপুত্রা হইলেও মৃত্যুর পর একমাত্র ব্রহ্মচর্য্যবলে স্বর্গে গমন করেন। যে স্ত্রী সন্তান কামনায় স্বামীকে অতিবর্ত্তন করিয়া ব্যভিচারিণী হয়, সেই স্ত্রী ইহলোকে নিন্দিত এবং পরলোকে পতিলোক হইতে চ্যুতা হয়। স্বামী ভিন্ন অপর পুরুষ কর্ত্তৃক উৎপাদিত পুত্র দ্বারা স্ত্রীলোকের কোন ধর্ম্ম-কার্য্য সাধিত হইতে পারে না এবং সহধর্ম্মিণী ব্যতীত অপর স্ত্রীতে জাত পুত্র দ্বারা পুরুষেরও কোন ধর্ম্ম কর্ম্ম হয় না। এমন কি এইরূপে উৎপন্ন পুত্র পুত্রপদবাচ্যই নহে।

নিজের পতি অপকৃষ্ট অর্থাৎ ধন, মান, কুল শীলাদিতে হীন বলিয়া যে স্ত্রীলোক তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া অপর কোন উৎকৃষ্ট পুরুষের আশ্রিতা হয়, সে ইহলোকে নিন্দনীয়া হয়, লোকে তাহাকে পরপূর্ব্বা বলিয়া ঘৃণা করে এবং পরকালে সেই স্ত্রী শৃগালযোনিতে জন্ম গ্রহণ এবং নানা প্রকার পাপরোগে আক্রান্তা হইয়া অতিশয় পীড়া ভোগ করে। যে স্ত্রী কায়মনোবাক্যে সংযত থাকিয়া স্বামীকে অতিক্রম না করে, সে পতিলোক প্রাপ্ত হয় এবং সাধুগণ তাহাকে সাধ্বী বলিয়া প্রশংসা করেন। যে এইরূপে মনোবাক্‌দেহ সংযতা হইয়া স্ত্রীধর্ম্মে জীবন যাপন করে সে ইহলোকে পরমা কীর্ত্তি লাভ ও পরকালে পতিলোকে গমন করে। এইরূপ সদ্বৃত্তিশালিনী সবর্ণা স্ত্রী যদি স্বামীর মরণের পূর্ব্বে মৃতা হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মজ্ঞ দ্বিজাতি স্বামী অগ্নিহোত্রীয়াদি দ্বারা তাহার দাহাদি ক্রিয়া করিবেন।

স্ত্রীদিগকে বহুমানপূর্ব্বক ভোজনাদি প্রদান ও ভূষণাদি দ্বারা সদাই ভূষিত করা বহু কল্যাণকামী পিতা, ভ্রাতা, পতি এবং দেবরগণের কর্ত্তব্য। যে কুলে স্ত্রীগণের সম্যক্ সমাদর আছে, দেবগণ সেই কুলের প্রতি সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকেন। আর যে পরিবারে স্ত্রীলোকের পূজা নাই, সেই পরিবারের যাগাদিক্রিয়াসমুদায় বৃথা হইয়া যায়। যে পরিবারের মধ্যে স্ত্রীগণ সদাই দুঃখিত ভাবে অবস্থান করে, সেই কুল আশু বিনষ্ট হয়। যথায় স্ত্রীদিগের কোন দুঃখ নাই, সেই পরিবারের সর্ব্বদা শ্রীবৃদ্ধি হয়। স্ত্রীগণ অসৎকৃত থাকিয়া যে গৃহে অভিসম্পাত করে, সেই কুল অভিচারহতের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অতএব যাঁহারা শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন, তাঁহারা বিবিধ সৎকার্য্য এবং উৎসবকালে অশন, বসন ও ভূষণাদি দ্বারা স্ত্রীলোকের সন্তোষ সাধন করিবেন।

যে পরিবারমধ্যে স্ত্রী ও স্বামী উভয়ে নিত্য সন্তুষ্ট থাকেন, নিশ্চয়ই সেই কুলে কল্যাণ নিশ্চল ভাবে অবস্থিতি করে। বস্ত্রাভরণাদি দ্বারা কান্তিমতী না হইলে স্ত্রী স্বামীর প্রমোদ জন্মাইতে পারে না, আবার স্বামীর প্রীতি জন্মাইতে না পারিলেও সন্তানোৎপাদন হয় না। স্ত্রী যদি ভূষণাদি দ্বারা মনোহর ভাবে সজ্জিত থাকে, তবে সমুদয় গৃহই শোভা পাইতে থাকে। আর স্ত্রী যদি রুচিকর না হয়, তাহা হইলে সমুদয় গৃহই শোভাহীন হয়।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বা স্তত্রাফলাক্রিয়াঃ॥
শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎ কুলং।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা॥
জাময়ো যানি গেহানি শপন্ত্যপ্রতিপূজিতাঃ।
তানি কৃত্যাহতানীব বিনশ্যন্তি সমন্ততঃ॥" (মনু ৩৫৬-৮)

স্ত্রীগণ পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিবে এবং স্বামীর মৃত্যুর পর যদি তাহার সন্তান না থাকে, তাহা হইলে সে পতির উদ্দেশে প্রতিদিন তর্পণ এবং বৎসরান্তে মৃত তিথিতে একোদ্দিষ্টের বিধানানুসারে শ্রাদ্ধকর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। সধবা বা পুত্রবতী বিধবা স্ত্রীর শ্রাদ্ধ তর্পণাদিতে অধিকার নাই। তবে তিনি স্বামীর স্বর্গাদি কামনায় দানাদির অনুষ্ঠান করিতে পারেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে যে, স্ত্রীদিগকে অসূর্য্যম্পশ্যা ভাবে রাখিতে হইবে। কারণ স্ত্রীগণ যদি পরপুরুষ অবলোকন করিয়া তাহাকে কামনা করে, তাহা হইলে সেই নারী দুষ্টা হয়, এবং তাহাকে পরিত্যাগ করাই বিধেয়। যাহাতে স্ত্রীগণ পরপুরুষ অবলোকন করিতে না পারে, তাহাদিগকে এইরূপ ভাবে রাখিয়া দেওয়াই উচিত। যে স্ত্রী অসূর্য্যম্পশ্যা হইয়া অবস্থিতি করে, তাহারা পতিব্রতা, সুতরাং বিশুদ্ধা। এই বিশুদ্ধা নারীগণই বৈকুণ্ঠগমনে অধিকারিণী হয়।

"পরপুষ্টা চ যা নারী যা স্পৃহাং কুরুতে পরং।
সাপি দুষ্টা পরিত্যাজ্যা চেত্যাহ কমলোদ্ভবঃ॥
তস্মান্নারী পরৈর্যত্নাদদৃষ্টা কৃতিভিঃ কৃতা।
অসূর্য্যম্পশ্যা যা রামাঃ শুদ্ধান্তাশ্চ পতিব্রতাঃ॥
স্বামিসাধ্যা চ যা নারী কুলধর্ম্মভিয়া স্থিতা।
কান্তেন সার্দ্ধং সা কান্তা বৈকুণ্ঠং যাতি নিশ্চিতং॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ১৮ অ°)

আরও লিখিত আছে যে, এই স্ত্রী তিন প্রকার উত্তমা,

মধ্যমা ও অধমা। ইহার মধ্যে যে সকল স্ত্রী প্রাণান্ত হইলেও পরপুরুষসঙ্গ করে না এবং পতির ন্যায় দেবতা, দ্বিজ ও অতিথিকে পূজা করিয়া থাকে, ব্রত-উপবাসাদি নিয়ম সকল প্রতিপালন করে, তাহাকে উত্তমা স্ত্রী কহে। আর যে সকল স্ত্রী গুরুলোক কর্ত্তৃক রক্ষিতা বলিয়া ভয় হেতু পরপুরুষ-সংসর্গ করে না, অল্পবিস্তর কিঞ্চিৎ স্বামিসেবা করে, মনোরথ পূরণের স্থান, ক্ষণ এবং প্রার্থয়িতা পুরুষ প্রাপ্ত না হওয়ায় পরপুরুষসঙ্গ করিতে পারে না, তাহাদিগকে মধ্যমা স্ত্রী কহে। অধমা স্ত্রী অতিশয় নিকৃষ্টা এবং অসদ্বংশজাতা, অধর্ম্মশীলা, দুর্ম্মুখা, কলহপ্রিয়া, প্রতিদিনই পতির সহিত কলহ করিয়া তাহাকে ভৎর্সনা করে, সর্ব্বদা পরপুরুষসঙ্গ করিয়া থাকে। পতিকে সর্ব্বদা কষ্ট দেয় এবং বিষতুল্য দেখিয়া থাকে, জারের জন্য ইহারা পতিকে হনন করিতেও কুণ্ঠিতা হয় না, স্বামীকে ভাল রূপে খাইতে দেয় না, এবং সর্ব্বদা বিষোক্তি প্রয়োগ করে, উপ-পতিকে ধর্ম্মিষ্ঠ, বরিষ্ঠ, এবং কামদেবের সমান বিবেচনা করিয়া থাকে। সুবেশ রতিশূকর পুরুষ দেখিলে অধমা কামুকী স্ত্রীদিগের যোনি ক্লিন্ন হইতে থাকে, তাহারা এই পুরুষের জন্য নানারূপ অধর্ম্ম করিয়া থাকে। এই সকল স্ত্রী সর্ব্বদা গুরুজন কর্ত্তৃক ভৎর্সিতা ও লোক কর্ত্তৃক রক্ষিতা হইলেও তাহারা পরপুরুষসঙ্গ করিয়া থাকে, কেহই তাহা হইতে ইহাদিগকে বিরতা করিতে পারে না। গাভী যেরূপ উদ্যানে নব নব তৃণ ভক্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ ইহারাও প্রতিদিন নূতন নূতন পুরুষাভিলাষিণী হয়। ব্রত, তপস্যা, ধর্ম্ম প্রভৃতি কোন কার্য্যেই ইহাদের প্রবৃত্তি থাকে না, ইহার কেবল পরপুরুষসঙ্গই ভাল বাসে। উপপতির জন্য না করিতে পারে এমন কর্ম্মই ইহাদের নাই।

"উত্তমা পতিভক্তা সা কিঞ্চিদ্ধর্ম্মসমন্বিতা।
প্রাণান্তেঽপি ন কুরুতে তং জারমযশস্করং॥
পূজয়েৎ সা যথা কান্তং তথা দেবদ্বিজাতিথিং।
ব্রতানি চোপবাসাংশ্চ কুরুতে সর্ব্বপূজনং॥
গুরুণা রক্ষিতা যত্নাৎ জারঞ্চ ন ভজেৎ ভয়াৎ।
সা কৃত্রিমা মধ্যমা চ যথা কিঞ্চিৎ পতিং ব্রজেৎ॥
স্থানং নাস্তি ক্ষণং নাস্তি নাস্তি প্রার্থয়িতা জনঃ।
তেন হি নন্দ তাসাঞ্চ সতীত্বমুপজায়তে॥
অধর্ম্মা পরমা দুষ্টাত্যন্তা সদ্বংশজা তথা।
অধর্ম্মশীলা দুঃশীলা দুর্ম্মুখা কলহপ্রিয়া॥
পতিং ভৎর্সয়তে নিত্যং জারঞ্চ সেবয়েৎ সদা।
দুঃখং দদাতি কান্তায় বিষতুল্যঞ্চ পশ্যতি।
জারদ্বারমুপায়েন হন্তি কান্তং মনোহরং।
দদাতি ভক্তে নাহারং বিষোক্তিং ব্যক্তি সন্ততং।
ধর্ম্মিষ্ঠঞ্চ বরিষ্ঠঞ্চ গরিষ্ঠঞ্চ মহীতলে॥
কামদেবসমঞ্চাপি জারং পশ্যতি কামতঃ।
শুভদৃষ্ট্যা কটাক্ষেণ শশ্বৎ পাপীয়সী মুদা॥
সুবেশং পুরুষং দৃষ্ট্বা যুবানং রতিশূকরং।
যোনিঃ ক্লিন্দতি নারীণাং কামুকীনাং নিরন্তরং॥
গুরুভির্ভৎর্সিতা সা চ রক্ষিতা চ শতেন চ।
তথাপি জারং কুরুতে নাপি সাধ্যা নৃপৈরপি॥
নাপি তস্যাঃ প্রিয়ং কিঞ্চিৎ সর্ব্বং কার্য্যবশেন চ।
গাবস্তৃণমিবারণ্যে প্রার্থয়ন্তী নবং নবং॥
ব্রতে তপসি ধর্ম্মে চ ন মনো গৃহকর্ম্মণি।
ন গুরৌ ন চ দেবেষু জারে স্নিগ্ধঞ্চ চঞ্চলং।
স্ত্রীজাতি ত্রিবিধানঞ্চ কথা চ কথিতা ময়া॥" ইত্যাদি।

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ৮৪ অ°)

শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, এই অধমা স্ত্রী অতিশয় নিন্দিতা, ইহাকে দেখিলেও পাপ হয়, সুতরাং এইরূপ দুষ্টা স্ত্রীর সহিত আলাপ পর্য্যন্ত করিবে না। ইহাদের চরিত্র ভীষণ রূপে বর্ণিত হইয়াছে। জগতে এমন কোন অসাধ্য কর্ম্ম নাই, যাহা ইহারা না করিতে পারে এবং ইহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট। স্ত্রীতে লক্ষ্মীর বাস। যে সকল স্ত্রী উত্তমা তাহাতেই লক্ষ্মী বাস করিয়া থাকেন। মহাভারতে লিখিত আছে যে, স্বধর্ম্মনিষ্ঠা, ধর্ম্মজ্ঞা, বৃদ্ধসেবানিরতা, দান্তা, ক্ষমাশীলা, সত্যস্বভাবা, সরলা, ও দেবদ্বিজ-পূজনশীলা স্ত্রীগণে লক্ষ্মী বাস করিয়া থাকেন। যাহার গৃহসামগ্রীসকল নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, যে স্ত্রী বিবেচনা না করিয়া কর্ম্ম করে, সতত পতির প্রতিকূলবাদিনী ও পরগৃহে বাস করিতে অনুরক্তা, লজ্জাহীনা, এই প্রকার নিন্দিতা স্ত্রী হইতে লক্ষ্মী দূরে থাকেন, পতিব্রতা কল্যাণশীলা, বিভূষিতা, সত্যবাদিনী, প্রিয়দর্শনা, সৌভাগ্যযুক্তা ও গুণান্বিতা স্ত্রীর নিকটে লক্ষ্মী সতত বাস করেন এবং নির্দ্দয়া, অপবিত্রা, ও সতত শয়ানা স্ত্রীগণকে লক্ষ্মী পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। (ভারত অনুশাসনপ° ১১অ°)

ভর্ত্তার সমান ব্রতাচরণ, শ্বশ্রূ, শ্বশুর, গুরু, দেবতা ও অতিথির পূজা, পূজোপকরণদ্রব্য সামগ্রীকে উত্তমরূপে মাজিয়া ঘসিয়া গুছাইয়া রাখা, অমিতহস্ততা অর্থাৎ অল্পব্যয় করা, অর্থ পাত্র সুগোপন করিয়া রাখা, বশীকরণাদি কর্ম্মে অপ্রবৃত্তি, মঙ্গলা-চারতৎপরতা, ভর্ত্তা প্রবাসে থাকিলে বেশবিন্যাস, পরগৃহে গমন প্রভৃতি না করা, দ্বারদেশে বা গবাক্ষে অবস্থান না করা, সকল কর্ম্মে অস্বাধীনা, স্বামীর মৃত্যু হইলে ব্রহ্মচর্য্য বা তাঁহার সহগমন করাই স্ত্রীদিগের ধর্ম্ম। যে স্ত্রী পতি বর্ত্তমানে উপবাস করিয়া ব্রতাদি আচরণ করে, সে পতির আয়ু হরণ করে

এবং নরকে গমন করে। স্ত্রী একমাত্র পাতিব্রত্য দ্বারাই স্বর্গে গমন করিয়া থাকে।

'সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ' স্ত্রীর সহিত একত্র ধর্ম্মাচরণ করিবে। কিন্তু বহু স্ত্রী থাকিলে কোন স্ত্রীর সহিত ধর্ম্মাচরণ করিতে হয়, সেই বিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে। সবর্ণা বহু স্ত্রী বিদ্যমান থাকিলে তাহার মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠা অর্থাৎ প্রথম পরিণীতা, তাহার সহিতই ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। মিশ্রা অর্থাৎ সবর্ণা ও অসবর্ণা বহু স্ত্রী থাকিলে সবর্ণা স্ত্রী কনিষ্ঠা হইলেও তাহার সহিতই ধর্ম্মকার্য্য করিবে। সমানবর্ণা স্ত্রীর অভাবে অব্যবহিত পরবর্ণার সহিত ঐ কার্য্য করিবে। আপৎকালে অর্থাৎ পত্নীর রজোদর্শনাদি স্থলেও এই নিয়ম জানিতে হইবে। কিন্তু দ্বিজ শূদ্রা স্ত্রীর সহিত কদাচ ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে না। শূদ্রা কেবল ব্রাহ্মণের কামভোগার্থই স্ত্রীরূপে কল্পিত হয়, ধর্ম্মার্থ নহে। দ্বিজাতিগণ মোহবশতঃ হীনজাতীয়া স্ত্রীকে বিবাহ করিলে সত্বরই সন্তানের সহিত সমস্ত বংশ শূদ্রত্বে পরিণত হয়। (বিষ্ণুস° ২৫-২৬ অ°)

স্ত্রীগ্রহণ।—শাস্ত্রে স্ত্রীগ্রহণবিষয়ে এইরূপ বিধান আছে যে, যে স্ত্রী মাতার অসপিণ্ডা, অর্থাৎ সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত মাতামহাদি বংশজাত নহে ও মাতামহের চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত সগোত্রা নহে এবং পিতার সগোত্রা বা সপিণ্ডা না হয় অর্থাৎ পিতৃস্বস্রাদি সন্ততি-সম্ভূতা না হয়, সেইস্ত্রীই বিবাহকর্ম্মে প্রশস্তা। অতি সমৃদ্ধ মহৎ বংশজাত হইলেও স্ত্রীগ্রহণ সম্বন্ধে উক্ত কুল বিশেষ নিষিদ্ধ। হীনক্রিয় অর্থাৎ জাতকর্ম্মাদি সংস্কারবিরহিত, নিষ্পুরুষ অর্থাৎ যে কুলে পুরুষ জন্মায় নাই কেবল কন্যাই জন্মগ্রহণ করে, বেদাধ্যয়নরহিত, রোমশ, বহুলোমযুক্ত, অর্শ, রাজযক্ষ্মা, অপস্মার, শ্বিত্রি, প্রভৃতি মহাপাতকজ রোগবিশিষ্ট এই দশকুল হইতে স্ত্রীসংগ্রহ করিবে না।

বিবাহযোগ্যা স্ত্রীর লক্ষণ—যে স্ত্রীর মস্তকের কেশ পিঙ্গল বা রক্তবর্ণ, যে অধিক অঙ্গবিশিষ্টা এবং চিররোগিণী, যাহার গাত্রে লোম নাই, অথবা অতিশয় লোম আছে এবং যে অপরিমিত বাচাল, এতাদৃশ লক্ষণাক্রান্তা স্ত্রী বিবাহ করিতে নাই। নক্ষত্র, বৃক্ষ, নদী, ম্লেচ্ছ, পর্ব্বত, পক্ষী, সর্প ও সেবাসূচক দাসাদির নামে যে স্ত্রীর নাম তাঁহাকে এবং অতি ভয়ানক নামযুক্তা স্ত্রীকে বিবাহ করিতে নাই। নামকরণকালে এই সকল বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া স্ত্রীর নাম করিতে হয়। যে স্ত্রীর কোন অঙ্গবিকৃতি নাই, যাহার নাম সুখে উচ্চারণ করা যায়, যাহার গমন হংস বা গজের ন্যায় মনোহর, যাঁহার লোম, কেশ ও দন্ত অনতিস্থূল, এমন কোমলাঙ্গী কন্যাকে বিবাহ করিতে হয়। (মনু ৩অ°) [বিশেষ বিবরণ বিবাহশব্দে দেখ।]

গৃহিণীধর্ম্ম।—গৃহিণী স্ত্রীগণ প্রাতঃকালে উঠিয়া পতিকে প্রণাম তৎপরে প্রাঙ্গণে জল বা গোময় দ্বারা প্রাঙ্গণ লেপন এবং গৃহকৃত্য সকল শেষ করিয়া স্নান করিবে। তাহার পর দেবতা, ব্রাহ্মণ ও পতিকে প্রণাম করিয়া গৃহদেবতার পূজা করিবে। তৎপরে গৃহকৃত্য রন্ধনাদি কার্য্য শেষ করিয়া অতিথি, পতি এবং অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে ভোজন করাইয়া পরে স্বয়ং ভোজন করিবে এবং গৃহাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে। স্বামী, দেবর, শ্বশুর, শাশুড়ী প্রভৃতি যাহাতে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে তদ্বিষয়ে যত্ন করিবে। কাহাকেও অপ্রিয় বাক্য বলিবে না, সদা মধুরহাসিনী ও মধুরভাষিণী হইবে। গৃহের সমস্ত ব্যয় বিবেচনার সহিত করিবে। (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ৮৪অ°) পুরুষগণ মানাপমানে দোষগুণে স্ত্রীদিগকে সর্ব্বদা সম্মান করিবেন, যাঁহারা প্রতিপদে স্ত্রীদিগকে সম্মান করেন, তাঁহাদেরও প্রতিপদে শুভ হয়, এবং যে পুরুষাধমেরা স্ত্রীদিগকে অবমাননা করে তাহাদের প্রতিপদে অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে।

"পদে পদে শুভং তস্য যঃ স্ত্রীমানঞ্চ রক্ষতি।
অবমত্য স্ত্রিয়ং মূঢ়ো যো যাতি পুরুষাধমঃ।
পদে পদে তদশুভং করোতি পার্ব্বতী সতী॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ৩২ অ°)

পরস্ত্রীসংসর্গ পাপজনক। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, কদাচ পরস্ত্রীসংসর্গ করিবে না। গীতায় ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন, যখন অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তখন কুলস্ত্রীগণ ব্যভিচারিণী হইয়া থাকে। স্ত্রীসকল দুষ্টা হইলে বর্ণসঙ্কর জাতির উৎপত্তি হয়। এই সকল বর্ণসঙ্কর জাতি দ্বারা চিরন্তন কুলধর্ম্ম ও জাতিধর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া থাকে। পিতৃগণ পিণ্ডাভাবে অবসন্ন হন। অতএব স্ত্রীগণ যাহাতে বিশুদ্ধা থাকে, তাহার চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

"অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ॥
সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরোহ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ॥
দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ॥" (গীতা ১।৪০-৪২)

যাহারা স্ত্রীগণকে মন্দপথে প্রবর্ত্তন করান, রাজা তাহাদিগের দণ্ড করিবেন। মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সংহিতায় স্ত্রীসংগ্রহপ্রকরণে ইহার বিশেষ বিধান লিখিত আছে, সংক্ষেপে তাহা এই স্থানে লিখিত হইল। পরস্ত্রীর সহিত কেশগ্রহণপূর্ব্বক ক্রীড়া বা পরস্পরের দেহে অভিনব নখক্ষতাদিচিহ্ন দর্শন করিলে অথবা ঐ স্ত্রী বা পুরুষ যদি নিজমুখে স্বীকার করে, তাহা হইলে পুরুষকে পরস্ত্রীগমনে প্রবৃত্ত বলিয়া গ্রহণ করিবে। সানুরাগা পরস্ত্রীর নীবি, স্তনাবরণবস্ত্র, জঘন এবং কেশাদিস্পর্শ, জনহীন

প্রদেশে এবং নিশীথে পরস্ত্রীর সহিত সম্ভাষণ এবং উহার সহিত একাসনোপবেশন ইত্যাদি লক্ষণে পুরুষকে পরস্ত্রীগমনে প্রবৃত্ত বলিয়া জানিবে। যাহার সহিত সম্ভাষণাদি করিতে পতিপুত্র-গণের নিষেধ থাকে, স্ত্রীগণ তাহার সহিত সম্ভাষণাদি করিলে শতপণ দণ্ড হইবে। নিষিদ্ধ পুরুষ ঐরূপ করিলে তাহার দ্বিশতপণ দণ্ড হইবে। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই নিজ নিজ বন্ধু কর্তৃক নিষিদ্ধ হইয়া ঐরূপ কার্য্য করিলে উভয়েরই উক্তরূপ দণ্ড হইবে। পুরুষ সবর্ণা স্ত্রীতে উপগতা হইলে তাহার উত্তমসাহস দণ্ড, হীনবর্ণা স্ত্রীতে মধ্যমসাহস দণ্ড হইবে, কিন্তু উৎকৃষ্টবর্ণা স্ত্রীতে উপগতা হইলে রাজা তাহার বধদণ্ড করিবেন। স্ত্রীলোক সবর্ণ ও উৎকৃষ্ট পুরুষে রত হইলে যথাসম্ভব কর্ণাদিকর্ত্তন, হীনবর্ণে রতা হইলে বধদণ্ড হইবে।

বিবাহাভিমুখীভূত অলঙ্কৃতা কন্যা হরণ করিলে উত্তমসাহস দণ্ড, সামান্যতঃ কন্যাহরণে প্রথমসাহস দণ্ড, কন্যা সবর্ণা হইলে এইরূপ দণ্ড হইবে। উচ্চবর্ণা হইলে তাহার বধদণ্ড হইবে। স্বাপেক্ষা নিকৃষ্টবর্ণীয়া কন্যা যদি সকামা হয় এবং তাহাতে উপগত হইলে দোষ হইবে না। সকামা না হইলে প্রথম-সাহস দণ্ড, অকামা কন্যাকে নখক্ষতাদি দ্বারা দুষিত করিলে করচ্ছেদন দণ্ড, আর যদি ঐ কন্যা উচ্চ জাতীয়া হয়, তাহা হইলে তাহার বধদণ্ড হইবে।

অবরুদ্ধা, ভুজিষ্যা অর্থাৎ নিয়ত কোন পুরুষকর্ত্তৃক পরিগৃহীতা, দাসী, ভুজিষ্যা, স্বৈরিণী প্রভৃতি স্ত্রী সাধারণী বলিয়া গণ্যা হইলেও তাহাতে গমন করিলে সেই পুরুষের পঞ্চাশৎপণ দণ্ড হইবে। অভুজিষ্যা ও অনবরুদ্ধা দাসী প্রভৃতিতে বলপূর্ব্বক উপগত হইলে দশশত পণ দণ্ড হইবে। বেশ্যা স্ত্রী শুল্ক গ্রহণ করিয়া পশ্চাৎ সহ-বাসে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে শুল্কদাতা পুরুষকে গৃহীত শুল্কের দ্বিগুণ ধন প্রত্যর্পণ করিবে। আর শুল্ক গ্রহণ না করিয়া বাচনিক অঙ্গীকার করিলে শুল্কসম অর্থ প্রদান করিতে হইবে। পুরুষেরও এইরূপ দণ্ড হইবে; চাণ্ডালাদি স্ত্রীগমন করিলে তাহাকে সহস্র পণ দণ্ড ও ভগাকার চিহ্নে চিহ্নিত করিয়া দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিবে। শূদ্রা বা চাণ্ডালাদি অন্ত্যজাগমনে তজ্জাতিত্ব প্রাপ্তি হইবে, আর চাণ্ডালাদি নিকৃষ্ট জাতির শ্রেষ্ঠজাতীয় স্ত্রীগমনে বধদণ্ড হইবে। (যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ২ অ°)

ব্যভিচার-দোষে লিপ্ত হইলে স্ত্রী বা পুরুষ উভয়েরই রাজা প্রমাণ লইয়া পূর্ব্বোক্ত বিধানে দণ্ড দিবেন। পুরুষ স্ত্রী সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানে থাকিবেন। যুবতী স্ত্রী হইতে দূরে অবস্থান করিবেন। কারণ শাস্ত্রে বলিয়াছে যে, সবল ইন্দ্রিয়সমূহ বিদ্বদ্গণেরও মন আকর্ষণ করে, এই জন্য যুবা শিষ্য যুবতী গুরুপত্নীকে কখনও পাদগ্রহণ করিয়া অভিবাদন করিবে না। ইহলোকে মনুষ্যদিগকে দূষিত করাই স্ত্রীদিগের স্বভাব, একারণ পণ্ডিতগণ স্ত্রীলোক সম্বন্ধে কখন প্রমত্ত বা অসাবধান হইবেন না। সংসারে দেহসাধর্ম্ম্যে সকলই কামক্রোধের বশীভূত। তাহাতে অবিদ্বান্ হউন, আর বিদ্বান্ই হউন, স্ত্রীজন তাহাদিগকে অনায়াসে উন্মার্গগামী করিতে পারে, ভগিনী, কন্যা প্রভৃতির সহিতও নির্জ্জন গৃহে বাস করিতে নাই। অধিক আর কি বলিব! ইন্দ্রিয়গণ এতদূর বলবান্ যে তাহারা জ্ঞানবান্ লোকেরও চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে, এই জন্য যুবতী স্ত্রীর নিকট বিশেষ সাবধানে অবস্থান করিবার ব্যবস্থা আছে।

"গুরুপত্নী তু যুবতির্নাভিবাদ্যেহ পাদয়োঃ।
পূর্ণবিংশতিবর্ষেণ গুণদোষৌ বিজানতা ॥
স্বভাব এষ নারীণাং নরাণামিহ দূষণং।
অতোঽর্থান্ন প্রমাদ্যন্তি প্রমদাসু বিপশ্চিতঃ ॥
অবিদ্বাংসমলং লোকে বিদ্বাংসমপি বা পুনঃ।
প্রমদা হ্যুৎপথং নেতুং কামক্রোধবশানুগং ॥
মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥" (মনু ২।২১৩-১৭)

শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, স্ত্রীলোককে বিশ্বাস করিতে নাই। স্ত্রীলোকের নিকট মন্ত্রণাদি প্রকাশ করিলে তাহা গুপ্ত থাকে না, অচিরে প্রকাশ হইয়া পড়ে। অতএব কদাচ তাহাদের নিকট গুপ্ত বিষয় প্রকাশ করিবে না। নদী যেরূপ কূল পাতিত করে, স্ত্রীও সেইরূপ কুল পাতিত করিয়া থাকে। স্ত্রী সম্বন্ধে জনশ্রুতি আছে যে, স্ত্রীলোকের চরিত্র এবং পুরুষের ভাগ্য দেবতারাও বলিতে সমর্থ নহেন, মনুষ্যের কথা আর কি বলিব।

"স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং
দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।" (উদ্ভট)

প্রায় সকল পুরাণেই স্ত্রীদিগের স্বভাব ও চরিত্র আশ্চর্য্য রূপে বর্ণিত হইয়াছে। স্ত্রীই এক মাত্র পুরুষদিগকে সুরার ন্যায় উন্মত্ত করিয়া থাকে, মদ না খাইয়াও পুরুষ স্ত্রীলোকের জন্য মাতাল হয়। অগ্নি যেমন কাষ্ঠ দ্বারা, সমুদ্র যেমন নদীসমূহ দ্বারা তৃপ্তি লাভ করে না, তদ্রূপ স্ত্রীগণও পুরুষ দ্বারা তৃপ্তি প্রাপ্ত হয় না, ইহাদের স্থান নাই, ক্ষণ নাই, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা নাই, সুবেশ সুন্দর ভ্রাতা, পুত্র, গুরু, ভিক্ষুক, ধনবান্ প্রভৃতি যে কেহই হউক না কেন, তাহাতে আসক্ত হইয়া থাকে। স্ত্রীগণ দান, মান, সেবা; সরলতা, শস্ত্র প্রভৃতি কিছু দ্বারাই তৃপ্ত হয় না, ইহারা অতিশয় বিষমপ্রকৃতি। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীদিগের আহার দ্বিগুণ, প্রজ্ঞা চতুর্গুণ ব্যবসায় ষড়্গুণ এবং কাম অষ্টগুণ। অতএব কামোপভোগ দ্বারা কিছুতেই স্ত্রীদিগকে সন্তোষ করিতে পারা যায় না।

"স্ত্রীস্বভাবং চরিত্রঞ্চ আশ্চর্য্যং পাপকারকং।
ক্ষণং নাস্তি রহো নাস্তি নাস্তি কুত্যে বিভাবনা ॥
তেন নারদ নারীণাং সতীত্বমুপজায়তে ॥
স্ত্রীণাং দ্বিগুণমাহারঃ প্রজ্ঞা চৈব চতুর্গুণা।
ষড়্গুণো ব্যবসায়শ্চ কামাশ্চাষ্টগুণাঃ স্মৃতাঃ ॥
ন স্বপ্নেন জয়েন্নিদ্রাং ন কামেন স্ত্রিয়ং জয়েৎ।
ন চেন্ধনৈর্জ্জয়েদ্বহ্নিং ন মদ্যেন তৃষাং জয়েৎ ॥
সুবেশং পুরুষং দৃষ্ট্বা ভ্রাতরং যদি বা সুতং।
গুরুং বা ভিক্ষুকং বাঢ্যমিচ্ছন্তি সততং স্ত্রিয়ঃ ॥
নদী পাতয়তে কূলং নারী পাতয়তে কুলং।
নারীণাঞ্চ নদীনাঞ্চ স্বচ্ছন্দঃললিতা গতিঃ॥
নাগ্নিস্তৃপ্যতি কাষ্ঠানাং নাপগানাং মহোদধিঃ।
নান্তকং সর্ব্বভূতানাং ন পুংসাং বামলোচনা ॥
ন দানেন ন মানেন নার্জ্জবেন ন সেবয়া।
ন শস্ত্রেণ ন শাস্ত্রেণ সর্ব্বদা বিষমাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥"(গরুড়পু° ১০৯অ°)

ইত্যাদি রূপে স্ত্রীদিগের স্বভাব ও চরিত্র বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, অধিক আর লিখিত হইল না। ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি পর্য্যালোচনা করিলে প্রতিপদে ইহার সত্যতা উপলব্ধি হইবে।

স্ত্রীবধনিষেধ—শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, স্ত্রীদিগকে বধ করিতে নাই, তাহারা যদি বধযোগ্য অপরাধও করে, তাহা হইলেও রাজা তাহাদিগকে নির্ব্বাসিত করিয়া দিবেন, কদাচ বধদণ্ড করিবেন না। স্ত্রী অবধ্যা।

"অবধ্যাঞ্চ স্ত্রিয়ং প্রাহুস্তির্য্যগ্‌যোনিগতেষ্বপি।
স ত্বং সুপৃথিবীপাল ন ধর্ম্মং ত্যক্তুমর্হসি।"
(অগ্নিপু° পৃথোরুপাখ্যাননামা°)

স্ত্রীগণের চাঞ্চল্য অতিশয় নিন্দনীয়, চঞ্চলা স্ত্রী কদাচিৎ সতী হইয়া থাকে, প্রায়ই তাহারা ব্যভিচারিণী হয়। চঞ্চলা স্ত্রী যে কুলে যায় সেই কুল আশু বিনষ্ট হইয়া থাকে। অতএব বিবাহাদি কালে স্ত্রীদিগের স্বভাব চঞ্চল কিনা, উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া বিবাহ করা কর্ত্তব্য।

"রাজ্যশ্রীব্রহ্মশাপান্তং হালান্তং ব্রহ্মবর্চ্চসং।
আচারং ঘোষবাসান্তং কুলস্তান্তং স্ত্রিয়শ্চলাঃ ॥"(গরুড়পু° ১১৫অ°)

শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, স্ত্রীনায়ক দেশে বাস করিতে নাই।

"অনায়কে ন বস্তব্যং বস্তব্যং বহুনায়কে।
স্ত্রীনায়কে ন বস্তব্যং বস্তব্যং বালনায়কে ॥"(গরুড়পু° ১১৫অ°)

উপযাচিকা স্ত্রীত্যাগে দোষ—স্ত্রীগণ কামোপভোগের জন্য স্বামীর নিকট স্বয়ং উপযাজিকা হইয়া আসিলে তাহাকে বিমুখ করিতে নাই। যে পুরুষ স্ত্রীদিগের ইঙ্গিত জানিতে পারিয়া তাহাতে উপরত হয়, সেই পুরুষ উত্তম এবং যে স্ত্রীদিগের অভিপ্রায় স্পষ্টরূপে জানিয়া পরে তাহাতে উপরত হয়, সে মধ্যম এবং যে কামাতুরা স্ত্রী কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ প্রেরিত হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করে, সে পুরুষ নহে ক্লীব এবং অধম পদবাচ্য। গৃহী, তপস্বী বা কামী যিনিই কেন হউন না রতি-সেবার্থ উপস্থিত স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিলে, তিনি পরলোকে নরকগামী এবং ইহলোকে অপূজিত হন। তিনি স্ত্রীদিগের শাপে ভ্রষ্টরূপ, ভ্রষ্টশ্রী, ভ্রষ্টদর্প এবং ক্লীব হইয়া থাকেন।

"ইঙ্গিতে নৈব নারীণাং সক্তো মত্তো ভবেৎ পুমান্।
করোত্যাকৃষ্য সম্ভোগং যঃ স এবোত্তমো বিভো ॥
জ্ঞাত্বা স্ফুটমভিপ্রায়ং নার্য্যা সংপ্রেরিতো হি যঃ।
পশ্চাৎ করোতি শৃঙ্গারং পুরুষঃ স চ মধ্যমঃ ॥
পুনঃ পুনঃ প্রেরিতশ্চ স্ত্রিয়া কামার্ত্তয়া চ যঃ।
তয়া ন লিপ্তো রহসি স ক্লীবো ন পুমানহো ॥
গৃহী তপস্বী কামী বা ত্যজেৎ স্ত্রিয়মুপস্থিতাং।
ব্রজেৎ পরত্র নরকমপূজ্যশ্চ ভবেদিহ ॥
ভ্রষ্টশ্রী ভ্রষ্টরূপশ্চ ভ্রষ্টদর্পো ভবেদ্ধ্রুবং।
স সদ্যঃ ক্লীবতাং যাতি ব্রহ্মন্ শাপেন যোষিতঃ ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ৩৩)

পরস্ত্রীসঙ্গদোষ—শাস্ত্রে পরস্ত্রীসংসর্গ বিশেষ নিন্দিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কদাচ পরস্ত্রীসংসর্গ করিবে না। যে পুরুষ পরস্ত্রীসংসর্গ করে, তাহার ইহলোকে অপযশ এবং অন্তে নরক হইয়া থাকে। রাজা পরস্ত্রীদূষককে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিবেন। পরস্ত্রীদূষককে দর্শন স্পর্শনও পাপজনক। ইহারা ধর্ম্মে পতিত এবং সমাজে অব্যবহার্য্য হইবে। পরস্ত্রীগামী নরকভোগের পর ইহ জগতে জন্ম গ্রহণ করিয়া যক্ষ্মরোগী হইয়া থাকে। (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ৩৫ অ°)

যে স্ত্রী স্বামিবল্লভতা লাভ করে, সেই স্ত্রীই সৌভাগ্যবতী, যে স্ত্রীকে স্বামী ভাল বাসে না, তাহার জীবন বৃথা, শয়ন ভোজনাদিতে তাহার কিছুমাত্র সুখ নাই। সেই স্ত্রীর স্বামীর উপর ভালবাসা নাই সে স্ত্রী অশুচি, ধর্ম্মহীনা এবং সর্ব্বকর্ম্মবিবর্জ্জিতা। স্ত্রীর স্বামীই একমাত্র গুরু ও দেবতা। স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর অধিক দেবতা ও গুরু নাই।

"যা স্ত্রী ভর্ত্তুরসৌভাগ্যা সা সৌভাগ্যা চ সর্ব্বতঃ।
শয়নে ভোজনে তস্যা ন সুখং জীবনং বৃথা ॥
যস্যা নাস্তি প্রিয়প্রেম তস্যা জন্ম নিরর্থকং।
তৎ কিং পুত্রে ধনে রূপে সম্পত্তৌ যৌবনেঽথবা ॥
যদ্‌ভক্তির্নাস্তি কান্তে চ সর্ব্বপ্রিয়তমে পরে।
সাশুচির্ধর্ম্মহীনা চ সর্ব্বকর্ম্মবিবর্জ্জিতা ॥

পতিৰ্ব্বন্ধুর্গতির্ভর্ত্তা দৈবতং গুরুরেব চ।
সর্ব্বস্মাচ্চ গুরুঃ স্বামী ন গুরুঃ স্বামিনঃ পরঃ ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ৫৭ অ°)

স্ত্রীজাতিনিরূপণ—

রতিমঞ্জরীতে চারি প্রকার স্ত্রীজাতি নিরূপিত হইয়াছে। যথা—পদ্মিনী, চিত্রিণী, শঙ্খিনী ও হস্তিনী। ইহাদের লক্ষণ ক্রমশঃ লিখিত হইল।

১ পদ্মিনী—চক্ষু পদ্মের ন্যায়, নাসিকারন্ধ্র অতিক্ষুদ্র, কুচযুগল অবিরল, কেশ অতি দীর্ঘ, অঙ্গ কৃশ এবং সদা মৃদুবাদিনী ও সুশীলা, গীতবাদ্যে অনুরক্তা এবং সকল শরীরে সুন্দর বেশধারিণী, পদ্মগন্ধবিশিষ্টা এই সকল লক্ষণযুক্তা স্ত্রীকে পদ্মিনী কহে। স্ত্রী জাতির মধ্যে এই পদ্মিনী স্ত্রীই উৎকৃষ্টা।

"ভবতি কমলনেত্রা নাসিকা ক্ষুদ্ররন্ধ্রা
অবিরলকুচযুগ্মা দীর্ঘকেশী কৃশাঙ্গী।
মৃদুবচনসুশীলা নৃত্যগীতানুরক্তা
সকলতনুসুবেশা পদ্মিনী পদ্মগন্ধা ॥" (রতিমঞ্জরী)

২ চিত্রিণী—যে স্ত্রী রতিকুশলা, অতিখর্ব্বা ও অতিস্থূলা নহে, যাহার নাসিকা তিলকুসুমের ন্যায়, দেহ স্নিগ্ধ, চক্ষু পদ্মের ন্যায়, কঠিন এবং ঘনকুচযুগলযুক্তা, সুন্দরী, সুশীলা এবং সকল গুণশালিনী, সেই স্ত্রী চিত্রিণী নামে অভিহিতা।

"ভবতি রতিরসজ্ঞা নাতিদীর্ঘা ন খর্ব্বা
তিলকুসুমসুনাসা স্নিগ্ধদেহোৎপলাক্ষী।
কঠিনঘনকুচাঢ্যা সুন্দরী সা সুশীলা
সকলগুণবিচিত্রা চিত্রিণী চিত্রবক্ত্রা ॥" (রতিমঞ্জরী)

৩ শঙ্খিনী—যে স্ত্রীর নয়ন ও শরীর দীর্ঘ, দেখিতে অতি সুন্দরী, কামোপভোগরসিকা, গুণ ও শীলবিশিষ্টা, কণ্ঠদেশ তিনটী রেখা দ্বারা বিভূষিত এবং সম্ভোগকেলিরসিকা তাহাকে শঙ্খিনী কহে।

"দীর্ঘা সুদীর্ঘনয়না বরসুন্দরী যা
কামোপভোগরসিকা গুণশীলযুক্তা।
রেখাত্রয়েণ চ বিভূষিতকণ্ঠদেশা
সম্ভোগকেলিরসিকা কিল শঙ্খিনী সা ॥" (রতিমঞ্জরী)

৪ হস্তিনী—যে স্ত্রীর অধর, নিতম্ব, অঙ্গুলি ও কুচযুগল স্থূল, এবং যে সুশীলা, কামোৎসুকা, অতিশয় রতিপ্রিয়া এবং অল্প নিতম্বযুক্তা তাহাকে হস্তিনী কহে।

"স্থূলাধরা স্থূলনিতম্বভাগা
স্থূলাঙ্গুলী স্থূলকুচা সুশীলা।
কামোৎসুকা গাঢ়রতিপ্রিয়া চ
নিতম্বখর্ব্বা খলু হস্তিনী সা ॥" (রতিমঞ্জরী)

এই চারি প্রকার স্ত্রীর চারি প্রকার পুরুষ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যথা শশক, মৃগ, বৃষভ ও হয়। [ইহাদের বিশেষ বিবরণ তত্তদ্ শব্দে ও নারী শব্দে দেখ।]

এই চারি প্রকার স্ত্রীর চারি প্রকার অবস্থা, বালা, তরুণী, প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা। ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত বালা, ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত তরুণী, ৫৫ বৎসর পর্য্যন্ত প্রৌঢ়া, তৎপরে বৃদ্ধা।

স্ত্রীগমনবিধান—আয়ুর্ব্বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্রে স্ত্রীগমনের বিশেষ বিধান লিখিত আছে, সংক্ষেপে তাহা আলোচিত হইতেছে। মানবশরীরে প্রতিদিন রমণেচ্ছা উপস্থিত হইয়া থাকে, ঐ ইচ্ছা প্রতিরোধ করিয়া একেবারে স্ত্রীসেবা না করিলে নানা প্রকার রোগ হইয়া থাকে। এই জন্য বিধিবিধানে স্ত্রীসেবা হিতকর। ষোড়শ বৎসরের স্ত্রী বালা, তদূর্দ্ধ ৩০ পর্য্যন্ত তরুণী, তৎপরে ৫৫ বৎসর পর্য্যন্ত প্রৌঢ়া, অতঃপর স্ত্রী বৃদ্ধা বলিয়া কথিতা হয়। এই বৃদ্ধা স্ত্রী মৈথুন বিষয়ে পরিত্যাজ্যা। গ্রীষ্ম ও শরৎকালে বালা স্ত্রী, শীতকালে তরুণী, বর্ষা ও বসন্তকালে প্রৌঢ়া স্ত্রী, মৈথুন বিষয়ে প্রশস্তা ও হিতকারিণী। বালা স্ত্রীসেবনে বলবৃদ্ধি, তরুণী স্ত্রীসেবনে শক্তিহ্রাস এবং প্রৌঢ়া স্ত্রীগমনে শরীর জরাগ্রস্ত হইয়া থাকে। প্রভাত কালে স্ত্রীসংসর্গ করিতে নাই, করিলে সত্ত্ব বলনাশ হইয়া থাকে। তরুণী স্ত্রীতে উপগত হইলে বৃদ্ধ ব্যক্তিও তরুণত্ব প্রাপ্ত হয় এবং স্বীয় বয়ঃক্রমের অধিক বয়স্কা স্ত্রীতে উপগত হইলে যুবা ব্যক্তিও জরাগ্রস্ত হইয়া থাকে। বিধিপূর্ব্বক স্ত্রীসংসর্গ করিলে পরমায়ু বৃদ্ধি, বার্দ্ধক্যের অল্পতা, শরীরের পুষ্টি, বর্ণের প্রসন্নতা ও বলবৃদ্ধি হয় এবং মাংসসকল স্থির ও উপচিত হইয়া থাকে।

হেমন্তকালে বাজীকরণ ঔষধসেবনপূর্ব্বক বল ও কামবেগ অনুসারে যথাসম্ভব স্ত্রীসংসর্গ, শিশির কালে ইচ্ছানুসারে বসন্ত ও শরৎকালে তিন দিন অন্তর এবং গ্রীষ্মকালে ১৫ দিন অন্তর স্ত্রীসংসর্গ করা উচিত। সুশ্রুতের মত যে সমস্ত ঋতুতেই তিন দিন অন্তর, কেবল গ্রীষ্মকালে এক পক্ষ অন্তর স্ত্রীসংসর্গ করা বিধেয়। ইহার অধিক স্ত্রী সংসর্গে বল ও আয়ুঃ নষ্ট হইয়া থাকে।

সন্ধ্যাকালে, পর্ব্বদিনে, প্রত্যূষে, অর্দ্ধরাত্রে বা অর্দ্ধদিনে কদাচ স্ত্রীসংসর্গ করিবে না। রজস্বলা, অকামা (যে স্ত্রীর কামোদ্রেক না হইয়াছে), মলিনবেশা, মলিনান্তঃকরণবিশিষ্টা, বর্ণবৃদ্ধা, বয়োবৃদ্ধা, ব্যাধিপীড়িতা, হীনাঙ্গী, স্বগোত্রা, গুরুপত্নী অথবা যে স্ত্রীতে মন আসক্ত না হয় এবং গর্ভবতী স্ত্রীতে কদাচ সঙ্গত হইবে না।

আত্মসংযমে অসমর্থ হইয়া রজস্বলা স্ত্রীতে উপগত হইলে

দর্শনশক্তির হ্রাস, পরমায়ুর হীনতা, তেজের হানি এবং ধর্ম্ম নষ্ট হয়। সন্ন্যাসিনী, গুরুপত্নী, সগোত্রা ও বৃদ্ধাস্ত্রীতে উপগত হইলে পর্ব্বদিনে বা সন্ধ্যাকালে স্ত্রীসংসর্গ করিলে জীবন নাশ হয়। গর্ভিণী স্ত্রীর সহিত সংসর্গ করিলে গর্ভপীড়া জন্মে। গর্ভিণী শব্দে গর্ভসঞ্চার দিন হইতে তৃতীয় মাস, অর্থাৎ পুংসবন-সংস্কার হইয়া গেলে তাহাতে আর উপগত হইবে না। হীনাঙ্গী, মলিনা, দ্বেষভাবাপন্না, অকামা ও বন্ধ্যা স্ত্রীসংসর্গ করিলে শুক্র ক্ষীণ ও অপ্রসন্নতা জন্মে। অতিশয় স্ত্রীসংসর্গ করিলে তন্দ্রা শূল, কাস, জ্বর, শ্বাস, কৃশতা, পাণ্ডু, ক্ষয় এবং আক্ষেপ প্রভৃতি বিবিধরোগ জন্মে। পীড়িতা স্ত্রীর সংসর্গে প্লীহা ও মূর্চ্ছাদি বিবিধ রোগ জন্মে এবং পরিশেষে মৃত্যু পর্য্যন্ত পীড়িত হইয়া থাকিতে হয়। (ভাবপ্র°)

ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, ঋতুর ষোড়শ দিন পর্য্যন্তই স্ত্রীগমনকাল। ইহার মধ্যে প্রথম চারি দিন বাদ দিয়া শেষ ১২ দিনের মধ্যে যুগ্মদিনে, চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি, জ্যেষ্ঠা, মূলা, মঘা, অশ্লেষা, রেবতী, কৃত্তিকা, অশ্বিনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ এবং উত্তরফল্গুনী এই সকল তিথি নক্ষত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রীসংসর্গ করিবে। ঋতুর পর ১৬ দিনই স্ত্রীদিগের গর্ভগ্রহণযোগ্য কাল, এই জন্য সন্তানার্থী হইয়া শুভ দিনে স্ত্রীসংসর্গ করাই বিধেয়। নচেৎ কামোপভোগার্থ স্ত্রীসংসর্গ কর্ত্তব্য নহে। স্বভাবতঃই মানবের কামপ্রবৃত্তি হয়, কিন্তু ঐ প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত হওয়াই মহাফলজনক।

"ষোড়শর্ত্তু নিশা স্ত্রীণাং তাসু যুগ্মাসু সংবিশেৎ।
জ্যেষ্ঠা মূলা মঘাশ্লেষা রেবতী কৃত্তিকাশ্বিনী।
উত্তরা ত্রিতয়ং ত্যক্ত্বা পর্ব্ববর্জ্জ্যং ব্রজেদ্বৃতৌ॥" ইত্যাদি।
(আহ্নিকতত্ত্ব)

এই প্রকারে আয়ুর্ব্বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্রে স্ত্রীসংসর্গের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে আমরা আর তাহার উল্লেখ করিলাম না।

মহামতি শঙ্করাচার্য্য বলিয়া ছিলেন, এই জগতে হেয় অর্থাৎ পরিত্যাজ্য কি? কনক ও কান্তা, অর্থাৎ যিনি কামিনী ও কাঞ্চন ত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ যোগী। এই কামিনী কাঞ্চনই যত আসক্তির মূল। ইহা বুঝিয়া বিবেকী পুরুষ কার্য্য করিবেন।

২ দ্ব্যক্ষর ছন্দোবিশেষ। এই ছন্দের প্রতি চরণে দুইটী করিয়া অক্ষর থাকিবে।

লক্ষণ—

"গৌ স্ত্রী" "গোপস্ত্রীভিঃ কৃষ্ণো রেমে" (ছন্দোম°)

স্ত্রীকরণ (ক্লী) স্ত্রীবন্ধ। (মেদিনী)

স্ত্রীকাম (ত্রি) স্ত্রী কামো যস্য। স্ত্রীকামনাযুক্ত।

"বুদ্ধ্যা পরাভিধ্যায়িন্যা বিস্মৃতাত্মগতিঃ পশুঃ।
স্ত্রীকামঃ সোঽস্বস্তিতরাং দক্ষোবস্তমুখোঽচিরাৎ॥"
(ভাগবত ৪।২।২৩)

স্ত্রীকোশ (পুং) খড়্গ।

স্ত্রীক্ষীর (ক্লী) স্ত্রিয়াঃ ক্ষীরং। স্ত্রীদিগের স্তন্য। বালক ব্যতীত অপরে এই দুগ্ধ পান করিতে পারিবে না।

"আরণ্যানাঞ্চ সর্ব্বেষাং মৃগাণাং মাহিষং বিনা।
স্ত্রীক্ষীরঞ্চৈব বর্জ্জ্যানি সর্ব্বশুক্তানি চৈব হি॥" (মনু ৫।৯)

স্ত্রীক্ষেত্র (ক্লী) স্ত্রীরেব ক্ষেত্রং। স্ত্রীরূপ ক্ষেত্র।

স্ত্রীগ (ত্রি) স্ত্রিয়ং গচ্ছতীতি স্ত্রী-গম-ড। স্ত্রীগামী, স্ত্রীগমনকারী

"যস্য স্তেনঃ পুরে নাস্তি নাস্ত্রীগো ন দুষ্টবাক্।
ন সাহসিকদণ্ডঘ্নৌ স রাজা শক্রলোকভাক্॥" (মনু ৮।৩৮৬)

স্ত্রীগমন (ক্লী) স্ত্রিয়াং গমনং। স্ত্রীসংসর্গ। শাস্ত্রে স্ত্রীগমনের বিধি ও নিষেধ বিশেষ রূপে লিখিত আছে। [স্ত্রী দেখ]

স্ত্রীগবী (স্ত্রী) স্ত্রী চাসৌ গৌশ্চেতি সমাসে ষচ্, স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ধেনু, চলিত গাই, পর্য্যায়—ভব্যা, নিলিম্পা, রোহিণী। (ত্রিকা°)

স্ত্রীগুরু (পুং) স্ত্রী চাসৌ গুরুশ্চেতি। দীক্ষাকর্ত্রী। মন্ত্রমাত্রো-পদেষ্ট্রী। তন্ত্রে স্ত্রীগুরুর বিধান বিশেষ ভাবে লিখিত আছে। পুরুষের নিকট যেরূপ দীক্ষা গ্রহণ করিতে পারা যায়, স্ত্রীলোকের নিকটও সেইরূপ দীক্ষা গ্রহণ করিবার বিধান আছে। পুরুষ গুরু সম্বন্ধে যেরূপ কতকগুলি নিন্দিত লক্ষণ আছে, স্ত্রীদিগেরও সেইরূপ নিন্দিত লক্ষণ আছে, তাদৃশী নিন্দনীয়া স্ত্রীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিতে নাই।

সাধ্বী, সদাচারা, সর্ব্বমন্ত্রার্থবিশারদা, সুশীলা ও পূজাদিতে অধিকারিণী স্ত্রীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করা যাইতে পারে, কিন্তু বিধবা স্ত্রী পূর্ব্বোক্ত গুণযুক্তা হইলেও তাহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ নিষিদ্ধ পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীগুরুর নিকটে দীক্ষাগ্রহণে বিশেষ শুভ ফল হয়। জননীর নিকট তদীয় উপাসিত মন্ত্রে দীক্ষিত হইলে অপেক্ষাকৃত অষ্টগুণ ফল হইয়া থাকে।

তন্ত্রান্তরে লিখিত আছে, গুরুকর্ত্তৃক স্বীয় উপাসিত মন্ত্র প্রদান স্থলে গুরু সম্বন্ধে বিচারের আবশ্যকতা নাই, অর্থাৎ পুং স্ত্রী ইত্যাদি বিচার করিবে না। স্ত্রীগুরু নিষেধস্থলে বিধবা পরিত্যাগ করিবে। ইহাই তন্ত্রের মর্ম্মার্থ। মন্ত্রগ্রহণ বিষয়ে বিধবা স্ত্রী নিষিদ্ধা হইলেও কোন কোন তন্ত্রে লিখিত আছে যে, বিধবা স্ত্রী পুত্রের অনুজ্ঞায়, কন্যা পিতার আদেশে এবং সধবা স্ত্রী পতির আজ্ঞাক্রমে দীক্ষাকার্য্যে অধিকারিণী হইতে পারেন গর্ভবতী স্ত্রীর নিকটও দীক্ষা গ্রহণ করিতে পারা যায়, তবে বিশেষ এই যে দশমমাস গর্ভসময়ে তাহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবে না,

করিলে নিরয়গামী হইতে হয়। স্বপ্নলব্ধ ও স্ত্রীদত্ত মন্ত্র পুনর্ব্বার সংস্কারে সিদ্ধ হয়।

"সাধ্বী চৈব সদাচারা গুরুভক্তা জিতেন্দ্রিয়া।
সর্ব্বমন্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞা সুশীলা পূজনে রতা॥
গুরুযোগ্যা ভবেৎ সা হি বিধবা পরিবর্জ্জিতা।
স্ত্রিয়া দীক্ষা শুভা প্রোক্তা মাতুশ্চাষ্টগুণাঃ স্মৃতাঃ॥
ইদন্তু গুরোরুপাসিতমন্ত্রপরং—
স্বীয়মন্ত্রোপদেশে তু ন কুর্য্যাদ্ গুরুচিন্তনং।
মাতুরিত্যুপাসিতেঽষ্টগুণং। অনুপাসিতে শুভফলনমিত্যর্থঃ।

বস্তুতস্তু স্ত্রীপদং বিধবাপরং, যোগিনীতন্ত্রে একবাক্যবলাৎ।

বিধবায়াঃ সুতাদেশাৎ কন্যায়াঃ পিতুরাজ্ঞয়া।
নাধিকারো যতো নার্য্যাঃ সধবা ভর্ত্তুরাজ্ঞয়া॥
নাধিকার ইতি স্বাতন্ত্র্যেণাধিকারস্তু—
স্ত্রীণাং গর্ভবতীনাঞ্চ দীক্ষায়াং নৈব দূষণং।
ন কুর্য্যাদ্দশমে মাসি কৃত্বা চ নারকী ভবেৎ॥
নিব্বীর্য্যঞ্চ পিতুর্ম্মন্ত্রং তথা মাতামহস্য চ।
স্বপ্নলব্ধং স্ত্রিয়া দত্তং সংস্কারেণৈব শুদ্ধতি॥" (তন্ত্রসার)

তন্ত্রে স্ত্রীগুরুর ধ্যান, পূজা, স্তব কবচাদির বিশেষ বিধান লিখিত আছে, গুপ্তসাধন তন্ত্রের ২ পটলে স্ত্রীগুরুর পূজা, বৃহন্নীল-তন্ত্রে ২ পটলে স্ত্রীগুরুস্তোত্র ও কবচ এবং মাতৃকাভেদ তন্ত্রে ৭ পটলে বিশেষ রূপে এই সকল লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা এই স্থলে লিখিত হইল না।

স্ত্রীগ্রহ (পুং) গ্রহবিশেষ। জ্যোতিষমতে গ্রহদিগের পুং, স্ত্রী ও ক্লীব এই তিন প্রকার সংজ্ঞা আছে, তাহার মধ্যে বুধ, চন্দ্র ও শুক্র এই তিনটী গ্রহ স্ত্রীগ্রহ। জাতকের লগ্নাদি দ্বাদশ স্থানের মধ্যে পঞ্চম স্থানে এই স্ত্রীগ্রহ অবস্থান বা স্ত্রীগ্রহের দৃষ্টি থাকিলে স্ত্রীসন্তান হইয়া থাকে। লগ্নাদিতে থাকিলে জাতক স্ত্রীস্বভাব, অর্থাৎ স্ত্রীলোকের ন্যায় প্রকৃতিসম্পন্ন হইয়া থাকে।

স্ত্রীঘাতক (ত্রি) স্ত্রিয়াঃ ঘাতকঃ। স্ত্রীহত্যাকারী, যাহারা স্ত্রী লোককে হত্যা করে। যাহারা স্ত্রীহত্যা করে, তাহারা শাস্ত্রানুসারে অতিপাতকী। রাজা তাহাকে বধদণ্ড করিবেন।

"কূটশাসনকর্ত্তৄংশ্চ প্রকৃতীনাঞ্চ দূষকান্।
স্ত্রীবালব্রাহ্মণঘ্নাংশ্চ হন্যাদ্দ্বিট্‌সেবিনস্তথা॥" (মনু ৯।২৩২)

স্ত্রীঘোষ (পুং) স্ত্রীয়াং ঘোষো যত্র। প্রত্যূষ।

স্ত্রীঘ্ন (ত্রি) স্ত্রিয়ং হন্তি হন-ক। স্ত্রীঘাতক, স্ত্রীহত্যাকারী।

স্ত্রীচঞ্চল (ত্রি) স্ত্রীর ন্যায় চঞ্চল। (বৃহৎসং ৬৮।৯)

স্ত্রীচিত্তহারিন্ (পুং) স্ত্রীণাং চিত্তং হরতীতি হৃ-ণিনি। ১ শোভাঞ্জন। (ত্রি) ২ নারীমনোহারী, যিনি স্ত্রীলোকের চিত্ত হরণ করিয়া থাকেন।

স্ত্রীচিহ্ন (ক্লী) স্ত্রিয়শ্চিহ্নং। ১ যোনি। (জটাধর) ২ নারী-লক্ষণ, স্তনাদি, স্তনোদ্গমাদি হইলে স্ত্রীদিগের স্ত্রীচিহ্ন প্রকাশ পাইয়া থাকে।

স্ত্রীচৌর (পুং) স্ত্রিয়াশ্চৌরঃ। ১ কামুক। পর্য্যায়—রতিহিণ্ডক। (ত্রিকা°) (ত্রি) ২ নারীহর্ত্তা, যাহারা স্ত্রীদিগকে চুরি করিয়া লইয়া যায়।

স্ত্রীজন (পুং) স্ত্রী চাসৌ জনশ্চেতি। স্ত্রীলোক।

স্ত্রীজন্মন্ (ক্লী) স্ত্রিয়াঃ জন্ম। স্ত্রীদিগের জন্ম, স্ত্রীসন্তানের উৎপত্তি।

স্ত্রীজাতক (ক্লী) গ্রন্থবিশেষ। ইহাতে স্ত্রীলোকদিগের শুভাশুভ লক্ষণ নির্ণীত হইয়াছে।

স্ত্রীজিত (পুং) স্ত্রিয়া জিতঃ। স্ত্রীবশীভূত, স্ত্রৈণ। যাহারা স্ত্রীর অত্যন্ত বশীভূত হয়, তাহারা লোকে নিন্দনীয় হইয়া থাকে। শাস্ত্রানুসারে তাহাদিগকে স্পর্শ করিলে সকল পুণ্য বিনষ্ট হয়। তাহারা পাপীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

"স্ত্রীজিতস্পর্শমাত্রেণ সর্ব্বং পুণ্যং প্রণশ্যতি।
ন ভূমৌ পাতকী পাপাৎ পাপিনাং স্ত্রীজিতাৎ পরঃ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ৪২।১৫)

স্ত্রীতা (স্ত্রী) স্ত্রিয়াঃ ভাবঃ তল্-টাপ্। স্ত্রীত্ব, স্ত্রীর ভাব বা ধর্ম্ম, স্ত্রীদিগের স্বভাব।

স্ত্রীত্ব (ক্লী) স্ত্রিয়াঃ ভাবঃ ত্ব। ১ স্ত্রীর স্বভাব বা ধর্ম্ম। ২ ব্যাকরণমতে প্রত্যয়বিশেষ। স্ত্রীত্ব প্রত্যয়। ব্যাকরণের স্ত্রী তদ্ধিত নামক প্রকরণে স্ত্রীত্ব প্রত্যয়সকল লিখিত আছে, টাপ্, ডাপ্, ঙীষ্, ঙীপ্ প্রভৃতি স্ত্রীত্ববোধক প্রত্যয়সকলকে স্ত্রীত্ব প্রত্যয় কহে। শব্দের উত্তর কোন্ কোন্ স্থলে আপ্, বা ঙীষ্ প্রভৃতি প্রত্যয় হইয়া স্ত্রীলিঙ্গবোধক হইবে। ইহা ব্যাকরণে বিশেষ রূপে লিখিত আছে। বাহুল্যভয়ে তাহা এই স্থলে লিখিত হইল না। বিশেষ বিবরণ ব্যাকরণে দ্রষ্টব্য।

স্ত্রীদেবত (ত্রি) স্ত্রীদেবতাস্য। যাহার দেবতা স্ত্রী।

"মন্ত্রাঃ পুংদেবতাজ্ঞেয়া বিদ্যাঃ স্ত্রীদেবতাঃ পুনঃ।" (তন্ত্রসার)

স্ত্রীদেহার্দ্ধ (পুং) স্ত্রীদেহার্দ্ধো অর্দ্ধভাগো যস্য। অর্দ্ধনারীশ্বর মহাদেব, যাহার অর্দ্ধ দেহ স্ত্রী, হরগৌরীমূর্ত্তি, যাহার অর্দ্ধ দেহ নারী ও অর্দ্ধদেহ পুরুষ।

স্ত্রীদ্বিষ্ (ত্রি) স্ত্রিয়ং দ্বেষ্টি দ্বিষ্-ক্বিপ্। স্ত্রীদ্বেষকারী, স্ত্রীলোকের প্রতি যাহার অতিশয় দ্বেষ আছে।

স্ত্রীদ্বেষিন্ (ত্রি) স্ত্রী-দ্বিষ ণিনি। স্ত্রীর দ্বেষকারী।

স্ত্রীধন (ক্লী) স্ত্রিয়াঃ ধনং। স্ত্রীদিগেরস্বস্বাম্যদীভূত ধন। যে ধনে স্ত্রীদিগের সম্পূর্ণ সত্ত্ব আছে। মন্বাদি শাস্ত্রে স্ত্রীধনের বিশেষ বিধান লিখিত আছে, অতি সংক্ষেপে তাহা আলোচিত হইল। লক্ষণ—

"অধ্যগ্ন্যধ্যাবাহনিকং দত্তঞ্চ প্রীতিকর্ম্মণি।

ভ্রাতৃমাতৃপিতৃপ্রাপ্তং ষড়্‌বিধং স্ত্রীধনং স্মৃতং॥" (মনু ৯।১৯৪)

স্ত্রীধন ৬ প্রকার, অধ্যগ্নি, অধ্যাবাহনিক, প্রীতিদত্ত, মাতৃদত্ত, পিতৃদত্ত ও ভ্রাতৃদত্ত। বিবাহের হোমকালে স্ত্রীগণ যে ধন লাভ করে, তাহাকে অধ্যগ্নি কহে এবং পিতৃগৃহগমনকালে যে ধন লাভ হয়, তাহার নাম অধ্যাবাহনিক, ইহাকে ব্যবহারিক স্ত্রীধনও কহে। রতি বা অন্য কোন সময়ে পতি স্ত্রীকে প্রীতি-পূর্ব্বক যে ধন দান করেন, তাহাকে প্রীতিদত্ত; মাতা, পিতা ও ভ্রাতা প্রভৃতি যে ধন দান করেন, তাহা মাতৃদত্ত, পিতৃদত্ত ও ভ্রাতৃদত্ত নামে অভিহিত। এই ষড়্‌বিধ স্ত্রীধন স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ নিজস্ব। এই ধনে অন্যের কোনও অধিকার নাই। স্ত্রী এই ধন যাহাকে ইচ্ছা দান করিতে পারে। বিবাহের পর পিতা, মাতা, ভর্ত্তা, পিতৃকুল, মাতৃকুল এবং ভর্ত্তৃকুল হইতে যে ধন লাভ হয়, তাহাকে অন্বাধেয় ধনও কহে।

এই স্ত্রীধনবিভাগ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে যে, ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, গান্ধর্ব্ব ও প্রাজাপত্য এই পাঁচ প্রকার বিবাহলব্ধ যে ষড়্‌বিধ স্ত্রীধন, স্ত্রী কোন সন্তান না রাখিয়া মরিলে স্বামী প্রাপ্ত হইবে। আর আসুর, রাক্ষস এবং পৈশাচ বিবাহলব্ধ স্ত্রীধন, স্ত্রী যদি অনপত্যাবস্থায় মরিয়া যায়, তাহা হইলে অগ্রে মাতার এবং তদভাবে পিতার প্রাপ্য হইবে।

ব্রাহ্মণ-পরিগৃহীত নানা জাতীয় স্ত্রীর মধ্যে যদি কেহ অনপত্য-পতিকা হইয়া মরে, অর্থাৎ পতি ও সন্তানাদি না থাকে, তাহা হইলে উহার পিতৃদত্ত যে স্ত্রীধন তাহা সপত্নী ব্রাহ্মণীর কন্যা গ্রহণ করিবে, তদভাবে তাহার পুত্রাদি পাইবে। (মনু ৯ অ°)

বহু পরিবারের মধ্যে থাকিয়া কোন স্ত্রী সাধারণ ধন বা অলঙ্কারাদির জন্য ধন সঞ্চয় করিতে পারিবে না। যদি করে তাহা হইলে উহা স্ত্রীধন বলিয়া গণ্য হইবে না। স্বামীর জীবিতা-বস্থায় স্ত্রী যে সকল অলঙ্কারাদি ধারণ করে, স্বামীর মৃত্যু হইলে উহা বিভাগ করিয়া লইবে।

মাতা মরিয়া গেলে মাতার ধন সহোদর ভ্রাতা ও অবিবাহিতা সহোদরা ভগিনী সমান ভাগ করিয়া লইবে। বিবাহিতা কন্যা থাকিলে উহাকে আপন অংশ হইতে চতুর্থ ভাগ দিবে। যদি ঐ সকল কন্যার আবার কন্যা থাকে, অর্থাৎ অবিবাহিতা দৌহিত্রী থাকে, তবে সম্মানার্থ উহাদিগকে মাতামহীধন হইতে কিঞ্চিৎ দিবে। ইহাতে অংশের কোন উল্লেখ নাই। স্ত্রীগণ স্বামী বা পুত্রাদির মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারসূত্রে যে ধন লাভ করেন, সেই ধনে স্ত্রীদিগের সম্পূর্ণ সত্ব থাকিলেও তাহা স্ত্রীধন পদবাচ্য নহে। উত্তরাধিকারসূত্রে স্ত্রী যে ধন প্রাপ্ত হন, সেই ধন তিনি যথেচ্ছরূপে দান বিক্রয়াদি করিতে পারেন না, করিলে তাহা অসিদ্ধ হয়।

দায়ভাগে লিখিত আছে যে, স্ত্রীর মৃত্যুর পর পুত্র ও কন্যা এই দুইই থাকিলে স্ত্রীধনে উভয়েরই তুল্যাধিকার, অর্থাৎ যতগুলি পুত্র কন্যা থাকিবে, তাহারা সকলে সমান অংশে ঐ ধন বিভাগ করিয়া লইবে। একের অভাবে অন্য অর্থাৎ পুত্র না থাকিলে কন্যা বা কন্যা না থাকিলে পুত্র ঐ ধনাধিকারী হইবে। বহুকন্যা-স্থলে বিবাহিতা, পুত্রবতী এবং সম্ভাবিতপুত্রা ইহারাই স্ত্রীধনের তুল্যাধিকার লাভ করিবে। ইহাদের অভাবে স্বামী ধনাধিকারী

"সামান্যং পুত্রকন্যানাং মৃতায়াং স্ত্রীধনং বিদুঃ।

অপ্রজায়াং হরেদ্ভর্ত্তা মাতা ভ্রাতা পিতাপি বা॥

অত্র দ্বন্দ্বনির্দ্দেশাৎ পুত্রকন্যয়োস্তুল্যাধিকারঃ। অন্যতরা-ভাবে অন্যতরস্য তদ্ধনং। এতয়োরভাবে ঊঢ়ায়া দুহিতুঃ পুত্র-বত্যাঃ সম্ভাবিতপুত্রায়াশ্চ তুল্যাধিকারঃ।" (দায়ভাগ)

স্ত্রী যদি ব্যভিচারিণী অপকারক্রিয়াযুক্তা, নির্লজ্জা ও অর্থ-নাশিনী হয়, তাহা হইলে সে স্ত্রীধনে অধিকারিণী হয় না। স্ত্রী এই সকল দোষযুক্তা হইলে স্বামী স্ত্রীর নিকট হইতে ধন গ্রহণ করিবেন।

"অপকারক্রিয়াযুক্তা নির্লজ্জা চার্থনাশিনী।

ব্যভিচাররতা যা চ স্ত্রীধনং ন চ সার্হতি॥" (দায়ভাগ)

ভর্ত্তা যদি স্ত্রীধন গ্রহণ না করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন, তাহা হইলে কদাচ স্ত্রীধন গ্রহণ করিবেন না, যদি করেন, তাহা হইলে রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইবেন। কিন্তু স্বামী বিপদে পড়িলে অর্থাৎ দুর্ভিক্ষে আত্মাবশ্যক ধর্ম্মকার্য্যে ও রোগগ্রস্ত হইলে, উত্তমর্ণ ঋণ আদায়ের জন্য কারারোধাদি করিলে বিশেষ বিপদাপন্ন হইলে স্ত্রীধন গ্রহণ করিতে পারেন এবং ঐ ধন তাহার দিতে হইবে না, না দিলেও তাহাতে পাতক বা রাজ-দ্বারে দণ্ড হইবে না।

"দুর্ভিক্ষে ধর্ম্মকার্য্যে বা ব্যাধৌ সংপ্রতিরোধকে।

গৃহীতং স্ত্রীধনং ভর্ত্তা ন কামো দাতুমর্হতি॥

সংপ্রতিরোধকে ভোজনাদ্যবরোধকারিণ্যুত্তমর্ণাদিকে।

অন্যত্র তু কাত্যায়নঃ—

ন ভর্ত্তা নৈব চ সুতো ন পিতা ভ্রাতরো ন চ।

আদানে বা বিসর্গে বা স্ত্রীধনে প্রভবিষ্ণবঃ॥" (দায়ভাগ)

স্ত্রীলোক ভর্ত্তা প্রভৃতির কোন অপেক্ষা না রাখিয়া স্বয়ং যে ধন দানবিক্রয়াদি করিতে পারে, তাহাই প্রকৃত স্ত্রীধন। স্ত্রী শিল্পাদি কার্য্যে যে ধন লাভ করে, তাহাও তাহার সম্পূর্ণ নিজস্ব। ইহাতে কাহারও কোন অধিকার নাই। স্বামী যদি দায়াদদিগকে বঞ্চনা করিবার জন্য স্ত্রীকে ধন দান করে এবং তাহা প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে তাহা স্ত্রীধন বলিয়া গণ্য হইবে না। এই ধন সকলেই বিভাগ করিয়া লইতে পারিবে। স্ত্রীর ধন হইলেই

স্ত্রীধন পদবাচ্য হইবে না, যে ধনে স্ত্রীর সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য আছে তাহাই প্রকৃত স্ত্রীধন। দায়তত্ত্ব দায়ভাগ, মিতাক্ষরা প্রভৃতিতে স্ত্রীধনের বিশেষ বিবরণ এবং তাহার বিভাগ লিখিত আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা বিস্তৃত রূপে লিখিত হইল না। [দায়ভাগ দেখ]

স্ত্রীধর্ম্ম (পুং) স্ত্রীণাং ধর্ম্মঃ। ঋতু. পর্য্যায়—পুষ্প, আর্ত্তব, রজঃ। (হেম) যৌবনোদগম হইলে প্রতি মাসেই স্ত্রীদিগের যোনিমার্গ দ্বারা রজোনিঃসরণ হয়, ইহা স্ত্রীদিগের স্বাভাবিক, এই জন্য ইহা স্ত্রীধর্ম্ম। যতদিন স্ত্রীদিগের যৌবন থাকে, ততদিনই তাহাদের এইরূপ রজোনিঃসরণ হইয়া থাকে। যৌবনাপগমে আবার ইহা আপনাহইতেই বন্ধ হইয়া যায়। এই অবস্থায় স্ত্রীগণ অশুচি হইয়া থাকে। অশুচি অবস্থায় তাহাদের কোন ধর্ম্মকর্ম্মে অধিকার থাকে না। [বিশেষ বিবরণ রজস্বলা শব্দে দেখ]

২ মৈথুন।

"শৃন্বতী কামজননীর্ব্বাচঃ শ্রোত্রসুখাবহাঃ।
বর্ণিতাশ্চৈব বিকৃতং প্রগানাঞ্চ বিকুঞ্চিতং।
অভীক্ষ্ণমভিশৃন্বন্তী স্ত্রীধর্ম্মং সা ব্যরোচয়ৎ॥" (হরিবংশ ৮৪।৬১)

৩ স্ত্রীদিগের শুভ কর্ম্মাদি, স্ত্রীগণ যে ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠান করেন।

"স্ত্রীধর্ম্মযোগং তাপস্যং মোক্ষং সন্ন্যাসমেব চ।" (মনু ১।১১৪)

স্ত্রীধর্ম্মিণী (স্ত্রী) ধর্ম্মোঽস্যা অস্তীতি ইনি-ঙীপ্। ঋতুমতী স্ত্রী।

"স্ত্রীধর্ম্মিণী বরারোহা শোণিতেন পরিপ্লুতা।
একবস্ত্রাথ পাঞ্চালী পাণ্ডবানভ্যবৈক্ষত॥" (ভারত ২।৭৭।১৪)

স্ত্রীধব (পুং) স্ত্রীণাং ধবঃ প্রিয়ঃ। পুরুষ। (জটাধর)

স্ত্রীধ্বজ (পুং) হস্তী।

স্ত্রীনামন্ (ত্রি) স্ত্রীবাচকো নাম যস্য। স্ত্রীশব্দবাচক নামযুক্ত, স্ত্রীনামবিশিষ্ট।

স্ত্রীনির্জ্জিত (ত্রি) স্ত্রিয়া নির্জ্জিতঃ। স্ত্রীবশীভূত, স্ত্রৈণ। যাহারা স্ত্রীর অতিশয় বাধ্য। শাস্ত্রমতে স্ত্রীর অতিশয় বশীভূত হওয়া পাপজনক। ইহাদিগকে স্পর্শ করিলেও পাপ হয়। [স্ত্রীজিত দেখ]

স্ত্রীপর (পুং) স্ত্রীষু পরঃ নিরতঃ। কামুক।

স্ত্রীপণ্যোপজীবিন্ (পুং) স্ত্রীপণ্যেন উপজীবতীতি উপ-জীব-ণিনি। ধন বিনিময়ে সম্ভোগের জন্য অপরের নিকট স্ত্রীকে দিয়া যাহারা সেই ধন দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে। স্ত্রী পরপুরুষ সংসর্গ করিয়া যে ধন লাভ করে, সেই ধন দ্বারা যাহারা জীবিকার্জ্জন করে। শাস্ত্রমতে এই রূপ জীবিকা অতি নিন্দিত, যাহাদের জীবিকা এতাদৃশ তাহারা অতিশয় পাপী, তাহাদের দর্শনে ও স্পর্শনে পাপ সংক্রমিত হয়, এই জন্য স্ত্রীপণ্যোপজীবীর দূরে অবস্থান করা কর্ত্তব্য।

স্ত্রীপর্ব্বতদেশ (পুং) জনপদভেদ।

স্ত্রীপর্ব্বন্ (ক্লী) স্ত্রিয়াং পর্ব্ব। স্ত্রীদিগের পর্ব্বদিন, স্ত্রীদিগের উৎসব।

স্ত্রীপুংধর্ম্ম (পুং) স্ত্রী চ পুমাংশ্চ স্ত্রীপুংসৌ, তয়োর্ধর্ম্মঃ। স্ত্রী ও পুরুষের ব্যবহার, ইহা অষ্টাদশ বিবাদপদের অন্তর্গত ব্যবহারবিশেষ। মনুতে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, অতি সংক্ষেপে তাহা লিখিত হইল

"স্ত্রীপুংধর্ম্মো বিভাগশ্চ দ্যূতমাহ্বয়মেব চ।
পদান্যষ্টাদশৈতানি ব্যবহারস্থিতাবিহ॥" (মনু ৮।৭)

"পুরুষস্য স্ত্রিয়াশ্চৈব ধর্ম্মে বর্ত্মনি তিষ্ঠতোঃ।
সংযোগে বিপ্রযোগে চ ধর্ম্মান্ বক্ষ্যামি শাশ্বতান্॥" (মনু ৯।১)

ধর্ম্মপথে অবস্থিত স্ত্রী এবং পুরুষ এই দুয়ের সংযোগ এবং বিয়োগাবস্থায় প্রতিপালনীয় নিত্য ধর্ম্মসকল বর্ণিত হইতেছে। ভর্ত্তা প্রভৃতি স্বজনগণ কদাপি স্ত্রীজাতিকে স্বাধীনাবস্থায় অবস্থান করিতে দিবে না, বরং সর্ব্বদা অনিষিদ্ধ রূপরসাদি বিষয়ে প্রসক্ত করিয়া তাহাদিগকে স্ববশে রাখিবে। স্ত্রীজাতি কৌমারাবস্থায় পিতা কর্ত্তৃক, যৌবনে ভর্ত্তা কর্ত্তৃক এবং বৃদ্ধাবস্থায় পুত্র কর্ত্তৃক রক্ষণীয়া। ইহারা কদাপি স্বাধীনাবস্থায় অবস্থানের যোগ্যা নহে। উদ্বাহযোগ্যকালে অর্থাৎ কন্যাকালমধ্যে কন্যা যদি পাত্রস্থা না হয়, তবে পিতা লোকসমাজে নিন্দনীয় হন এবং ঋতুকালে পতি যদি পত্নীসঙ্গত না হন, তাহা হইলে তিনিও নিন্দনীয় হইয়া থাকেন। আর ভর্ত্তার লোকান্তর হইলে তাহার তনয়েরা যদি নিজ জননীর রক্ষণাবেক্ষণ না করে, তবে তাহারাও নিতান্ত লোকনিন্দার পাত্র হয়। স্ত্রীজাতি অতি সামান্য দুঃসঙ্গ হইতেও রক্ষণীয়, কারণ রক্ষণ বিষয়ে কিছুমাত্র অবহেলা ঘটিলেও স্ত্রীজাতি পিতৃকুল ও ভর্ত্তৃকুলের সন্তাপের কারণ হয়। ভার্য্যারক্ষণধর্ম্ম সর্ব্ব ধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহা অবগত হইয়া কি দুর্ব্বল, কি সবল, কি অন্ধ, কি খঞ্জ সকলেই নিজ নিজ ভার্য্যার রক্ষাকার্য্যে যত্নবান্ হইবে। ভার্য্যার রক্ষাবিধানে যিনি সতত যত্নশীল হন, তিনি তদ্দ্বারা নিজবংশপরম্পরা, আত্মচরিত্র এবং ধর্ম্ম এ সমস্তই রক্ষা করেন। পতি ভার্য্যার গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া তদ্গর্ভ হইতে পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করে, জায়া হইতে পুনর্জ্জন্ম হয় বলিয়াই জায়ার জায়াত্ব। ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে, পত্নী যাদৃশ ভর্ত্তাকে ভজনা করে, ঠিক্ তাদৃশ পুত্রই সমুৎপাদন করিয়া থাকে। এ কারণ সৎপুত্র লাভার্থ ভার্য্যা সকল প্রকারে রক্ষণীয়া। কেহ কখন বলপূর্ব্বক কোন স্ত্রীকে সৎপথে রক্ষা করিতে সমর্থ না হইলে, নিম্নোক্ত উপায়ে তাহারা সহজে রক্ষণীয়া। অর্থসংগ্রহ ও ব্যয়সাধনে, নিজ শরীর ও গৃহদ্রব্যাদির শুদ্ধিবিধানে, অন্নপাককরণে এবং গৃহোপকরণের পর্য্যবেক্ষণে সর্ব্বদা স্ত্রীজাতিকে নিয়োজিত রাখা কর্ত্তব্য। যে স্ত্রী দুঃশীলতা হেতু স্বয়ং আত্মরক্ষায় যত্নবতী না হয়, তাহাকে পুরুষেরা গৃহাবরুদ্ধ করিয়াও রক্ষা করিতে সমর্থ হন না, কিন্তু যাহারা সতত আত্ম-

রক্ষাতৎপর, কেহ রক্ষা না করিলেও তাহারা সুরক্ষিতা হইয়া থাকে।

মদ্যপান, অসৎপুরুষসংসর্গ, ভর্ত্তৃবিরহ, ইতস্ততঃ ভ্রমণ, অকালনিদ্রা এবং পরগৃহবাস ব্যভিচারদোষের এই ষড়্বিধ কারণ। স্ত্রীগণ সৌন্দর্য্যের কিছু মাত্র বিচার করে না, বয়োবিষয়েও ইহাদের আস্থা নাই, সুরূপই হউক, আর কুরূপই হউক, ইহারা পুরুষ পাইলেই তাঁহার সহিত সম্ভোগ করিতে ভাল বাসে। পুরুষ সন্দর্শন মাত্রই তৎসম্ভোগাভিলাষ হয়, শীলতা হেতু স্বভাবতঃ চিত্তচাঞ্চল্য এবং স্নেহশূন্যতা বশতঃ পতি কর্ত্তৃক সুরক্ষিতা হইলেও নারী ভর্ত্তৃবিরুদ্ধে ব্যভিচার করিয়া থাকে। বিধাতা কর্ত্তৃক নারীজাতির সৃষ্টি স্বভাবতঃ এইরূপ। ইহা বিশেষ রূপে অবগত হইয়া সতত তাহাদের রক্ষাবিধানে সবিশেষ যত্নবান্ হওয়া পুরুষের কর্ত্তব্য। মহর্ষি মনু বলিয়াছেন যে, নারী হইতেই শয়ন, অশন, ভূষণ, শীলতা, কাম, ক্রোধ, পরহিংসা, কৌটিল্য এবং কুৎসিতাচার প্রভৃতি সমুদ্ভূত হইয়া থাকে।

শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে নারীজাতির জাতকর্ম্মাদি মন্ত্র দ্বারা সম্পন্ন হয় না, স্মৃতি ও বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে কিম্বা কোন মন্ত্রে ইহাদের অধিকার নাই। এই জন্য ইহারা নিতান্ত হীন ও অপদার্থ। শ্রুতি এবং নিগমে স্ত্রীজাতির ব্যভিচারের কথাই প্রকাশ আছে, ঐ ব্যভিচারের প্রায়শ্চিত্তও শ্রুতিতে লিখিত আছে, তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ, আমার মাতা যে অসতী হইয়া পরগৃহে বাসাদি করিয়াছেন, ঐ পরপুরুষদুষ্ট মাতৃরজঃ আমার পিতা শুদ্ধ করুন। পরপুরুষ সংকল্প করিয়া স্ত্রীলোক ভর্ত্তার যে কিছু অপ্রিয়াচরণ করে, সেই পাপাপনোদন জন্যও এই মন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

নদী যেরূপ অর্ণবসহযোগে লবণাম্বু হইয়া থাকে স্ত্রীলোকও সেইরূপ সাধু বা অসাধু পুরুষের সহিত বিবাহসূত্রে সম্মিলিত হইয়া, তাদৃশ গুণবিশিষ্টা হইয়া থাকে। নিকৃষ্টকুলসম্ভূতা অক্ষমালা এবং পক্ষিণী শারঙ্গী যথাক্রমে ঋষি বশিষ্ঠ এবং মন্দপালের সহিত উদ্বাহসূত্রে মিলিত হইয়া পরম মান্যা হইয়াছিলেন, উক্ত রমণীদ্বয় এবং সত্যবতী প্রভৃতি আরও কতকগুলি রমণী অপকৃষ্টযোনিজা হইয়াও ভর্ত্তৃগুণে সবিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। স্ত্রীপুরুষ এতদুভয়ের নিত্য শুদ্ধ লোকযাত্রা অভিহিত হইল। এইক্ষণ ইহাদের ইহামুত্র সুখদায়ক ধর্ম্ম বলা যাইতেছে। গৃহালঙ্কারভূতা কামিনীগণ মহাকল্যাণকর প্রজোৎপাদনার্থ বহু কল্যাণভাজন এবং মান্যার্হ হইয়া থাকে। একারণ গৃহমধ্যে শ্রী ও স্ত্রী এতদুভয়ের কিছু মাত্র বিশেষ লক্ষিত হয় না। অপত্যোৎপাদন সঞ্জাত তনয়ের পরিপালন, এবং লোকযাত্রানির্ব্বাহার্থ অতিথিসৎকারাদি সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ ইত্যাদি বিষয়ে ভার্য্যাই প্রধান সহায়। ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠান, অপত্যলাভ, শুশ্রূষা, উৎকৃষ্টা রতি এবং পিতৃলোকের ও আপনার স্বর্গপ্রাপ্তি এই সমস্ত ব্যাপার একান্ত ভার্য্যায়ত্ত।

যে স্ত্রী কদাপি কায়মনোবাক্যে পতির বিরুদ্ধাচরণ করে না, সে ইহলোকে সাধুবাদ এবং পরলোকে স্বামীর সহিত স্বর্গবাস করিয়া থাকে। ব্যভিচারকারিণী পত্নী ইহলোকে নিন্দা এবং জন্মান্তরে শৃগালযোনি প্রাপ্ত হয়, আর ক্ষয়রোগাদি দ্বারা প্রপীড়িতা হইয়া থাকে। মানব পুত্রকলত্র সহযোগে সম্পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়। যে ভর্ত্তা সেও অঙ্গনা ভিন্ন নহে, ইহাই বেদবিৎ পণ্ডিতদিগের মত। পতির সহিত পত্নীর যে সম্বন্ধ তাহা কদাপি দান, বিক্রয় বা ত্যাগে নষ্ট হয় না। এ নিয়ম পুরাকাল হইতে বিধাতা কর্ত্তৃক নির্ণীত হইয়াছে।

স্ত্রীলক্ষণাদি—দোষাক্রান্তা, উৎকট ব্যাধিগ্রস্তা, ক্ষতযোনি বা প্রতারণাপূর্ব্বক প্রদত্তা হইলে বর যথাবিধ বাক্প্রতিগ্রহ করিয়াও তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে। দোষান্বিতা কন্যার দোষ প্রকাশ না করিয়া সম্প্রদান করিলে বর উক্ত কন্যা গ্রহণ না করিয়া সেই মন্দমতি কন্যাকর্ত্তার দান ব্যর্থ করিতে পারেন। প্রয়োজন বশতঃ বিদেশে দীর্ঘ কাল যাপন করিবার আবশ্যক হইলে পত্নীর ভরণপোষণানুযায়ী বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া স্বামীর বিদেশে গমন করা উচিত। কারণ জীবিকানির্ব্বাহের নিমিত্ত অনন্যোপায় হইয়া সচ্চরিত্রা ধর্ম্মনিষ্ঠা স্ত্রীও কুপথগামিনী হইতে পারে। ভরণপোষণানুযায়ী বৃত্তি সংস্থাপনপূর্ব্বক পতি বিদেশে বাস করিলে স্ত্রী দৃঢ়রূপে ধর্ম্মাশ্রয় করিয়া কালযাপন করিবে। এরূপ বৃত্তির অভাবে সূত্রকর্ত্তন বা অন্য বিশুদ্ধ শিল্পকার্য্য দ্বারা দিনপাত করিবে। পতি ধর্ম্মকার্য্যার্থ বিদেশে গমন করিলে আট বৎসর পর্য্যন্ত পতির অপেক্ষা করিবে, বিদ্যার্জ্জন বা যশোলাভের জন্য গমন করিলে ৬ বৎসর, কোন প্রকার ইন্দ্রিয় উপভোগার্থ গমন করিলে ৩ বৎসর, এইরূপ অপেক্ষা করিয়া তৎপরে কোন সাধু পুরুষের নিকট ভরণপোষণের জন্য গমন করিবে। কিন্তু কদাচ ব্যভিচারাদি অপকর্ম্ম করিয়া জীবন ধারণ করিবে না। নিজদ্বেষ্ট্রী স্ত্রীর স্বামী এক বৎসর কাল প্রতীক্ষা করিবে। তাহার দ্বেষভাব বিগত না হইলে তাহাকে অলঙ্কারাদি সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া তৎসহবাস ত্যাগ করিবে। যে স্ত্রী দ্যূতক্রীড়া-পরতন্ত্র, মত্ত ও ব্যাধিগ্রস্ত বলিয়া স্বামীর শুশ্রূষা না করিয়া অবজ্ঞা করে, তাহাকে বস্ত্রালঙ্কারাদি পরিচ্ছদে বঞ্চিত করিয়া মাসত্রয়ের নিমিত্ত তাহার সহবাস ত্যাগ করিবে। উন্মত্ত, ও ব্রহ্মহত্যাদি দোষে পতিত, ক্লীব এবং কুষ্ঠাদি রোগগ্রস্ত পতিকে যে স্ত্রী শুশ্রূষা না করে, সে পরিত্যক্তা ও অলঙ্কারাদি হইতে বঞ্চিত হইতে পারে না।

মদ্যপানাসক্তা, দুশ্চরিত্রা, পতিবিদ্বেষিণী, অসাধ্য ব্যাধিগ্রস্তা, অপকারসাধনক্ষমা, ধনক্ষয়কারিণী, অপব্যয়কারিণী স্ত্রী সত্বে স্বামী দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিতে পারিবেন। স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে আদ্য ঋতু হইতে অষ্টম বর্ষে, মৃতবৎসা হইলে দশম বর্ষে ও কেবল কন্যা উৎপাদন করিলে একাদশ বর্ষে, দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করিতে পারা যায়। কিন্তু পত্নী অপ্রিয়ভাষিণী হইলে কালক্ষয় না করিয়া দারগ্রহণ করা বিধেয়। পীড়াগ্রস্তা অথচ সুশীলা স্ত্রীর অনুমতি লইয়া দ্বিতীয়বার দারগ্রহণ করা উচিত। কি- স্বামী কদাচ তাহার অবমাননা করিবে না। স্ত্রী যদি রোষপরতন্ত্রা হইয়া গৃহত্যাগের উদ্যম করে, তাহা হইলে তাহাকে অবিলম্বে অবরুদ্ধ করিবে, কিংবা আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি সমগ্র পরিবারবর্গসমক্ষে বর্জ্জন করিবে। সংক্ষেপতঃ পরস্পর অব্যভিচারাবস্থায় অবস্থান করাই স্ত্রী পুরুষের পরম ধর্ম্ম। বিবাহিত স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পর বিযুক্ত না হইয়া যাহাতে কোন রূপে ব্যভিচার না করেন, তদ্বিষয়ে সতত সাবধান থাকা আবশ্যক। ইহাই সাধারণ স্ত্রীপুংধর্ম্ম। (মনু ৯অ°)

স্ত্রীপুংস (পুং) স্ত্রীচ পুমাংশ্চ (অচতুরবিচতুরেতি। পা ৫।৪।৭৭) ইতি অচ্ প্রত্যয়েন সাধুঃ। স্ত্রী ও পুরুষ, স্ত্রী পুরুষের যুগ্ম, পর্য্যায়—মিথুন, দ্বন্দ্ব। (অমর)

এই শব্দ দ্বিবচনান্ত, একবচনে ইহার প্রয়োগ হয় না, 'স্ত্রী পুংসৌ' এইরূপ প্রয়োগই হইবে।

"সাক্ষি প্রশ্নবিধানঞ্চ ধর্ম্মং স্ত্রীপুংসয়োরপি।
বিভাগধর্ম্মং দ্যূতঞ্চ কণ্টকানাঞ্চ শোধনং॥" (মনু ১।১১৫)

স্ত্রীপুংসলক্ষণা (স্ত্রী) স্ত্রীপুংসয়োর্লক্ষণং চিহ্নং স্তনশ্মশ্রাদিরূপং যস্যাং সা। স্ত্রী ও পুরুষ এই উভয়ের চিহ্ন যাহার আছে, স্ত্রীচিহ্ন স্তন এবং পুরুষচিহ্ন শ্মশ্রু প্রভৃতি যাহার আছে, পর্য্যায়—পোটা।

স্ত্রীপুষ্প (ক্লী) স্ত্রিয়াং পুষ্পং। স্ত্রীদিগের পুষ্পোদ্গম, স্ত্রীদিগের রজোদর্শন।

স্ত্রীপূর্ব্ব (পুং) স্ত্রী পূর্ব্বে প্রধানতয়া সর্ব্বকার্য্যেষু অগ্রগামিনী বা যস্য। স্ত্রীজিত, স্ত্রৈণ, নারীবশীভূত।

স্ত্রীপ্রত্যয় (পুং) ব্যাকরণমতে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের উত্তর, ঙীষ্, ঙীপ্, টাপ্ প্রভৃতি যে সকল প্রত্যয় হয়, তাহাকে স্ত্রীপ্রত্যয় কহে। ব্যাকরণে স্ত্রী তদ্ধিতে স্ত্রীপ্রত্যয়ের বিশেষ বিধান লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা আর এ স্থানে লিখা হইল না।

স্ত্রীপ্রধান (ত্রি) স্ত্রী প্রধানং যত্র। যে স্থান স্ত্রীলোকপ্রধান।

স্ত্রীপ্রসূ (ত্রি) যে স্ত্রী কেবল কন্যাসন্তান প্রসব করে, চলিত কন্যাবিউনী।

স্ত্রীপ্রিয় (পুং) স্ত্রিয়াঃ প্রিয়ঃ। ১ আম্রবৃক্ষ। (ত্রি) স্ত্রীদিগের প্রিয় দ্রব্যমাত্র।

স্ত্রীবন্ধ (পুং) স্ত্রীকরণ।

স্ত্রীভব (ক্লী) স্ত্রীত্ব,-স্ত্রীর ভাব বা ধর্ম্ম।

স্ত্রীমৎ (ত্রি) অস্ত্যর্থে মতুপ্। স্ত্রীযুক্ত, স্ত্রীবিশিষ্ট, যাহাদের স্ত্রী আছে।

স্ত্রীমন্ত্র (পুং) স্বাহা এই মন্ত্র, তন্ত্রমতে পুং স্ত্রী ও ক্লীব এই কয় প্রকার মন্ত্র আছে।

স্ত্রীময় (ত্রি) স্ত্রী স্বরূপে ময়ট্। স্ত্রীস্বরূপ।

স্ত্রীমানিন্ (পুং) ১ ভৌত্যমনুর পুত্রবিশেষ। (মার্কণ্ডেয়পু° ১০০।৩২) (ত্রি) ২ যিনি আপনাকে স্ত্রী বলিয়া বিবেচনা করেন।

স্ত্রীমুখপ (পুং) স্ত্রীমুখং পাতীতি পা-ক। দোহল, বকুলবৃক্ষ।

স্ত্রীমুখমধুদোহদ (পুং) বকুলবৃক্ষ। (রাজনি°)

স্ত্রীংমন্য (ত্রি) স্ত্রিয়ম্মন্য, যিনি আপনাকে স্ত্রী বলিয়া বিবেচনা করেন।

স্ত্রীরজস্ (ক্লী) স্ত্রীদিগের রজঃ, স্ত্রীদিগের পুষ্পোদ্গম।

স্ত্রীরঞ্জন (ক্লী) স্ত্রিয়মপি রঞ্জয়তি রাগেণেতি রঞ্জ-ল্যু। তাম্বূল।

স্ত্রীরত্ন (ক্লী) স্ত্রীষু রত্নমিব। ১ নারীরত্ন, শ্রেষ্ঠা স্ত্রী, জাতিতে যাহা উৎকৃষ্ট, তাহাই রত্ন নামে কথিত,

"জাতৌ জাতৌ যদুৎকৃষ্টং তদ্রত্নমিতি কথ্যতে।" (স্মৃতি)

স্ত্রীদিগের মধ্যে যে সকল রমণী অত্যুত্তম, তাহাকে স্ত্রীরত্ন কহে। ২ লক্ষ্মী।

স্ত্রীরাশি (পুং) রাশিবিশেষ। [রাশি শব্দ দেখ]

স্ত্রীরোগ (পুং) স্ত্রিয়া রোগঃ। নারীদিগের আময়, স্ত্রীদিগের পীড়া, যোনিসম্বন্ধীয় স্ত্রীদিগের যে পীড়া, তাহাই স্ত্রীরোগ নামে অভিহিত। স্ত্রীদিগের যে কোন রোগ হইলে তাহাকে স্ত্রীরোগ কহে না, যোনিব্যাপদ্ মাত্রই স্ত্রীরোগ নামে কথিত। আয়ুর্ব্বেদে এই স্ত্রীরোগের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, অতি সংক্ষেপে ইহার বিষয় লিখিত হইল।

লক্ষণ—ক্ষীর মৎস্যাদি আহার, বিরুদ্ধ দ্রব্যভোজন, মদ্যপান, পূর্ব্বের আহার জীর্ণ না হইতে পুনর্ব্বার ভোজন, অপক্ক দ্রব্যভোজন, গর্ভপাত, অতিরিক্ত মৈথুন, পথপর্য্যটন, অধিক যানারোহণ, শোক, উপবাস, ভারবহন, অভিঘাত ও অতিনিদ্রা প্রভৃতি কারণে স্ত্রীদিগের এই রোগ উৎপন্ন হয়, ইহাকে প্রদর বা অসৃক্ কহে। অঙ্গমর্দ্দ ও বেদনার সহিত যোনিদ্বার দিয়া স্রাব নির্গত হওয়াই ইহার সাধারণ লক্ষণ। ইহা বাতজ, কফজ, পিত্তজ এবং সন্নিপাতজভেদে চারি প্রকার। যাহাতে অপক্ক রসযুক্ত পিচ্ছিল, পাণ্ডুবর্ণ ও মাংসধোয়া জলের ন্যায় স্রাব নির্গত হয়, তাহা কফজ। যাহাতে পীত, নীল, কৃষ্ণ বা রক্তবর্ণ উষ্ণস্রাব, দাহ ও চিমিচিমি প্রভৃতি আর যাহাতে বক্ষ

অরুণবর্ণ, ফেনযুক্ত ও মাংসধোয়ান জলের ন্যায় স্রাব সূচীবেধের ন্যায় বেদনার সহিত নিঃসৃত হয় তাহা বাতজ। সন্নিপাতজ এই রোগে মধু, ঘৃত বা হরিতালের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট অথবা মজ্জতুল্য ও শবের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট স্রাব নির্গত হয়। এই সন্নিপাতজ রোগ অসাধ্য। ইহা আরোগ্য হয় না, তবে উপযুক্ত রূপে চিকিৎসা করিলে যাপ্য হইয়া থাকে। এই রোগে রক্ত ও বল ক্ষীণ, নিরন্তর স্রাব, তৃষ্ণা, দাহ ও জ্বরাদি উপদ্রব উপস্থিত হইলে তাহাও অসাধ্য হইয়া থাকে।

ইহা ভিন্ন আরও এক প্রকার স্ত্রীরোগ আছে, ইহাকে চলিত কথায় বাধক কহে। এই রোগ হইলে সন্তানের বাধা জন্মায় বলিয়া ইহাকে বাধক কহে। এই বাধক রোগ নানা প্রকার। কোন বাধকে কটি, নাভির অধোভাগ, পার্শ্বদ্বয় ও স্তনদ্বয়ে বেদনা এবং কখন কখন এক মাস বা দুই মাস কাল ব্যাপিয়া রজঃস্রাব হইয়া থাকে। কোন বাধকে চক্ষুঃ, হস্ততল ও যোনিতে জ্বালা, লালাসংযুক্ত রজঃস্রাব, কখন কখন এক মাসের মধ্যে দুইবার ঋতু হইতে দেখা যায়। কোন বাধকে মানসিক অস্থিরতা, শরীরে ভারবোধ, অধিক রক্তস্রাব, হস্তপদে জ্বালা, কৃশতা, নাভির নিম্ন দেশে শূলবৎ বেদনা এবং কখন তিন বা চারিমাস অন্তর ঋতু হইয়া থাকে। ইহাতে নিয়মিত রূপে ঋতু হয় না। আবার কোনও বাধকে বহুকালের পর রজঃপ্রবৃত্তি এবং তৎকালে অল্প পরিমাণে রজঃস্রাব, স্তনদ্বয়ের গুরুতা ও স্থূলতা, দেহের কৃশতা, যোনিতে শূলবৎ বেদনা এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়। কোন কোন বাধকে ঋতু একেবারেই বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু মাসান্তে নির্দ্দিষ্ট কালে এক এক বার তল পেটে, কটিতে, স্তনদ্বয়ে এবং সর্ব্বাঙ্গে দারুণ বেদনা উপস্থিত হয়। প্রায় সকল বাধকেই মধ্যে মধ্যে যোনিদ্বার দিয়া অল্প অল্প রেতঃস্রাব হইয়া থাকে। যতদিন এইরূপ উপদ্রব থাকে, ততদিন স্ত্রীদিগের সন্তান হয় না। ফলে এই বাধকরূপ স্ত্রীরোগ হইলে বিশেষ সাবধানতার সহিত চিকিৎসা করা আবশ্যক।

ঋতু, রক্তবিশুদ্ধ এবং প্রতিমাসে উপযুক্ত পরিমাণে রক্তস্রাব হইলে কোন প্রকার স্ত্রীরোগই হয় না। যে ঋতু মাসে মাসে নির্দ্দিষ্ট কালে প্রবৃত্ত হইয়া পাঁচ দিন অবস্থিত থাকে, দাহ ও বেদনা প্রভৃতি কোনও শারীরিক যন্ত্রণা উপস্থিত হয় না, রক্ত পিচ্ছিল এবং পরিমাণে অল্প বা অধিক না হয়, রক্তের বর্ণ লাক্ষা রসের ন্যায় হয়, রক্ত বস্ত্রে লাগিলে রক্তবর্ণ এবং জলে ধুইলে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া যায়, তাহাই বিশুদ্ধ ঋতুরক্ত। ইহার কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটিলে তাহাও পীড়ারূপে নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

যোনিব্যাপদ্ লক্ষণ—অনুপযুক্ত আহার বিহার, দুষ্ট রজঃ ও বীজদোষ প্রভৃতি কারণে নানা প্রকার যোনিব্যাপদ্ হইয়া থাকে। এই যোনিব্যাপদ্ও স্ত্রীরোগমধ্যে পরিগণিত। স্ত্রীদিগের যোনিদেশে অত্যন্ত কষ্টে ফেনযুক্ত রজঃ নিসৃত হয়, তাহার নাম উদাবর্ত্ত, যাহাতে রক্ত দূষিত হইয়া সন্তানোৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হইয়া যায়, তাহার নাম বন্ধ্যাত্ব। বিপ্লুতানামক যোনিব্যাপদে যোনিদেশে সর্ব্বদা বেদনা থাকে। পরিপ্লুতা রোগে মৈথুনকালে যোনিতে অতিশয় বেদনা হয়। এই চারিটী রোগ বাতজ, ইহাতে যোনি কর্কশ, কঠিন এবং শূল ও সূচীবেধবৎ বেদনাযুক্ত হয়।

লোহিতক্ষয় নামক রোগে যোনিদেশে অতিশয় দাহ ও রক্ত ক্ষয় হয়। বামিনী রোগে যোনিদ্বার হইতে বায়ুর সহিত রক্তমিশ্রিত শুক্র নির্গত হয়। প্রস্রংসিনী রোগে যোনি স্বস্থান হইতে অধোদেশে লম্বিত ও বায়ু জন্য উপদ্রবযুক্ত হয়। এই রোগে সন্তান-প্রসবকালে অত্যন্ত কষ্ট হইয়া থাকে। পুত্রঘ্নী রোগে মধ্যে মধ্যে গর্ভসঞ্চার হয়, কিন্তু বায়ু দ্বারা রক্তক্ষয় জন্য সেই গর্ভ নষ্ট হইয়া যায়। এই চারিটী রোগ পিত্তজ, ইহাতে অতিশয় দাহজ্বর উপস্থিত হয়।

অত্যানন্দা নামক যোনিরোগে অতিরিক্ত মৈথুনেও তৃপ্তি হয় না, যোনিমধ্যে কফ ও রক্ত দ্বারা মাংসকন্দের ন্যায় গ্রন্থি উৎপন্ন হইলে তাহাকে কর্ণিনী রোগ কহে। অতিচরণা রোগে মৈথুন কালে পুরুষের রেতঃ পতিত হওয়ার পূর্ব্বেই স্ত্রীর রেতঃ পাত হইয়া যায়, সুতরাং সেই স্ত্রী রেতঃ গ্রহণে সমর্থা হয় না, অতিরিক্ত মৈথুন জন্য রেতঃগ্রহণ শক্তি নষ্ট হইলে তাহাকে অতিচরণা কহে। এই চারিটী রোগ শ্লেষ্মজ। ইহাতে যোনিপিচ্ছিল কণ্ডুযুক্ত ও অত্যন্ত শীতলস্পর্শ হয়।

যে স্ত্রীর ঋতু হয় না, স্তন অতি অল্প উঠে এবং মৈথুনকালে যোনি কর্কশস্পর্শ বলিয়া বোধ হয়, তাহার যোনিকে ষণ্ডী কহে। অল্প বয়স্কা ও সূক্ষ্ম যোনিদ্বারবিশিষ্টা রমণী স্থূললিঙ্গ পুরুষের সহিত সহবাস করিলে তাহার যোনি অণ্ডকোষের ন্যায় ঝুলিয়া পড়ে, ইহাকে অণ্ডলী কহে। অতি বিস্তৃত যোনিকে মহাযোনি এবং সূক্ষ্মদ্বারবিশিষ্ট যোনিকে সূচীবক্ত্রা কহে।

দিবানিদ্রা, অতিরিক্ত ক্রোধ, অধিক ব্যায়াম, অতিশয় মৈথুন এবং কোনও কারণে যোনিদেশ ক্ষত হইলে বাতাদি দোষত্রয় কুপিত হইয়া যোনিদেশে পূয়রক্তের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট ও মান্দার ফলের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট এক প্রকার মাংসকন্দ উৎপাদন করে, তাহাকে যোনিকন্দ কহে। চলিত কথায় ইহার নাম প্যাদ। বায়ুর আধিক্য থাকিলে কন্দ রুক্ষ বিবর্ণ ও ফাটা ফাটা হয়। পিত্তের আধিক্যে কন্দ রক্তবর্ণ এবং তাহাতে দাহ এবং জ্বর হইয়া থাকে। শ্লেষ্মার আধিক্যে উহা নীলবর্ণ ও কণ্ডুযুক্ত হয়। ত্রিদোষের আধিক্য থাকিলে ঐ সমস্ত লক্ষণ মিশ্রিত ভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই সকল স্ত্রীরোগ হইলে সত্বর বিশেষ সতর্ক-

স্তার সহিত উপযুক্ত চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। নচেৎ সাধ্যরোগ অসাধ্যে পরিণত হয় এবং রোগিণীর অনেক প্রকার যন্ত্রণা ও অবশেষে তাহার জীবননাশ হইয়া থাকে।

চিকিৎসা—বাতজন্য প্রদর রোগে দধি ৬ তোলা, সচল লবণ ৵ আনা, কৃষ্ণজীরা, যষ্টি মধু ও নীলোৎপল প্রত্যেক ।৹ আনা এবং মধু অর্দ্ধতোলা এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ২ তোলা মাত্রায় দুই ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে হয়। ইহাতে রোগ আশু প্রশমিত হয়। পিত্তজ রোগে বাসকের রস অথবা গুলঞ্চের রস চিনিমিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। রক্তপ্রদরে রসাঞ্জন, চাঁপা নটের মূল ও মধু প্রত্যেকের সমভাগ আতপতণ্ডুলধৌত জলের সহিত সেবন করিবে, শ্বাস উপদ্রব থাকিলে ঐ সকলের সহিত বামুনহাটী ও শুঁঠ মিশ্রিত করিয়া দিবে। যজ্ঞডুমুরের রস, লাক্ষা ভিজা জল প্রভৃতি সেবনে প্রদরের রক্তস্রাব আশু নিবারিত হয়। ১ তোলা অশোকছাল অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া এক পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে তাহার সহিত একসের দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। দুগ্ধের ভাগ অবশিষ্ট থাকিতে পাক শেষ করিবে, ইহা রোগিণীর অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করাইলে রক্তপ্রদর নিবারিত হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন দার্ব্বাদিকাথ, উৎপলাদিকল্ক, চন্দনাদিচূর্ণ, পুষ্যানুগচূর্ণ প্রদরাদিলৌহ, অশোকঘৃত, সিতকল্যাণঘৃত, অশোকারিষ্ট ও পত্রাঙ্গাসব প্রভৃতি ঔষধ অবস্থা বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিলে এই রোগ আশু প্রশমিত হয়। অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে কোন প্রকার ঘৃত সেবন করান উচিত নহে। এই সকল প্রদর না থাকিয়া শরীর সুস্থ থাকিলে ঘৃতসেবনে বিশেষ উপকার হয়। বায়ুর উপদ্রব বা তলপেটে বেদনা থাকিলে প্রিয়ঙ্গ্বাদি বা প্রমেহমিহিরতৈল মর্দ্দন করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

বাধকচিকিৎসা—বাধক রোগে অধিক রজঃস্রাব হইলে প্রদররোগোক্ত যাবতীয় ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারা যায়। রজোরোধ হইয়া গেলে কাঁজির সহিত জবাফুল বাটিয়া সেবন করাইবে। মুছব্বর, হীরাকস, অহিফেন ও দারুচিনি প্রত্যেকের চূর্ণ চারি আনা জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া ২ রতি মাত্রায় বটিকা দিবসে দুইবার জলের সহিত সেবনীয়। লাউবীজ, দন্তীমূল, পিপুল, গুড়, ময়নাফল, যষ্টিমধু, মূলাবীজ ও মনসা সিজের আটার সহিত এই সকল দ্রব্যের বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া যোনিমধ্যে ধারণ করিলেও রজঃপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে। উদর প্রভৃতি স্থানের বেদনা নিবারণ জন্য গমের ভূসির পুলটিস দিবে। অশোকঘৃত, অশোকারিষ্ট, ফলকল্যাণঘৃত ও সিতকল্যাণঘৃত প্রভৃতি ঔষধ এই অবস্থায় প্রযোজ্য।

যোনিরোগচিকিৎসা—বাতপ্রধান যোনিরোগে বায়ুনাশক ঘৃতাদি সেবন করাইবে। গুলঞ্চ, ত্রিফলা ও দন্তী ইহাদের কাথ দ্বারা যোনিদেশ সেচন এবং তগরপাদুকা, বার্ত্তাকু, কুড়, সৈন্ধব ও দেবদারু ইহাদের কল্কের সহিত যথাবিধি তৈল পাক করিয়া সেই তৈলে পিচু (তুলার পাইচ) ভিজাইয়া তাহা যোনিমধ্যে ধারণ করিবে। পিত্তযোনিরোগে পিত্তনাশক চিকিৎসা কর্ত্তব্য এবং ঘৃতাক্ত পিচু যোনিমধ্যে প্রবেশ করান আবশ্যক। শ্লেষ্মপ্রধান যোনিরোগে রুক্ষ ও উষ্ণবীর্য্য ঔষধ প্রয়োগ করিবে। এবং পিপুল, মরিচ, মধ্যে কলাই, শুল্ফা, কুড় ও সৈন্ধব লবণ, একত্র পেষণপূর্ব্বক তর্জ্জনী অঙ্গুলির ন্যায় তাহার বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া যোনিমধ্যে ধারণ করিবে। কর্ণিকা নামক রোগে কুড়, পিপুল, আকন্দ পল্লব ও সৈন্ধব লবণ একত্র ছাগমূত্রে পেষণপূর্ব্বক বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া যোনিমধ্যে প্রবেশ করাইবে। শুল্ফা ও কুলের পাতা পেষণ করিয়া তিলতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে বিদীর্ণ যোনি প্রশমিত হয়। করেলার মূল পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে অন্তঃপ্রবিষ্ট যোনি বহির্গত হয়। প্রস্রংসিনী রোগে ইন্দুরের বসা মর্দ্দন করিলে তাহা পুনরায় স্বস্থানে অবস্থিত হয়। যোনির শিথিলতা নিবারণ জন্য বচ, নীলোৎপল, কুড়, মরিচ, অশ্বগন্ধা ও হরিদ্রা সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে এবং কস্তুরী, জায়ফল, কর্পূর কিংবা মদনফল মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া যোনিমধ্যে পূরণ করিবে। যোনির দুর্গন্ধ নিবারণের জন্য আম, জাম, কদ্‌বেল, টাবালেবু ও বেল এই সকলের কচি পাতা, যষ্টিমধু ও মালতীফুল এই সকল দ্রব্যের কল্ক সহ যথাবিধি ঘৃতাক্ত করিয়া সেই ঘৃতাক্ত পিচু যোনিমধ্যে ধারণ করিবে। বন্ধ্যাত্ব নিবারণের জন্য অশ্বগন্ধার কাথে দুগ্ধ পাক করিয়া তাহাতে ঘৃত প্রক্ষেপ দিয়া ঋতুস্নানের পর সেবন করিতে হয়। পীতঝাটীর মূল, ধাইফুল, বটের সুঙ্গ ও নীলোৎপল এই সকল দ্রব্য দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া অথবা শ্বেত বেরেলা, চিনি, যষ্টিমধু, রক্ত বেরেলা, বটের শৃঙ্গ ও নাগকেশর এই সকল দ্রব্য মধুতে পেষণ করিয়া দুগ্ধ ও ঘৃতের সহিত সেবন করিলে বন্ধ্যাত্ব নিবারিত হয়।

কন্দরোগনাশের জন্য ত্রিফলার কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া তাহা দ্বারা যোনি ধৌত করিবে। গিরিমাটী, আম্রকেশী, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, রসাঞ্জন ও কটফল এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ মধুমিশ্রিত করিয়া কন্দে প্রলেপ দিবে। ইন্দুরের সদ্যোমাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া তিলতৈলের সহিত পাক করিবে। মাংস সম্যক্ রূপে গলিয়া গেলে পাক শেষ করিতে হইবে। পরে ঐ তৈলে বস্ত্রখণ্ড সিক্ত করিয়া যোনিতে ধারণ করিলে কন্দরোগ প্রশমিত হয়। ইহা ভিন্ন ফলঘৃত, ফলকল্যাণঘৃত ও কুমারকল্পদ্রুমঘৃত প্রভৃতি

ঔষধ এই রোগে বিশেষ উপকারী। পথ্যাপথ্য—সকল প্রকার স্ত্রীরোগেই দিবসে পুরাতন সূক্ষ্ম চাউলের অন্ন, মুগ, মসূর ও ছোলার ডাউল, মোচা, কাচকলা, উচ্ছে, ডুমুর, পটোল ও পুরাতন কুমড়া প্রভৃতির ঘৃতপক্ক তরকারী এবং সহ্য করিতে পারিলে ছাগমাংস, অল্প পরিমাণে ঝোল, রাত্রি-কালে ক্ষুধা অনুসারে রুটি প্রভৃতি লঘু ভোজন আবশ্যক। সহ্য মত ৩ বা ৪ দিন অন্তর গরম জলে স্নান করা উচিত। জ্বরাদি উপসর্গ থাকিলে ইহা অপেক্ষা লঘু আহার ব্যবস্থা করিবে এবং স্নান বন্ধ রাখিতে হইবে। রজোরোধ হইলে স্নিগ্ধ ক্রিয়া আবশ্যক। মাষকলায়, তিল, দধি, কাঁজি, মৎস্য ও মাংস ভোজন এই অবস্থায় উপকারী। নিষিদ্ধকর্ম্ম—গুরুপাক ও কফজনক দ্রব্য, মৎস্য, মিষ্টদ্রব্য, লঙ্কার ঝাল, অধিক লবণ ও দুগ্ধ প্রভৃতি আহার এবং অগ্নিসন্তাপ, রৌদ্রসেবন, হিমলাগান, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, অধিক পরিশ্রম, পথপর্য্যটন, মদ্যপান, উচ্চ স্থানে উঠা নামা, বিশেষতঃ মৈথুন, মলমূত্রাদির বেগধারণ, সঙ্গীত, ও উচ্চ শব্দোচ্চারণ প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্য স্ত্রীরোগে নিতান্ত অনিষ্টজনক। (সুশ্রুত স্ত্রীরোগাধিং)

স্ত্রীরোগ হইবামাত্রই ইহার প্রতিবিধান করা উচিত। স্ত্রীরোগ হইলে স্ত্রীগণ লজ্জা বশতঃ প্রথমে প্রকাশ করে না, যখন যন্ত্রণা অসহ্য এবং রোগ অসাধ্য হয়, তখনই তাহারা ইহা প্রকাশ করিয়া থাকে, তখন রোগ প্রবল হওয়ায় চিকিৎসায় বিশেষ উপকার হয় না। সকল বৈদ্যকগ্রন্থে এবং গরুড়পুরাণের ১৭৬ অধ্যায়ে স্ত্রীরোগের বিশেষ বিধান লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা এ স্থলে উল্লিখিত হইল না।

স্ত্রীলক্ষণ (ক্লী) স্ত্রিয়াং লক্ষণং। স্তনোদ্গমাদিরূপ স্ত্রীচিহ্ন। ২ স্ত্রীদিগের শুভাশুভ লক্ষণ। বৃহৎসংহিতায় ৭০ অধ্যায়ে স্ত্রীলক্ষণনামাধ্যায়ে এই লক্ষণের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। মানবের সুখ দুঃখ এক মাত্র স্ত্রীজাতির উপরেই নির্ভর করে। যিনি সুখে জীবন অতিবাহিত করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি স্ত্রীলক্ষণ সকল সম্যক অবগত হইয়া সুলক্ষণসম্পন্না কামিনীকে বিবাহ করিবেন। দুর্লক্ষণা কামিনী বিবাহ করিলে জীবন বিষবৎ হয় কিছুতেই সুখ থাকে না। দুই চারিটি লক্ষণ এই স্থানে লিখিত হইল। যে স্ত্রীর চরণদ্বয়ের নখগুলি স্নিগ্ধ, উন্নতাগ্র সূক্ষ্ম অথচ রক্তবর্ণ, চরণতালু পদ্মপুষ্পের কান্তিবিশিষ্ট এবং পদ-দ্বয় সমানরূপে উপচিত, সুন্দর, নিগূঢ় গুল্ফবিশিষ্ট, মৎস্য, অঙ্কুশ, শঙ্খ, যব, বজ্র, লাঙ্গল ও অসিচিহ্নবিশিষ্ট মৃদুতল; যাহার জঙ্ঘা-দ্বয়, সুবর্ত্তুল, শিরাহীন, রোমরহিত, জানুদ্বয় সমান অথচ সন্ধি-স্থল সুন্দর, উরুদ্বয় নিবিড়, হস্তিশুণ্ডাকার এবং রোমশূন্য, গুহ্য-দেশ বিপুল এবং অশ্বত্থপত্রের তুল্য শ্রোণী ও ললাটদেশ প্রশস্ত অথচ কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় সমুন্নত, মণি অত্যন্ত নিগূঢ়, নাভিদেশ গভীর বিপুল এবং দক্ষিণাবর্ত্ত মধ্যদেশ বলিত অথচ রোমশূন্য, পয়োধর সবর্ত্তুল ঘন, নতোন্নত অথচ কঠিন, বক্ষঃস্থল রোম-বর্জ্জিত ও কোমল গ্রীবাদেশ কম্বুর ন্যায় রেখাত্রয়ান্বিত, অধর বিম্বফল তুল্য, দন্তাবলী কুন্দকুসুমের কলির ন্যায় শুভ্র ও সমান, বাক্য সরলতাপরিপূর্ণ, হংস বা কোকিলের ন্যায়, সুমিষ্ট-ভাষিণী ও কাতরতাহীন, নাসিকা সমান, সমচ্ছিদ্রযুক্ত ও মনোহর, চক্ষু নীলপদ্মের ন্যায় শোভাযুক্ত, ভ্রূযুগল পরস্পর সংলগ্ন নাতিস্থূল, নাতিদীর্ঘ অথচ শিশুশশাঙ্কের ন্যায় বঙ্কিম-ললাটদেশ অর্দ্ধচন্দ্রের তুল্য অথচ নাতিনত ও নাত্যুন্নত, কর্ণ-যুগল মাংসল ও পরস্পর সমান কোমল এবং সমভাবে অবস্থিত, কেশপাশ স্নিগ্ধ, ঘোরকৃষ্ণবর্ণ, অত্যন্ত পেলব ও আকুঞ্চিত প্রত্যেক লোমকূপমধ্যে এক একটা করিয়া সঞ্জাত এই সকল লক্ষণবিশিষ্টা স্ত্রীই সকল সুখসৌভাগ্যশালিনী হয়। পূর্ব্বোক্ত লক্ষণবিশিষ্টা কামিনী বিবাহ করিলে সকল প্রকার সুখসৌভাগ্যলাভ হইয়া থাকে। ভৃঙ্গার, আসন, হস্তী, রথ, শ্রীবৃক্ষ, যূপ, বাণ, মালা, কুণ্ডল, চামর, অঙ্কুশ, যব, শৈল, ধ্বজ তোরণ, মৎস্য, স্বস্তিক, বেদিকা, তালবৃন্ত, শঙ্খ, ছত্র এই সকল চিহ্ন স্ত্রীদিগের হস্ত বা পদতলে থাকিলে বিশেষ শুভ হয়। যে সকল শুভ লক্ষণ লিখিত হইল, এই সকল লক্ষণের কোনও লক্ষণ না থাকিলে সেই স্ত্রী অতি দুর্ভাগা হয়। বৃহৎসংহিতার ৭০ অধ্যায়ে বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হইল না। [নারী শব্দ দেখ]

স্ত্রীলিঙ্গ (ক্লী) ব্যাকরণসংস্কারযুক্ত স্ত্রীবাচক শব্দ, ব্যাকরণে পুং স্ত্রী ও ক্লীব এই তিনটী লিঙ্গ আছে। তাহার মধ্যে যে সকল শব্দ স্ত্রীজাতিবোধক, তাহারা স্ত্রীলিঙ্গ। যথা—নারী, বালিকা, সিংহী, ঘোটকী ইত্যাদি। এই সকল শব্দে স্ত্রীত্ববোধক প্রত্যয় থাকায় ইহারা স্ত্রীজাতীয় বলিয়া বোধ হইতেছে। সাধারণতঃ দীর্ঘ ঈকা-রান্ত ও আকারান্ত শব্দ মাত্রই স্ত্রীলিঙ্গ। ব্যাকরণে স্ত্রীলিঙ্গবিহিত প্রত্যয় সম্বন্ধে অনেক বিষয় লিখিত আছে। স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের কোন স্থানে আ, বা কোন স্থলে ঙীপ্ হইবে, তাহা স্ত্রীতদ্ধিত নামক প্রকরণে বিশেষ ভাবে বিবৃত আছে। অতি সংক্ষেপে এই সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা মাত্র বলা হইল। স্ত্রী, লজ্জা, তৃষ্ণা, ক্ষুধা, পৃথিবী, দিশ্, রাত্রি, জ্যোৎস্না, প্রভা, শোভা, বীণা, লতা, নদী, সেনা, শ্রেণী, সম্পদ্, বিপদ্, ইচ্ছা, বুদ্ধি ও তিথিবাচক শব্দ-সকল প্রায়ই স্ত্রীলিঙ্গ। ভাববাচ্যে ধাতুর উত্তর 'অন্ ও অ' প্রত্যয় করিয়া যে সকল পদ হয়, তাহারা স্ত্রীলিঙ্গ। যথা—কামনা, বন্দনা, প্রশংসা, চিকীর্ষা ইত্যাদি। ধাতুর উত্তর অনি ও ক্তি প্রত্যয় করিয়া যে সকল পদ হয়, তৎসমুদায় প্রায়ই স্ত্রীলিঙ্গ। যথা—অবনি, তরণি, ভক্তি, মুক্তি ইত্যাদি। আকারান্ত শব্দ প্রায়ই

স্ত্রীলিঙ্গ কেবল হাতা ও বিশপা প্রভৃতি শব্দ পুংলিঙ্গ। দয়া, মায়া, মেধা ইত্যাদি সকল আকারান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। দীর্ঘ ঈকারান্ত শব্দ প্রায়ই স্ত্রীলিঙ্গ কেবল অগ্রণী, সেনানী সুধী প্রভৃতি শব্দ পুংলিঙ্গ। রমণী, দাসী, বেণী প্রভৃতি শব্দসকল স্ত্রীলিঙ্গ। কাশী, কাঞ্চী, প্রভৃতি স্থানবাচক এবং গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি নদীবাচক শব্দ সকল স্ত্রীলিঙ্গ। মক্ষিকা, পুত্তলিকা, হরীতকী, আমলকী, তনু, কাকু প্রভৃতি শব্দ নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ। ক্বিপ প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলির মধ্যে যে গুলি বিশেষ্য, সে সকলগুলি স্ত্রীলিঙ্গ। যথা মুদ্ স্রজ্, দৃশ, পরিষদ্ ইত্যাদি। বিংশতি হইতে নব নবতি পর্য্যন্ত সংখ্যা-বাচক যাবতীয় শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। যথা ত্রিংশৎ, ষষ্টি, সপ্ততি, নবতি ইত্যাদি।

স্ত্রীলিঙ্গবিহিত প্রত্যয় স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের উত্তর আ, ঈ, প্রভৃতি প্রত্যয় হয় সংক্ষেপে এ বিষয়ের দুই চারিটী কথা লিখিত হইল। স্ত্রীলিঙ্গে অকারান্ত শব্দের উত্তর আ হয়,যথা—গতা, দীনা, সর্ব্বা, কৃশা ইত্যাদি। আ প্রত্যয় পরে থাকিলে 'অক' ভাগান্ত শব্দের অক স্থানে ইক হয়। যথা—পাচক, পাচিকা, দায়ক, দায়িকা ইত্যাদি, কিন্তু কতকগুলি অক ভাগান্ত শব্দের অক স্থানে ইক হয় না, যথা ইষ্টকা, করকা, অধিত্যকা, উপত্যকা, তারকা ইত্যাদি। কতকগুলি শব্দের উত্তর আবার আ না হইয়া ঈ হয়, যথা নর্ত্তকী ইত্যাদি।

জাতিবাচক আকারান্ত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে অ স্থানে ঈ হয়, যথা—ব্রাহ্মণী, মৃগী, হংসী। কিন্তু আবার কতকগুলি শব্দের উত্তর হয় না, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ইত্যাদি। যে সকল শব্দের অন্তে নকার, ঋকার, অচ্, অৎ, কি ঈয়স্ থাকে তাহাদের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঈ হয়। যথা—গুণিন্ গুণিনী, কর্ত্তৃ কর্ত্রী, প্রাচ্ প্রাচী, গুণবৎ গুণবতী। বস্ ভাগান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঈ হয় এবং ব স্থানে উ হয়। যথা—বিদ্বস্ বিদুষী। অন্ ভাগান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঈ হয় এবং নকারের পূর্ব্ববর্ত্তী অকারের লোপ হয়। যথা রাজন্ রাজ্ঞী, নামন্ নাম্নী। নদাদি কতকগুলি শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঈ হয়, যথা নদ, নদী, গৌরী ইত্যাদি। গুণবাচক উকারান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে ঈ হয়, সাধু সাধ্বী সাধু, গুরু গুর্ব্বী, গুরু। বহুব্রীহি সমাসনিষ্পন্ন কতকগুলি অকারান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে আ ও ঈ হয়,যথা—সুকেশ, সুকেশা, সুকেশী। ক্তি প্রত্যয়ান্ত ভিন্ন ইকারান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে ঈ হয়, যথা অবনি, অবনী, শ্রেণি, শ্রেণী। ক্তি প্রত্যয়ান্ত যথা, গতি, স্থিতি, মতি ইত্যাদি। পত্নী অর্থে অকারান্ত শব্দের উত্তর ঈ হয় এবং অন্ত্য অকারের লোপ হয় যথা, ব্রাহ্মণের পত্নী ব্রাহ্মণী, এইরূপ ক্ষত্রিয়ী, বৈশ্যী, গোপী ইত্যাদি। পত্নী অর্থে ব্রহ্মন্, রুদ্র, ভর্ব্ব, সর্ব্ব, মৃড়, ইন্দ্র ও বরুণ শব্দের অন্ত্য বর্ণ স্থানে আনী হয়। যথা ব্রহ্মাণী, রুদ্রাণী, ভবানী, সর্ব্বাণী ইত্যাদি। মনুষ্য, জাতি ও অপ্রাণিবাচক উকারান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঊ হয় যথা কুরু। তনু প্রভৃতি কতকগুলি শব্দের উত্তর বিকল্পে ঊ হয়। তনু তনূ, চঞ্চু চঞ্চূ, ভীরু ভীরূ ইত্যাদি। স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়, যথা শ্বন্ শুনী যুবন্ যূনী, যুবতি, যুবতী। লোহিত লোহিতা লোহিনী। অসিত অসিতা অসিক্নী, পলিত পলিতা পলিক্নী ইত্যাদি।

ব্যাকরণে এইরূপ স্ত্রীলিঙ্গবিহিত প্রত্যয় সকল লিখিত হইয়াছে, বিশেষ বিবরণ ব্যাকরণে দ্রষ্টব্য।

স্ত্রীলোক (পুং) স্ত্রী চাসৌ লোকশ্চেতি। স্ত্রীজন, স্ত্রীমনুষ্য, নারী।

স্ত্রীলোল (ত্রি) স্ত্রীদিগের ন্যায় চঞ্চল।

স্ত্রীবধ (পুং) স্ত্রিয়াঃ বধঃ। স্ত্রীহত্যা, শাস্ত্রানুসারে নারী অবধ্য। নারীদিগকে বধ করিতে নাই। যিনি নারীবধ করেন, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

স্ত্রীবশ (ত্রি) স্ত্রিয়াঃ বশঃ বশীভূতঃ। স্ত্রীবশীভূত, যিনি অতিশয় স্ত্রীর বাধ্য।

স্ত্রীবশ্য (ত্রি) স্ত্রিয়া বশ্যঃ। স্ত্রীর বশীভূত।

স্ত্রীবিজিত (পুং) স্ত্রৈণ, পত্নীর বশীভূত।

স্ত্রীবিত্ত (ক্লী) স্ত্রিয়াঃ বিত্তং ধনং। স্ত্রীধন। বিবাহাদি যৌতুক-লব্ধ নারীদিগের সম্পত্তি। [স্ত্রীধন শব্দ দেখ।]

স্ত্রীসখ (পুং) স্ত্রীদিগের সখা, বন্ধু। "স্ত্রীষখং প্রমদে কুমারীপুত্রং" (শুক্লযজু° ৩০।৬) 'স্ত্রীষখং স্ত্রিয়াঃ সখায়ং' (মহীধর)

স্ত্রীসংসর্গ (পুং) স্ত্রিয়াঃ সংসর্গঃ। স্ত্রীসেবা, মৈথুন, রতিক্রীড়া। ধর্ম্মশাস্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদে এই স্ত্রীসংসর্গের বিধান ও বিধিনিষেধ বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। [মৈথুন ও স্ত্রীশব্দ দেখ]

স্ত্রীসভ (ক্লী) স্ত্রীণাং সভা অশালাচোত নপুংসকত্বং। নারীদিগের সভা।

স্ত্রীসুখ (ক্লী) স্ত্রীসঙ্গমজন্য আনন্দ, মৈথুন জন্য সুখ।

"বিজ্ঞাপ্য ব্রাহ্মণীশাপং মহিষ্যা স নিবারিতঃ।
অত ঊর্দ্ধং স তত্যাজ স্ত্রীসুখং কর্ম্মণা প্রজাঃ ॥" (ভাগ° ৯।৯।৩৯)

(পুং) শিগ্রুবৃক্ষ, সজিনাগাছ। সজিনা স্ত্রীদিগের অতিশয় প্রিয়, এইজন্য ইহার এই নাম হইয়াছে। (বৈদ্যকনি°)

স্ত্রীসেবা (স্ত্রী) স্ত্রীসংসর্গ, মৈথুন।

স্ত্রীস্বভাব (পুং) স্ত্রীণাং স্বভাব ইব স্বভাবো যস্য। ১ মহল্লক, অন্তঃপুররক্ষক। (শব্দমালা) ২ নারীদিগের শীল, স্ত্রীদিগের স্বভাব।

"স্ত্রীস্বভাবশ্চলো লোকে মম দোষশ্চ দারুণঃ।
স্যাদেবমপি কুর্য্যাৎ সা বিবশা গতসৌহৃদা ॥" (ভারত ৩।৬১।৬)

স্ত্রীহত্যা (স্ত্রী) স্ত্রীবধ, স্ত্রীলোকহত্যা।

স্ত্রীহৃত (ক্লী) স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক হৃত।

স্ত্রৈণ (ত্রি) স্ত্রিষু ভবং, স্ত্রীভ্য আগতং, স্ত্রীভ্যো হিতো বা (স্ত্রী-পুংভ্যাং নঞ্ স্নঞৌভবনাৎ। পা ৪।১।৮৮) ইতি নঞ্। ১ স্ত্রীসম্বন্ধীয়। ২ স্ত্রীর অপত্য। ৩ স্ত্রীসমূহ। ৪ স্ত্রীবশীভূত পুরুষ, রমণীরত।

"তং মেনিরেঽবলা মৌঢ্যাৎ স্ত্রৈণঞ্চানুব্রতং রহঃ।
অপ্রমাণবিদো ভর্ত্তুরীশ্বরং মতয়ো যথা ॥" (ভাগবত ১।১১।৪০)

(ত্রি) ৫ স্ত্রীস্বভাব, যাহাদের স্বভাব স্ত্রীলোকদিগের ন্যায়।

"কর্ণেজপৈরাহিতরাজ্যলোভা
স্ত্রৈণেন নীতা বিকৃতিং লঘিম্না ॥" (ভট্টি ৩।৭)

৫ স্ত্রীসমূহ।

স্ত্রৈবৃয় (ক্লী) স্ত্রীজাতক, স্ত্রীজন্ম।

স্ত্রৈরাজক (পুং) স্ত্রীরাজ্যের অধিবাসী। এই শব্দ বহুবচনান্ত।

স্ত্র্যধ্যক্ষ (পুং) ১ রাজপত্নীগণের তত্ত্বাবধায়ক। ২ স্ত্রীনায়ক, যাহার অধ্যক্ষ স্ত্রী।

স্ত্র্যাজীব (ত্রি) স্ত্রী আজীবো জীবিকা যস্য। স্ত্রীর জারযোগে উপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা যাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, স্ত্রীগণ উপপতির নিকট যে ধন লাভ করে, সেই ধন দ্বারা যাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হয়, এই জীবিকা শাস্ত্রে ও লোকব্যবহারে বিশেষ নিন্দিত ও পাতকমধ্যে পরিগণিত।

"সর্ব্বাকরেষ্বধীকারো মহাযন্ত্রপ্রবর্ত্তনং।
হিংসৌষধীনাং স্ত্র্যাজীবোঽভিচারো মূলকর্ম্ম চ ॥" (মনু ১১।৬৪)

স্থ (ত্রি) তিষ্ঠত্যস্মিন্নিতি স্থা ঘঞর্থে ক। ১ স্থল। 'দৈবকর্ত্তৃকেঽপ্যৎ স্থলং ক্লীস্থ ইত্যপি।' (শব্দরত্না°) সুবন্তোপপদেতু (সুপিস্থঃ। পা ৩।২।৪) ইতি কপ্রত্যয়ঃ। ২ স্থিতিশীল। সুবন্ত উপপদে স্থা ধাতুর উত্তর কপ্রত্যয় করিয়া 'স্থ' এই পদ হয়। সুবন্ত উপপদ না হইলে হয় না। সুতরাং স্থ এই শব্দের পূর্ব্বে কোন না কোন সুবন্ত উপপদ থাকিবে।

"চিত্রকূটবনস্থঞ্চ কথিতস্বর্গতির্গুরোঃ।
লক্ষ্ম্যা নিমন্ত্রয়াঞ্চক্রে তমনুচ্ছিষ্টসম্পদা ॥" (রঘু ১২।১৫)

স্থগ, সংবৃতি, বরণ, আচ্ছাদনং। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ স্থগতি। লিট্ তস্থাগ। লুট্ স্থগিতা। লুঙ্ অস্থগীৎ। নিচ্ স্থগয়তি। লুঙ্ অতস্থগৎ।

স্থগ (ত্রি) স্থগতি সংবৃণোতি আত্মানমিতি স্থগ-অচ্। ধূর্ত্ত, ধূর্ত্ত আপনার স্বভাব গোপন করিয়া কার্য্য করিতে পারে, এইজন্য উহার এই নাম হইয়াছে।

'ধূর্ত্তে স্থগশ্চ নির্লজ্জঃ পটুঃ পাটবিকোঽপি চ।' (শব্দরত্না°)

স্থগন (ক্লী) স্থগ-ল্যুট্। অপবারণ তিরোধান, গোপন, আচ্ছাদন।

"ব্যবধানং তিরোধানমন্তর্দ্ধিস্থপবারণং।
ছদনং ব্যবধান্তর্দ্ধাপিধানস্থগনানি চ ॥" (হেম)

স্থগিকা (স্ত্রী) অঙ্গুষ্ঠ, অঙ্গুলি ও মেঢ্রের অগ্রদেশস্থ ব্রণবন্ধন-বিশেষ, তাম্বূলকরঙ্কাকার বন্ধ। পাণের ডিবার মত ব্রণের যে বন্ধন তাহাকে স্থগিকা কহে।

"স্থগিকাং স্থগিকাকারাং মেঢ্রাঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলার্পিতাং।
যথাস্বমৌষধৈঃ পূর্ণাং কল্পয়েৎ সুসমাহিতঃ ॥" (সুশ্রুত চি° ১০অ°)

স্থগিত (ত্রি) স্থগ-ক্ত। ১ তিরোহিত। পর্য্যায়—সংবীত, রুদ্ধ, আবৃত, সংবৃত, পিহিত, ছন্ন, অপবারিত, অন্তর্হিত, তিরোধান। (হেম)

স্থগিত (দেশজ) যাহাকে পতিত বলিয়া সমাজে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। কোন ব্যক্তি সামাজিক নিয়ম ব্যতিক্রম করিয়া কার্য্য করিলে তাহাকে স্থগিত করা হয়। পরে সেই ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা পাপক্ষালন করিলে আবার তাহাকে সমাজে তুলিয়া লওয়া হয়।

স্থগী (স্ত্রী) স্থগ্যতেঽনেনেতি স্থগ ঘঞর্থে ক, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। তাম্বূলপাত্র, চলিত পাণের বাটা, পর্য্যায়—তাম্বূলকরঙ্ক। (হেম)

স্থগু (ক্লী) গড়ু, চলিত কুঁজ।

"হৃদয়ে তে নিবিষ্টাস্তা ভূয়শ্চান্যাঃ সহস্রশঃ।
তদেব স্থগু যদ্দীর্ঘং রথঘোণমিবায়তং ॥" (রামা° অযোংকা° ৯স°)

স্থণ্ডিল (ক্লী) তিষ্ঠত্যস্মিন্নিতি স্থা মিথিলাদয়শ্চেতি ইলচ্ প্রত্যয়েন নিপাতনাৎ সাধুঃ। চত্বর, যজ্ঞার্থ পরিষ্কৃত ভূমি, সমান ভূমি, বালুকাদি দ্বারা প্রস্তুত হোমার্থ মণ্ডলবিশেষ। অমরটীকায় ভরত এই শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ লিখিয়াছেন। "স্থে বেদীরভিতোঽন্যত্র বা যজ্ঞার্থং পরিষ্কৃতায়াং অনিম্নোন্নতায়াং বিস্তৃতায়াং ভূমৌ।"

'অসংবাধেন তিষ্ঠত্যত্র স্থণ্ডিলং নাম্নীতি স্থণ্ডিলঃ।
যজ্ঞে পরিষ্কৃতস্থানে স্যাত্তাং স্থণ্ডিলচত্বরে।' (ভরত)

যজ্ঞ করিতে হইলে প্রথমে পরিষ্কৃত ভূমিতে বেদী প্রস্তুত করিতে হয়। এই বেদীর উপর বা অন্য কোন পরিষ্কৃত বিশুদ্ধ ভূমিতে হোম করিবার জন্য স্থণ্ডিল প্রস্তুত করিতে হয়। যথাবিধানে স্থণ্ডিল নির্ম্মাণ করিয়া তদুপরি হোম করিবে। স্মৃতির সংস্কারতত্ত্বে স্থণ্ডিল প্রস্তুতের বিধান বিশেষরূপে লিখিত আছে। সাধারণতঃ সংক্ষেপ হোমকর্ম্মে চতুরস্র স্থণ্ডিল করিতে হয়। পরিষ্কৃত স্থানে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া তাহার উপর বেদী প্রস্তুত হইলে সেই বেদীতে ঘটস্থাপনাদি করিয়া পূজা-কার্য্য শেষ করিবে। তৎপরে হোমের স্থণ্ডিল করিবে। প্রথমে যজ্ঞকর্ত্তার হস্ত পরিমিত কুশ দ্বারা বেদীর উপর স্থান মাপিয়া লইবে। হস্তপরিমাণ ৪. গাছি কুশ চারিদিকে দিয়া তদুপরি বালুকা দিতে হয়। পরে উহাতে গোময়াদি লেপ দিয়া

স্থণ্ডিলে হোমের বিধানানুসারে রেখা এবং শোধনাদি করিয়া কাষ্ঠস্থাপনপূর্ব্বক হোম করিতে হয়। নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য-সকলেও হোমার্থ স্থণ্ডিল করিবার বিধান আছে।"

"তস্মাৎ সম্যক্ পরীক্ষৈব কর্ত্তব্যং শুভবেদিকং।
হস্তমাত্রং স্থণ্ডিলং বা সংক্ষিপ্তে হোমকর্ম্মণি॥"

ক্রিয়াসারেঽপি—

"কুণ্ডমেবং বিধং ন স্যাৎ স্থণ্ডিলং বা সমাশ্রয়েৎ।

সারদাতিলকেঽপি—

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং স্থণ্ডিলে বা সমাচরেৎ।
হস্তমাত্রন্তু তৎ কুর্য্যাৎ চতুরস্রং সমন্ততঃ॥" (তিথ্যাদিতত্ত্ব)

হোমকুণ্ডে যে স্থলে হোম হয়, তথায় পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে বালুকাদি দ্বারা স্থণ্ডিল করিয়া লইতে হয়। হোম করিতে হইলেই স্থণ্ডিল করা আবশ্যক। স্থণ্ডিল ভিন্ন হোম হইবে না। স্থণ্ডিল শোধন ও রেখাদিপ্রণালী হোমপদ্ধতিতে লিখিত আছে, তাহা আর এইস্থলে লিখিত হইল না।

স্থণ্ডিলশয্যা (স্ত্রী) স্থণ্ডিলমেব শয্যা। স্থণ্ডিলরূপ শয্যা, ভূমিশয্যা।

স্থণ্ডিলশায়িন্ (পুং) স্থণ্ডিলে শেতে ইতি শী-ইনি (পা ৩।২।৮০) ইতি ইনি। স্থণ্ডিলে শয়নকারী, যিনি ব্রতের নিমিত্ত ভূমিশয্যায় শয়ন করেন। পর্য্যায়—স্থাণ্ডিল, স্থণ্ডিলেশয়।

"বাচংযমান্ স্থণ্ডিলশায়িনশ্চ।
যুযুক্ষমাণাননিশং মুমুক্ষূন্॥" (ভট্টি ৩।৪১)

স্থণ্ডিলসংবেশন (ক্লী) স্থণ্ডিলশয্যা, ভূমিশয়ন।

"স্থণ্ডিলসংবেশনামর্দ্দনামজ্জনরজসা" (ভাগবত ৫।৯।১০)
'স্থণ্ডিলসংবেশনং ভূমিশয়নং' (স্বামী)

স্থণ্ডিলসিতক (ক্লী) বেদি। (হারাবলী)

স্থণ্ডিলেয়ু (পুং) রৌদ্রাশ্বের পুত্রভেদ। (ভাগবত ৯।২০।৪)

স্থণ্ডিলেশয় (পুং) স্থণ্ডিলে শেতে শী-অচ্, অলুক্সমাসঃ। স্থণ্ডিলশায়ী, ভূমিশয্যায় শয়নকারী।

"আকণ্ঠমগ্নঃ শিশিরে উদকে স্থণ্ডিলেশয়ঃ॥" (ভাগবত ৪।২৩।৬)

স্থণ্ডিলেশয়ন (ক্লী) স্থণ্ডিলে শয়নং সপ্তম্যা অলুক্। স্থণ্ডিলশয্যা।

স্থপতি (পুং) তিষ্ঠত্যস্মিন্নিতি স্থা-ক, স্থঃ স্থানং তং পাতীতি পা বাহুলকাৎ অতি। (উণ্ ৪।৫৯) ১ গীষ্পতীষ্টিয়জ্বা। ২ বৃহস্পতি-সবননামক যাগকর্ত্তা। ৩ কারুভেদ, শিল্পী, চলিত রাজ, কারুকার্য্যকারীকে স্থপতি কহে। লক্ষণ—

"বাস্তুবিদ্যাবিধানজ্ঞো লঘুহস্তো জিতশ্রমঃ।
দীর্ঘদর্শী চ শূরশ্চ স্থপতিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥"(মৎস্যপু° ২১৫।৩৯)

যিনি বাস্তুবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী, লঘুহস্ত, অর্থাৎ দ্রুত কার্য্য করিতে পারেন, যিনি পরিশ্রমকে জয় করিয়াছেন এবং দীর্ঘদর্শী ও শূর তাঁহাকে স্থপতি কহে। ৪ কঞ্চুকী। (মেদিনী) ৫ কুবের। (অজয়পাল) ৬ অধীশ। (হেম)

"স তু রামস্য বচনং নিশম্য প্রতিগৃহ্য চ।
স্থপতিস্তূর্ণমাহূয় সচিবানিদমব্রবীৎ॥" (রামায়ণ ২।১।৭।৫)

(ত্রি) তিষ্ঠন্তি স্বধর্ম্মে ইতি স্থাঃ সন্তস্তেষাং পতিঃ। ৭ সত্তম, সাধুতম, যাঁহারা স্বধর্ম্মে অবস্থান করেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

স্থপনী (স্ত্রী) মর্ম্মভেদ। ভ্রূমধ্যস্থ মর্ম্ম, ভ্রূযুগলের মধ্যস্থানে যে শিরামর্ম্ম আছে, তাহার নাম স্থপনী। এই মর্ম্ম বেধ করিলে উৎক্ষেপবেধের ন্যায় অবস্থা হয়। (সুশ্রুত শারীরস্থা° ৬অ°)

স্থপুট (ত্রি) ১ বিষমসঞ্চারজীবী। (ত্রিকা°) ২ বিষমোন্নত। (হেম)

স্থপুটিত (ত্রি) স্থপুট তারকাদিত্বাদি তচ্। অতিশয় উন্নত।

স্থল, স্থান। ভ্বাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ স্থলতি। লোট্ স্থলতু। লিট্ তস্থাল। লুট্ স্থলিতা। লুঙ্ অস্থলীৎ। ণিচ্ স্থলয়তি। লুঙ্ অতস্থলৎ।

স্থল (ক্লী) স্থল্যতে স্থীয়তেঽত্র স্থল স্থানে অল্। ১ জলশূন্য অকৃত্রিম ভূভাগ, চলিত ডাঙ্গা, স্থান, প্রদেশ, ভূভাগ। কৃত্রিম বা অকৃত্রিম জলশূন্য ভূভাগকে স্থল কহে। ২ পাত্র, থলী, থালী, থাল। ৩ পটবাস, তাবু, বস্ত্রগৃহ।

"পটবাসঃ পটময়ং দূষ্যং বস্ত্রগৃহং স্থলং।" (ত্রিকা°)

৪ ঢিবি। ৫ বিবাদ বা বর্ণনার বিষয়। ৬ পুস্তকের অংশ।

স্থলকন্দ (পুং) স্থলজাতঃ কন্দঃ। অগ্রাম্যকন্দ, আরণ্য শূরণ, চলিত বুনো ওল। (রত্নমালা)

স্থলকমল (ক্লী) স্থলস্য কমলং। স্থলপদ্ম, এক প্রকার পদ্ম, স্থলে হয় বলিয়া ইহার এই নাম হইয়াছে। পর্য্যায়—পদ্মচারিণী, অতিচরা, ব্যথা, পদ্মা, চারটী, গুণ—অগুরু, কটু, তিক্ত, কষায়, কফ, বাত, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, শূল, শ্বাস, কাসবিষনাশক। (ভাব প্র°)

স্থলকমলিনী (স্ত্রী) স্থলপদ্মিনী, স্থলপদ্মবৃক্ষ।

স্থলকালী (স্ত্রী) দুর্গাদেবী।

স্থলকুমুদ (পুং) স্থলস্থ কুমুদঃ। করবীর। (রাজনি°)

স্থলগ (ত্রি) স্থলে গচ্ছতি গম-ড। স্থলগামী, স্থলচর, যাহারা স্থলে বিচরণ করে।

স্থলচর (ত্রি) স্থলে চরতীতি চর 'চরেষ্টঃ' ইতি ট। স্থলে বিচরণ-কারী, যে সকল প্রাণী ভূমিতে বিচরণ করে, তাহাদিগকে স্থলচর কহে।

স্থলজ (ত্রি) স্থলে জায়তে ইতি জন-ড। স্থলে জাত মাত্র। যাহা ভূমিতে হয়।

"জলজানি চ পুষ্পাণি মাল্যানি স্থলজান্যপি।"(রামায়ণ ২।৪৯।১০)

স্থলনলিনী (স্ত্রী) স্থলস্থ নলিনী। স্থলপদ্মগাছ।

স্থলনীরজ (ক্লী) স্থলপদ্ম।

স্থলপথ (পুং) স্থলমেব পন্থা, ঋক্‌পথীত্যাদি অচ্‌ সমাসান্ত। স্থলরূপ পথ, ডাঙ্গাপথ, জলপথ ও স্থলপথভেদে পথ দুই প্রকার। স্থলে যে পথ দিয়া গমনাগমন করা হয়, তাহাকে স্থলপথ কহে।

স্থলপদ্ম (ক্লী) স্থলস্থ পদ্মং। স্বনামখ্যাত পুষ্পবিশেষ, পর্য্যায়—শতপত্র, তমালক। (ত্রিকা°)

"বিম্বাগতৈস্তীরবনৈঃ সমৃদ্ধিং
নিজাং বিলোক্যাপহৃতাং পয়োভিঃ।
কূলানি সামর্ষতয়েব তেনুঃ
সরোজলক্ষ্মীং স্থলপদ্মহাসৈঃ॥" (ভট্টি ২।৩)

এই স্থলপদ্ম চারি প্রকার, নৈপালী, গুলাব, বকুল, কদম্বক।

"চতুর্ধা স্থলপদ্মানি সৈবন্তী গুলদাবদী।
নৈপালী চ গুলাবশ্চ বকুলশ্চ কদম্বকঃ॥"(রাবণকৃত অর্কপ্র°)

(পুং) স্থলজাতঃ পদ্ম ইব। ২ মানক, মানকচু। (রত্নমালা)

"স্থলপদ্মময়ং কল্কং পয়সালোড্য পায়য়েৎ।
প্লীহাময়হরঞ্চৈব সর্ব্বাঙ্গৈকাঙ্গশোথজিৎ॥" (চক্রপাণি শোথাধি°)

স্থলপদ্মের অর্থাৎ মানকচুর কল্ক দুগ্ধে মিশ্রিত করিয়া সেই দুগ্ধ পান করিলে প্লীহা, সর্ব্বাঙ্গ বা একাঙ্গ শোথ বিনষ্ট হয়।

স্থলপদ্মিনী (স্ত্রী) স্থলস্থ পদ্মিনী। স্থলপদ্ম, হিন্দী বেটতামর, পর্য্যায়—পদ্মাহ্বা, চারটী, পদ্মচারিণী, সুগন্ধমূলা, অম্বুরুহা, লক্ষ্মী, শ্রেষ্ঠা, সুপুষ্করা, রম্যা, পদ্মাবতী, অতিচরা, স্থলরুহা, পুষ্করিণী, পুষ্করপর্ণিকা, পুষ্করনাড়ী, গুণ—তিক্ত, শীতল, বমন, রক্ত, মেহ ও অতীসারনাশক। (রাজনি°)

স্থলপিণ্ডা (স্ত্রী) পিণ্ডীখর্জ্জুরিকা। (রাজনি°)

স্থলপুষ্পা (স্ত্রী) ঝেণ্ডুকক্ষুপ। (রাজনি°)

স্থলভণ্ডা (স্ত্রী) বৃহতিকা, বিরুতি। (বৈদ্যকনি°)

স্থলমঞ্জরী (স্ত্রী) স্থলস্থ মঞ্জরী। অপামার্গ। (রত্নমালা)

স্থলমর্কট (পুং) করমর্দ্দকবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

স্থলরুহা (স্ত্রী) স্থলপদ্মিনী। (রাজনি°)

স্থলবর্ত্মন্ (ক্লী) স্থলমেব বর্ত্ম। স্থলপথ।

স্থলবিহঙ্গ (পুং) স্থলচর পক্ষী, ময়ূরাদি পক্ষী, যে সকল পক্ষী স্থলে বিচরণ করে। "সংশ্লিষ্টপুরটলতারূঢ়স্থলবিহঙ্গমমিথুনৈঃ" (ভাগবত ৫।২।৪) 'স্থলবিহঙ্গমা ময়ূরাদয়ঃ' (স্বামী)

স্থলশৃঙ্গাট (পুং) স্থলজাতঃ শৃঙ্গাটঃ। গোক্ষুরবৃক্ষ।

স্থলশৃঙ্গাটক (পুং) স্থল শৃঙ্গাট এব স্বার্থে কন্। গোক্ষুরক, ক্ষুদ্র গোক্ষুর, ছোট গোখুরী। (রাজনি°)

স্থলসীমন্ (পুং) স্থলস্থ সীমা। স্থণ্ডিল। (ভূরিপ্র°)

স্থলস্থ (ত্রি) স্থলে তিষ্ঠতীতি স্থা-ক। স্থলস্থিত মাত্র, যাহা স্থলে থাকে, স্থলে অবস্থিত।

স্থলা (স্ত্রী) স্থল-টাপ্। জলশূন্যা অকৃত্রিম ভূমি, স্থল, স্থলী, ডাঙ্গা।

স্থলারবিন্দ (ক্লী) স্থলপদ্ম।

স্থলী (স্ত্রী) স্থল-ঙীষ্। জলশূন্যা অকৃত্রিমা ভূমি, স্থলা, ডাঙ্গা।

"সৈষা স্থলী যত্র বিচিন্বতা ত্বাং
ভ্রষ্টং ময়া নূপুরমেকমূর্ব্ব্যাং।
অদৃশ্যত ত্বচ্চরণারবিন্দ-
বিশ্লেষদুঃখাদিব বদ্ধমৌনং॥" (সাহিত্যদ°)

স্থলীদেবতা (স্ত্রী) স্থল্যা দেবতা। গ্রাম্যদেবতা, বনদেবতা।

স্থলীয় (ত্রি) স্থলসম্বন্ধীয়।

স্থলেয়ু (পুং) রৌদ্রাশ্বের পুত্রবিশেষ। (হরিবংশ)

স্থলেরুহা (স্ত্রী) স্থলে রোহতীতি রুহ-ক। ১ গৃহকুমারী, ঘৃতকুমারী। ২ দগ্ধাবৃক্ষ। (রাজনি°) (ত্রি) ৩ স্থলজাত মাত্র।

স্থলেশয় (পুং) স্থলে শেতে শী-অচ্। ১ ক্রোড়, রুরু ও কুরঙ্গাদি মৃগবিশেষ। (রাজনি°) (ত্রি) ২ স্থলশায়িমাত্র।

স্থলৌকস্ (পুং) স্থলমেব ওকঃ বাসস্থানং যস্য। স্থলবাসী, যাহারা স্থলে বাস করে।

স্থবি (পুং) তিষ্ঠতীতি স্থা (ক্রুবৃষ্যদীতি। উণ্ ৪।৫৬) ইতি ক্বিন্ প্রত্যয়েন সাধুঃ। ১ তন্তুবায়। ২ স্বর্গ। ৩ জঙ্গম। (উজ্জ্বল)

স্থবিকা (স্ত্রী) মক্ষিকাভেদ। (সুশ্রুত কল্প° ৮ অ°)

স্থবির (ক্লী) স্থা (অজিরশিশিরেতি। উণ্ ১।৫৪) ইতি কিরচ্ প্রত্যয়েন সাধুঃ। ১ শৈলেয়, শৈলজ। (রাজনি°) (পুং) ২ ব্রহ্মা। (হেম) ৩ বৃদ্ধ, বুড়া।

"ঊর্দ্ধং প্রাণা হ্যুৎক্রামন্তি যূনঃ স্থবির আয়তি।
প্রত্যুত্থানাভিবাদাভ্যাং পুনস্তান্ প্রতিপদ্যতে॥" (মনু ২।১২০)

৪ ভিক্ষু। ৫ অচল। ৬ বৃদ্ধদারক, চলিত বীজতাড়ক। ৭ কদম্ববৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°) ৮ জৈন ও বৌদ্ধগণের প্রাচীন সাধু।

স্থবিরদারু (ক্লী) বৃদ্ধদারু, বীজতাড়ক। (ভাবপ্র°)

স্থবিরা (স্ত্রী) স্থবির-টাপ্। ১ মহাশ্রাবণিকা। ২ বৃদ্ধা।

স্থবিষ্ঠ (ত্রি) অয়মেষামতিশয়েন স্থূলঃ, স্থূল-ইষ্ঠন্ (স্থূলদূরেতি। পা ৬।৪।১৫৬) ইতি স্থূল শব্দ স্থানে স্থবাদেশঃ। অতিশয় স্থূল, সকলের মধ্যে যিনি অতিশয় স্থূল।

"বিশেষস্তস্য দেহোঽয়ং স্থবিষ্ঠশ্চ স্থবীয়সাং।" (ভাগবত ২।১।২৪)

স্থবীয়স্ (ত্রি) অয়মেষামতিশয়েন স্থূলঃ স্থূল-ঈয়সুন্, স্থূলশব্দস্য স্থবাদেশঃ। (পা ৬।৪।১৫৬) স্থবিষ্ঠ, অতিশয় স্থূল।

স্থশস্ (অব্য°) স্থানে স্থানে, সকল স্থানে।

"স্থশো জন্মানি সবিতা ব্যাকঃ" (ঋক্ ২।৩৮।৮)
'স্থশঃ স্থানে স্থানে' (সায়ণ)

স্থা, স্থিতি, গতিনিবৃত্তি। ভ্বাদি° পরস্মৈ° অক° অনিট্। লট্, লোট, লঙ্ ও বিধিলিঙে স্থাধাতু স্থানে তিষ্ঠ আদেশ হয়। কিন্তু ভাববাচ্যে তিষ্ঠ আদেশ হয় না। লট্ তিষ্ঠতি, লিট্ তস্থৌ,

তস্থতুঃ, তস্থুঃ, তস্থে। লুট্ স্থাতা। লৃট্ স্থাস্যতি। লৃঙ্ স্থেয়াৎ, স্থাসীষ্ট,। লুঙ্ অস্থাৎ, অস্থাতাং অস্থুঃ। অস্থিত, অস্থিষাতাং, অস্থিষত। ভাববাচ্য—স্থীয়তে, স্থায়িতা, স্থায়িষ্যতে, স্থায়িষীষ্ট, অস্থায়ি। সন তিষ্ঠাসতি। যঙ্ তেষ্ঠীয়তে, যঙ্-লুক্ তাস্থাতি, তাস্থেতি। ণিচ্ স্থাপয়তি। লুঙ্ অতিষ্ঠিপৎ। স্থা ধাতু সাধারণতঃ পরস্মৈপদী। কিন্তু কোন কোন উপসর্গপূর্ব্বক ও অর্থবিশেষে আত্মনেপদী হইয়া থাকে। সংশয় অর্থে স্থা ধাতুর উত্তর আত্মনে পদ হয়, উপ পূর্ব্বক স্থা ধাতু মন্ত্রকরণ, পূজা, সঙ্গতি, মৈত্রীকরণ ইত্যাদি অর্থে আত্মনেপদ হয়, বি, প্র, অব ও সম্ পূর্ব্বক স্থা ধাতুর উত্তর আত্মনে পদ হয়। ব্যাকরণে আত্মনেপদ বিধান-স্থলে ইহা লিখিত আছে, এই স্থলে আর লিখিত হইল না।

অধি+স্থা অধিষ্ঠান। উপ+স্থা উপস্থান, পূজা। আরোহণ। অনু+স্থা অনুষ্ঠান। অব+স্থা অবস্থান, অবস্থিতি। উপ+স্থা উত্থান। প্র+স্থা প্রস্থান।

স্থাগ (পুং) ১ শবদাহ। ২ শিবানুচর।

স্থাণবীয় (ত্রি) স্থাণুসম্বন্ধীয় .শবসম্বন্ধীয়।

স্থাণু (পুং) তিষ্ঠতীতি স্থা (স্থাণুঃ। উণ্ ৩।৩৭) ইতি ণু। শিব, মহাদেব। বামনপুরাণে শিবের এই নাম হইবার কারণ এইরূপ লিখিত আছে,—"জল হইতে উত্থিত হইয়া আমি প্রজাদিগকে সৃষ্টি করিয়া ছিলাম, কিন্তু সৃষ্টির পরে সকল প্রজা তেজোহীন হয় দেখিয়া আমার অতিশয় ক্রোধ হয়। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আমি লিঙ্গ উৎপাটনপূর্ব্বক উৎক্ষেপ করিয়াছিলাম, কিন্তু এই লিঙ্গ উৎক্ষিপ্ত হইয়াও জলমধ্যে উর্দ্ধভাবে অবস্থিত ছিল, তদবধি আমার স্থাণু এই নাম হইয়াছে।"

"সমুত্তিষ্ঠন্ জলাত্তস্মাৎ প্রজাস্তাঃ সৃষ্টবানহং।
ততোঽহং তাঃ প্রজা দৃষ্ট্বা রহিতা এব তেজসা॥
ক্রোধেন মহতা যুক্তো লিঙ্গমুৎপাট্য চাক্ষিপং।
উৎক্ষিপ্তং সরসো মধ্যে উর্দ্ধমেব যদা স্থিতং।
তদা প্রভৃতি লোকেষু স্থাণুরিত্যেব বিশ্রুতম্॥" (বামনপু° ৪৬অ°)

২ ব্রহ্মা।

"যস্মাৎ পিতামহো যজ্ঞে প্রভুরেকঃ প্রজাপতিঃ।
ব্রহ্মা সুরগুরুঃ স্থাণুর্ম্মনুঃ কঃ পরমেষ্ঠ্যথ॥" (ভারত ১।১।৩২)

(পুং ক্লী) ৩ নিঃশাখবৃক্ষ, মুড়াগাছ, যে বৃক্ষের শাখা বা পত্রাদি কিছুই নাই, পর্য্যায়—ধ্রুব, শঙ্কু, অশাখবৃক্ষ। (জটাধর) ৪ অস্ত্রভেদ। ৫ স্থির। (ধরণি)

"অব্যয়ঞ্চ ব্যয়ঞ্চৈব যদিদং স্থাণুজঙ্গমং।
তৎ সসর্জ তদা ব্রহ্মা ভগবানাদিকৃৎ বিভুঃ॥" (বিষ্ণুপু° ১।৫।৫৮)

স্থাণুকর্ণী (স্ত্রী) মহেন্দ্রবারুণীলতা, চলিত বড়মাকাল।

স্থাণুতীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ। থানেশ্বর। বামনপুরাণে এই তীর্থের বিশেষ বিবরণ ও মাহাত্ম্য লিখিত আছে। ব্রহ্মা মহাদেবকে এই তীর্থের বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন যে, এই তীর্থ অতিশয় পুণ্যজনক, মানবদিগের পক্ষে ইহা অতিশয় পাপনাশক। এই তীর্থে স্থাণুনামক অনাদিলিঙ্গ আছেন এবং ইহার নিকটে একটী সরোবর আছে। জ্ঞানী, অজ্ঞানী, পাপী, পুণ্যাত্মা যে কেহই হউন না কেন, এই লিঙ্গ দর্শন করিলে, সকল পাতক হইতে মুক্তি লাভ করিবেন। পুষ্কর প্রভৃতি পুণ্যতীর্থসকল মধ্যাহ্ন কালে এই স্থানে আগমন করে। যিনি এই লিঙ্গের স্তবাদি করেন, কার্য্যতঃ তাঁহার আমাকেই স্তব করা হয়। এই জগতে তাহার সকলই সুলভ।

"স প্রোবাচ মহাদেবো ব্রহ্মাণং প্রণতস্থিতং।
পুণ্যপ্রদং নৃণাঞ্চৈব তীর্থমাহাত্ম্যমুত্তমং॥
এতৎ সন্নিহিতং প্রোক্তং সরঃ পুণ্যপ্রদং মহৎ।
স্থাণুলিঙ্গস্য মাহাত্ম্যং ব্রহ্মন্ মেঽবহিতঃ শৃণু॥
অচেতনঃ সচেতা বা অজ্ঞো বা প্রাজ্ঞ এব বা।
লিঙ্গস্য দর্শনাদেব মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ॥
পুষ্করাদীনি তীর্থানি সমুদ্রচরণানি চ।
স্থাণুতীর্থে সমেষ্যন্তি মধ্যং প্রাপ্তে দিবাকরে॥
তত্র স্থাস্যতি যো ব্রহ্মন্ মাঞ্চ স্তোষ্যতি ভক্তিতঃ।
তস্যাহং সুলভো নিত্যং ভবিষ্যামি ন সংশয়ঃ॥"

(বামনপু° ৪৩ অ°) [থানেশ্বর দেখ।]

স্থাণুদিশ্ (স্ত্রী) শিবের দিক্, উত্তর পশ্চিম দিক্।

স্থাণুমতি (স্ত্রী) রামায়ণোক্ত নদীভেদ।

স্থাণুরোগ (পুং) অশ্বের পাদরোগবিশেষ। লক্ষণ—

"প্রাবৃট্‌কালে ব্রণো যস্য জঙ্ঘায়ামুপজায়তে।
স্থাণুরোগঃ স বিজ্ঞেয়ঃ দুষ্টশোণিতসম্ভবঃ॥"

(জয়দ° ৩৯ অ°)

বর্ষাকালে অশ্বদিগের জঙ্ঘাতে দুষ্ট শোণিত হইতে যে ব্রণ জন্মে, তাহাকে স্থাণুরোগ কহে।

স্থাণুবট (ক্লী) মহাভারতোক্ত তীর্থস্থানভেদ।

স্থাণ্ডিল (পুং) স্থণ্ডিলে শয়িতুং ব্রতমস্য স্থণ্ডিল (স্থণ্ডিলাৎ শয়িতা ব্রতে। পা ৪।২।১৫) ইতি অণ্। স্থণ্ডিলশায়ী, যিনি ব্রতানুষ্ঠান করিয়া ভূমিশয্যায় শয়ন করেন।

স্থাণ্বীশ্বর (পুং) স্থাণুরীশ্বরশ্চ। শিবলিঙ্গবিশেষ। যাহারা এই শিবলিঙ্গের নাম স্মরণ করে, তাহারা সকল পাতক হইতে মুক্ত হয় এবং এই শিবলিঙ্গ দর্শন করিলে সকল পাতক হইতে বিমুক্ত হইয়া মুক্তি লাভ করা যায়। [থানেশ্বর দেখ।]

"স্থাণুর্নাম্না হি লোকেষু পূজনীয়ো দিবৌকসাং।
স্থাণুরীশ্বরঃ স্থিতো যস্মাৎ স্থাণ্বীশ্বরস্ততঃ স্মৃতঃ॥

যে স্মরন্তি সদা স্থাণুং তে মুক্তাঃ সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।

ভবিষ্যন্তি শুদ্ধদেহা দর্শনান্মোক্ষগামিনঃ ॥" (বামনপু° ৪২অ°)

স্থাণ্বাশ্রম (পুং) হিমাচলস্থিত শিবের তপশ্চরণস্থানবিশেষ। মহাদেব হিমালয়প্রদেশে যে আশ্রমে অবস্থান করিয়া তপশ্চরণ করিয়া ছিলেন, সেই আশ্রম এই নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

স্থাতব্য (ত্রি) স্থা-তব্য। স্থেয়, স্থানীয়, স্থিতিযোগ্য, থাকিবার উপযুক্ত।

"বাণিজ্যেন গতঃ স মে গৃহপতির্বার্ত্তাপি ন শ্রূয়তে
প্রাতস্তজ্জননী প্রসূতভনয়া জামাতৃগেহং গতা।
বালাহং নবযৌবনা নিশি কথং স্থাতব্যমস্মদ্‌গৃহে
সায়ং সম্প্রতি বর্ত্ততে পথিক হে স্থানান্তরে গম্যতাং ॥"

(শৃঙ্গারতিলক)

স্থাতুর (ক্লী) স্থাবর, স্থিতিশীল। "স্থাতুশ্চরথমক্তূন্" (ঋক্ ১।৬৮।১) 'স্থাতুঃ স্থাবরং' (সায়ণ)

স্থাতৃ (ক্লী) ১ স্থাবর, স্থিতিশীল জগৎ। "স্থাতুশ্চ সত্যং জগতশ্চ ধর্ম্মণি" (ঋক্ ১।১৬৯।৩) 'স্থাতুঃ স্থাবরস্য জগতঃ' (সায়ণ) স্থা-তৃচ্। (ত্রি) ২ অবস্থানযুক্ত, স্থিতিযুক্ত।

স্থান (ক্লী) স্থা-ল্যুট্। ১ নীতিবেদীদিগের ত্রিবর্গের অন্তর্গত বর্গবিশেষ। নীতিবেদীদিগের আটটী বর্গ কথিত হইয়াছে, যথা—কৃষি, বণিক্‌পথ ও দুর্গ প্রভৃতি ৮ বর্গ, এই অষ্টবর্গের অপচয়ের নাম ক্ষয়, ইহার উপচয়ের নাম বৃদ্ধি এবং উপচয় ও অপচয় এই অবস্থাদ্বয়ের কোনটি না থাকিয়া তুল্যভাবে থাকার নাম স্থান।

"নীতিশাস্ত্রজ্ঞানাং ক্ষয়াদিভিস্ত্রিবর্গঃ। অন্যেষাস্তু কর্ম্ম-কামাদ্যৈঃ পূর্ব্বমুক্তঃ। অষ্টবর্গস্যাপচয়ঃ ক্ষয়ঃ। তস্যৈবোপচয়ো বৃদ্ধিঃ, তস্য নোপচয়ো নাপচয়ঃ স্থানং। অষ্টবর্গো যথা—

'কৃষির্বণিক্‌পথো দুর্গং সেতুকুঞ্জরবন্ধনং।
কন্যাকরবলাদানং সৈন্যানাঞ্চ নিবেশনং ॥
অষ্টবর্গস্মৃতো রাজ্ঞামিতি।' (ভরত)

২ সাদৃশ্য। ৩ অবকাশ। ৪ স্থিতি। ৫ গৃহ, বাড়ী। ৬ নিকট। ৭ নগরের মধ্যস্থ পরিষ্কৃত ভূমি। ৮ নগর। ৯ কার্য্য, কর্ম্ম, ব্যবসায়। ১০ গ্রন্থ, সন্ধি। ১১ আধার। ১২ ভাজন। ১৩ বসতি।

"স্থানং প্রধানং ন বলং প্রধানং
স্থানস্থিতঃ কাপুরুষোঽপি সিংহঃ।" (হিতোপ°)

১৪ ধৈর্য্য। ১৫ সন্নিবেশ। (হেম)

যে যেরূপ কর্ম্ম করে, তাহার সেইরূপ স্থানে অবস্থিতি হয়, ভগবান্ ব্রহ্মা কর্ম্মানুসারে জীবের স্থানবিভাগ করিয়াছেন, শাস্ত্রে এই সকল স্থানের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। ব্রাহ্মণাদি বর্ণসকল যথানিয়মে স্বধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে ঐ সকল স্থান লাভ করেন। ব্রাহ্মণগণ প্রাজাপত্যস্থান, ক্ষত্রিয়গণ ঐন্দ্রস্থান, বৈশ্যগণ মারুতস্থান এবং শূদ্রগণ গান্ধর্ব্বস্থান লাভ করেন।

"বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ সম্যগ্‌ধর্ম্মানুপালিনাং।
অসম্যগ্‌বর্ত্তিনাং লোকান্ ব্রহ্মা চক্রে যথা চ যৎ ॥
প্রাজাপত্যং ব্রাহ্মণানাং স্মৃতং স্থানং ক্রিয়াবতাং।
ক্ষত্রিয়াণাং তথা চৈন্দ্রং সংগ্রামেষ্বনুবর্ত্তিনাং ॥
বৈশ্যানাং মারুতং স্থানং সধর্ম্মমনুবর্ত্তিনাং।
গান্ধর্ব্বং শূদ্রজাতীনাং পরিচর্য্যানুকারিণাং ॥"

(অগ্নিপু° সর্গকথননামাধ্যায়)

যাহারা সর্ব্বদা স্বধর্ম্ম হইতে বিরত থাকে, এমন পাপীদিগের নিকৃষ্ট স্থান লাভ হয়।

স্থানক (ক্লী) স্থানমিব কন্, স্থানে কং জলং যত্রেতি বা। ১ আল-বাল। (হেম) ২ নগর। ৩ ফেন। স্থানমেব স্বার্থে কন্। ৪ স্থানশব্দার্থ।

"তৎস্থানকং ব্রাহ্মণমভীপ্সমানৈ-
র্গঙ্গা সদৈবাস্মবশৈরুপাস্যা।" (ভারত ১৩।২৬।৯৪)

স্থানচঞ্চলা (স্ত্রী) স্থানে চঞ্চলা। বর্ব্বরীবৃক্ষ। (শব্দচ°)

স্থানচিন্তক (পুং) সেনানীভেদ।

স্থানচ্যুত (ত্রি) স্থানাৎ চ্যুতঃ স্থানভ্রষ্ট, যে যে স্থানে অবস্থিত ছিল, সেই স্থান হইতে ভ্রষ্ট। যথাস্থানে অবস্থিত থাকিলে মর্য্যাদা থাকে, স্থানচ্যুত হইলে তাহার আর সে মর্য্যাদা থাকে না। পদ্ম স্থানস্থিত থাকিলে বরুণ ও ভাস্কর তাহার মিত্র হয়, কিন্তু ঐ পদ্ম আবার স্থানচ্যুত হইলে ঐ বরুণ ভাস্করই তাহার ক্লেদশোষণকারক হইয়া থাকে, এইরূপ জগতে যে যে রূপ স্থানে অবস্থিত, তাহার তদনুরূপ মর্য্যাদা থাকে। কিন্তু সে সেই স্থানচ্যুত হইলে, তৎক্ষণাৎ সেই স্থানের সঙ্গে সঙ্গেই মর্য্যাদাচ্যুত হইয়া থাকে। ইহা প্রত্যক্ষদৃষ্ট।

"স্থানস্থিতস্য পদ্মস্য মিত্রৌ বরুণভাস্করৌ।
স্থানচ্যুতস্য তস্যৈব ক্লেদশোষণকারকৌ ॥" (গরুড়পু° ১১৫।৭১)

স্থানত্যাগ (পুং) যে স্থানে ছিল, সেই স্থান পরিত্যাগ, স্থান পরিবর্জ্জন। নীতিশাস্ত্রে লিখিত আছে, যে স্থানে দুর্জ্জন লোক থাকে সেই স্থান পরিত্যাগ করিবে।

স্থানদাতৃ (ত্রি) স্থানস্য দাতা। যিনি স্থানদান করেন।

স্থানপাল (পুং) স্থানং পালয়তি যঃ, স্থান-পালি-অণ্। স্থান-রক্ষক, রাজা যাহাদের উপর স্থানরক্ষার ভার অর্পণ করেন।

"শৌল্কিকৈঃ স্থানপালৈর্ব্বা নষ্টাপহৃতমাহৃতং।
অর্ব্বাক্ সম্বৎসরাৎ স্বামী হরেত পরতো নৃপঃ ॥"

(যাজ্ঞবল্ক্য° ২।১৭৬)

স্থানপ্রচ্যুত (ত্রি) স্থানাৎ প্রচ্যুতঃ। স্থানচ্যুত, স্থানভ্রষ্ট।

স্থানভঙ্গ (পুং) ধ্বংস। (ত্রি) স্থানচ্যুত।

স্থানভ্রংশ (পুং) স্থাননাশ।

স্থানভ্রষ্ট (ত্রি) স্থানাৎ ভ্রষ্টঃ। স্থানচ্যুত, স্থান হইতে ভ্রষ্ট। দন্ত, কেশ, নখ ও নর স্থানভ্রষ্ট হইলে শোভা পায় না। ইহারা স্থান-স্থিত হইলেই শোভিত ও পূজিত হইয়া থাকে। যথা—

"স্থানস্থিতানি পূজ্যন্তে পূজ্যন্তে চ পদস্থিতাঃ।
স্থানভ্রষ্টা ন পূজ্যন্তে কেশা দন্তা নখা নরাঃ॥"(গরুড়পু° ১১৫।৭৩)

স্থানমৃগ (পুং) ১ কর্কট। ২ মৎস্য। ৩ কচ্ছপ। ৪ মকর।

স্থানযোগ (পুং) স্থান ও তাহাদের পরস্পরসংযোগ বিষয়কজ্ঞান।

"ভৃত্যানাঞ্চ ভৃতিং বিদ্যাৎ ভাষাশ্চ বিবিধা নৃণাং।
দ্রব্যাণাং স্থানযোগাংশ্চ ক্রয়বিক্রয়মেব চ॥" (মনু ৯।৩৩২)

স্থানবিদ্ (ত্রি) স্থানং বেত্তি বিদ্-ক্বিপ্। স্থানজ্ঞ, যিনি স্থানের বিষয় সমস্ত অবগত আছেন।

স্থানসন্নিবেশ (পুং) স্থানস্য সন্নিবেশঃ। স্থাননির্ণয় ও তাহার সীমাদিনিরূপণ।

স্থানস্থ (ত্রি) স্বস্থানে তিষ্ঠতীতি স্থা-ক। স্বস্থানস্থিত, যিনি স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

স্থানস্থিত (ত্রি) স্থানে স্বস্থানে স্থিতঃ। স্বস্থানস্থ।

স্থানাধ্যক্ষ (পুং) স্থানস্য অধ্যক্ষঃ। স্থানরক্ষক, পর্য্যায়—স্থানিক।

স্থানাপত্তি (স্ত্রী) স্থানপ্রাপ্তি।

স্থানাপন্ন (ত্রি) স্থানং আপন্নঃ প্রাপ্তঃ। স্থানপ্রাপ্ত, যিনি স্বস্থান লাভ করিয়াছেন।

স্থানাবরোধকতা (স্ত্রী) যে গুণ দ্বারা জড়পদার্থ আপনার আশ্রয়স্থান রুদ্ধ করিয়া রাখে।

স্থানাসনবিহারবৎ (ত্রি) স্থান, আসন ও বিহারযুক্ত, স্থান, আসন ও বিহারবিশিষ্ট।

"এতেম্ববিদ্যমানেষু স্থানাসনবিহারবান্।
প্রযুঞ্জানোঽগ্নিশুশ্রূষাং সাধয়েদ্দেহমাত্মনঃ॥" (মনু ৮।২২৪৮)

আচার্য্যের মৃত্যুর পর তৎপুত্র পত্নী ও সপিণ্ডদিগকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী শুশ্রূষা করিবেন। ইঁহাদের অভাবে আচার্য্যের স্থান, আসন ও ব্যবহার অবলম্বন করিয়া সায়ংকালে সমিধ্ দ্বারা হোম এবং অগ্নিশুশ্রূষা করিয়া জীবনাতিবাহিত করিবেন।

স্থানিক (পুং) স্থানমস্যাস্তেতি ঠন্। স্থানাধ্যক্ষঃ, স্থানরক্ষক।

স্থানিন্ (ত্রি) স্থানং বিদ্যতেঽস্য স্থান-ইনি। স্থানযুক্ত, স্থান-বিশিষ্ট।

স্থানিবৎ (অব্য°) স্থানিন্ ইবার্থে বতি। ব্যাকরণমতে তৎসদৃশ অর্থাৎ স্থানিবদাদেশ হয়। প্রত্যয়াদি পরে যেরূপ আদেশ হয়, ঠিক্ সেই রূপ আদেশ হয়।

স্থানীয় (ক্লী) স্থানায় হিতমিতি স্থান-ছ। ১ নগর। (অমর) (ত্রি) ২ স্থানসম্বন্ধী। ৩ স্থিতিযোগ্য। ৪ স্থানস্থিত

স্থানে (অব্য°) ১ যোগ্য, উপযুক্ত, উচিত।

"স্থানে ভবানেকনরাধিপঃ স-
নকিঞ্চনত্বং মখজং ব্যনক্তি।" (রঘু ৫।১৬)

২ সত্য। ৩ সদৃশ। ৪ তদনুসারে। ৫ সুতরাং।

স্থানেশ্বর (পুং) জনপদবিশেষ। [থানেশ্বর শব্দ দেখ]

স্থাপক (ত্রি) স্থাপয়তীতি স্থা-ণিচ্ স্থাপি-ণ্বুল। ১ স্থাপনকর্ত্তা, সংস্থাপনকর্ত্তা। নাটকে সূত্রধারের পর কাব্যার্থস্থাপক নট। ২ মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠাকর্ত্তা।

স্থাপত্য (পুং) স্থপতিরেব স্থপতি-ষ্যঞ্। ১ অন্তঃপুররক্ষক। (ক্লী) ২ স্থপতির কর্ম্ম।

স্থাপন (ক্লী) স্থা-ণিচ্-ল্যুট্। ১ রোপণ, আরোপণ। ২ পুংসবন। (মেদিনী) ৩ সমাধি। (বিশ্ব) ৪ পাদাদি পিণ্ডীকরণ।

"উত্থাপনৈরুন্নয়নৈশ্চালনৈঃ স্থাপনৈরপি।
পরস্পরং জিগীষন্তাবপচক্রতুরাত্মনঃ॥" (ভাগবত ১০।৪৪।৫)

স্থাপনা (স্ত্রী) স্থা-ণিচ্-যুচ্-টাপ্। ১ স্থাপন। ২ নিবেশন, নিয়োগ-করণ। ৩ অর্পণ, রাখা। ৪ আরোপণ। ৫ পুংসবন। ৬ আলয়, আবাস। ৭ বিচারাঙ্গবিশেষ। চরকে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে।

"অথ স্থাপনা,—স্থাপনা নাম তস্যা এব প্রতিজ্ঞায়া হেতুভি-র্দৃষ্টান্তোপনয়নিগমৈঃ স্থাপনা পূর্ব্বং হি প্রতিজ্ঞা পশ্চাৎ স্থাপনা কিং হ্যপ্রতিজ্ঞাতং স্থাপয়িষ্যতি যথা নিত্যঃ পুরুষ ইতি প্রতিজ্ঞা হেতুরকৃতকত্বাৎ ইতি। দৃষ্টান্তো যথা, অকৃতকমাকাশং তচ্চ নিত্যং। উপনয়ো যথা চাকৃতকমাকাশং তথা পুরুষঃ। নিগমনন্তস্মান্নিত্য ইতি।" (চরক বিমানস্থা° ৮ অ°)

হেতু, দৃষ্টান্ত, উপনয় ও নিগমন দ্বারা সেই পূর্ব্বকৃত প্রতি-জ্ঞার স্থিরীকরণই স্থাপনা। কারণ অগ্রে লোকে প্রতিজ্ঞা করে পরে তাহার স্থাপনা করিয়া থাকে। যে হেতু অপ্রতিজ্ঞাত বিষয়ের স্থাপনা সম্ভবে না, লোকে প্রতিজ্ঞাত বিষয়েরই স্থাপনা করে। স্থাপনা করিলে প্রতিজ্ঞাভ্রংশ দ্বারা নিগ্রহ স্থানে পতিত হইতে হয়। অতএব প্রতিজ্ঞা করিয়াই তাহার স্থাপনা করা কর্ত্তব্য। দৃষ্টান্ত—পুরুষ নিত্য পদার্থ, প্রথমে বাদী প্রতিজ্ঞা করিল যে, পুরুষ নিত্য, এই প্রতিজ্ঞাত বিষয় হেতু, দৃষ্টান্ত, উপনয় ও নিগমন দ্বারা স্থাপনা করিতে হইবে। পুরুষ যে নিত্য তাহার প্রতি হেতু এই অকৃতকত্ব অর্থাৎ পুরুষ কাহারও দ্বারা কৃত নহে। এই অকৃতকত্ব বিষয়ে দৃষ্টান্ত আকাশ, আকাশের সমান-ধর্ম্মবত্তা নিবন্ধন এই অকৃতকত্ব হেতুই পুরুষের নিত্যত্বসাধক। এই অকৃতকত্ব বিষয়ে উপনয় যেমন আকাশ অকৃত তেমনি

পুরুষও অকৃত। উক্তরূপ হেতু, দৃষ্টান্ত এবং উপনয় দ্বারা নিগমন করা হইল সেই হেতু পুরুষ নিত্য অর্থাৎ অকৃতকত্ব হেতু, আকাশ দৃষ্টান্ত ও তাহার উপনয় এই সকল কারণে পুরুষ যে নিত্য পদার্থ তাহার স্থাপনা করা হইল।

হেতু—প্রতিজ্ঞার উপলব্ধি কারণই হেতু, অর্থাৎ যদ্দারা প্রতিজ্ঞার উপলব্ধি হয়, তাহাকেই হেতু বলে। এই হেতু চারি প্রকার প্রত্যক্ষ, অনুমান, ঐতিহ্য (পরম্পরাগত উপদেশবাক্য) ও উপমান। এই হেতুচতুষ্টয় দ্বারা যাহা উপলব্ধি হয়, তাহা তত্ত্ব।

দৃষ্টান্ত—যে বিষয়ে মূর্খ ও পণ্ডিত এই উভয়ের বুদ্ধি সমান ভাবে পরিচালিত হয়, যে বিষয় মূর্খপণ্ডিত উভয়েই সমান ভাবে উপলব্ধি করিতে পারে এবং যে বিষয় সমান ভাবে বর্ণনীয় বিষয়ের বর্ণন করে, তাহাকে দৃষ্টান্ত কহে। যেমন জল দ্রব, অগ্নি উষ্ণ, পৃথিবী স্থিরা ও সূর্য্য প্রকাশক।

পূর্ব্বোক্ত হেতু ও দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের স্থাপনা করিতে হয়। বাদী কোন মত স্থাপনা করিলে প্রতিবাদী তাহার প্রতিস্থাপনা বা প্রতিষ্ঠাপনা করিবে। বাদী উক্ত প্রকারে প্রতিজ্ঞার স্থাপনা করিলে প্রতিবাদী সেই প্রতিজ্ঞার যে বিপরীতার্থ স্থাপনা করে, তাহার নাম প্রতিষ্ঠাপনা। যথা পুরুষ অনিত্য, ইহাই বাদীর প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের বিপরীতার্থ, অর্থাৎ পূর্ব্বে বাদী প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে পুরুষ নিত্য, পরে প্রতিষ্ঠাপনা কালে তাহার বিপরীতার্থ হইল পুরুষ অনিত্য, এই প্রতিষ্ঠাপনাতেও হেতু, দৃষ্টান্ত, উপনয় ও নিগমন সন্নিবেশ করিতে হইবে। বাদী বলিল পুরুষ নিত্য, প্রতিবাদী বলিল পুরুষ অনিত্য। নিত্যত্বের প্রতি হেত্বাদি প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রতিষ্ঠাপনাকালে অনিত্যের হেত্বাদি প্রদর্শিত হইতেছে। পুরুষ যে অনিত্য তাহার হেতু ঐন্দ্রিয়কত্ব অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব, পুরুষ ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, প্রত্যক্ষ পুরুষের অনিত্যত্বসাধক। দৃষ্টান্ত—যেমন ঘট ঘটের সমান ধর্ম্মবত্তানিবন্ধন এই প্রত্যক্ষ হেতু পুরুষের অনিত্যত্বসাধক। উপনয় ঘট যেমন ঐন্দ্রিয়ক, তাহা অনিত্য, পুরুষও তেমনি ঐন্দ্রিয়ক অতএব তাহাও অনিত্য। নিগমন যথা—সেই হেতু পুরুষ অনিত্য অর্থাৎ ঐন্দ্রিয়কত্ব হেতু দৃষ্টান্ত এবং তাহার উপনয়, এই সমুদয় কারণে পুরুষ যে অনিত্য তাহার প্রতিষ্ঠাপনা করা হইল। স্থাপনা ও প্রতিষ্ঠাপনায় এইরূপে হেত্বাদি দ্বারা প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের স্থাপনা করিতে হইবে। স্বপক্ষ উক্ত প্রকারে স্থাপিত হইলে উত্তর হয়। উত্তর হইলে পরে সিদ্ধান্ত করিতে হয়।

(চরক বিমানস্থা° ৮ অ°)

স্থাপনী (স্ত্রী) স্থাপ্যতেঽনয়েতি স্থা-ণিচ্-ল্যুট্-ঙীপ্। পাঠা, চলিত আকনাদি। (রাজনি°)

স্থাপনীয় (ত্রি) স্থা-ণিচ্-অনীয়র্। স্থাপনযোগ্য, স্থাপনের উপযুক্ত, যাহা স্থাপন করা যায়।

স্থাপয়িতৃ (ত্রি) স্থা-ণিচ্-তৃচ্। স্থাপনকর্ত্তা, যিনি স্থাপন করেন।

স্থাপিত (ত্রি) স্থা-ণিচ্-ক্ত। ১ নিশ্চিত। ২ ন্যস্ত।

"মণিমন্ত্রধরাঃ শূরাঃ স্থাপিতাস্তত্র রক্ষণে।" (দেবীভাগ° ২।১।৪৩)

৩ যাহা স্থাপন করা হইয়াছে।

স্থাপিতৃ (ত্রি) স্থা-ণিচ্-তৃচ্। স্থাপনকর্ত্তা।

স্থাপিন্ (ত্রি) স্থা-ইনি স্থাপক, স্থাপনকারী।

স্থাপ্য (ত্রি) স্থা-ণিচ্-যৎ। স্থাপনীয় স্থাপনযোগ্য, স্থাপন করিবার উপযুক্ত।

স্থামন্ (ক্লী) তিষ্ঠত্যনেনেতি স্থা (সর্ব্বধাতুভ্যো মনিন্। উণ্ ৪।১৪৪) ইতি মনিন্। ১ সামর্থ্য। ২ নাদ।

"অশ্বস্যেবাস্য যৎ স্থাম নদতঃ প্রদিশো গতং।

অশ্বত্থামৈব বালোঽয়ং তস্মান্নাম্না ভবিষ্যতি॥"(ভারত ১।১৩১।২৪)

স্থায় (পুং) জলাধার, চৌবাচ্ছা।

স্থায়িতা (স্ত্রী) স্থায়িনো ভাবঃ তল্-টাপ্। স্থায়িত্ব, স্থায়ির ভাব বা ধর্ম্ম, যাহা দীর্ঘকালস্থায়ী হয়।

স্থায়িন্ (ত্রি) তিষ্ঠতীতি স্থা-ণিনি। স্থিতিবিশিষ্ট, স্থিতিশীল, যাহা দীর্ঘকাল থাকে। বহু দিন স্থিতশীল বস্তু। (পুং) অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত ভাববিশেষ, স্থায়িভাব,• রসের ত্রিবিধ ভাবের অন্তর্গত ভাববিশেষ। ভাবহীন রস এবং রসহীন ভাব হয় না, রস এবং ভাব এই উভয়ে পরস্পর মিলিত হইয়া চমৎকারিত্ব জন্মায়। স্থায়ী, সাত্ত্বিক ও সঞ্চারিভেদে ভাব তিন প্রকার। লক্ষণ—

"অবিরুদ্ধা বিরুদ্ধা বা যং তিরোধাতুমক্ষমাঃ।

আস্বাদাঙ্কুরকন্দোঽসৌ ভাবঃ স্থায়ীতি সম্মতঃ॥"

(সাহিত্যদ° ৩।২০৫)

অবিরুদ্ধ বা বিরুদ্ধ যে ভাবকে ত্যাগ করিতে পারা যায় না, পরন্ত নায়ক বা নায়িকার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া থাকে, তাহাকে স্থায়িভাব কহে। প্রত্যেক রসে এক একটী স্থায়িভাব আছে। নয়টী রস, সুতরাং স্থায়িভাবও ৯টী। যথা—

"রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা।

জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চেত্থমষ্টৌ প্রোক্তা শমোঽপি চ॥"

(সাহিত্যদ° ৩ পরি°)

শৃঙ্গাররসের স্থায়িভাব রতি, হাস্যরসের হাস, করুণরসের শোক, রৌদ্ররসের ক্রোধ, বীররসের উৎসাহ, ভয়ানকরসে ভয়, বীভৎসরসে জুগুপ্সা, অদ্ভুতরসে বিস্ময় এবং শান্তরসে শম স্থায়িভাব হইয়া থাকে। কবি ইহার যে কোন রস বর্ণন করিতে হইলে নায়ক বা নায়িকার মধ্যে প্রথমে স্থায়িভাবের উদ্রেক বর্ণন করিবেন।

"রতির্মনোঽনুকূলেঽর্থে মনসঃ প্রবণায়িতং।
বাগাদিবৈকৃতাচ্চেতোবিকাসো হাস ইষ্যতে॥
ইষ্টনাশাদিভিশ্চেতোবৈক্লব্যং শোকশব্দভাক্।
প্রতিকূলেষু তৈক্ষ্ণ্যস্যাববোধঃ ক্রোধ ইষ্যতে॥
কার্য্যারম্ভেষু সংরম্ভঃ স্থেয়ানুৎসাহ উচ্যতে।
রৌদ্রশক্ত্যা তু জনিতং চিত্তবৈক্লব্যদং ভয়ং॥
দোষেক্ষণাদিভির্গর্হা জুগুপ্সা বিষয়োদ্ভবা।
বিবিধেষু পদার্থেষু লোকসীমাতিবর্ত্তিষু॥
বিস্ফারশ্চেতসো যস্তু স বিস্ময় উদাহৃতঃ।
শমো নিরীহাবস্থায়ামাত্মবিশ্রামজং সুখং॥"(সাহিত্যদ° ৩পরি°)

শৃঙ্গাররসের স্থায়িভাব রতি। মনের অনুকূল অর্থে যে চিত্তের অতিশয় একাগ্রতা, তাহাকে রতি কহে। চিত্ত মনোঽভিলষিত বিষয়ে যেন সর্ব্বদাই সংস্থিত থাকে, তদ্ধ্যান, তদালাপ, তৎ-কথাশ্রবণ প্রভৃতিতে মন সর্ব্বদাই ব্যাকুল থাকে, তাহার নাম রতি, বাগাদিবৈকৃত হেতু চিত্তের যে বিকাস তাহার নাম হাস, ইষ্টনাশাদি হেতু চিত্তের যে বিক্লবতা তাহাকে শোক, প্রতিকূল বিষয়ে তীক্ষ্ণতার যে অববোধ তাহার নাম ক্রোধ, কার্য্যা-রম্ভে অতিশয় স্থিরতর সংরম্ভকে উৎসাহ, রুদ্রশক্তি দ্বারা উৎপন্ন চিত্তের বিক্লবতাজনককে ভয়, দোষদর্শনাদি দ্বারা যে নিন্দা তাহাকে জুগুপ্সা, লোকসীমাতিবর্ত্তী বিবিধ পদার্থে চিত্তের বিস্ফারকে বিস্ময় এবং নিরীহাবস্থায় আত্মবিশ্রাম জন্য যে সুখ তাহাকে শম কহে। এই ৯টী স্থায়িভাব।

কবি যে গ্রন্থ যে রসপ্রধান করিয়া বর্ণন করিবেন, তাহাতে নায়ক বা নায়িকা শৃঙ্গারাদি রসের আলম্বন স্বরূপ এই সকল স্থায়িভাব বিশেষরূপে বর্ণন করিবেন। সাহিত্যদর্পণের তৃতীয় পরিচ্ছেদে স্থায়িভাব ও তাহার উদাহরণ বিশেষরূপে লিখিত হইয়াছে। [শৃঙ্গারাদি তত্তৎ শব্দে দেখ]

স্থায়িভাব (পুং) স্থায়ী ভাবঃ। শৃঙ্গারাদি রসের ত্রিবিধ ভাবের অন্তর্গত ভাববিশেষ।

"সঞ্চারিণঃ প্রধানানি দেবাদিবিষয়া রতিঃ।
উদ্বুদ্ধমাত্রঃ স্থায়ী চ ভাব ইত্যভিধীয়তে॥
ন ভাবহীনোঽস্তি রসো ন ভাবো রসবর্জ্জিতঃ।
পরস্পরকৃতা সিদ্ধিরনয়োরসভাবয়োঃ॥" (সাহিত্যদ° ৩ পরি°)

উদ্বুদ্ধ মাত্রই যাহা স্থায়ী হয়, তাহাকে স্থায়িভাব কহে।

স্থায়ুক (পুং) স্থাতুং শীলমস্য স্থা (লসপতপদেতি। পা ৩।২।১৫৪) ইতি উকঞ্। ১ একগ্রামাধিকৃত, এক গ্রামে নিয়োজিত। (অমর) (ত্রি) ২ স্থিতিশীল।

"আয়োধনে স্থায়ুকমস্ত্রজাতমমোঘমভ্যর্ণমহাহবায়।
মদৌ বধায় ক্ষণদাচরাণাং তস্মৈ মুনিঃ শ্রেয়সি জাগরূকঃ॥" (ভট্টি)

স্থারশ্মন্ (ত্রি) স্থিররশ্মি, স্থিররশ্মিবিশিষ্ট। "স্বরোচিষঃ স্থার-শ্মানো হিরণ্যয়াঃ" (ঋক্ ৫।৮৭।৫) 'স্থারশ্মানঃ স্থিররশ্ময়ঃ' (সায়ণ)

স্থাল (ক্লী) তিষ্ঠত্যস্মিন্ অন্নাদিকমিতি স্থা (স্থাচতিসৃজেরিতি। উণ্ ১।১১৫) স্থলতি তিষ্ঠতি অন্নাদিকমত্র স্থলং স্থল চ স্থানে ঘঞ্ বা। ১ হেমাদিকৃত ভোজনপাত্র, চলিত থালা, থাল। ২ অস্থি-বিশেষ, দন্তমূল প্রদেশস্থ অস্থিসকলের নাম স্থাল।

"স্থালৈঃ সহ চতুঃষষ্টি দন্তা বৈ বিংশতির্নখাঃ।" (যাজ্ঞবল্ক্যস° ৩।৮৫)
'স্থালান্ দন্তমূলপ্রদেশস্থানস্থীনি' (মিতাক্ষরা)

স্থালক (ক্লী) স্থালমেব স্বার্থে কন্। স্থালশব্দার্থ, অস্থিবিশেষ।

স্থালিকা (স্ত্রী) মক্ষিকাবিশেষ। (সুশ্রুত কল্পস্থা° ৮ অ°)

স্থালিকাস্থি (ক্লী) অর্দ্ধদাকার অস্থি। (চরক)

স্থালিদ্রুম (পুং) বৃক্ষবিশেষ, নদীবৃক্ষ, চলিত তৃণগাছ।

স্থালিন্ (ত্রি) ১ স্থালবিশিষ্ট, পাত্রযুক্ত।

স্থালিপর্ণী (স্ত্রী) আরণ্যগঞ্জা। (বৈদ্যকনি°)

স্থালী (স্ত্রী) তিষ্ঠন্ত্যত্রান্নাদীনীতি স্থা-আলচ্, ততঃ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। (উণ্ ১।১১৫) পাকপাত্রবিশেষ, চলিত থালী বা হাড়ী, যে পাত্রে অন্নাদি পাক করা হয়, পর্য্যায়—পিঠল, উখা, কুণ্ড, পিঠরী, স্থাল, উখা, কুণ্ডী, কুণ্ডা, কুণ্ড্যকা, পাক, পাতিলী। (জটাধর)

"পূরয়িত্বাগ্নিনা স্থালীং গন্ধর্ব্বাশ্চ তমব্রুবন্।
অনেনেষ্ট্বা চ লোকান্নঃ প্রাপ্স্যসি ত্বং নরাধিপ॥" (হরিব°২৬।৪০)

২ পাটলাবৃক্ষ। (মেদিনী)

স্থালীপক্ব (ত্রি) স্থাল্যাং পক্বং। স্থালীপক্ব অন্নাদি।

স্থালীপাক (ত্রি) স্থাল্যাং পাকো যস্য। ভাজনপক্বঅন্নাদি।

"লভতে সন্ততিং দীর্ঘং স্থালীপাকমভক্ষয়ৎ।" (তিথিতত্ত্ব)

স্থাল্যাং পচ্যতে ইতি পচ্-ঘঞ্। ২ স্থালীকৃত পাকবিশেষ, চরুবিশেষ। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, মাংসাষ্টকা শ্রাদ্ধে মাংসের প্রতিনিধি স্থালীপাক করিবে, অর্থাৎ যে স্থলে মাংসের অভাব হইবে, তথায় স্থালীপাক অর্থাৎ চরুবিশেষ পাক করিয়া শ্রাদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। কিন্তু মাংস পাককালে এইরূপ অনুকল্প চলিবে না।

"পশ্বাভাবে স্থালীপাকেন যথা গোভিলঃ—
অপি বা স্থালীপাকং কুর্ব্বীত ইতি।
স্থালীপাকং পশুস্থানে কুর্য্যাদ্যদ্যানুকল্পিকং।
শ্রাপয়েত্তং সবৎসায়াস্তরুণ্যা গোঃ পয়স্যথ॥
ইতি ছন্দোগপরিশিষ্টোক্তং গ্রাহ্যং। অন্বিতি ওদনচরোঃ পশ্চাৎ।" (তিথিতত্ত্ব) মাংসের অনুকল্প চরুপাকস্থলে চরুর পরে এই স্থালী পাক করিবে।

২ বৈদ্যকোক্ত ভানুপাকের পর লৌহের স্থালীতে পাকবিধি। বৈদ্যকে এই পাকের বিধান বিশেষ রূপে লিখিত আছে।

"ইত্থমাদিত্যপাকান্তে স্থাল্যাং পাকমুপাচরেৎ।
স্থালীপাকে ফলগ্রাহ্যময়সস্ত্রিগুণীকৃতং ॥
তস্ত ষোড়শিকং তোয়মষ্টভাগাবশেষিতং।
মৃদুমধ্যকঠোরাণামন্তেষাময়সা সমং ॥
কথনীয়ং সমাদায় চতুরষ্টৌ চ ষোড়শ।
গুণানাং স্থাপ্যতে তোয়ং শেষয়েদয়সা সমং ॥
স্বরসস্যাপি লৌহেন স্থালীপাকে সমানতা।
স্থাল্যাং ক্বাথাদিকং দত্ত্বা যথাবিধি বিনির্ম্মিতং।
পাকেন ক্ষীয়তে যস্মাৎ স্থালীপাক ইতি স্মৃতঃ ॥"

(বৈদ্যকরসেন্দ্রসারস°)

লৌহের সূর্য্যপাকের পর স্থালীপাক করিতে হইবে। যে পরিমাণ লৌহ হইবে, তাহার তিনগুণ পরিমাণ ত্রিফলা এবং ষোড়শগুণ জলের সহিত পাক করিয়া অষ্ট ভাগ শেষ থাকিতে তাহা গ্রহণ করিবে। মৃদু, মধ্য ও কঠোর লৌহ তুল্য ভাগে গ্রহণ করিয়া চতুর্গুণ, অষ্টগুণ ও ষোড়শগুণ জলে পাক করিয়া লৌহ-তুল্য ক্বাথ গ্রহণ করিবে। স্থালীপাকে স্বরসসকল লৌহ তুল্য পরিমাণে প্রদান করিতে হয়। পূর্ব্বোক্তরূপে যথাবিধি ক্বাথাদি হাঁড়িতে রাখিয়া পাক করিতে করিতে উহা শুষ্ক হইলে উহাকে স্থালীপাক কহে।

হস্তিপর্ণপলাশের মূল, শতমূলী, ভৃঙ্গরাজ, কেশরাজ ইহাদের রসে পাক করিয়া পরে ত্রিফলার ক্বাথে পাক করিবে, অনন্তর দোষনিবারক ওষধিক্বাথে স্থালীপাক করিবে। স্থালীপাকে সুপক্ক লৌহচূর্ণ শুষ্ক হইলে চূর্ণ করিয়া পুট দিলে লৌহের দোষ সকল বিদূরিত হয় এবং ঐ লৌহসকল বিশেষ গুণযুক্ত হইয়া থাকে। (রসেন্দ্রসারস°)

স্থালীপাকীয় (ত্রি) স্থালীপাকসম্বন্ধীয়।

স্থালীপুলাক (পুং) স্থালীস্থঃ পুলাকো ভক্তগুলিকা যত্র। ন্যায়বিশেষ, ইহার লক্ষণ—

"স্থালীস্থাস্তণ্ডুলা এতে সর্ব্বেঽপিক্লিপ্তিভাগিনঃ।
সমকালাগ্নিসংযোগভাগিত্বাৎ প্রতিপন্নবৎ ॥" (মলমাসতত্ত্ব)

অন্ন পাক করিবার কালে তণ্ডুলগুলি ফুটিয়াছে কি না, তাহা জানিবার জন্য পাকস্থালী হইতে দুই একটী তণ্ডুল তুলিয়া টিপিয়া দেখা হয়, হস্তমর্দ্দিত তণ্ডুল ফুটিলে অনুমান করা হয় যে, সমস্ত তণ্ডুলগুলিই ফুটিয়াছে। কারণ সমস্ত তণ্ডুলেই তুল্য কাল অগ্নিসংযোগ হইয়াছে, তন্মধ্যে যখন একটী ফুটিয়াছে, তখন আর সকলগুলিই ফুটিয়াছে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই যুক্তির শাস্ত্রীয় নাম স্থালীপুলাকন্যায়।

মলমাসতত্ত্বে রঘুনন্দন এই স্থালীপুলাক ন্যায়ানুসারে সমস্ত স্মৃতির বেদমূলকতা অনুমান করিয়াছেন। যেমন পাককালে স্থালীস্থ একটী তণ্ডুল দেখিলে সকল তণ্ডুলের বিষয় অবগত হওয়া যায়, তদ্রূপ স্মৃতিবর্ণিত অনেকগুলি বিষয়ের বেদমূলকতা যখন স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তখন যে সকল স্মৃতির মূলীভূত বেদবাক্য অমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, তাহারও মূল যে বেদ তাহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে। অনেক বেদশাখা বিলুপ্ত হইয়াছে, ইহা দার্শনিকগণ উত্তমরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। যাহা বিলুপ্ত হইয়াছে, অবশ্যই তাহা পূর্ব্বে ছিল, সুতরাং বিলুপ্ত বেদবাক্যমূলক যে সকল স্মৃতি প্রণীত হইয়াছে, তাহার মূলীভূত বেদবাক্য এখন দৃষ্ট হইতেছে না বলিয়া ঐ সকল স্মৃতি অপ্রমাণ বলা সঙ্গত নহে।

স্থালীবিল (ক্লী) স্থাল্যা বিলং। পাকপাত্রের অভ্যন্তর, স্থালীর শূন্যভাগ।

স্থালীবিলয় স্থালীবিল্য (ত্রি) স্থালীমর্হতীতি (স্থালীবিলাৎ। পা ৫।১।৭০) ইতি ছ, যচ্চ। পাকযোগ্য তণ্ডুলাদি।

"স্থালীবিলীয়াস্তণ্ডুলাঃ স্থালীবিল্যাঃ পাকযোগ্যা ইত্যর্থঃ।"

(সিদ্ধান্তকৌ°)

স্থালীবৃক্ষ (পুং) স্থালীবৎ বৃক্ষঃ। বৃক্ষবিশেষ। অশ্বত্থবিশেষ, গয়াঅশ্বত্থ, হিন্দী বেলিয়াপীপর। পর্য্যায়—নদীবৃক্ষ, অশ্বত্থভেদ, প্ররোহী, গজপাদপ, ক্ষয়তরু, ক্ষীরী, বনস্পতি। গুণ—লঘু, স্বাদু, তিক্ত, তুবর, উষ্ণ, কটু, পাকরস, গ্রাহক, বিষ, পিত্ত, কফ ও অস্রনাশক। (ভাবপ্র°)

স্থাবর (ক্লী) তিষ্ঠতি ধনুংষীতি স্থা-বরচ্। ১ ধনুর্গুণ। (ত্রিকা°) (পুং) ২ পর্ব্বত। (শব্দরত্না°) (ত্রি) স্থা (স্থেশভাসপিস-কসো বরচ্। পা ৩।২।১৭৫) ইতি বরচ্। ৩ জঙ্গমেতর, অচল বস্তু। ভরত লিখিয়াছেন, "জঙ্গমা গোমহিষ্যাদয়ঃ ততোঽন্যো বৃক্ষাদিঃ স্থাবরঃ" গোমহিষাদি যাহারা বিচরণ করে, তাহারা জঙ্গম, জঙ্গম ভিন্ন সমস্ত বস্তু স্থাবর, স্থিতিশীল, যাহা এক স্থানে থাকে। স্থাবর সৃষ্টি ব্রহ্মার সপ্তমসর্গ এবং ইহা ষড়্বিধ। যথা—১ বনস্পতি, ২ ওষধি, ৩ লতা, ৪ ত্বক্সার, ৫ বীরুধ্, ৬ দ্রুম। যাহাদের পুষ্প ভিন্ন ফল হয়, তাহাদিগকে বনস্পতি ফল, পক্ক হইলে যাহারা মরিয়া যায়, তাহাদিগকে ওষধি, যাহারা আরোহণ অপেক্ষা করে, তাহাদিগকে লতা, যাহাদের ত্বকে সার, যে সকল লতা কঠিন এবং আরোহণের অপেক্ষা করে না, তাহা বীরুধ্ এবং যাহারা পুষ্প হইলে তাহার পর ফল প্রদান করে, তাহাদিগকে দ্রুম কহে। এই ষড়্বিধ স্থাবর সর্গ তমোবহুল, এবং ঊর্দ্ধ স্রোতঃ দ্বারাই জীবিত থাকে, ইহাদের স্পর্শজ্ঞান আছে, কিন্তু বাহিরে তাহা অনুভব করা যায় না।

"সপ্তমো মুখ্যসর্গস্তু ষড়্বিধাস্তস্থুষাঞ্চয়ঃ।
বনস্পত্যোষধিলতা ত্বক্সারো বীরুধো দ্রুমাঃ ॥" (ভাগবত)

'যে পুষ্পং বিনা ফলন্তি তে বনস্পতয়ঃ, ওষধয়ঃ ফলপাকান্তাঃ লতা আরোহণাপেক্ষাঃ, ত্বক্সারো বেণ্বাদয়ঃ, লতা এব কাঠিন্যেন আরোহণাপেক্ষা বীরুধঃ, যে পুষ্পৈঃ ফলন্তি তে দ্রুমাঃ, তমঃ-প্রধানাঃ অন্তঃস্পর্শাঃ" (স্বামী)

মনুতেও স্থাবরসৃষ্টির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—জগতের সমুদয় উদ্ভিদ্ই স্থাবরসৃষ্টি, তন্মধ্যে কতকগুলি বীজ হইতে জন্মে ও কতকগুলি রোপিত শাখা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই স্থাবরের মধ্যে যাহারা বহুপুষ্প ও ফলযুক্ত হইয়া থাকে এবং ফল পাকিলেই মরিয়া যায়, তাহাদিগকে ওষধি বলে, যথা—ধান্য, যব, প্রভৃতি। যাহারা পুষ্পিত না হইয়াই ফলবন্ত হয়, তাহাদিগকে বনস্পতি এবং পুষ্পিতই হউক বা কেবল ফলবান্ই হউক উভয় প্রকারকেই বৃক্ষ বলা যায়। গুচ্ছ ও গুল্ম নানা প্রকার, তৃণ-জাতিও বিবিধ প্রকার, ইহাদের মধ্যে কেহ বীজ হইতে উৎপন্ন, কেহ বা কাণ্ড হইতে জন্মে। এই সকল স্থাবর বহুবিধ অসৎ কর্ম্মফলে তমোগুণে আচ্ছন্ন, ইহাদের অন্তরে চৈতন্য আছে এবং ইহারা সুখদুঃখাদি অনুভব করিয়া থাকে।

"উদ্ভিজ্জাঃ স্থাবরাঃ সর্ব্বে বীজকাণ্ডপ্ররোহিণঃ।
ওষধ্যঃ ফলপাকান্তা বহুপুষ্পফলোপগাঃ॥
অপুষ্পাঃ ফলবন্তো যে তে বনস্পতয়ঃ স্মৃতাঃ।
পুষ্পিণঃ ফলিনশ্চৈব বৃক্ষা উভয়তঃ স্মৃতাঃ॥
গুচ্ছগুল্মন্তু বিবিধং তথৈব তৃণজাতয়ঃ।
বীজকাণ্ডরুহাণ্যেব প্রতানা বল্ল্য এব চ॥
তমসা বহুরূপেণ বেষ্টিতাঃ কর্ম্মহেতুনা।
অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ॥" (মনু ১।৪৬-৪৯)

স্থাবরতা (স্ত্রী) স্থাবরস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। স্থাবরত্ব, স্থাবরের ভাব বা ধর্ম্ম, স্থিতিশীলতা।

স্থাবরতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ।

স্থাবরধন (ক্লী) ধনভেদ, ধন স্থাবর ও অস্থাবরভেদে দুই প্রকার। স্থিতিশীল ধন, যে ধন শীঘ্র বিনষ্ট হয় না, ভূসম্পত্তি-কেই স্থাবরধন কহে। দায়ভাগে স্থাবরধনের বিভাগাদির বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। [দায়ভাগ শব্দ দেখ]

স্থাবরবিষ (পুং) বিষভেদ। বিষ দুই প্রকার স্থাবর ও জঙ্গম। সুশ্রুতে এই স্থাবরবিষের বিবরণ লিখিত আছে, সংক্ষেপে তাহা আলোচিত হইতেছে। স্থাবরবিষের আধার দশটী, যথা—১ মূল, ২ পত্র, ৩ ফল, ৪ পুষ্প, ৫ ত্বক্, ৬ ক্ষীর, ৭ সার, ৮ নির্য্যাস, ৯ ধাতু, ১০ কন্দ।

যষ্টিমধু, করবীর, গুঞ্জা, সুগন্ধ, গর্গরক, করঘাট, বিদ্যুচ্ছিখা ও বিষয় এই ৮টী মূলবিষ, অর্থাৎ ইহাদিগের মূলই বিষাক্ত। বিষপত্রিকা, (জয়পাল বীজের অভ্যন্তরস্থ পত্রবৎ অংশ), তিতলাউ, অবরদারুক, প্রিয়ঙ্গু ও মহাকরম্ভ এই পাঁচটী পত্রবিষ। কুমুদলতা, রেণুকা, প্রিয়ঙ্গু, মহাকরম্ভ, কর্কটক, রেণুক, খাদ্যোতক, চর্ম্মরী, ইভগন্ধা, সর্পঘাতী, নন্দন ও সারপাক এই দ্বাদশটী ফলবিষ। বেত্র, কদম্ব, বল্লিজ, করম্ভ ও মহাকরম্ভ এই পাঁচটী পুষ্পবিষ।

ত্বগাদিবিষ—অন্ত্রপাচক, কর্ত্তরীয়, সৌরেয়ক, করঘাট, করম্ভ নন্দন ও বরাটক এই ৭টীর ত্বক্, সার ও নির্য্যাস বিষাক্ত। কমুদন্নী, স্নুহী ও জাল এই তিনটী ক্ষীরবিষ অর্থাৎ ইহাদের আটায় বিষ।

ধাতুবিষ—সেঁকো ও হরিতাল এই দুইটী ধাতুবিষ। কাল-কূট, বৎসনাভ, সর্ষপ, পালক, কর্দ্দমক, বৈরাটক, মুস্তক, শৃঙ্গী-বিষ, প্রপৌণ্ডরিক, মূলক, হলাহল, মহাবিষ ও কর্কটক এই ত্রয়োদশ প্রকার কন্দবিষ। সমুদায়ে স্থাবরবিষ ৫৫ প্রকার। এই সকল বিষের মধ্যে বৎসনাভ চারি প্রকার, মুস্তক দুই প্রকার, সর্ষপ ৬ প্রকার, আর অবশিষ্ট বিষসকল এক এক প্রকার।

মূলাদি বিষের উপসর্গ—এই সকল বিষ কোন প্রকারে ভক্ষিত হইলে শরীরে নানা প্রকার উপসর্গ উপস্থিত হয়, উপযুক্ত সময়ে ইহার প্রতিবিধান না করিলে কালে প্রাণ-নাশের সম্ভাবনা, মূলবিষ দ্বারা অঙ্গের আলস্য, প্রলাপ ও মোহ এবং পত্রবিষ দ্বারা জৃম্ভণ, অঙ্গের আলস্য ও শ্বাস এই সকল উপসর্গ জন্মে। ফলবিষে কোষদ্বয় ফুলিয়া উঠে, দাহ ও অন্নে অরুচি জন্মে। পুষ্পবিষ দ্বারা বমন, আধ্মান ও মোহ, ত্বক্সার বা নির্য্যাস সেবন করিলে মুখে দুর্গন্ধ, শরীরের রুক্ষতা, শিরোরোগ ও কফস্রাব হয়। ক্ষীরবিষ দ্বারা মুখে ফেনানিঃসরণ, মলভঙ্গ ও জিহ্বার জড়তা হয়। ধাতুবিষ দ্বারা হৃদয়ের পীড়া, মূর্চ্ছা, তালুদাহ প্রভৃতি উপসর্গ হয়। এই সকল বিষই কালক্রমে প্রাণনাশ করিয়া থাকে।

কন্দবিষ মাত্রই অতি তীক্ষ্ণ। অতএব এই বিষ ভক্ষণ মাত্রই বিশেষ সতর্কতার সহিত ইহার প্রতিবিধান করা আবশ্যক। কালকূট বিষ ভক্ষিত হইলে স্পর্শজ্ঞানের অভাব, কম্প ও স্তম্ভ ভাব হয়। বৎসনাভবিষ দ্বারা গ্রীবাস্তম্ভ এবং বিষ্ঠা, মূত্র ও চক্ষু রক্তবর্ণ হয়। সর্ষপবিষ দ্বারা বায়ু বিগুণ, আনাহ রোগ ও শরীরে গ্রন্থি জন্মে। পালকবিষ দ্বারা গ্রীবার দৌর্ব্বল্য ও বাক্যরোধ, কর্দ্দমনামক বিষ দ্বারা লালাস্রাব, মলভঙ্গ ও চক্ষুঃ পীতবর্ণ হয়। বৈরাটক বিষ দ্বারা শরীরের অঙ্গবিশেষে বেদনা ও শিরোরোগ জন্মে। মুস্তকবিষ কর্ত্তৃক গাত্র স্তম্ভিত ও কম্পিত হয়। শৃঙ্গীবিষে অঙ্গের অবসন্নতা, দাহ ও উদরের বৃদ্ধি, পুণ্ডরীক বিষে চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ ও উদরের বৃদ্ধি, মূলকবিষে শরীর বিবর্ণ, বমন, হিক্কা, শোথ ও মোহ হয়। হলাহল বিষ দ্বারা রোগী

অতিকষ্টে শ্বাসগ্রহণ করে ও দেহ শ্যামবর্ণ হয়। মহাবিষে হৃদয়ে গ্রন্থি ও শূলবেদনা জন্মে। কর্কটক বিষে রোগী সর্ব্বদা হাসে এবং দন্তদংশন ও লম্ফপ্রদান করিয়া থাকে।

এই ত্রয়োদশ প্রকার কন্দবিষ অতিশয় উগ্র। ইহাতে নিম্নোক্ত দশটী গুণ লক্ষিত হয়। যথা—রুক্ষ, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, সূক্ষ্ম, আশু কার্য্যকারী, ব্যবায়ী, বিকাশী, বিশদ, লঘু ও অপাকী। রুক্ষতাপ্রযুক্ত বায়ু কুপিত, উষ্ণতাপ্রযুক্ত পিত্ত ও শোণিত কুপিত, তীক্ষ্ণতা প্রযুক্ত মনের মোহ এবং শরীরের সমস্ত বন্ধন শিথিল হইয়া পড়ে। সূক্ষ্মতা প্রযুক্ত বিষ শরীরের সকল অঙ্গে প্রবেশপূর্ব্বক বিকৃত ভাব উৎপাদন করিয়া থাকে। এই বিষ আশু কার্য্যকারী, এই জন্য শীঘ্র প্রাণনাশ করে। ব্যবায়ী—এই জন্য স্ত্রী-সঙ্গমে অতিশয় অভিলাষ জন্মায়। বিকাশী—এই জন্য শরীরের দূষিত ধাতু ও মল ক্ষয় করে। বিশদ—এই জন্য অতিশয় বিরেচক হয়। লঘুতা প্রযুক্ত চিকিৎসায় কষ্টসাধ্য, অবিপাকী এই জন্য শীঘ্র জীর্ণ হয় না ও বহুকাল ব্যাপিয়া কষ্ট দেয়।

এই সকল বিষ শরীর হইতে নিঃসৃত হইলে, জীর্ণ হইলে, বিষঘ্ন ঔষধ দ্বারা বিনষ্ট হইলে এবং বায়ু কিংবা সূর্য্যকিরণে শোষিত হইলেও যদি শরীরে তাহার কিছু অবশিষ্ট থাকে অথবা স্বভাবতঃ গুণহীন কোন প্রকার বিষ যদি শরীরে প্রবিষ্ট হয়, তাহাকে দূষী-বিষ কহে।

অল্পবীর্য্যবশতঃ এই বিষে প্রাণনাশ হয় না, কিন্তু কফের সহিত মিলিত হইয়া তাহা বহুকাল ব্যাপিয়া শরীরে অবস্থিতি করে। এই বিষ দ্বারা পীড়িত হইলে পুরীষের বর্ণ ভিন্ন প্রকার, মুখ দুর্গন্ধযুক্ত ও বিরস হয়, পিপাসা জন্মে, মূর্চ্ছা, বমন ও বাক্যের জড়তা ঘটে, এবং দূষোদরের লক্ষণ প্রকাশ হয়। ঐ বিষ আমাশয়গত হইলে কফবাত জন্য রোগ এবং পক্বাশয় গত হইলে বায়ু ও পিত্ত জন্য রোগ জন্মায়, পক্ষহীন পক্ষীর ন্যায় ইহাতে রোগীর মস্তকের সমস্ত চুল উঠিয়া যায়। রস প্রভৃতি ধাতুতে এই বিষ আশ্রয় করিলে যে ধাতুকে আশ্রয় করে, সেই ধাতুই বিকৃত হয়। মেঘাচ্ছন্ন দিনে শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকিলে এই বিষ কুপিত হয়। তাহাতে নিদ্রা, দেহের ভার, জৃম্ভণ, হর্ষ, অঙ্গমর্দ্দ অথবা অঙ্গের অবসন্নতা এই সকল উপদ্রব ঘটিলে অন্নে অরুচি, অজীর্ণ ও শরীরে মণ্ডলাকার চাকা চাকা দাগ জন্মে। ধাতু সকল ক্ষীণ হয়, হস্ত ও পদ ফুলিয়া উঠে, জলোদরী, বমন ও অতীসার রোগ জন্মে, অথবা শরীরের বিবর্ণতা, মূর্চ্ছা বা বিষম জর হয় এবং ক্রমশঃ অত্যন্ত পিপাসা হইতে থাকে। এই বিষবিকারে উন্মাদ, আনাহ, শুক্রক্ষয়, বাক্যের জড়তা ও কুষ্ঠ প্রভৃতি বহুবিধ বিকারজ রোগ উৎপন্ন হয়।

পূর্ব্বোক্ত ক্ষীণতেজ বিষ দেশ, কাল ও ভক্ষ্যদ্রব্যের দোষে ও দিবানিদ্রা দ্বারা দূষিত হইয়া সকল ধাতুকে দূষিত করে, এই জন্যও ইহা দূষীবিষ নামে খ্যাত হয়। এই স্থাবরবিষ ভক্ষণ করিলে প্রথমে জিহ্বা শ্যামবর্ণ, স্তব্ধ, মূর্চ্ছা ও শ্বাস এই সকল উপদ্রব হয়। দ্বিতীয় বেগে কম্প, ঘর্ম্ম, দাহ, কণ্ডূ ও আমাশয়গত হইয়া হৃদয়ে বেদনা উৎপাদন করে। তৃতীয় বেগে তালুশোষ ও আমাশয়ে অতিশয় শূল জন্মে, চক্ষুর্দ্বয় নীলবর্ণ ও বেদনাযুক্ত হয়, এই বিষ পক্বাশয়গত হইয়া ভেদ, হিক্কা, কাস ও অন্ত্রকূজন এই সকল উপদ্রব ঘটাইয়া থাকে। চতুর্থ বেগে মস্তক অতিশয় ভারি হয়, এই অবস্থায় সকল দোষ প্রকাশ পায় এবং পক্বাশয়ে বেদনা হয়। পঞ্চম বেগে স্কন্ধ, পৃষ্ঠ ও কটীদেশ ভগ্ন হয় এবং জ্ঞানরোধ হইয়া থাকে।

চিকিৎসা—স্থাবরবিষের প্রথম বিষ বেগে বমন করাইবে। শীতল জল, ঘৃত ও মধু সহযোগে ঔষধ পান করাইতে হইবে। দ্বিতীয় বেগে পূর্ব্বের ন্যায় বমন করাইয়া বিরেচক দ্রব্য সেবন করাইবে। তৃতীয় বেগে ঔষধ পান, নস্য ও অঞ্জন এই তিনই আবশ্যক। চতুর্থ বেগে স্নেহমিশ্রিত ঔষধ পান করাইতে হয়। পঞ্চম বেগে মধু ও যষ্টিমধু সহযোগে ঔষধের ক্বাথ পান করাইবে। ষষ্ঠ বেগে অতীসার রোগের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। সপ্তমে নস্য প্রয়োগ করিবে এবং মস্তকদেশে কাকপদচিহ্ন করিয়া কেশমুণ্ডন অথবা রক্তের সহিত সেই স্থানের মাংস তুলিয়া ফেলিবে। কোন এক বেগের পর অন্য বেগকাল উপস্থিত হইলে শীতলক্রিয়া এবং ঘৃত ও মধু সহযোগে যবের মণ্ড পান করান কর্ত্তব্য। ঝিঙ্গে, চিতে, পাঠা, সূর্য্যবল্লী, গুলঞ্চ, হরীতকী, শিরীষ, অপাঙ্, গিরিমৃত্তিকা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্বেত পুনর্ণবা, রেণুকা, ত্রিকটু, শ্যামালতা, অনন্তমূল ও বলা এই সকল দ্রব্যের ক্বাথে যবের মণ্ড প্রস্তুত করিয়া পান করিলে উভয় প্রকার বিষের শান্তি হইয়া থাকে। যষ্টিমধু, তগরপাদিকা, কুড়, ভদ্রদারু, রেণুকা, পুন্নাগ, এলাইচ, এলবালুক, নাগকেশর, উৎপল, চিনি, বিড়ঙ্গ, চন্দন, তেজপত্র, প্রিয়ঙ্গু, গন্ধতৃণ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বৃহতী, কণ্টকারী, শ্যামালতা, অনন্তমূল, শালপর্ণী ও চাকুলে এই সকলের কল্ক সহযোগে ঘৃত প্রস্তুত করিবে। ইহার নাম অজেয় ঘৃত। বিষদোষে এই ঘৃত অত্যুৎকৃষ্ট। ইহা দ্বারা সকল প্রকার বিষদোষ নষ্ট হয়, প্রায় কোন স্থানেই ইহা ব্যর্থ হয় না।

দূষী বিষ দ্বারা পীড়িত রোগীর শরীর স্বেদ, ভেদ ও বমন দ্বারা সংশোধিত হইলে নিম্নোক্ত ঔষধ পান করাইবে। পিপ্পলী, গজপিপ্পলী, গন্ধতৃণ, জটামাংসী, লোধ, কেউটামুথা, সুবর্চ্চিকা, ছোট এলাইচ, বালা, কনকপলাশ ও গিরিমৃত্তিকা এই সকল মধু সহযোগে পান করিলে দূষীবিষ নাশ হয়। ইহার নাম বিষারি ঔষধ, এই ঔষধ অন্যান্য রোগেও ব্যবহৃত হয়। জর, দাহ, হিক্কা,

শুক্রক্ষয়, শোথ, অতীসার, মূর্চ্ছা, হৃদ্রোগ, জঠররোগ, উন্মাদ ও কম্প প্রভৃতি উপদ্রবেও উপকার হইয়া থাকে। আত্মবান্ ব্যক্তির দূষী বিষ দ্বারা কোন উপদ্রব উপস্থিত হইলে চিকিৎসাতে শীঘ্র আরোগ্য হয়, কিন্তু এক বৎসরের অধিক কাল পরে এই বিষের প্রতিকার-চেষ্টা করিলে প্রতিকার হয় না, কেবল যাপ্য হইয়া থাকে। ক্ষীণ ও অহিতাচারী ব্যক্তির এই বিষদোষ ঘটিলে তাহা আরোগ্য হয় না।

স্থাবরবিষের প্রতিবিধান পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে করিবে, ফলবিষে বিরুদ্ধ ক্রিয়া উপস্থিত হইলে তাহার প্রতিবিধানেও কালবিলম্ব করিবে না, ইহাতে হঠাৎ প্রাণহানি না হইলেও যতদিন জীবন থাকে ততদিন অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, ঐ সকল যন্ত্রণা মৃত্যু-অপেক্ষাও কষ্টকর। (সুশ্রুত কল্পস্থান)

স্থাবরাদি (ক্লী) স্থাবরং আদিঃ কারণং যস্য। ১ বৎসনাভ বিষ। (রাজনি°) (পুং) ২ স্থাবর প্রভৃতি বস্তু।

স্থাবির (ক্লী) স্থবিরস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা স্থবির (হায়নান্তযুবাদিভ্যো-ঽণ্। পা ৫।১।১৩০) ইত্যণ্। স্থবিরত্ব, বৃদ্ধত্ব। বার্দ্ধক্যাবস্থা।

"গার্হস্থ্যেঽপ্যথবা বাল্যে যৌবনে স্থাবিরেঽপি চ।
যথাফলং সমশ্নাতি তথা ত্বং কথয়স্ব মে॥" (ভারত ২।১৯৯।৩)

শাস্ত্রে লিখিত আছে যে ৭০ বৎসরের পর স্থবিরাবস্থা। ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত বালক, তৎপরে তরুণ, ৭০ বৎসরের পর স্থাবির এবং ৯০ বৎসরের পর বৃদ্ধ।

স্থাবির্য্য (ক্লী) স্থাবিরস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা। স্থবিরাবস্থা, বৃদ্ধাবস্থা।

স্থাসক (পুং) ১ চাচ্চিক্য। (অমর) জলাদির বুদ্বুদ্। (মেদিনী)

স্থাস্নু (ক্লী) স্থা-স্নু। শারীর বল।

স্থাস্নু (ত্রি) তিষ্ঠতীতি স্থা (গ্লাজিস্থশ্চ ক্স্নুঃ। পা ৩।২।১৩৯) স্থিরতর, অত্যন্ত স্থিতিশীল।

"হিরণ্ময়ী শাললতেব জঙ্গমা
চ্যুতা দিবঃ স্থাস্নুরিবাচিরপ্রভা। (ভট্টি ২।৪৭)

২ শাশ্বত। ৩ স্থাবর।

স্ফিক (পুং) কটিপ্রোথ, স্ফিকা, স্ফিচা, নিতম্ব।

'কটিপ্রোথঃ কটিপ্রোথঃ পুংসঃ স্ফিকঃ স্ত্রিয়াং স্ফিচা।'

স্থিত (ত্রি) স্থা-ক্ত। ১ প্রতিজ্ঞাতবান্, প্রতিজ্ঞাবিশিষ্ট, যিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন।

"পক্ষীন্দ্রবচনং শ্রুত্বা দানবেন্দ্রাব্রবীদিদং।
স্থিতোঽস্মি সময়ে তস্য অনন্তস্য মহাত্মনঃ॥"(হরিবংশ ২৫৫।৯৫)

২ উর্দ্ধ। ৩ নিশ্চল। (মেদিনী) ৪ গতিনিবৃত্তিবিশিষ্ট।

"স্থিতঃ স্থিতামুচ্চলিতঃ প্রয়াতাং নিষেদুষীমাসনবন্ধধীরঃ।
জলাভিলাষী জলমাদধানাং ছায়েব তাং ভূপতিরন্বগচ্ছৎ॥"
(রঘু ২।৬)

(ক্লী) স্থা ভাবে ক্ত। ৫ অবস্থান। ৬ কুলমর্য্যাদা।

"সাধ্বীনাঞ্চ স্থিতানাঞ্চ শীলে সত্যে শ্রুতে স্থিতে।
স্ত্রীণাং পবিত্রং পরমং পতিরেকো বিশিষ্যতে॥"(রামা° ২।৩৯।২৪)

৭ অভিযুক্ত, আক্রান্ত।

স্থিততা (স্ত্রী) স্থিতস্য ভাবঃ তল-টাপ্। স্থিতত্ব, অবস্থিতের ভাব বা ধর্ম্ম, অবস্থান, স্থিতি।

স্থিতধী (ত্রি) স্থিতা ব্রহ্মণি স্থিরা ধীর্যস্য। ব্রহ্মস্থিরবুদ্ধি-বিশিষ্ট। যিনি সংসার অনিত্য এবং ত্রিবিধ দুঃখসঙ্কুল জানিয়া ব্রহ্মবুদ্ধি নিশ্চল করিয়াছেন, তাহাকে স্থিতধী কহে।

"দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥" (গীতা ২।৫৬)

যাহার চিত্ত দুঃখে বিচলিত অথবা সুখে অভিলাষী হয় না, এবং যিনি আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ সম্যক্ রূপে পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, তাহাকে স্থিতধী মুনি কহে।

স্থিতপ্রজ্ঞ (ত্রি) স্থিতা প্রতিষ্ঠিতা আত্মানাত্মবিবেকজা প্রজ্ঞা যস্য। মনোগত সকল বাসনারহিত। যিনি সকল প্রকার বাসনা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

"প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥
যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভং।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥"(গীতা ২।৫৫,৫৭)

যে যোগী মনোগত কামনাসকল পরিত্যাগ করিয়া আত্ম-দ্বারা আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, তাহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ কহে। পাতঞ্জল দর্শনে ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ এই পাঁচ প্রকার চিত্তের অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। যৎকালে মানব ঐ সকল চিত্ত-বৃত্তি সম্যক্ প্রকারে নিরোধ করিয়া কেবল পরমাত্মচিন্তায় রত থাকেন, তখন তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যাইতে পারে। কামনা-সকল আত্মার ধর্ম্ম নহে, মনের ধর্ম্ম। শ্রুতি বলিয়াছেন যে, যখন হৃদয়ের সকল প্রকার কামনা বিনষ্ট হয়, সেইকালে এই জীব ইহ-লোকেই ব্রহ্মরূপ পরমানন্দ লাভ করিয়া অমরত্ব প্রাপ্ত হয়। এই রূপ আত্ম-বিবেকজা প্রজ্ঞা যাহার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্থিতপ্রজ্ঞের চিত্তের অবস্থাসম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, পুত্র, মিত্র, কলত্র, ধন ও সম্পত্তিতে যাহার মমতা বা স্নেহ নাই, যিনি অভীষ্ট লাভে আনন্দিত ও অভীষ্ট বিনাশে বিষণ্ণ হন না, তাঁহার প্রজ্ঞা ব্যথিত অবস্থাতেও তারতম্য নাই, তিনি সকল অবস্থাতেই ব্রহ্মে রমণ করেন।

"প্রারব্ধকর্ম্মণাং ভোগাদেবক্ষয়ঃ" (শ্রুতি)

ভোগ ব্যতীত প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হইবে না, প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল ভোগ করিতেই হইবে, ভোগ সম্পূর্ণ না হইলে সুখদুঃখ-

রূপ কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করা যায় না, ইহা স্থির করিয়া তিনি অবস্থিত থাকেন।

স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সমূহ কূর্ম্মাঙ্গের ন্যায় প্রতিসংহৃত থাকে, রোগী এবং উপবাসাদি দ্বারা অশক্ত ব্যক্তির ইন্দ্রিয়বর্গ সম্যক্ পরিচালনায় বিরত হইলেও উভয়ের মধ্যে যে প্রভেদ, তাহাতে ভগবান্ বলিয়াছেন অশক্ত ব্যক্তিরা ইন্দ্রিয় সংযম করে সত্য, কিন্তু তাহাদের বাসনার বিলোপ হয় না। স্থিতপ্রজ্ঞ পরমাত্মসন্দর্শনজনিত পরম আনন্দানুভব করিয়া কামরূপ বাসনাকে সমূলে উন্মূলিত করেন। যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ স্ববশীভূত হইয়াছে, তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছে।

স্থিতপ্রেমন্ (পুং) স্থিতং প্রেম যস্য। স্থিরতর বন্ধু।

স্থিতবুদ্ধিদত্ত (পুং) বুদ্ধ। (ললিতবি°)

স্থিতবৎ (ত্রি) স্থিত অস্ত্যর্থে মতুপ্, মস্য ব। স্থিতিবিশিষ্ট, অবস্থিত।

স্থিতি (স্ত্রী) স্থা-ক্তিন্। ন্যায্যপথস্থিতি। পর্য্যায়—সংস্থা, মর্য্যাদা, ধারণা, সংস্থিতি। (শব্দরত্না°)

"স মানসীং মেরুসখঃ পিতৃণাং
কন্যাং কুলস্য স্থিতয়ে স্থিতিজ্ঞঃ।" (কুমার ১।১৮)

২ অবস্থান, পর্য্যায়—আস্থা, আসনা। ৩ সীমা। (মেদিনী) ৪ নিয়ম। ৫ পালন। ৬ অবস্থা, দশা। ৭ নিবৃত্তি। ৮ নিষ্পত্তি।

অস্থি, ভস্ম, কপাল, কেশ, তুষ অঙ্গার ও বিষ্ঠা এই সকল স্থানে অবস্থান নিষিদ্ধ হইয়াছে।

"নাস্থিভস্মকপালানি ন কেশান্ বা কথঞ্চন।
তুষাঙ্গারকবিষ্ঠানামধিতিষ্ঠেৎ কদাচন॥" (কূর্ম্মপু° ১৬।৭৯)

স্থিতিতা (স্ত্রী) স্থিতি ভাবে তল্-টাপ্। স্থিতির ভাব বা ধর্ম্ম।

স্থিতিমৎ (ত্রি) স্থিতি অস্ত্যর্থে মতুপ্। ১ স্থিতিবিশিষ্ট। ২ মর্য্যাদাযুক্ত। ৩ সীমাবিশিষ্ট।

স্থিতিবিরোধ (পুং) এক সময়ে একত্র দ্রব্যদ্বয়ের অনবস্থান।

স্থিতিস্থাপক (পুং) গুণবিশেষ, পূর্ব্বস্থানস্থাপনকারী গুণ। আকুঞ্চন প্রসারণ ও অভিঘাতাদি করিলেও বস্তু সকল যে নৈসর্গিক গুণপ্রভাবে পুনর্ব্বার পূর্ব্বভাব প্রাপ্ত হয়।

স্থির (পুং) তিষ্ঠতীতি স্থা (অজিরশিশিরেতি। উণ্ ১।৫৪) ইতি কিরচ্ প্রত্যয়েন সাধুঃ। ১ দেব। ২ পর্ব্বত। ৩ কার্ত্তিকেয়। ৪ বৃক্ষ। (শব্দরত্না°) ৫ শনি। ৬ মোক্ষ। (মেদিনী) ৭ অনড়ুহ, বৃষ। ৮ ধববৃক্ষ। (ভাবপ্র°) ৯ রাশিবিশেষ, জ্যোতিষমতে, চর, স্থির, দ্ব্যাত্মক প্রভৃতি রাশি আছে। তাহার মধ্যে বৃষ, সিংহ, বৃশ্চিক ও কুম্ভরাশি। স্থির রাশিতে যে জাতক জন্ম গ্রহণ করে, তাহার প্রকৃতি স্থির ও গম্ভীর, ক্ষমাশীল ও দীর্ঘসূত্রী হয়।

"চরস্থিরদ্ব্যাত্মকনামধেয়া মেষাদয়োঽমী ক্রমশঃ প্রদিষ্টাঃ।
অস্থিরবিভূতিমিত্রং চলমটনং স্খলিতনিয়মমপি চরভে।
স্থিরভে তদ্বিপরীতং ক্ষেমান্বিতং দীর্ঘসূত্রঞ্চ॥" (দীপিকা)

কবিকল্পলতায় স্থির বস্তুর বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, যুদ্ধে প্রধান ভট, সাধ্বী স্ত্রী, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সম্মান। অস্থির বস্তু অবলা, দোলা, অপাঙ্গ, যৌবন, দুর্জ্জন, স্বামিপ্রসাদ, হস্তিকর্ণ, স্বর্ণ, মৎস্য, কপি ও শ্রী। (কবিকল্পলতা) (ত্রি) ১০ নিশ্চল, স্থায়ী, বাক্য মন বা কর্ম্ম দ্বারা নিশ্চল। ১১ দৃঢ়, কঠিন। এই জগতে ধর্ম্মকীর্ত্তি ও যশই স্থির, অভ্রচ্ছায়া, খলের সহিত প্রীতি, পরনারীসঙ্গতি, যৌবন, ধন, পুত্র ও দারাদি সকলই অস্থির।

"অভ্রচ্ছায়া খলৈঃ প্রীতিঃ পরনারীষু সঙ্গতিঃ।
পঞ্চৈতে অস্থিরা ভাবা যৌবনানি ধনানি চ॥
অস্থিরং জীবিতং লোকে অস্থিরং ধনযৌবনং।
অস্থিরং পুত্রদারাদ্যং ধর্ম্মকীর্ত্তির্যশঃ স্থিরং॥"
(গরুড়পু° ১১৫।২৫-২৬)

১২ বৃক্ষসামান্য। (ত্রিকা°)

স্থিরক (পুং) শাকবৃক্ষ, চলিত সেগুনগাছ। (বৈদ্যকনি°)

স্থিরকর্ম্মন্ (ত্রি) স্থিরচিত্তে কার্য্যকারী।

স্থিরকুসুম (পুং) বকুলবৃক্ষ। (রাজনি°)

স্থিরগন্ধ (পুং) স্থিরো গন্ধো যস্য। ১ চম্পকবৃক্ষ। (রাজনি°) (ত্রি) ২ চিরস্থায়ী সৌরভযুক্ত, চিরকাল যাহার গন্ধ থাকে।

স্থিরগন্ধা (স্ত্রী) স্থিরো গন্ধো যস্যাঃ। ১ পাটলা। ২ কেতকী। (রাজনি°)

স্থিরচক্র (পুং) স্থিরং চক্রং যস্য। ১ জিনবিশেষ। পর্য্যায়—মঞ্জুশ্রী, জ্ঞানদর্পণ, মঞ্জুভদ্র, মঞ্জুঘোষ, কুমার, অষ্টারচক্রবৎ, বজ্রধর, প্রজ্ঞাকায়, বাদিরাজ, নীলোৎপলী, মহারাজ, নীল, শার্দ্দূলবাহন, ধিয়াম্পতি, পূর্ব্বজিন, খড়্গী, দণ্ডী, বিভূষণ, বালব্রত, পঞ্চচীর, সিংহকেলি, শিখাধর, বাগীশ্বর। (ত্রিকা°)

স্থিরচ্ছদ (পুং) স্থিরাশ্ছদা যস্য। ১ ভূর্জ্জপত্র। (রত্নমালা)

স্থিরচ্ছায় (পুং) স্থিরা নিশ্চলা ছায়া যস্য। ১ বৃক্ষমাত্র। (শব্দমালা) ২ ছায়াতরু, ছায়াপ্রধান বৃক্ষ। (ত্রিকা°) (ত্রি) ৩ নিশ্চল ছায়াযুক্ত।

"স্থিরচ্ছায়দ্রুমচ্ছায়াছাদিতে স্নিগ্ধমণ্ডলে।" (মহানির্ব্বাণ° ১।২)

স্থিরজিহ্ব (পুং) স্থিরা জিহ্বা যস্য। মৎস্য। (হেম)

স্থিরজীবিতা (স্ত্রী) স্থিরং বহুকালস্থায়ি জীবিতং জীবনং যস্যাঃ। শাল্মলিবৃক্ষ। (শব্দমালা)

স্থিরতর (ত্রি) অয়মনয়োরতিশয়েন স্থিরঃ, স্থির-তরপ্। অতিশয়স্থির, পর্য্যায়—স্থাস্নু, স্থেয়স্, ধ্রুবতর, স্থেয়, অতিস্থির, স্থেষ্ঠ।

স্থিরতা (স্ত্রী) স্থিরস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। স্থিরের ভাব বা ধর্ম্ম।

স্থিরত্ব (ক্লী) স্থিরস্য ভাবঃ ত্ব। স্থিরতা, নিশ্চলতা, চির-স্থায়িত্ব।

"অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরং।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরং॥" (ভারত বনপ°)

স্থিরদংষ্ট্র (পুং) স্থিরা দংষ্ট্রা যস্য। ১ ভুজঙ্গ, সর্প। ২ বরাহাকৃতি-বিষ্ণু। (মেদিনী) ৩ ধ্বনি। (অজয়)

স্থিরধন্বন্ (ত্রি) স্থিরং ধনুর্যস্য, ধনুঃশব্দস্য ধন্বনাদেশঃ। দৃঢ়ধনু-বিশিষ্ট। "ইমা রুদ্রায় স্থিরধন্বনে" (ঋক্ ৭।৪৬।১)

'স্থিরধন্বনে দৃঢ়ধনুষ্কায়' (সায়ণ)

স্থিরপত্র (পুং) স্থিরাণি পত্রাণি যস্য। ১ হিন্তাল, চলিত হেঁতাল-গাছ। (রাজনি°) ২ মহাতাল। (বৈদ্যকনি°)

স্থিরপীত (ত্রি) স্থিরপ্রাপ্তি। "উত ত্বং সখ্যে স্থিরপীতমাহুঃ" (ঋক্ ১০।৭১।৫) 'স্থিরপীতং স্থিরপ্রাপ্তিং' (সায়ণ)

স্থিরপুষ্প (পুং) স্থিরাণি পুষ্পাণি যস্য। ১ চম্পকবৃক্ষ, চাঁপা ফুলের গাছ। ২ বকুলবৃক্ষ। ৩ তিলক পুষ্পবৃক্ষ। (রাজনি°)

স্থিরপুষ্পিন্ (পুং) স্থিরপুষ্পমস্যাস্তীতি ইনি। তিলকপুষ্পবৃক্ষ।

স্থিরপ্রেমন্ (ত্রি) স্থিরং প্রেম যস্য। নিশ্চলপ্রেমবিশিষ্ট। অতি-শয় স্থির প্রণয়যুক্ত।

স্থিরফলা (স্ত্রী) স্থিরং ফলং যস্যাঃ। কুষ্মাণ্ডীলতা, কুমড়াগাছ।

স্থিরবুদ্ধি (ত্রি) স্থিরা বুদ্ধির্যস্য। স্থিরবুদ্ধিবিশিষ্ট, যাহাদের বুদ্ধি অতিশয় স্থির, অচঞ্চলমতি।

স্থিরবুদ্ধিক (পুং) দানববিশেষ। (কথাসরিৎসা°)

স্থিরমতি (স্ত্রী) স্থিরধীঃ। ১ নিশ্চলবুদ্ধি।

"স্থিরমতিং সুমতিং কমনীয়তাং
কুশলতাং হি নৃণামুপভোগিতাং।" (কোষ্ঠীপ্র°)

(ত্রি) ২ স্থির বুদ্ধিবিশিষ্ট।

স্থিরমদ (পুং) ময়ূর।

স্থিরমুদ্গা (স্ত্রী) রক্তকুলথ। (বৈদ্যকনি°)

স্থিরযোনি (পুং) স্থিরা যোনিরুৎপত্তির্যস্য। ছায়াতরু, ছায়া-প্রধান তরু।

স্থিরযৌবন (পুং) স্থিরং যৌবনং যস্য। ১ বিদ্যাধর। বিদ্যাধর-দিগের যৌবন চিরস্থায়ী, এই জন্য উহারা স্থিরযৌবন বলিয়া প্রসিদ্ধ। (ত্রিকা°) (ক্লী) স্থিরং যৌবনমিতি। ২ নিশ্চল যৌবন। (ত্রি) ৩ চিরস্থায়ী তরুণাবস্থ। যাহারা চিরকাল যুবা থাকে।

"সত্যভামোত্তমা স্ত্রীণাং সুভগা স্থিরযৌবনা।
জরাং ন যাস্যতি বধূর্য্যাবন্নং কৃষ্ণমানুষঃ॥" (বিষ্ণুপু° ১।২১।৬২)

স্থিররঙ্গা (স্ত্রী) স্থিরো রঙ্গো রাগো যস্যাঃ। নীলী, নীলগাছ।

স্থিররাগ (ত্রি) স্থিররাগঃ অনুরাগো যস্য। নিশ্চল প্রেমবিশিষ্ট, স্থিরতর অনুরাগযুক্ত।

স্থিররাগা (স্ত্রী) স্থিররাগ-টাপ্। দারুহরিদ্রা। (রাজনি°)

স্থিরবাচ্ (ত্রি) স্থিরা বাক্ যস্য। নিশ্চল বাক্যবিশিষ্ট, সত্য-প্রতিজ্ঞ, যাহার বাক্য নড়ে না।

স্থিরবাজিন্ (ত্রি) স্থির প্রকৃতি অশ্ববিশিষ্ট।

স্থিরশ্রী (ত্রি) স্থিরা শ্রীর্লক্ষ্মীর্যস্য। স্থিরলক্ষ্মীক, যাহার লক্ষ্মী স্থির থাকে, যাহার ধনসম্পত্তি নিশ্চল ভাবে থাকে।

"স্থিরোপায়ো হি পুরুষঃ স্থিরশ্রীরেব জায়তে।
রক্ষিতুং নৈব শক্নোতি চপলশ্চপলাং শ্রিয়ং॥" (তিথিতত্ত্ব)

চঞ্চল পুরুষ চপলা লক্ষ্মীকে স্থির করিয়া রাখিতে পারে না, যাহারা অচঞ্চল এবং সর্ব্বদা স্থিরোপায়, তাহাদের নিকট লক্ষ্মী স্থির হইয়া থাকেন।

স্থিরসাধনক (পুং) স্থিরং সাধয়তীতি সাধি-ল্যু, ততঃ কন্। সিন্ধুবারবৃক্ষ, চলিত নিশিন্দাগাছ। (রাজনি°)

স্থিরসার (পুং) স্থির সারো যস্য। শাকবৃক্ষ, চলিত শেগুণগাছ। এই বৃক্ষের সার স্থির অর্থাৎ বহু দিন থাকে, এই জন্য ইহাকে স্থিরসার কহে।

স্থিরা (স্ত্রী) স্থা-কিরচ-টাপ্। ১ পৃথিবী। ২ শালপর্ণী। ৩ কাকোলী। ৪ শাল্মলিবৃক্ষ। ৫ বনমুদ্গ। ৬ মাষপর্ণী, চলিত মাষাণী। ৭ আখুপর্ণীলতা। (বৈদ্যকনি°)

স্থিরাঙ্ঘ্রিপ (পুং) স্থিরঃ অঙ্ঘ্রিপো বৃক্ষঃ। হিন্তালবৃক্ষ। (রাজনি°)

স্থিরায়ুস্ (পুং) স্থিরং আয়ুর্যস্য। ১ শাল্মলিবৃক্ষ। (অমর) (ত্রি) ২ চিরজীবী, স্থির আয়ুর্যুক্ত।

স্থিরীকরণ (ক্লী) স্থির অভূততদ্ভাবে চ্বি, কৃ-ল্যুট্। পূর্ব্বে যাহা অস্থির ছিল, তাহা স্থির করা। চিত্তের ধারণা।

"চিত্তস্য বিষয়ান্তরপরিহারেণ স্থিরীকরণং" (ব্যাসভাষ্য)

চিত্ত সর্ব্বদাই অস্থির, তাহাকে স্থির করিতে অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়। ইহা দ্বারাই কেবল চিত্ত স্থির হয়। পাতঞ্জলদর্শনে লিখিত আছে যে, "অভ্যাস-বৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ" (পাতঞ্জলদ° ১।১।১২)

একমাত্র অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারাই চঞ্চল চিত্ত স্থির হইয়া থাকে। ভাষ্যকার লিখিয়াছেন যে, উভয় দিকে প্রবহমান চিত্ত নামে একটী নদী আছে, উহা মঙ্গলের নিমিত্ত এবং পাপের নিমিত্ত প্রবাহিত হয়। যে প্রবাহটী মুক্তির অভিমুখ, বিবেক-বিষয় যাহার নিম্নপদ, তাহাকে কল্যাণবহ কহে, আর যে প্রবাহটী সংসারের অভিমুখ, অবিবেক-বিষয় যাহার নিম্ন পথ, তাহাকে পাপবহ বলে। বৈরাগ্য দ্বারা বিষয়াদি প্রবাহ প্রতিরুদ্ধ হয় এবং বিবেকদর্শনানুশীলন দ্বারা বিবেকপথের স্রোত উদ্ঘাটিত হয়, অতএব এই উভয়ের অর্থাৎ অভ্যাস ও বৈরাগ্যের সাহায্যে চঞ্চল চিত্তের স্থিরীকরণ বা নিরোধ হয়।

স্থিবি (পুং) কুসীদ, সুদ, বৃদ্ধি। "উপেযবমিব স্থিবিভ্যঃ" (ঋক্ ১০।৬৮।৩) 'স্থিবিভ্যঃ কুসীদেভ্যঃ' (সায়ণ)

স্থিবিমৎ (ত্রি) স্থানবিশিষ্ট। "নব পশ্চাতাৎ স্থিবিমন্তং" (ঋক্ ১০।২৭।১৫) 'স্থিবিমন্তং স্থানবন্তং' (সায়ণ)

স্থুড়, বৃতি, বেড়া। তুদাদি কুটাদি পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ স্থুড়তি। লোট্ স্থুড়তু। লিট্ তুস্থোড়। লুট্ স্থুড়িতা। লুঙ্ অস্থুড়ীৎ।

স্থূরিকা (স্ত্রী) ছুরিকা।

স্থুরিন্ (পুং) স্থোরী, খরবৃষভের স্থায় পৃষ্ঠদেশে ভারবাহী অশ্ব।

স্থুল (ক্লী) তাঁবু, বস্ত্রাবাস, বস্ত্রনির্ম্মিত বাসগৃহ।

স্থুণ (পুং) ১ বিশ্বামিত্রের একপুত্র। (মহাভারত) ২ যক্ষভেদ।

স্থূণকর্ণ (পুং) ঋষিবিশেষ, স্থূলকর্ণ।

স্থূণা (স্ত্রী) তিষ্ঠতীতি স্থা-(রাস্নাসাস্নাস্থূণাবীণাঃ। উণ্ ৩।১৫) ইতি ন প্রত্যয়েন সাধুঃ। গৃহস্তম্ভ, চলিত খুটী।

"বৃদ্ধোঽন্ধঃ পতিরেষ মঞ্চকগতঃ স্থূণাবশেষং গৃহং
কালোঽভ্যর্ণজলাগমঃ কুশলিনী বৎসস্য বার্ত্তাপি নো।
যত্নাৎ সঞ্চিততৈলবিন্দুঘটিকা ভগ্নেতি পর্য্যাকুলা
দৃষ্ট্বা গর্ভভরালসাং নিজবধূং শ্বশ্রূশ্চিরং রোদিতি ॥"
(সাহিত্যদ° ৩।১৭২)

২ শূর্ম্মী। ৩ লৌহপ্রতিমা। (অমর)

স্থূণাকর্ণ (পুং) ঋষিভেদ।

স্থূণাপক্ষ (পুং) ব্যূহভেদ।

স্থূণারাজ (পুং) প্রধান স্তম্ভ, বড় খুটী।

স্থূম (পুং) ১ দীপ্তি। ২ চন্দ্র।

স্থূর (পুং) তিষ্ঠতীতি স্থা (স্থা কিচ্চ। উণ্ ৫।৪) ইতি উরন্। ১ বৃষ। ২ মনুষ্য। (সিদ্ধান্তকৌ°)

স্থূরযূপ (পুং) ঋগ্‌বেদোক্ত ঋষিভেদ। "স্থোমেভিঃ স্থূরযূপবৎ" (ঋক্ ৮।২৪।২১) 'স্থূরযূপো নামধেয়ঃ' (সায়ণ)

স্থূরি (ত্রি) একটী ধুর্য্য দ্বারা যুক্ত শকট। "নহি ধুর্য্যতুথা যাতমস্তি" (ঋক্ ১০।১৩১।৩) 'একেন ধুর্য্যেণ যুক্তং অনঃ স্থূরীত্যুচ্যতে একেন ধুর্য্যেণ যুক্তঃ শকটঃ শীঘ্রং গন্তব্যং ন প্রাপ্নোতি।' (সায়ণ)

স্থূরিকা (স্ত্রী) ছুরিকা।

স্থূরিন্ (পুং) সাদৃশ্যেন স্থূরো বৃষোঽস্যাস্তীতি ইনি। খরবৃষভবৎ পৃষ্ঠ দ্বারা ভারবাহক অশ্ব। (অমর)

স্থূল, বৃংহণ। অদন্তচুরাদি পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ স্থূলয়তি। লুঙ্ অতুস্থূলৎ।

স্থূল (ত্রি) স্থূলয়তীতি স্থূল-অচ্। ১ উপচিতাবয়ব, চলিত মোটা, পর্য্যায়—পীন, পীব, পীবর।

"দ্রবঃ সঙ্ঘাতকঠিনঃ স্থূলঃ সূক্ষ্মো লঘুর্গুরুঃ।
ব্যক্তোঽব্যক্তেতরশ্চাসি প্রাকাম্যন্তে বিভূতিষু ॥" (কুমার ২।১১)

২ জড়। (অমর) (ক্লী) স্থূল-অচ্। ৩ কূট। ৪ সমূহ। (মেদিনী) (পুং) ৫ পনস। (রাজনি°) ৬ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।১০৩)। ৭ কন্দবিশেষ। ৮ তুদবৃক্ষ। (ভাবপ্র°) ৯ প্রিয়ঙ্গু নামক তৃণধান্য। (রাজনি°)

স্থূলক (পুং) স্থূল এব কন্। তৃণবিশেষ, চলিত উলু।

'সূচ্যগ্রঃ স্থূলকো দর্ভো জর্ণাখাশ্চ স্বরচ্ছদঃ।' (রত্নমালা)

(ত্রি) স্থূল স্বার্থে কন্। বা স্থূল প্রকার ইতি (স্থূলাদিভ্যঃ প্রকারবচনে কন্। পা ৫।৪।৩) ইতি কন্। ২ স্থূলশব্দার্থ।

স্থূলকঙ্গু (পুং) স্থূলঃ কঙ্গুঃ। বরকধান্য। চলিত কামিনীধান। (রাজনি°)

স্থূলকণা (ক্লী) স্থূলা কণা যস্যাঃ। স্থূলজীরক। (রাজনি°)

স্থূলকণ্টক (পুং) স্থূলাঃ কণ্টকা যস্য। জালবর্ব্বূর। (রাজনি°)

স্থূলকণ্টকিকা (স্ত্রী) স্থূলাঃ কণ্টকা যস্যাঃ, ততঃ কাপি অত ইত্বং। শাল্মলিবৃক্ষ। (শব্দচ°)

স্থূলকণ্টা (ক্লী) স্থূলঃ কণ্টো যস্যাঃ। বৃহতী। (রাজনি°)

স্থূলকন্দ (পুং) স্থূলঃ কন্দঃ। রক্তলশুন।

"স্থূলকন্দস্তু নাত্যুষ্ণঃ শূরণো গুদকীলহা।" (সুশ্রুত ১।৪৬)

২ শূরণ ওল। ৩ হস্তিকন্দ। ৪ মানকন্দ। (রাজনি°)

স্থূলকন্দক (পুং) স্থূল-কন্দ-স্বার্থে কন্। স্থূলকন্দশব্দার্থ।

স্থূলকর্ণ (পুং) ঋষিবিশেষ। ইঁহার নামান্তর স্থূলকর্ণ। (ভারত)

স্থূলকাষ্ঠদহ (পুং) স্থূলকাষ্ঠং দহতীতি দহ-ক্বিপ্। স্থূলকাষ্ঠস্য ধক্ ইতি বা। বৃহৎকাষ্ঠাগ্নি, পর্য্যায়—স্কন্ধানল। (জটাধর)

স্থূলকাষ্ঠাগ্নি (পুং) স্থূলকাষ্ঠস্য অগ্নিঃ। বৃহৎ কাষ্ঠানল। পর্য্যায়—স্কন্ধাগ্নি। (হারাবলী)

স্থূলকুমুদ (পুং) শ্বেতকরবীর। (বৈদ্যকনি°)

স্থূলকেশ (পুং) ঋষিবিশেষ। (ভারত আদিপ°)

স্থূলক্ষেড় (পুং) স্থূলঃ ক্ষেড়ঃ। বাণ। (ত্রিকা°)

স্থূলঙ্করণ (ত্রি) স্থূলতাজনক।

স্থূলগ্রন্থি (স্ত্রী) মহাভরীবচা, মহাভরীবচ। (বৈদ্যকনি°)

স্থূলচঞ্চু (পুং) স্থূলা চঞ্চুরিব শিখা যস্য। মহাচঞ্চুশাক।

স্থূলচম্পক (পুং) শ্বেতচম্পক, সাদা চাঁপা। (বৈদ্যকনি°)

স্থূলচাপ (পুং) স্থূলশ্চাপঃ। তূলপরিষ্কারার্থ ধনুঃ। তূলা ধোনা ধনুক। (শব্দরত্না°) শব্দরত্নাবলীতে এই পাঠ ধৃত হইয়াছে, কিন্তু এই পাঠ সাধু নহে। 'তূলচাপ' এই পাঠই সাধু।

স্থূলচূড় (ত্রি) মোটা চূড়াযুক্ত।

স্থূলজঙ্ঘা (স্ত্রী) সামধভেদ।

স্থূলজিহ্ব (ত্রি) ১ মোটা জিহ্বাযুক্ত। (পুং) ২ ভূতভেদ।

স্থূলজীরক (পুং) স্থূলো জীরকঃ। জীরকভেদ, মোটা কালজীরা, হিন্দী—মগরেলা, কলৌঞ্জী। পর্য্যায়—দিব্যা, উপকুঞ্চিকা,

কালা, পৃথ্বী, স্থূলকণা, পৃথু, মনোজ্ঞা, জারণী, জীর্ণা, তরুণ, সুষবী, কারবী, পৃথ্বীকা। গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, বাতগুল্ম, আমদোষ, শ্লেষ্মা, আধ্মান ও ক্রিমিনাশক। দীপন। (রাজনি°)

[জীরক শব্দ দেখ।]

স্থূলতণ্ডুল (পুং) স্থূলশালি, মোটা হৈমন্তিক ধান। (রাজনি°)

স্থূলতা (স্ত্রী) স্থূলস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। স্থূলের ভাব বা ধর্ম্ম। ১ স্থূলত্ব, পীনতা। ২ আধিক্য, বৃহত্ত্ব।

স্থূলতাল (পুং) স্থূলস্তালঃ। হিন্তাল, চলিত হেঁতাল।

স্থূলতিন্দুক (পুং) কাকতিন্দুক, চলিত মাকড়াগাব।

স্থূলত্ব (ক্লী) স্থূলস্য ভাবঃ। স্থূলতা।

স্থূলত্বচা (স্ত্রী) স্থূলা ত্বক্ যস্যাঃ। কাশ্মীরী, চলিত গামারগাছ।

স্থূলত্বচ্ (ত্রি) স্থূলা ত্বক্ যস্য। যে সকল জীবের দেহ স্থূল চর্ম্মে আবৃত থাকে। হস্তী, খড়্গী, শূকর প্রভৃতি।

স্থূলদণ্ড (পুং) স্থূলো দণ্ডো যস্য। ১ দেবানল চলিত, মহানল।

স্থূলদর্ভ (পুং) স্থূলো দর্ভো যস্য। মুঞ্জ, তৃণ। (রাজনি°)

স্থূলদলা (স্ত্রী) স্থূলং দলং যস্যাঃ। গৃহকন্যা, চলিত ঘৃতকুমারী।

স্থূলনাল (পুং) স্থূলো নালঃ। দেবনল, বড়নল। (রাজনি°)

স্থূলনাস (পুং) স্থূলা নাসা যস্য। শূকর। (রাজনি°)

স্থূলনাসিক (পুং) স্থূলা নাসিকা যস্য। (অঞ্ নাসিকায়াঃ সংজ্ঞায়াং নসং চাস্থূলাৎ। পাঁ ৫।৪।১১৮) ইত্যত্র স্থূলবর্জ্জনাৎ ন নসাদেশঃ। ১ শূকর। (ত্রিকা°) (ত্রি) ২ পীননাসাযুক্ত, স্থূলনাসিকাবিশিষ্ট।

স্থূলনিম্বু (ক) (পুং) মহানিম্বুবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

স্থূলনীল (পুং) রণগৃধ্র, চলিত বাজ। (বৈদ্যকনি°)

স্থূলপট (ত্রি) স্থূলঃ পটো যস্য। পীবর বস্ত্রযুক্ত, স্থূলবস্ত্রবিশিষ্ট, প্রবাদ আছে যে, যাহারা মোটা ভাত খায়, মোটা কাপড় পরে, যদি তাহাদের কন্যা না থাকে, তাহা হইলে তাহারা প্রলয় কালেও অবসন্ন হয় না।

"হ্রস্বগৃহাঃ স্থূলপটা যবগোধূমশালিনঃ।
প্রলয়েঽপি ন সীদন্তি যদি কন্যা ন বিদ্যতে॥" (উদ্ভট)

(পুং ক্লী) ২ স্থূলবস্ত্র, মোটা কাপড়।

স্থূলপট্ট (পুং) স্থূলঃ পট্ট কৌষেয় ইব। কার্পাস।

স্থূলপট্টাক (পুং) স্থূলপট্টং কার্পাসং অকতি প্রাপ্নোতি কারণত্বেনেতি অক গতৌ অণ্। স্থূলবস্ত্র। (শব্দরত্না°)

স্থূলপত্র (পুং) ১ মদনকণ্টক, চলিত দনা। (রাজনি°) সপ্তপর্ণ-বৃক্ষ, চলিত ছাতিমগাছ। (বৈদ্যকনি°)

স্থূলপর্ণী (স্ত্রী) সপ্তপর্ণবৃক্ষ, ছাতিমগাছ। (বৈদ্যকনি°)

স্থূলপাদ (পুং) স্থূলঃ পাদো যস্য। ১ হস্তী। (শব্দমালা) ২ শ্লীপদী, যাহার পায় গোদ আছে।

স্থূলপুষ্প (পুং) স্থূলং পুষ্পং যস্য। ১ বকবৃক্ষ। বাকসগাছ। (রত্নমালা) ২ ঝণ্টুক্ষুপ। (রাজনি°)

স্থূলপুষ্পা (স্ত্রী) স্থূলং পুষ্পং যস্যাঃ। পর্ব্বতজাতা অপরাজিতা। ২ আস্ফোতা, চলিত হাপরমালী। (রত্নমালা)

স্থূলপুষ্পী (স্ত্রী) স্থূলং পুষ্পং যস্যাঃ ঙীষ্। যবতিক্তা।

স্থূলপ্রিয়ঙ্গু (স্ত্রী) বরকধান্য, চলিত কামিনী ধান। (বৈদ্যকনি°)

স্থূলফল (পুং) স্থূলং ফলং যস্য। ১ শাল্মলিবৃক্ষ। (রাজনি°) ২ মহানিম্ববৃক্ষ, বড়নেবুর গাছ। (বৈদ্যকনি°)

স্থূলফলা (স্ত্রী) শণপুষ্পী, চলিত শণগাছ।

স্থূলবাহু (পুং) কথাসরিৎসাগরোক্ত প্রসিদ্ধ ব্যক্তি।

স্থূলভ (ত্রি) স্থূল।

স্থূলভদ্র (পুং) স্থূলং প্রচুরং ভদ্রং শুভং যস্য। শ্রুতকেবলিনামক জৈন ভেদ। (হেম) [জৈন শব্দ দেখ।]

স্থূলভাব (পুং) স্থূলবিষয়।

স্থূলভুজ (পুং) বিদ্যাধরবিশেষ। (কথাসরিৎসা°)

স্থূলভূত (পুং) ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও আকাশ পঞ্চীকৃত এই পাঁচটী ভূত। স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে ভূত দুই প্রকার, বেদান্ত মতে অপঞ্চীকৃত অবস্থায় ভূতসকল সূক্ষ্মভূত এবং পঞ্চীকৃত অবস্থায় স্থূলভূত নামে অভিহিত হয়। [ভূত শব্দ দেখ।]

স্থূলমরিচ (ক্লী) স্থূলং মরিচং। কক্কোল। (রাজনি°)

স্থূলমুখ (ত্রি) স্থূলং মুখং যস্য। স্থূল মুখবিশিষ্ট।

স্থূলমূল (ক্লী) স্থূলং মূলং যস্য। চাণক্যমূল, চলিত চামার আলু।

স্থূলম্ভবিষ্ণু (ত্রি) স্থূলং ভবতি স্থূল-ভূ (কর্ত্তরি ভুবঃ খিষ্ণুচ্-খুকঞৌ। পা ৩।২।৫৭) ইতি খিষ্ণুচ্, মুমাগমঃ। যিনি স্থূল হন, স্থূলম্ভাবুক।

স্থূললক্ষ (ত্রি) স্থূলং প্রচুরং লক্ষয়তি দানার্থমিতি লক্ষ-অণ্। ১ বহুপ্রদ, যিনি অনেক প্রদান করেন।

"মহোৎসাহঃ স্থূললক্ষঃ কৃতজ্ঞো বৃদ্ধসেবকঃ।
বিনীতঃ সত্ত্বসম্পন্নঃ কুলীনঃ সত্যবাক্ শুচিঃ॥"
(যাজ্ঞবল্ক্য° ১।৩০৮)

২ বিদ্বান্, কৃতবিদ্য। ৩ কৃতজ্ঞ।

স্থূললক্ষিতা (স্ত্রী) বহুদানশীলা।

স্থূললক্ষ্য (ত্রি) স্থূলং প্রচুরং বস্তু লক্ষ্যমস্য। বহুপ্রদ, অতি-দানকারী।

"অকত্থনো মানয়িতা স্থূললক্ষ্যঃ প্রিয়ংবদঃ।
সুহৃদশ্চান্নপানেন বিবিধেনাভিবর্ষতি॥" (ভারত ৫।৪৫।১১)

স্থূলবর্ত্মকৃৎ (পুং) স্থূলস্য বর্ত্মনঃ কৃৎ কারকঃ। ব্রাহ্মণযষ্টিকা। ভার্গী, বামনহাটী। (শব্দচ°)

স্থূলবর্ব্বূরিকা (স্ত্রী) মহাবর্ব্বূরবৃক্ষ, বড়বাবলাগাছ।

স্থূলবল্কল (পুং) স্থূলং বল্কলং যস্য। রক্তলোধ্র। (জটাধর)

স্থূলবালুকা (স্ত্রী) মহাভারতোক্ত নদীভেদ।

স্থূলবৃক্ষফল (পুং) স্থূলং বৃক্ষফলং যস্য। স্নিগ্ধপিণ্ডীতরু, ময়নাবৃক্ষবিশেষ। (রাজনি°)

স্থূলবৈদেহী (স্ত্রী) স্থূলা বৈদেহী বিদেহভবা চ। গজপিপ্পলী।

স্থূলশর (পুং) স্থূলঃ শরঃ। শরবিশেষ, চলিত মোটা শর, পর্য্যায়—মহাশর, স্থূলশায়ক, ইক্ষুরক, ক্ষুরপত্র, বহুমূল, দীর্ঘমূলক, গুণ—মধুর, সুতিক্ত, কোষ্ণ, কফ, ভ্রান্তি ও মদাপহ, বলবীর্য্যকারক, ইহা নিত্য সেবনে কিঞ্চিৎ বাতবর্দ্ধক। (রাজনি°)

স্থূলশাকিনী (স্ত্রী) রাজশাকিনী। (রাজনি°)

স্থূলশাটক (পুং) স্থূলঃ শাটকঃ। ১ পীনবস্ত্র, চলিত মোটা কাপড়। পর্য্যায়—বরাশি, বরাসি। (জটাধর)

স্থূলশাটকা (স্ত্রী) স্থূলবস্ত্র। (অমরটীকা)

স্থূলশাটিকা (স্ত্রী) স্থূলা শাটিকা। স্থূলবস্ত্র।

স্থূলশালি (পুং) স্থূলঃ শালিঃ। শালিধান্যভেদ, মোটা হৈমন্তিক ধান্য। পর্য্যায়—মহাশালি, স্থূলাঙ্গ, স্থূলতণ্ডুল, গুণ—স্বাদু, মধুর, শিশির, পিত্তনাশক, জীর্ণজ্বর, দাহ, জঠরপীড়ানাশক, শিশু, যুবা ও বৃদ্ধদিগের পক্ষে হিতকর। এই ধান্য সেবন করিলে অগ্নি-বল ও বীর্য্য বৃদ্ধি হয়। (রাজনি°)

স্থূলশিম্ব (পুং) অসিশিম্বী, এক প্রকার শিম্বীভেদ। (রাজনি°)

স্থূলশিম্বী (স্ত্রী) শ্বেতনিষ্পাব, সাদাশিম।

স্থূলশিরস্ (ক্লী) স্থূলং শিরঃ। ১ বৃহন্মস্তক। স্থূলং শিরো যস্য। ২ মুনিবিশেষ।

"বকোদাল্ভঃ স্থূলশিরাঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ শুকঃ।"

(ভারত ২।৪।১১)

(ত্রি) ২ স্থূল মস্তকযুক্ত।

স্থূলশীর্ষিকা (স্ত্রী) শরীরাপেক্ষয়া স্থূলং শীর্ষমস্যা, স্থূলশীর্ষা স্বার্থে কন্ টাপ্। ১ ক্ষুদ্র পিপীলিকা। (হেম) (ত্রি) ২ বৃহন্মস্তক।

স্থূলশূরণ (ক্লী) শূরণভেদ, এক প্রকার ওল।

স্থূলষট্পদ (পুং) স্থূলষট্পদ। বরোল, চলিত বোলতা।

স্থূলসায়ক (পুং) স্থূলশর। (রাজনি°)

স্থূলস্কন্ধ (পুং) স্থূলঃ স্কন্ধো যস্য। লকুচবৃক্ষ। (রাজনি°)

স্থূলহস্ত (পুং) স্থূলো হস্তঃ। হস্তিশুণ্ড। (ত্রিকা°)

'স্থূলাদস্মাৎ সরসনিচুলাদুৎপতোদঙ্মুখঃ খং।

দিঙ্নাগানাং পথি পরিহরন্ স্থূলহস্তাবলেপান্॥" (মেঘদূত ১৪)

(ত্রি) স্থূলৌ হস্তৌ যস্য। ২ পীনভুজ।

স্থূলা (স্ত্রী) স্থূল-টাপ্। ১ গজপিপ্পলী। (শব্দচ°) ২ এর্ব্বারু। (রাজনি°) ৩ বৃহদেলা। (রত্নমালা)

স্থূলাংশা (স্ত্রী) স্থূলোঽংশো যস্যাঃ। গন্ধপত্র। (রাজনি°)

স্থূলাক্ষ (পুং) স্থূলে অক্ষিণী যস্য। ১ ঋষিবিশেষ। (ভারত) ২ রাক্ষসবিশেষ। (রামায়ণ ৩।২৯।৩২)

স্থূলাঙ্গ (পুং) স্থূলশালি, মোটাধান। (বৈদ্যকনি°) (ত্রি) ২ স্থূল অঙ্গবিশিষ্ট। মোটা শরীরযুক্ত।

স্থূলাজাজী (স্ত্রী) স্থূলজীরক, চলিত মোটা জীরা।

স্থূলান্ত্র (ক্লী) তন্নামক কোষ্ঠাঙ্গ, মোটা আঁংড়ি।

স্থূলাম্র (পুং) মহারাজ চূতবৃক্ষ। (রাজনি°)

স্থূলারুষ্ক (ক্লী) ক্ষুদ্র কুষ্ঠভেদ, কুষ্ঠরোগবিশেষ। এই কুষ্ঠ রোগে সন্ধিস্থলে স্থূল ও অতি দারুণ শোফ হইয়া থাকে। ইহা অতি কষ্টদায়ক। (সুশ্রুত নি° ৫ অ°) [কুষ্ঠরোগ দেখ]

স্থূলাস্য (পুং) স্থূলং আস্যং যস্য। ১ সর্প। (শব্দচ°) (ত্রি) ২ বৃহন্মুখ।

স্থূলিন্ (পুং) স্থূলং শরীরং অস্যাস্তীতি ইনি। উষ্ট্র।

স্থূলৈরণ্ড (পুং) বৃহদেরণ্ডবৃক্ষ, বড় ভেরেণ্ডাগাছ। পর্য্যায়—মহৈরণ্ড, মহাপঞ্চাঙ্গুল।

"স্থূলৈরণ্ডো গুণাঢ্যঃ স্যাদ্রসবীর্য্যবিপত্তিষু।" (রাজনি°)

স্থূলৈলা (স্ত্রী) স্থূলা এলা। এলাবিশেষ। চলিত বড় এলাচী, হিন্দী বড় এলাইচ, তামিল এল, মহারাষ্ট্র এলদোড়ি। সংস্কৃত পর্য্যায়—বৃহদেলা, ত্রিপুটা, ত্রিদিবোদ্ভব, সুরভীত্বক্, মহৈলা, পৃথ্বী, কম্বা, কুমারিকা, কায়স্থা, গোপুটা, ভদ্রৈলা, কান্তা, ঘৃতাচী গর্ভসম্ভবা, ইন্দ্রাণী, দিব্যগন্ধা, ঐন্দ্রী। গুণ—শীতল, তিক্ত, উষ্ণ, সুগন্ধি, পিত্ত-পীড়া ও কফনাশক, হৃদ্রোগ মলার্ত্তি, বস্তিকারক, পুংস্ত্বনাশক, ইহা অধিক দিনের হইলে বিশেষ গুণকারক হয়। (রাজনি°)

স্থূলোচ্চয় (পুং) স্থূলানামুচ্চয়ো যত্র। ১ গণ্ডোপল। ২ গজদিগের মধ্যমগতি।

"স্থূলোচ্চয়েনাগমদণ্ডিকাগতাং

গজোঽগ্রযাতাগ্রকঃ করেণুকাং।" (মাঘ ১২।১৬)

৩ অসাকল্য। ৪ বরণ্ড। (মেদিনী) ৫ হস্তিদন্তরন্ধ্র। (শব্দমালা)

স্থেমন্ (পুং) উৎসবকাল।

স্থেয় (পুং) তিষ্ঠতি বিবাদনির্ণয়ার্থমস্মিন্নিতি, স্থা-যৎ। বিবাদ-পক্ষের নির্ণেতা।

"কার্ত্তান্তিকো ভিষক্সভ্যোগুরুমন্ত্রী পুরোহিতঃ।

দূতঃ স্থেয়ো লেখকো বা ন তদাভূদপণ্ডিতঃ॥" (রাজতর° ৬।১৩।) ২ পুরোহিত। (মেদিনী) (ত্রি) ৩ স্থিরতর। (হেম) (ক্লী) স্থা-ভাবে যৎ। ৪ স্থাতব্য।

"বলিনঃ সন্নিকর্ষে তু ন স্থেয়ং পণ্ডিতেন বৈ।

অপক্রামেদ্ধি কালজ্ঞঃ সমর্থো যুদ্ধমাবহেৎ॥"

(হরিবংশ ৯৫।৭)

স্থেয়স্ (ত্রি) অয়মনয়োরতিশয়েন স্থিরঃ স্থির-ঈয়সুন্ (প্রিয়-

স্থিরেতি। পা ৬।৪।১৫৭) ইতি স্থাদেশঃ। স্থিরতর, অতিশয় স্থির। ২ শাশ্বত। (ভরত)

স্থেরষ্ঠ (ত্রি) অয়মেষামতিশয়েন স্থিরঃ স্থির-ইষ্ঠন্ (প্রিয়স্থিরেতি। পা ৬।৪।১৫৭) ইতি স্থাদেশঃ। অতিশয় স্থির। (হেম)

স্থৈরকায়ন (পুং) স্থিরকস্য গোত্রাপত্যং স্থিরক (নড়াদিভ্যঃ ফক্। পা ৪।১।৯৯) ইতি ফক্। স্থিরকের গোত্রাপত্য।

স্থৈর্য্য (ক্লী) স্থিরস্য ভাবঃ স্থির-ষ্যঞ্। স্থিরত্ব, স্থিরতা। দৃঢ়তা। গর্ভস্থ বালকের চতুর্থ মাসে অঙ্গসমূহের স্থিরতা হয়।

"স্থৈর্য্যং চতুর্থেত্বঙ্গানাং পঞ্চমে শোণিতোদ্ভবঃ।
ষষ্ঠে বলস্য বর্ণস্য নখরোম্নাঞ্চ সম্ভবঃ ॥" (যাজ্ঞবল্ক্যস° ৩।৮০)

২ দৃঢ়তা।

"মহেন্দ্রসদৃশঃ শৌর্য্যে স্থৈর্য্যে চ হিমবানিব।
সমুদ্র ইব গাম্ভীর্য্যে সহিষ্ণুত্বে ধরাসমঃ ॥" (ভারত ৬।১৬।৮)

স্থৈর্য্যবত্ত্ব (ক্লী) স্থৈর্য্যবতো ভাবঃ স্থৈর্য্যবৎ ভাবে ত্ব। স্থৈর্য্যবিশিষ্টের ভাব বা ধর্ম্ম।

স্থৈর্য্যবৎ (ত্রি) স্থৈর্য্য অস্ত্যর্থে মতুপ্, মস্য ব। স্থৈর্য্যবিশিষ্ট, স্থিরতাযুক্ত।

স্থোরিন্ (পুং) ভারবাহক অশ্ব, যে সকল অশ্ব ভার বহন করে।

স্থৌণাভারিক (ত্রি) স্থূণাভারং হরতি বহতি আবহতি বা (তদ্ধরতি বহত্যাবহতি ভারাদ্বংশাদিভ্যঃ। পা ৫।১।৫০) ইতি ঠঞ্, স্থূণাভারহরণকারী বা স্থূণাভারবহনকারী।

স্থৌণিক (ত্রি) স্থূণাসম্বন্ধীয়।

স্থৌণেয় (ক্লী) স্থূণায়াং ভবং স্থূণা-ঢক্। ১ গ্রন্থিপর্ণ নামক গন্ধদ্রব্য। চলিত গাঁঠিয়ালা, সুগন্ধ গন্ধদ্রব্যবিশেষ, হিন্দী থুনের। পর্য্যায়—বর্হিঃশিখ, শুকচ্ছদ, ময়ূরচূড়, শুকপুচ্ছক, বিকীর্ণরোম, কীরবর্ণক, বিকীর্ণসংজ্ঞ, হরিত। গুণ—সুগন্ধি, কটু, তিক্ত, পিত্তপ্রকোপশমক, বলপুষ্টিবিবর্দ্ধন। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশমতে পর্য্যায়—নিশাচর, ধনহর, কিতব, গণহাসক, রোচক। গুণ—মধুর, তিক্ত, কটু, লঘু, তীক্ষ্ণ, স্বস্থ, হিম, কুষ্ঠ, কণ্ডু, কফ ও বায়ুনাশক। (ভাবপ্র°) নেপালদেশে ভটিউর নামে প্রসিদ্ধ।

স্থৌণেয়ক (ক্লী) স্থৌণেয়মেব স্বার্থে কন্ স্থৌণেয় শব্দার্থ।

স্থৌর (পুং) পৃষ্ঠারোপিত ভারাদি।

স্থৌরিন্ (পুং) খরবৃষভবৎ পৃষ্ঠ দ্বারা ভারবাহক অশ্ব, বলদাদি, যেরূপ পৃষ্ঠ দ্বারা ভারবহন করে, সেইরূপ ভারবহনকারী অশ্ব। ভরত এই শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ লিখিয়াছেন—'স্থূল্যতে সংব্রিয়তে পৃষ্ঠমনয়া স্থূণা-স্থল অ, নিপাতনাৎ লস্য রত্বং স্থূরা পর্য্যয়ণং, তস্যা ইদমাত কে স্থৌরং পৃষ্ঠারোপিতভারাদিকং তদস্যাস্তীতি ইনি।' (ভরত)

স্থৌর্য্য (পুং) পৃষ্ঠারোপিত ভারবহন।

স্থৌলক (ত্রি) স্থূলতাসম্বন্ধীয়।

স্থৌলপিণ্ডি (পুং) স্থূলপিণ্ড অপত্যার্থে ইঞ্। স্থূলপিণ্ডের গোত্রাপত্য।

স্থৌললক্ষ্য (ক্লী) বহুপ্রদত্ব। অতিশয় দাতৃত্ব।

"আর্য্যতা পুরুষজ্ঞানং শৌর্য্যং করুণবেদিতা।
স্থৌললক্ষ্যঞ্চ সততমুদাসীনগুণোদয়ঃ ॥" (মনু ৭।২১১)
'স্থৌললক্ষ্যং বহুপ্রদত্বং' (কুল্লূক)

স্থৌলশীর্ষ (ত্রি) স্থূলশিরস ইদমিতি স্থূলশিরস্-অণ্ (অচি শীর্ষঃ। পা ৬।১।৬২) ইতি শীর্ষাদেশঃ। বৃহৎ মস্তকসম্বন্ধী। (কাশিকা)

স্থৌল্য (ত্রি) স্থূলস্য ভাবঃ, স্থূল-ষ্যঞ্। স্থূলতা, স্থূলত্ব, স্থূলের ভাব বা ধর্ম্ম। ২ রোগবিশেষ, স্থৌল্যরোগ, এই রোগে রোগী কেবল মোটা হয়। বৈদ্যকশাস্ত্রে এই রোগের নিদান ও চিকিৎসাদির বিবরণ লিখিত আছে, সংক্ষেপে তাহা আলোচিত হইল।

নিদান—যে সকল মনুষ্য কায়িক পরিশ্রমে বিরত থাকিয়া অনবরত দিবা নিদ্রা এবং অত্যন্ত শ্লেষ্মাজনক দ্রব্য সেবন করে, তাহাদের ভুক্তান্নের সারভূত সমস্ত রস মধুরতা প্রাপ্ত হয়, সুতরাং স্নেহবাহুল্যপ্রযুক্ত মেদবৃদ্ধি হইয়া থাকে। বর্দ্ধিত মেদ দ্বারা স্রোতঃ সকল রুদ্ধ থাকাপ্রযুক্ত অন্যান্য ধাতুপুষ্টি হইতে পারে না, সুতরাং কেবল মেদই সঞ্চয় হইতে থাকে। এই জন্য রোগী স্থূল হইয়া পড়ে এবং স্থূলতাপ্রযুক্ত রোগী তখন অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে।

এই রোগে ক্ষুদ্রশ্বাস, পিপাসা, মোহ, নিদ্রাধিক্য, হঠাৎ উচ্ছ্বাস, শরীরের অবসন্নতা, ক্ষুধাধিক্য ও ঘর্ম্মে অতিশয় দুর্গন্ধ হয়, এবং রোগীর বলহ্রাস ও মৈথুনশক্তির অল্পতা হয়। সকল প্রাণীরই উদরে মেদ আছে, এই জন্য প্রায়শ উদরেই মেদ বর্দ্ধিত হইয়া এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এই রোগ হইলে মেদ দ্বারা স্রোতঃ সকল অবরুদ্ধ থাকাপ্রযুক্ত, অন্তঃকোষ্ঠে সম্যক্ প্রকারে বায়ু সঞ্চালিত হইয়া জঠরাগ্নিকে উদ্দীপন ও ভুক্ত দ্রব্যকে শোধন করে, এই কারণে অতি অল্পকাল মধ্যেই আহারীয় দ্রব্য পরিপাক হইয়া পুনর্ব্বার ভোজনাভিলাষ হয় এবং ক্ষুধার সময় অতিক্রম করিলে নানা প্রকার কষ্টকর বাতরোগ হইয়া থাকে। অগ্নি ও বায়ু এই দুইটীই বিশেষ উপদ্রবজনক। বায়ু ও দাবানল একত্র হইয়া যেমন বন দগ্ধ করে, সেইরূপ আভ্যন্তরিক বায়ু ও অগ্নি এই উভয়ে মিলিত হইয়া স্থূল শরীর নষ্ট করিয়া থাকে।

এই স্থৌল্য রোগে অতিশয় মেদবৃদ্ধি হয় বলিয়া বাতাদি দোষত্রয় কুপিত হইয়া নানা প্রকার মারাত্মক রোগ উৎপাদনপূর্ব্বক শীঘ্রই রোগীর জীবন নাশ করে। মেদ ও মাংস বর্দ্ধিত হইয়া যাহার স্ফিক্, উদর ও স্তন চালিত হয়, এবং শরীরের উপচয়

অসম্ভব হয়, অর্থাৎ অতিশয় মোটা হয়, তাহাকে স্থূল কহে। এই রোগীর অতি কষ্টকর কুষ্ঠ, বীসর্প, ভগন্দর, জ্বর, অতীসার, মেহ, অর্শ, শ্লীপদ, অপচী ও কামলা জন্মে এবং ঘর্ম্মে অতি দুর্গন্ধ ও ঘর্ম্ম হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিমি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই স্থৌল্যরোগ বিশেষ কষ্টকর। ইহাতে রোগীর শরীর এত মোটা হয় যে, তাহাতে রোগী শরীরের ভারে সর্ব্বদাই অস্থির হইয়া থাকে, শয়নে, ভোজনে, আহারে, বিহারে, সর্ব্বদাই তাহার বিশেষ কষ্ট হয়, জীবন দুর্বিষহ হইয়া উঠে। সুতরাং এই রোগ হইবামাত্রই বিশেষ সাবধান হইয়া চিকিৎসা করা আবশ্যক। আলস্যপরতন্ত্র লোকেরই অধিকাংশ স্থলে এই ব্যাধি হইয়া থাকে। যাহারা রীতিমত পরিশ্রম করে, তাহাদের প্রায়ই এই ব্যাধি হয় না।

চিকিৎসা—এই রোগীকে পুরাতন শালি, মুগ, কুলথকলায়, বনকোদ্রব ও কোদ্রব সেবন এবং লেখনবস্তিপ্রয়োগ করাইবে। ধূমপান, ক্রোধ, রক্তমোক্ষণ এবং ভুক্ত দ্রব্য জীর্ণ হইলে যব ও গোধূমকৃত খাদ্যভোজন হিতকর। যথোপযুক্ত উপবাস, অসুখজনক শয্যা, এবং সত্ত্ব, উদারতা ও তমোরাহিত্য এই সমস্ত দ্বারা সন্তর্পণজনিত স্থৌল্যরোগ বিনষ্ট হয়। পরিশ্রম, চিন্তা, স্ত্রীপ্রসঙ্গ, পথপর্য্যটন, অশ্বারোহণ, মধুভোজন, রাত্রিজাগরণ, এই সকল দ্বারা স্থূলতা নষ্ট হয়। যব ও শামাধান্য ভোজন করিলে এই রোগের বিশেষ উপকার হয়। চই, জীরা, ত্রিকটু, হিঙ্গু, সৌবর্চ্চল ও চিতা, এই সকলের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া সমস্ত চূর্ণ হইতে ১৬ গুণ খৈর ছাতু মিলিত করিয়া দধির মাতের সহিত পান করিলে অগ্নির দীপ্তি হইয়া মেদ বিনষ্ট হয়, মেদ নষ্ট হইলে এই রোগ আপনিই নিরাকৃত হয়। ত্রিফলা ও ত্রিকটু তৈল ও লবণ সহযোগে ৬ মাস সেবন করিলে কফমেদ ও বায়ু বিনষ্ট হয়। বিড়ঙ্গ, শুণ্ঠী, যবক্ষার, কান্তলৌহ, যব ও আমলকীর চূর্ণ সমভাগে মধুর সহিত সেবন করিলে স্থৌল্য নষ্ট হয়। শুক মূলাচূর্ণ, বা ত্রিফলাচূর্ণ মধুর সহিত সেবন, কিংবা অতুল্যমানে মধু মিশ্রিত জল পান করিলে অথবা বিল্বাদি পঞ্চমূলচূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিয়া মণ্ডপান করিলে নিশ্চয়ই স্থৌল্য নষ্ট হয়।

পলতা, চিতা, বালা ও হিঙ্গু এই সকল দ্রব্য একত্র পুটপাক করিয়া যথামাত্রায় সেবন, অথবা ভেরেণ্ডার পাতার ক্ষার হিঙ্গু সংযোগে সেবন করিয়া মণ্ড, গমের ছাতু বা যবের ছাতু সেবন করিলে এই রোগে বিশেষ উপকার হয়। মধুসংযুক্ত ত্রিফলার ক্বাথ পান করিলে কিংবা গুলঞ্চ ও ত্রিফলার কাথে লৌহ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে এই রোগ প্রশমিত হয়। শিলাজতু বা গুগ্‌গুলু যথাবিধানে পাক করিয়া মধুর সহিত লেপন করিলেও এই রোগ বিনষ্ট হয়। চিতামূলচূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিয়া মেদোঘ্ন হিতকর দ্রব্য আহার করিলে কিংবা ভেরেণ্ডার মুল মধু মাখাইয়া এক রাত্রি রাখিয়া দিবে, পর দিন উহা রগড়াইয়া সেই রস পান করিলে এই রোগে বিশেষ উপকার হয়। প্রাতঃকালে সমভাগে মধুসংযুক্ত জলপান করিলে এবং উষ্ণ অন্ন ও মণ্ড পান করিলে এই রোগ প্রশমিত হয়। বদরীপত্রের কল্ক, এবং কাঁজি দ্বারা পেয়া পাক করিয়া পান অথবা গণিয়ারির রস বা কাথের সহিত শিলাজতু সেবন করিলে স্থূলতা আশু বিনষ্ট হয়। শিলাজতু, কুড়, অগুরু, দেবদারু, রেণুকা, মুস্তক, পঞ্চপল্লব, অর্থাৎ আম, জাম, কত্‌বেল, ছোড়ঙ্গ ও বিল্বপত্র, সরলবৃক্ষ, পিড়িংশাক, মউল ফুল ও লবঙ্গ এই সকল দ্রব্য ধুতুরার রস দ্বারা পেষণ করিয়া গাঢ়রূপে উদ্বর্ত্তন করিলে এই রোগ বিনষ্ট হয়। ত্রিকটু, চিতা, মুথা, বিড়ঙ্গ ও বচ এই সকলের চূর্ণ তুল্য ঘৃত সহযোগে গুগ্‌গুলু ভক্ষণ করিলে কফ বায়ু ও মেদোদোষ জন্য বলবৎ ব্যাধিও শীঘ্র বিনষ্ট হয়। ইহা ভিন্ন অমৃতাদিগুগ্‌গুলু, দশাঙ্গগুগ্‌গুলু, লোহারিষ্ট, ব্যোষাদ্য শক্তু প্রয়োগ, ত্রিফলাদ্যতৈল ও মহাসুগন্ধিতৈল প্রভৃতি বিশেষ উপকারী।

এই রোগে গুগ্‌গুলু, তালমূলী, ত্রিফলা, খদির, বাসক, তেউড়ী, মুণ্ডীরী, সিজ, নিসিন্দা ও চিতা এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকে ✓১০ সের গ্রহণ করিয়া দুই মণ জল দ্বারা সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। অনন্তর ছাকিয়া ঐ কাথের সহিত লৌহ দেড় সের, পুরাতন ঘৃত ৪ সের ও চিনি এক সের মিলিত করিয়া তাম্রনির্ম্মিত পাত্রে পাক করিবে। পরে নামাইয়া শীতল হইলে মধু দুইসের, শিলাজতু এক পোয়া, এলাচি ও দারুচিনি এক ছটাক, বিড়ঙ্গ দেড় পোয়া, মরিচ এক পোয়া, রসাঞ্জন এক পোয়া, ত্রিফলা এক পোয়া এবং হিরাকস এক পোয়া চূর্ণ করিয়া মিশাইয়া ও আলোড়ন করিয়া ঘৃতের ভাণ্ডে স্থাপন করিবে। বিরেচনাদি দ্বারা শরীর শোধন করিয়া ইহার ২ তোলা পরিমাণে ভক্ষণ করিবে। অনুপান দুগ্ধ ও জাঙ্গলমাংসরস। স্থৌল্যরোগের ইহা প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধ। এই ঔষধ বলকারক, রসায়ন, মেধাজনক, বাজীকরণ, শ্রীবর্দ্ধক ও পুত্রজনক। এই ঔষধ সেবন করিয়া কদলী, কন্দ, কাঁজি, করমর্দ্দ, করীর ও করলা প্রভৃতি ককারাদি কোন দ্রব্য ভক্ষণ করিবে না। (ভাবপ্র° স্থৌল্যরোগাধি°)

স্নপন (ক্লী) স্না-ণিচ্-ল্যুট্। স্নান।

"পূজনাৎ স্নপনং শ্রেষ্ঠং স্নপনাৎ তর্পণং স্মৃতং।
তর্পণাৎ মাংসদানন্ত মহিষাজনিপাতনং।" (তিথিতত্ত্ব)

স্নপিত (ত্রি) স্না-ণিচ্-ক্ত। কৃতস্নান, যিনি স্নান করিয়াছেন, বা যাহাকে স্নান করান হইয়াছে।

স্নব (পুং) স্নু প্রস্রবণে 'ঋদোরপ্' ইতি অপ্। স্রবণ, ক্ষরণ।

স্নস্, ১ নিষ্ঠীবন। ২ অদন। ৩ অদর্শন। ৪ নিরসন। দিবাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ স্নস্যতি। লিট্ সস্নাস। লৃট্ স্নসিষ্যতি। লুঙ্ অস্নসীৎ। ণিচ্ স্নসয়তি, স্নাসয়তি।

স্নসা (স্ত্রী) স্নায়ু। (হেম)

স্না, স্নান. শৌচ। অদাদি পরস্মৈ° সক° অনিট্। লট্ স্নাতি। লিট্ সস্নৌ, সস্নতুঃ। লুট্ স্নাতা। লৃট্ স্নাস্যতি। লিঙ্ স্নায়াৎ, স্নেয়াৎ। লুঙ্ অস্নাসীৎ, অস্নাসিষ্টাং, অস্নাসিষুঃ। সন্ সিস্নাষতি। যঙ্ সাস্নায়তে। যঙ্লুক্ সাস্নাতি, সাস্নেতি। ণিচ্ স্নাপয়তি, স্নপয়তি।

স্নাত (ত্রি) স্না-ক্ত। কৃতস্নান। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইলে কৃতস্নান হইয়া করিতে হয়। স্নান না করিলে কোন দৈব বা পৈত্র কর্ম্মে অধিকার হয় না, তবে পীড়িতের পক্ষে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। [স্নান শব্দ দেখ।]

"স্নাতোঽধিকারী ভবতি দৈবে পৈত্রে চ কর্ম্মণি।
অস্নাতস্য ক্রিয়াঃ সর্ব্বা ভবন্তি হি যতোঽফলাঃ।
প্রাতঃ সমাচরেৎ স্নানমতো নিত্যমতন্দ্রিতঃ ॥" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

স্নান না করিয়া কার্য্য করিলে তাহার কোন ফল হয় না।

স্নাতক (পুং) স্নাত এব স্না (যাবাদিভ্যঃ কন্। পা ৫।৪।২৯) ইতি স্বার্থে কন্। আপ্লুতব্রতী, যিনি ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানের পর স্নান করিয়া সংসারাশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাকে স্নাতক কহে। গৃহস্থ ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মচর্য্য সমাধানপূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট, ব্রহ্মচর্য্যানন্তর সমাবর্ত্তন সময়ে স্নানকারী। অমরটীকায় ভরত স্নাতক শব্দের অর্থ এইরূপ লিখিয়াছেন যে, যিনি ব্রহ্মচর্য্য পরিত্যাগ করিয়া গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাকে স্নাতক কহে। যিনি সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিয়া স্নানশীল এবং আশ্রমান্তর গ্রহণ করেন নাই, তাহাকেও স্নাতক কহে। এই স্নাতক ত্রিবিধ, ব্রতস্নাতক, বিদ্যাস্নাতক ও উভয়স্নাতক। শাস্ত্রে ব্রহ্মচর্য্যাচরণের যে কাল নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই কাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করিয়া অসমাপ্তবেদ অর্থাৎ সমগ্র বেদপাঠ শেষ না হইতে যিনি আশ্রমান্তর গ্রহণ করেন, তাঁহাকে ব্রতস্নাতক কহে। বেদ অধ্যয়ন করিয়া গুরুর নিকটে অবস্থানপূর্ব্বক যিনি বেদাধ্যয়ন করেন এবং অন্য কোন আশ্রমান্তর গ্রহণ করেন না, তাঁহাকে বিদ্যাস্নাতক, আর যিনি সম্যক্‌রূপে ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন ও সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিয়া দ্বিতীয়াশ্রম গ্রহণ করেন, তাঁহাকে উভয়স্নাতক কহে।

"ব্রহ্মচর্য্যং ত্যক্ত্বা যো গৃহাশ্রমং গতঃ স স্নাতকঃ। সমাপ্তবেদাধ্যয়নো যঃ স্নানশীলঃ আশ্রমান্তরং ন গতঃ সোঽপি স্নাতকঃ। স্নাতকস্ত্রিবিধঃ। ব্রহ্মচর্য্যাচরণস্য যঃ শাস্ত্রবোধিতোঽবধিস্তাবদ্বেদমুপাস্যাসমাপ্তবেদ এবাশ্রমান্তরং গতো যঃ স ব্রতস্নাতকঃ। বেদমধীত্য গুরুসন্নিধৌ বেদাভ্যাসং যঃ করোতি স বিদ্যাস্নাতকঃ। পালিতঃ সম্যগ্‌ব্রতঃ প্রাপ্তবেদো যো দ্বিতীয়াশ্রমং গতঃ স উভয়স্নাতকঃ।" (ভরত)

মন্বাদি সংহিতায়ও এই স্নাতক ব্রাহ্মণের ধর্ম্মাদির বিষয় বিশেষরূপে লিখিত আছে, ইহাতেও স্নাতক ত্রিবিধ বলিয়া কথিত হইয়াছে, বিদ্যাস্নাতক, ব্রতস্নাতক ও বিদ্যাব্রতস্নাতক। এই ত্রিবিধ স্নাতক ব্রাহ্মণ যদি গৃহে আগমন করেন, তাহা হইলে তাহাকে মধুপর্ক দ্বারা পূজা করিতে হয়। মনুতে লিখিত আছে যে রাজা, পুরোহিত, স্নাতক ব্রাহ্মণ, গুরু প্রভৃতি সম্বৎসরের পর গৃহে সমাগত হইলে গৃহী গৃহ্যোক্ত মধুপর্ক দ্বারা তাঁহাদিগের পূজা করিবেন। কিন্তু রাজা ও স্নাতক ইঁহারা সম্বৎসরের মধ্যেও যদি যজ্ঞকর্ম্মে উপস্থিত হন, তাহা হইলেও মধুপর্ক দ্বারা পূজা করিতে হয়। কিন্তু যজ্ঞ ভিন্ন অন্য সময়ে উপস্থিত হইলে মধুপর্ক দিতে হয় না। স্নাতক ব্রাহ্মণ দম্ভব্যাজাদিশূন্য সরল এবং যে জীবিকালাভে কিছু মাত্র শঠতা বা বঞ্চনা করিতে হয় না, যাহা অতিবিশুদ্ধ অর্থাৎ যাহাতে পাপের স্পর্শ মাত্রও নাই এইরূপ ভাবে জীবন যাপন করিবেন। তিনি একমাত্র সন্তোষ অবলম্বন করিয়া অধিক অর্থাদির চেষ্টা হইতে বিরত থাকিবেন। যে হেতু সন্তোষই সুখের মূল ও অসন্তোষই দুঃখের কারণ। স্নাতক ব্রাহ্মণ সদা নিরলস হইয়া আশ্রমবিহিত বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত সমুদয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবেন। যে সকল বিষয়ে ইন্দ্রিয়গণের শীঘ্র আসক্তি হয়, সেই সকল কর্ম্ম হইতে সদা বিরত থাকিবেন। ইচ্ছা করিয়া কোন বিষয়ে আসক্ত হইবেন না, কোন বিষয়ে অত্যন্ত আসক্তি হইলে মনোবল দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে নিবৃত্ত করিবে। যে কোনরূপ অর্জ্জন স্বকীয় বেদাভ্যাসের বিরোধী হইবে, কাজেই তাহা পরিত্যাগ করিবেন। যে কোন প্রকারে পরিবার প্রতিপালন করিয়া যদি প্রতিদিন স্বাধ্যায়কার্য্য সাঙ্গ করিতে পারেন, তাহা হইলেই তাঁহার জন্ম সফল হয়। আপনার যেরূপ বয়স, যেরূপ কর্ম্ম, যে প্রকার বেদাধ্যয়ন, বেশ, ভূষা, বাক্য বা বুদ্ধিকে তদনুরূপ করিয়া ইহলোকে বিচরণ করিবেন।

স্নাতক ব্রাহ্মণ প্রতিদিন পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন। কেহ বা স্বাধ্যায়ে প্রাণবায়ুকে সর্ব্বদা লয় করিয়া অথবা প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণবায়ুতে বাগিন্দ্রিয়কে সর্ব্বদা বিলীন করিয়া পঞ্চযজ্ঞের অক্ষয় ফল লাভ করিয়া থাকেন। সর্ব্বদা সমাহিত হইয়া অগ্নিহোত্রাদির অনুষ্ঠান করিবেন। বিদ্যাস্নাতক, ব্রতস্নাতক ও বিদ্যাব্রত উভয়স্নাতক গৃহস্থ শ্রোত্রিয়দিগকে হব্যকব্য দ্বারা পূজা করিবেন। এই ত্রিবিধ স্নাতক ক্ষুধায় কাতর হইলে, ক্ষত্রিয় রাজার নিকট বা যজমান শিষ্যের নিকট ধন

প্রার্থনা করিবেন। ইহা ভিন্ন আর কাহারও নিকট ধন প্রার্থনা করিবেন না। শক্তি থাকিতে স্নাতক ব্রাহ্মণ কখনও ক্ষুধায় অবসন্ন হইবেন না বা বিভব থাকিতে জীর্ণ মলিন বাস পরিধান করিবেন না। স্নাতক ব্রাহ্মণ কখন মুণ্ডিতমস্তক হইবেন না, কিন্তু কেশ, নখ ও শ্মশ্রু কর্ত্তন করিবেন, তপঃ-ক্লেশসহিষ্ণু হইবেন, শুক্ল বাস পরিধান করিবেন, অন্তর্ব্বাহ্যাদি শুচি হইবেন, প্রতিদিন স্বাধ্যায়কার্য্যে উদ্যোগী থাকিবেন এবং গুরুভোজনাদি বর্জ্জন দ্বারা নিত্য আত্মহিতপরায়ণ হইবেন। ভৈক্ষ্যচর্য্যাদি কালে স্নাতক গৃহস্থ বেণুনির্ম্মিত যষ্টি ও শৌচপ্রস্রাবাদির জন্য জলপূর্ণ কমণ্ডলু সঙ্গে লইবেন এবং সর্ব্বদা যজ্ঞোপবীত, কুশমুষ্টি ও শোভনদর্শন স্বুবর্ণময় কুণ্ডলদ্বয় ধারণ করিবেন। উদিত বা অস্তমিত অবস্থায় সূর্য্য দর্শন করিবেন না। রাহুগ্রস্ত সূর্য্য, জলপ্রতিবিম্বিত সূর্য্য এবং আকাশমণ্ডলের মধ্যস্থিত সূর্য্যকে দর্শন করিবেন না। বৎসবন্ধনের রজ্জু উল্লঙ্ঘন, বারিবর্ষণকালে দৌড়িয়া গমন এবং জলে আপনার প্রতিবিম্ব দর্শন করিবেন না।

স্নাতক ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে অর্থাৎ রাত্রির শেষ প্রহরে জাগরিত হইবেন। জাগরিত হইয়া ধর্ম্ম ও অর্থ এবং কিরূপ কায়ক্লেশে তাহা লভ্য ইহা চিন্তা করিবেন এবং বেদতত্ত্বার্থ পরব্রহ্মের নিরূপণ করিবেন। তৎপরে শয্যাত্যাগ করিয়া মলমূত্র ত্যাগ ও প্রাতঃস্নানের পর শুচি হইয়া সমাহিত মনে সন্ধ্যা উপাসনা করিয়া গায়ত্রী জপ করিবেন। অপর সন্ধ্যাকালেও গায়ত্রীর উপাসনা করা কর্ত্তব্য। তাঁহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া সন্ধ্যার অনুষ্ঠান করিতেন বলিয়া দীর্ঘায়ু, প্রজ্ঞা, যশঃকীর্ত্তি এবং ব্রহ্মতেজ লাভ করিতেন।

শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমাতে অথবা ভাদ্রমাসের পূর্ণিমা হইতে আরম্ভ করিয়া গৃহ্যানুসারে উপাকর্ম্ম সমাপন করিয়া সার্দ্ধচারিমাস বেদ অধ্যয়ন করিবেন। আচার্য্যের উপাসনার্থ যে হোমাদি করা যায়, তাহাকে উপাকর্ম্ম বলে। অনন্তর সার্দ্ধ চারিমাসের পর পৌষ মাসে পুষ্যানক্ষত্রে গ্রামের বহির্ভাগে গমন করিয়া বেদের উৎসর্গক্রিয়া অর্থাৎ বিসর্জ্জনহোমাদি করিবেন। মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষের প্রথম দিনে পূর্ব্বাহ্নে ঐ উৎসর্গকর্ম্ম করিতে হইবে। যিনি ভাদ্রমাসের পূর্ণিমাতে উপাকর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছেন. তিনিই মাঘীয় শুক্ল প্রতিপদে উৎসর্গ করিবেন।

এই উৎসর্গ ক্রিয়ার পর হইতে প্রতি শুক্ল পক্ষে সংযত ভাবে বেদ পাঠ করিবে এবং কৃষ্ণপক্ষে সমুদায় বেদাঙ্গ অর্থাৎ শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণাদি পাঠ করিবেন। অস্পষ্ট ভাবে বেদাধ্যয়ন করিবেন না, শূদ্র ও জনসমীপে বেদ পড়িবেন না এবং রাত্রির শেষ প্রহরে উঠিয়া বেদপাঠে পরিশ্রান্ত হইলে পুনর্ব্বার আর শয়ন করিবেন না। উপরোক্ত বিধানানুসারে সম্যক্‌যুক্ত হইয়া গায়ত্র্যাদি ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রজাত বেদ নিত্য অধ্যয়ন করিবেন। অনাপদ্‌কালে সামর্থ্য থাকিতে ব্রাহ্মণাত্মক বেদসকল যথোক্তবিধানে পাঠ করিতে হয়। অনধ্যায়ে বেদ পাঠ করিবেন না। অন্যের ব্যবহৃত চর্ম্মপাদুকা, বস্ত্র, উপবীত, অলঙ্কার, মালা ও কমণ্ডলু এ সকল ব্যবহার করিবেন না। যে গ্রামে অধিকসংখ্যক অধার্ম্মিক লোকের বাস তথায় বাস করিবেন না, বহুদিন ব্যাধিবহুল স্থানে বাস, দুরপথে একাকী গমন, দীর্ঘকাল পর্ব্বতে বাস, শূদ্রবশবর্ত্তী জনপদে বাস, অধার্ম্মিকবহুল দেশে ও বেদবহির্ভূত পাষণ্ডগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত দেশে কখন বাস করিবেন না। যে সকল পদার্থের স্নেহময় সারভাগ বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহা ভোজন করিবেন না। অতি প্রাতে বা অতি সায়ংকালে ভোজন করা নিষিদ্ধ। পূর্ব্বাহ্নে অতিশয় ভোজন করিলে আর সায়ংকালে ভোজন করিবে না। যাহাতে দৃষ্ট ও অদৃষ্ট কোন ফল নাই, এমন বৃথা চেষ্টা করিবেন না। অঞ্জলি দ্বারা জল পান, উরুর উপর রাখিয়া কোন দ্রব্য ভক্ষণ এবং প্রয়োজন না থাকিলে বৃথা কোন বিষয়ে কুতূহলী হইবেন না। অশাস্ত্রীয় নৃত্য, গীত, অথবা বাদিত্রবাদন করিবেন না। বাহুর ভিতরে বা উপরে হস্ততল দিয়া আস্ফোটনধ্বনি, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া শব্দ, অনুরাগ ভরে গর্দ্দভাদির ন্যায় চীৎকার, কাংস্যপাত্রে পাদধাবন, ভগ্নপাত্রে ভোজন, অথবা যে পাত্রে আহার করিলে মনোভাব অপ্রশস্ত হয়, তাহাতে ভোজন করিবেন না। ইত্যাদি রূপে ত্রিবিধ স্নাতক বিধিনিষেধ প্রতিপালন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। (মনু ৪ অ°)

স্নাতকব্রত (ক্লী) স্নাতকানাং ব্রতং। স্নাতক ব্রাহ্মণদিগের নিয়ম।

"এযোদিতা গৃহস্থস্য বৃত্তির্বিপ্রস্য শাশ্বতী।
স্নাতকব্রতকল্পশ্চ সত্ত্ববৃদ্ধিকরঃ শুভঃ॥" (মনু ৪।২৫৯)

স্নাতকব্রতিন্ (ত্রি) স্নাতকব্রত অস্ত্যর্থে ইনি। স্নাতকব্রতবিশিষ্ট।

স্নাতব্য (ত্রি) স্না-তব্য। স্নানের যোগ্য, স্নানার্হ।

স্নান (ক্লী) স্না-ল্যুট্। মজ্জন, অবগাহন। পর্য্যায়—আপ্লাব, আপ্লব, অভিষেক, উপস্পর্শন, সবন, সজ্জন। (জটাধর) বৈদ্যক ও ধর্ম্মশাস্ত্র এই উভয়েই স্নানবিধান ও তাহার গুণ বিশেষ রূপে লিখিত আছে, অতি সংক্ষেপে তাহা আলোচিত হইল। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে স্নান না করিয়া কোন দৈব ও পৈত্র কর্ম্মে অধিকার হয় না। স্নান করিয়া ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। বৈদ্যক শাস্ত্রে লিখিত আছে যে শরীরের ক্লেদ দূর করাই কেবল স্নানের কার্য্য নহে। স্নান দ্বারা শরীর স্নিগ্ধ, মন প্রফুল্ল, মস্তিষ্ক শীতল, বায়ু ও পিত্তাদি দমন এবং মুখের শ্রী ও প্রসন্নতা বৃদ্ধি হয়। নদী, কূপ, তড়াগ, সরোবর প্রভৃতি স্নানের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অবগাহনস্নান করাই সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। প্রাতঃস্নান সর্ব্ব প্রকারে শরীরের উপকারী। যাহাদের অভ্যাস নাই, তাহারা ক্রমে ক্রমে প্রাতঃস্নান অভ্যাস করিয়া লইলে আর স্নানে কোন অসুখ হয় না। স্নানের পূর্ব্বে তৈলাভ্যঙ্গ করা বিশেষ আবশ্যক ও উপকারক। তৈলমর্দ্দনে শরীরে রক্ত সঞ্চালন হইয়া থাকে। তৈল ব্যবহার না করিয়া স্নান করিলে লোমকূপ দিয়া যে এক প্রকার তৈলবৎ পদার্থ ক্রমাগত শরীর হইতে বাহির হইতেছে, তাহা ধৌত হইয়া গিয়া চর্ম্মের কোমলতার হানি হয়। ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে—

"দীপনং বৃষ্যমায়ুষ্যং স্নানমোজোবলপ্রদং।
কণ্ডূমলশ্রমস্বেদতন্দ্রাতৃড়্দাহপাপ্মনুৎ॥
বাহ্যৈশ্চ সেকৈঃ শীতাদ্যৈরুষ্মান্তর্যাতি পীড়িতঃ।
নরস্য স্নাতমাত্রস্য দীপ্যতে তেন পাবকঃ॥
শীতেন পয়সা স্নানং রক্তপিত্তপ্রশান্তিকৃৎ।
তদেবোষ্ণেন তোয়েন বল্যং বাতকফাপহং॥
শিরঃস্নানমচক্ষুষ্যমত্যুষ্ণেনাম্বুনা সদা।
বাতশ্লেষ্মপ্রকোপে তু হিতস্তচ্চ প্রকীর্ত্তিতং॥" (ভাবপ্রকা°)

স্নান অগ্নিপ্রদীপক, শুক্রবর্দ্ধক, আয়ুষ্কর ও ওজোধাতু-বর্দ্ধক, বলকারক এবং চুলকানি, মল, শ্রান্তি, ঘর্ম্ম, তন্দ্রা, তৃষ্ণা, দাহ ও পঙ্কতাবিনাশক।' শীতল জলাদি পরিষেচন দ্বারা বাহ্য উষ্মা প্রতিহত হইয়া শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়। একারণে স্নান করিবামাত্রই মানবগণের জঠরানল প্রদীপ্ত হইয়া ক্ষুধার উদ্রেক হয়। শীতল জল দ্বারা স্নান করিলে রক্ত ও পিত্তের উপশম হয়। গরম জল দ্বারা স্নান করিলে বল বৃদ্ধি হয় এবং বায়ু ও কফ বিনষ্ট হয়। কিন্তু অত্যন্ত উষ্ণ জল দ্বারা শিরঃস্নান করিলে চক্ষুর তেজ নষ্ট হইয়া থাকে। যে স্থলে বায়ু ও কফের প্রকোপ থাকে, তথায় ঈষদুষ্ণ জলে স্নানই হিতকর। ঈষদুষ্ণ জলে স্নান সকল সময়েই বিশেষ হিতকর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

স্নানের পূর্ব্বে অভ্যঙ্গ অর্থাৎ তৈলমর্দ্দনাদি করিয়া স্নান করিতে হয়। এবিষয়ে হরিশ্চন্দ্র বলেন যে, যে ব্যক্তি প্রতিদিন গাত্রে আমলকী লেপন করিয়া স্নান করে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই বলি ও পলিত রোগ হইতে বিমুক্ত হইয়া একশত বৎসর জীবিত থাকে। জ্বর, নেত্ররোগ, বায়ুরোগ উদরাধ্মান, পীনস, অজীর্ণ প্রভৃতি রোগে এবং আহারান্তে স্নান করিতে নাই।

স্নানের পূর্ব্বে যে অভ্যঙ্গ করিতে হয়, এই অভ্যঙ্গে সর্ষপতৈল, গন্ধতৈল, অগুরু প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য, অগ্নিসংযোগে নিষ্কাশিত তৈল, পুষ্পবাসিত তৈল এবং অন্য কোন হিতকর ঔষধাদিসংযুক্ত তৈল প্রশস্ত। অভ্যঙ্গ দ্বারা বায়ু, কফ ও শ্রান্তি বিনষ্ট হয় এবং বল, সুখ, নিদ্রা, শরীরের কোমলতা, পরমায়ু বৃদ্ধি ও শরীরের পুষ্টি হইয়া থাকে। মস্তকে তৈলাভ্যঙ্গ করিলে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি, দর্শনশক্তি-বৃদ্ধি, শরীর পুষ্ট ও শিরোগত রোগ সকল বিনষ্ট হয়। কেশবৃদ্ধি, কেশমূলের দৃঢ়তা, কোমলতা, দীর্ঘতা, কৃষ্ণবর্ণতা এবং মস্তকের পূর্ণতা অর্থাৎ মস্তিষ্কবৃদ্ধি হইয়া থাকে। স্নানের পূর্ব্বে প্রতিদিন কর্ণে তৈল পূরণ করিলে কর্ণে মল, মন্যাগ্রহ, হনুগ্রহ, উচ্চৈঃশ্রুতি এবং বধিরতার উৎপত্তি হয় না। পাদাভ্যঙ্গ দ্বারা পদদ্বয়ের স্থিরতা, নিদ্রা, চক্ষুর প্রসন্নতা এবং পাদসুপ্তি অর্থাৎ পাদস্পর্শজ্ঞানরহিত, শ্রম, পদদ্বয়ের স্তব্ধতা, সঙ্কোচ ও স্ফুটন নিবৃত্ত হয়। (ভাবপ্র°)

ধর্ম্মশাস্ত্রে স্নানের বিশেষ বিধান লিখিত আছে, অতি-সংক্ষেপে তাহা আলোচিত হইল। স্নানে অসমর্থ হইলে তাহার সপ্তবিধ অনুকল্প নির্দ্দিষ্ট আছে; যথা—১ মান্ত্র, ২ ভৌম, ৩ আগ্নেয়, ৪ বায়ব্য, ৫ দিব্য, ৬ বারুণ ও ৭ মানস। এই ৭ প্রকার স্নান স্নানের অনুকল্প। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে স্নান না করিলে দৈব বা পৈত্র কোন কর্ম্মেই অধিকার হয় না। যদি অবগাহনস্নান না করিতে পারা যায়, তাহা হইলে মান্ত্র স্নানাদি দ্বারা স্নান সিদ্ধ হয়, এরূপে স্নান করিয়াও দৈব ও পৈত্র কর্ম্ম করিতে পারা যায়। স্নান ত্রিবিধ নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। স্নানের অঙ্গ তর্পণ, অর্থাৎ বৈধ স্নান করিয়া পিতৃদিগের উদ্দেশে তর্পণ করিতে হয়। এই জন্য তর্পণ স্নানাঙ্গ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। সকল স্নান করিয়াই তর্পণ করিতে হয় না। শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন যে শ্মশ্রুকর্ম্ম, (ক্ষৌরকর্ম্ম,) অশ্রুপাত, মৈথুন, ছর্দ্দন, অস্পৃশ্যস্পর্শন প্রভৃতি করিলে স্নান করিতে হয়, কিন্তু এই সকল কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া স্নান করিলে আর তর্পণ করিতে হয় না।

"নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং ত্রিবিধং স্নানমিষ্যতে।
তর্পণন্তু ভবেত্তস্য অঙ্গত্বেন ব্যবস্থিতং॥
শ্মশ্রুকর্ম্মাশ্রুপাতঞ্চ মৈথুনং ছর্দ্দনং তথা।
অস্পৃশ্যস্পর্শনং কৃত্বা স্নায়াদ্বর্জ্যা জলক্রিয়া॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

শাস্ত্রে ত্রিকালে অর্থাৎ প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্নে স্নান করিবার বিধান আছে। ত্রিকালীন স্নান সকলের পক্ষে ব্যবস্থেয় নহে। স্নাতক ব্রাহ্মণ সম্বন্ধেই এই ত্রিকালীন স্নানের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু দ্বিকালীন অর্থাৎ প্রাতঃ ও মধ্যাহ্ন এই দুই সময়ে সকলেরই স্নান করা কর্ত্তব্য। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যে স্নান করা হয়, তাহাকে প্রাতঃস্নান কহে। সূর্য্যোদয়ের পরে যে স্নান করা হয়, তাহা প্রাতঃস্নান-বাচ্য নহে। কারণ বিষ্ণু বলিয়াছেন যে, পূর্ব্ব দিক্ অরুণকিরণগ্রস্ত হইলে প্রাতঃস্নান করিবে।

"প্রাতঃস্নায়ী অরুণকিরণগ্রস্তাং প্রাচীমবলোক্য স্নায়াৎ।"

ব্রাহ্মণ রাত্রির পশ্চিম অর্থাৎ শেষ যামে নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া শৌচ ও দন্তধাবনাদি কার্য্য শেষ করিয়া স্নান করিবে। স্নানকালে দন্তধাবন করিবে না। শরীর অসুস্থ বলিয়া যদি কেহ স্নান করিতে না পারে, তাহা হইলে সে মস্তক ব্যতীত সমস্ত শরীর ধুইয়া ফেলিয়া অথবা আর্দ্র বস্ত্র দ্বারা সমস্ত শরীর মার্জ্জনা করিয়া তৎপরে সন্ধ্যাবন্দনাদি করিবে।

"আতুরাণাস্তু—

অশিরস্কং ভবেৎ স্নানং স্নানাশক্তৌ তু কর্ম্মিণাং।

আর্দ্রেণ বাসসা বাপি মার্জ্জনং দৈহিকং বিদুঃ॥

ইতি জাবালবচনাৎ শিরো বিহায় গাত্রপ্রক্ষালনং তদশক্তৌ সর্ব্বগাত্রমার্জ্জনং আর্দ্রেণ বাসসা কুর্য্যাৎ। তদনন্তরং সন্ধ্যাং কুর্য্যাৎ" (আহ্নিকতত্ত্ব)

প্রাতঃস্নানস্থলে তৈলাভ্যঙ্গ করিতে নাই, অর্থাৎ তৈলমর্দ্দন করিয়া প্রাতঃস্নান করিবে না, কারণ 'প্রাতস্তৈলং সুরাসমং' প্রাতঃকালে তৈল সুরার ন্যায় অস্পৃশ্য।

প্রাতঃস্নান করিয়া দৈব ও পৈত্র সকল কর্ম্ম করিতে পারা যায়, শাস্ত্রে প্রাতঃস্নানের বিশেষ প্রশংসা লিখিত আছে। শয়ান অবস্থায় শরীর স্বেদসমাকীর্ণ থাকে, অতএব প্রাতঃস্নান করিলে সকল দোষ দূর হয়। অজ্ঞানত্ব ও মোহত্বপ্রযুক্ত রাত্রিকালে যে কিছু দুষ্টাচরণ করা হয় এই প্রাতঃস্নান দ্বারাই তজ্জনিত পাপাদি নষ্ট হয়। প্রাতঃস্নায়ী সকল পাতক হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে।

"অস্নাত্বা নাচরেৎ কর্ম্ম জপহোমাদি কিঞ্চন।

নানাস্বেদসমাকীর্ণঃ শয়নাদুত্থিতঃ পুমান্॥

অত্যন্তমলিনঃ কায়ো নবচ্ছিদ্রসমন্বিতঃ।

স্রবত্যেব দিবারাত্রৌ প্রাতঃস্নানং বিশোধনং॥

প্রাতঃস্নানং প্রশংসন্তি দৃষ্টাদৃষ্টফলং হি তৎ।

সর্ব্বমর্হতি পূতাত্মা প্রাতঃস্নায়ী জপাদিকং॥

অজ্ঞানাদ্বদিবামোহাৎ রাত্রৌ দুশ্চরিতং কৃতং।

প্রাতঃস্নানেন তৎ সর্ব্বং শোধয়ন্তি দ্বিজাতয়ঃ॥

দৃষ্টং মলাপকর্ষাদি অদৃষ্টং প্রত্যবায়পরীহারাদি" (আহ্নিকতত্ত্ব)

শাস্ত্রে প্রাতঃস্নানের বিশেষ প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাতঃস্নান করিলে দৃষ্টাদৃষ্ট পাপ অর্থাৎ শরীরের মল বিদূরিত হয়, এইরূপে দৃষ্টাদি পাপক্ষয় হইয়া থাকে। অতএব দ্বিজাতি মাত্রেরই প্রাতঃস্নান অবশ্যকর্ত্তব্য। তবে বালক, বৃদ্ধ ও আতুরের পক্ষে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। সমর্থ হইলে সকলেরই প্রাতঃস্নান অবশ্যকর্ত্তব্য। প্রাতঃস্নানের পর সন্ধ্যা দেবপূজা প্রভৃতি সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া মধ্যাহ্নস্নান করিবে।

মধ্যাহ্নস্নানের বিধান নিম্নোক্তরূপ লিখিত আছে। চতুর্থ যামার্দ্ধে অর্থাৎ কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক ১০॥০ টার পর ১২ টার মধ্যে মধ্যাহ্নস্নান করিবে। স্নানকালে কুশহস্ত হইয়া স্নান করিতে হয়। বাম হস্তে বহুতর কুশ এবং দক্ষিণ হস্তে পবিত্র ধারণ করিয়া স্নান করিবে। দুই গাছি বা তিন গাছি কুশ দ্বারা পবিত্র প্রস্তুত করিতে হয়, কখনও একটী কুশ দ্বারা পবিত্র প্রস্তুত করিবে না। স্নানের পূর্ব্বে তৈলাভ্যঙ্গ করিবে, এই তৈলাভ্যঙ্গে তিলতৈলই প্রশস্ত। ব্যাস বলিয়াছেন যে, তিলতৈল ম্রক্ষণ করিয়া স্নান করা অতিশয় প্রশস্ত। আমলকী গাত্রে মাখিয়া স্নান করিলে শ্রী বর্দ্ধিত হয়। অভ্যঙ্গে সপ্তমী, নবমী, পর্ব্বদিন অর্থাৎ চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি ও ষষ্ঠী তিথিত্যাগ করিবে। এই সকল দিনে তৈলাভ্যঙ্গ করিলে নরকে গতি হয়।

"বৈদিকে কর্ম্মণি বামহস্তে বহুতরকুশান্ দক্ষিণেন পবিত্রং ধারয়েৎ।

পবিত্রন্তু দ্বিজঃ কুর্য্যাৎ কুশপত্রদ্বয়েন বা।

পত্রত্রয়েণ বা কার্য্যং নৈকপত্রেণ কুত্রচিৎ॥

সর্ব্বকালং তিলৈঃ স্নানং পুণ্যং ব্যাসোঽব্রবীন্মুনিঃ।

শ্রীকামঃ সর্ব্বদা স্নানং কুর্ব্বীতামলকৈর্নরঃ॥

সপ্তমীঃ নবমীঞ্চৈব পর্ব্বকালঞ্চ বর্জ্জয়েৎ॥

স্ত্রীতৈলমাংসসম্ভোগী পর্ব্বস্বেতেষু বৈ পুমান্।

বিণ্মূত্রভোজনং নাম প্রযাতি নরকং মৃতঃ॥

অষ্টমীঞ্চ তথা ষষ্ঠীং নবমীঞ্চ চতুর্দ্দশীং।

শিরোঽভ্যঙ্গং ন কুর্ব্বীত পর্ব্বসন্ধৌ তথৈব চ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

ইহা ভিন্ন চিত্রা, অশ্বিনী, হস্তা ও শ্রবণা নক্ষত্রে এবং সূর্য্য, মঙ্গল ও শুক্রবারে তৈলম্রক্ষণ করিবে না। এই সকল নিষিদ্ধ দিন ভিন্ন অন্য দিনে তৈল মাখিয়া মধ্যাহ্নস্নান করিবে। প্রাতঃস্নানে সকল দিনেই তৈল নিষিদ্ধ, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই সকল নিষিদ্ধ দিনে তৈল মাখিতে হইলে প্রতিপ্রসব এই যে, রবিবারে তৈলে পুষ্প, গুরুবারে দূর্ব্বা, মঙ্গলবারে মৃত্তিকা এবং শুক্রবারে গোময় দিয়া তৈল মাখিবে। অর্থাৎ এই প্রক্রিয়া দ্বারা তৈলদোষ বিনষ্ট হয়।

"চিত্রাশ্বিহস্তাশ্রবণেষু তৈলং ক্ষৌরং বিশাখপ্রতিপৎসু বর্জ্জ্যং

সোমে কীর্ত্তিঃ প্রসরতিতরাং রৌহিণেয়ে হিরণ্যং

দেবাচার্য্যে রবিসুতদিনে বর্দ্ধতে দীর্ঘমায়ুঃ।

তৈলস্নানাত্তনয়মরণং দৃশ্যতে সূর্য্যবারে

ভৌমে মৃত্যুর্ভবতি নিয়তং ভার্গবে বিত্তনাশঃ॥

রবৌ পুষ্পং গুরৌ দূর্ব্বাং ভূমিং ভূমিজবাসরে।

শুক্রে চ গোময়ং দদ্যাত্তৈলদোষোপশান্তয়ে॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

এই সকল নিষিদ্ধ দিন পরিত্যাগ করিয়া তৈল ম্রক্ষণপূর্ব্বক নাভিমাত্র জলে অবস্থান করিয়া স্নান করিবে। প্রতিদিন স্নান-

কালে সঙ্কল্প করিয়া স্নান করা বিধেয়। নাম, গোত্র, মাস ও তিথি উল্লেখ করিয়া সঙ্কল্পের বিধানানুসারে সঙ্কল্প করিবে। সঙ্কল্প না করিয়া স্নান করিলে তাহা বৈধস্নানবাচ্য হইবে না। তবে বিষ্ঠামূত্রাদি অস্পৃশ্য স্পর্শ করিয়া স্নান-স্থলে সঙ্কল্প করিতে হয় না। কিন্তু প্রতিদিন মধ্যাহ্নস্নানে সঙ্কল্প করিতেই হইবে। স্নানমধ্যে অবগাহনস্নান প্রশস্ত, তবে উদ্ধৃত জলে স্নান করিলেও অতিশয় দোষ হয় না। শরীরের নির্ম্মলতা ও ভাবশুদ্ধি বিনা স্নান হইতে পারে না, এই জন্য উদ্ধৃত বা অনুদ্ধৃত জলে স্নান করিবে।

অবগাহনস্নানস্থলে প্রথমে দর্ভপাণি হইয়া আচমন করিবে, তৎপরে তড়াগ, নদী প্রভৃতি যে স্থলে স্নান করিতে হইবে, তাহার চারিদিকে চারিহাত পরিমাণ স্থানে তীর্থ কল্পনা করিয়া লইবে। ঐ তীর্থে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক গঙ্গাকে আবাহন করিয়া সঙ্কল্পপূর্ব্বক স্নান করিবে।

"নৈর্ম্মল্যং ভাবশুদ্ধিঞ্চ বিনা স্নানং ন জায়তে।
তস্মান্মনোবিশুদ্ধ্যর্থং স্নানমাদৌ বিধীয়তে ॥
অনুদ্ধৃতৈরুদ্ধৃতৈর্ব্বা জলৈঃ স্নানং সদা চরেৎ।
তীর্থং প্রকল্পয়েদ্বিদ্বান্ মূলমন্ত্রেণ মন্ত্রবিৎ ॥
নমো নারায়ণায়েতি মূলমন্ত্র উদাহৃতঃ ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া তীর্থ আবাহন করিতে হয়। মন্ত্র যথা—

"বিষ্ণোঃ পাদপ্রসূতাসি বৈষ্ণবী বিষ্ণুপূজিতা।
পাহি নস্ত্বেনসস্তস্মাদাজন্মমরণান্তিকাৎ ॥
তিস্রঃ কোট্যোঽর্দ্ধকোটী চ তীর্থানাং বায়ুরব্রবীৎ।
দিবি ভুব্যন্তরীক্ষে চ তানি তে সন্তি জাহ্নবি ॥
নন্দিনীত্যেব তে নাম দেবেষু নলিনীতি চ।
বৃন্দা পৃথ্বী চ সুভগা বিশ্বকায়া শিবা সিতা ॥
বিদ্যাধরী সুপ্রসন্না তথালোকপ্রসাদিনী।
ক্ষমা চ জাহ্নবী চৈব শান্তা শান্তিপ্রদায়িনী ॥
এতানি পুণ্যনামানি স্নানকালে প্রকীর্ত্তয়েৎ।
ভবেৎ সন্নিহিতা তত্র গঙ্গা ত্রিপথগামিনী ॥"

এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক ৭ বার করসম্পুট করিয়া মস্তকে জল দিবে, তৎপরে পুনর্ব্বার তিন, চারি, পাঁচ বা সাতবার জল দিবে। এই রূপে মস্তকে জল দিয়া মৃত্তিকা আমন্ত্রণ করিয়া উক্ত মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক মস্তকে মৃত্তিকা দিবে। মন্ত্র যথা—

"অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে।
মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতং ॥
উদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেন শতবাহুনা।
আরুহ্য মম গাত্রাণি সর্ব্বং পাপং প্রমোচয় ॥
নমস্তে সর্ব্বভূতানাং প্রভবারিণি সুব্রতে ॥"

উক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া মস্তকে মৃত্তিকা তৎপরে 'নমো নারায়ণায় নমঃ' এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক চক্ষুঃ, কর্ণ ও নাসিকা অঙ্গুলি দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া ৩, ৫, বা ৭ বার ডুব দিয়া স্নান করিবে। এই বিধানানুসারে যিনি স্নান করেন, তিনি তীর্থস্নানের ফল লাভ করেন। উক্ত বিধানে তীর্থে স্নান করিলে দ্বিগুণ ফল লাভ হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিয়া স্নান করিবে। শূদ্র অমন্ত্রক স্নান করিবে। কিন্তু উক্ত বিধানানুসারেই স্নান করিতে হইবে। এইরূপে স্নানানুষ্ঠান করিলে পাপ বিনষ্ট হয়।

"যোঽনেন বিধিনা স্না'ত যত্র তত্রাম্ভসি দ্বিজ।
স তীর্থফলমাপ্নোতি তীর্থে তু দ্বিগুণং ফলং ॥
ব্রহ্মক্ষত্রবিশামেব মন্ত্রবৎ স্নানমিষ্যতে।
তুষ্ণীমেব হি শূদ্রস্য সনমস্কারকং মতং ॥
অগম্যাগমনাৎ স্তেয়াৎ পাপিভ্যশ্চ প্রতিগ্রহাৎ।
রহস্যাচরিতাৎ পাপাৎ মুচ্যতে স্নানমাচরন্ ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

ভোজন করিয়া স্নান করিতে নাই, মহানিশায়ও স্নান নিষিদ্ধ। অনেক বস্ত্র পরিধান করিয়া এবং যে জলাশয়ের বিষয় কিছু জানা নাই, তাহাতেও স্নান করিবে না। মহানিশি শব্দের অর্থ মধ্যম প্রহরদ্বয়। এই সময়ে স্নাননিষিদ্ধ হইলেও নৈমিত্তিক ও কাম্য স্নান নিষিদ্ধ নহে। অর্থাৎ ঐ সময়ে যদি গ্রহণাদি ও ব্যতীপাতাদি যোগ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে নৈমিত্তিক ও কাম্যস্নান করিতে পারিবে।

"ন স্নানমাচরেদ্ভুক্ত্বা নাতুরো ন মহানিশি।
ন বাসোভিঃ সহাজস্রং নাবিজ্ঞাতে জলাশয়ে ॥
মহানিশা তু বিজ্ঞেয়া মধ্যমং প্রহরদ্বয়ং।
তস্যাঃ স্নানং ন কর্ত্তব্যং কাম্যনৈমিত্তিকাদৃতে ॥"
(আহ্নিকতত্ত্ব)

পূর্ব্বোক্ত বিধানে প্রতিদিন স্নান করিবে। এই স্নান নিত্য নামে অভিহিত। এই তিনপ্রকার স্নানের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত স্নানবিধি নিত্য, নিত্য স্নান না করিলে প্রত্যবায় অর্থাৎ পাপ হয়। পুত্রজন্ম, পিতৃমাতৃমরণ, অশৌচাপগম প্রভৃতি নিমিত্তবশতঃ যে স্নান করা হয়, তাহাকে নৈমিত্তিক স্নান কহে। পাপক্ষয়াদি কামনা করিয়া গঙ্গাদি পুণ্য তীর্থে যে স্নান তাহা কাম্যস্নান।

গঙ্গাদি স্নানস্থলে ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। তীর্থাদি স্নানস্থলে প্রথমে স্নান, তৎপরে দান প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিতে হয়। গঙ্গাস্নানস্থলে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া স্নান করিবে। মন্ত্র যথা—

"বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসম্ভূতে গঙ্গে ত্রিপথগামিনি।
ধর্ম্মদ্রবীতি বিখ্যাতে পাপং মে হর জাহ্নবি ॥
শ্রদ্ধয়া ভক্তিসম্পন্নে শ্রীমাতর্দ্দেবি জাহ্নবি।
অমৃতেনাম্বুনা দেবি ভাগীরথি পুনীহি মাং ॥"

গঙ্গাসাগরসঙ্গমে স্নান করিতে হইলে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিতে হয়—

"ত্বং দেব সরিতাং নাথ ত্বং দেবি সরিতাম্বরে।
উভয়োঃ সঙ্গমে স্নাত্বা মুঞ্চামি দুরিতানি বৈ ॥"

লৌহিত্যস্নানে মন্ত্র—

"ব্রহ্মপুত্র মহাভাগ শান্তনোঃ কুলনন্দন।
অমোঘাগর্ভসম্ভূত পাপং লৌহিত্য মে হর ॥"

করতোয়াস্নানমন্ত্র—

"করতোয়ে সদানীরে সরিৎশ্রেষ্ঠে সুবিশ্রুতে।
পৌণ্ড্রান্ প্লাবয়তে নিত্যং পাপং হর করোদ্ভবে ॥"

তীর্থবিশেষে ইত্যাদি রূপ স্নানমন্ত্র লিখিত হইয়াছে, বাহুল্য-ভয়ে এস্থানে তৎসমস্ত লিখিত হইল না। শাস্ত্রে গঙ্গাস্নানের বিশেষ ফল লিখিত আছে। রঘুনন্দন প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে লিখিয়াছেন যে, এমন কোন পাতক নাই, যাহা গঙ্গাস্নানে নাশ হয় না। গঙ্গায় নন্দাস্নানের সঙ্কল্পস্থলে রঘুনন্দন এইরূপ বাক্য লিখিয়াছেন,—

"ওঁ তৎসদেত্যাদি সপ্তজন্মাবচ্ছিন্নপতিতান্নভক্ষণপতিতসংসর্গ-কৃতপাপপঞ্চমহাপাতকানির্ব্বচনীয়পাপক্ষয়রজস্বলাপৃষ্টান্নভোজন-সততাসত্যভাষণস্বর্ণমণিরত্নাপহরণসামান্যসকলবস্ত্বপহরণসখিবধ-মিত্রহিংসাবিপ্রহিংসামাতৃহিংসাদিজনিতমহারৌরবাঞ্জনবরতযম-কিঙ্করতাড়ননিবারণজন্যবাল্যযৌবনবার্দ্ধক্যদশাপাপক্ষয়ব্রহ্মলোকা-দিকরণকপরমহংসদর্শনপূর্ব্বকবাসাধীতচতুর্ব্বেদব্রাহ্মণসম্প্রদানক-কপিলাধেনুলক্ষদানজন্যফলশ্রীমন্নারায়ণদক্ষিণভুজবাসতদুত্তরমর্ত্ত্য-লোকীয়জন্মগুণাশ্রয়স্বসর্ব্বসুখভোগযশঃপ্রাপ্তিকামঃ অস্যাং গঙ্গায়াং নন্দাস্নানমহং করিষ্যে" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

এই সঙ্কল্পবাক্যের প্রতি লক্ষ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, গঙ্গাস্নানে কোন্ কোন্ পাতক বিনষ্ট হয়। গঙ্গাস্নান সকল পাতকনাশক এবং সকল প্রকার সুখবর্দ্ধক। যথাবিধানে স্নান করিয়া গঙ্গার স্তোত্রাদি পাঠ করা আবশ্যক।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, স্নান করিতে না পারিলে স্নানের অনুকল্প ৭ প্রকার স্নান কথিত হইয়াছে, স্নান না করিয়া কোন কর্ম্মে অধিকার হয় না, সুতরাং অসুস্থতানিবন্ধন যদি স্নান করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে এই অনুকল্প স্নান দ্বারাই স্নান সিদ্ধ হইবে। অর্থাৎ স্নান করিলে দৈব বা পৈত্র কর্ম্মে যেমন অধিকার হয়, তদ্রূপ এই স্নান দ্বারা দৈব ও পৈত্র কর্ম্ম করিতে পারা যায়।

১ মান্ত্র স্নান—"অপোহিষ্ঠা" ইত্যাদি তিনটী বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া মস্তকে ও অঙ্গে জলের ছিটা দিলে মান্ত্র স্নান হয়। এই জন্য সন্ধ্যার প্রথমে 'অপোহিষ্ঠাদি' মন্ত্র দ্বারা মান্ত্র স্নান করিতে হয়।

২ ভৌম অর্থাৎ পার্থিব স্নান—গঙ্গামৃত্তিকার তিলক ধারণ করিলে এই স্নান হয়। ৩ গাত্রে ভস্ম মাখিলে আগ্নেয় স্নান হয়। ৪ গোরজঃস্পর্শ করিলে তাহাকে বায়ব্য স্নান, ৫ আতপ নিক্ষেপ করিয়া দেবউদ্দেশ্যে দিব্য, ৬ অবগাহনস্নানকে বারুণ এবং বিষ্ণুস্মরণকে মানসস্নান কহে। এই সপ্ত প্রকার স্নানানুকল্প। এই ৭ প্রকার স্নানের মধ্যে যে কোন প্রকার স্নান করিলে স্নান সিদ্ধ হইয়া সকল কর্ম্মে অধিকার হয়। এই সকল স্নান অসমর্থ পক্ষে বুঝিতে হইবে। সমর্থ ব্যক্তি অবগাহনস্নানই করিবেন। কারণ অবগাহনস্নানই সকল প্রকার স্নান হইতে শ্রেষ্ঠ।

"অসামর্থ্যাচ্ছরীরস্য কালশক্ত্যাদ্যপেক্ষয়া।
মন্ত্রস্নানাদিতঃ সপ্ত কেচিদিচ্ছন্তি সূরয়ঃ ॥
মান্ত্রং ভৌমং তথাগ্নেয়ং বায়ব্যং দিব্যমেব চ।
বারুণং মানসঞ্চৈব সপ্ত স্নানং প্রকীর্ত্তিতং ॥
আপোহিষ্ঠেতি বৈ মান্ত্রং মৃদালম্ভস্তু পার্থিবং।
আগ্নেয়ং ভস্মনা স্নানং বায়ব্যং গোরজঃস্মৃতং ॥
যত্তু সাতপবর্ষেণ স্নানং তদ্দিব্যমুচ্যতে।
বারুণঞ্চাবগাহশ্চ মানসং বিষ্ণুচিন্তনং ॥
সমস্তং স্নানমুদ্দিষ্টং মন্ত্রস্নানক্রমেণ তু।
কালদোষাদসামর্থ্যাৎ সর্ব্বং তস্য ফলং স্মৃতং ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

আহ্নিকতত্ত্বে স্নানবিধিস্থলে এবং অন্যান্য মন্বাদিস্মৃতিতে স্নানের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। স্নান করিয়া অন্য বস্ত্র দ্বারা মস্তক ও গাত্রাদি মার্জ্জন করিয়া ধৌত শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিবে। যে বস্ত্র পরিধান করিয়া স্নান করা হয়, সেই বস্ত্রে গাত্রমার্জ্জন করিতে নাই। নগ্ন হইয়াও স্নান করিবে না।

স্নানকলশ (পুং) স্নানকুম্ভ, যে কুম্ভে জল রাখিয়া স্নান করা হয়, স্নানের কলসী।

স্নানগৃহ (ক্লী) স্নানার্থং গৃহং। স্নানাগার, যে গৃহে স্নান করা হয়। রাজগণ স্নানাগার নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে স্নান করিতেন।

স্নানতৃণ (ক্লী) স্নানায় তৃণং। কুশ, শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, স্নান-কালে হস্তে কুশ ধারণ করিয়া স্নান করিবে, এ জন্য উহার নাম স্নানতৃণ।

স্নানদ্রোণী (স্ত্রী) স্নানের পাত্র, স্নানের কলসী।

স্নানযাত্রা (স্ত্রী) যাত্রা উৎসববিশেষ। জ্যৈষ্ঠ পৌর্ণমাসী তিথিতে শ্রীবিষ্ণুর মহাস্নানরূপ উৎসব। জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমাতে ভগবান্ বিষ্ণুকে মহাস্নানের বিধানানুসারে স্নান করাইয়া উৎসব করিতে হয়। ভগবান্ বিষ্ণুর স্নান জন্য উৎসব হয় বলিয়া ইহাকে স্নানযাত্রা কহে। এই পূর্ণিমা শ্রীজগন্নাথদেবের জন্ম দিন, অতএব এই দিনে জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামকে অবলোকন করিলে বিষ্ণুলোকে গতি হয়।

"মাসি জৈ্যষ্ঠে তু সংপ্রাপ্তে নক্ষত্রে শক্রদৈবতে।
পৌর্ণমাস্যাং তদা স্নানং সর্ব্বপাপং হরেদ্দ্বিজাঃ॥
তস্মিন্ কালে তু যে মর্ত্ত্যাঃ পশ্যন্তি পুরুষোত্তমং।
বলভদ্রং সুভদ্রাঞ্চ তে যান্তি পদমব্যয়ং॥
জৈ্যষ্ঠামহঞ্চাবতীর্ণস্তৎপুণ্যাং জন্মবাসরং।
তস্যাং মে স্নপনং কুর্য্যান্মহাস্নানবিধানতঃ॥
জৈ্যষ্ঠ্যাং প্রাতঃস্নানকালে ব্রহ্মণা সহিতঞ্চ মাং।
রামং সুভদ্রাং সংপ্রাপ্য মম লোকমবাপ্নুয়াৎ॥" (তিথিতত্ত্ব)

পুরুষোত্তমধাম জগন্নাথক্ষেত্রে এই জৈ্যষ্ঠী পূর্ণিমাতে অতিশয় আড়ম্বরের সহিত স্নানযাত্রোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বহু দূর দূরান্তর হইতে ভক্তবৃন্দ ঐ দিনে এই স্থানে সমাগত হইয়া ভগবজ্জন্মোৎসব দর্শন করিয়া জীবন ও জন্ম সার্থক করিয়া থাকে। এই স্নানযাত্রার বিধানপদ্ধতি আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা এই স্থলে লিখিত হইল না। এই দিনে সকলে ভগবান্ বিষ্ণু অর্থাৎ নারায়ণশিলা প্রভৃতিকে মহাস্নানের বিধানে স্নান করাইবে। যথাবিধানে স্নানের পর যথাশক্তি উৎসবাদি করিবে। [জগন্নাথ শব্দ দেখ]

স্নানবস্ত্র (ক্লী) স্নানায় বস্ত্রং যে বস্ত্র পরিধান করিয়া স্নান করা হয়, চলিত কথায় ইহাকে তেলধুতি কহে।

স্নানবাসস্ (ক্লী) স্নানার্থং বাসঃ। স্নানবস্ত্র।

স্নানবিধি (পুং) স্নানস্য বিধিঃ। শাস্ত্রে স্নানের যে বিধান আছে, তাহাকে স্নানবিধি কহে। [স্নান শব্দ দেখ]

স্নানবেশ্মন্ (ক্লী) স্নানার্থং বেশ্ম। স্নানগৃহ, স্নানাগার।

স্নানশাটী (স্ত্রী) স্নানবস্ত্র, যে বস্ত্র পরিধান করিয়া স্নান করা হয়। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, স্নানের পর স্নানশাটী দ্বারা অঙ্গ-মার্জ্জন করিতে নাই।

"স্নাতো নাঙ্গানি নিমৃজ্জাৎ স্নানশাট্যা ন পাণিনা।"(আহ্নিকতত্ত্ব)

স্নানশালা (স্ত্রী) স্নানার্থং শালা। স্নানগৃহ।

স্নানাম্বু (ক্লী) স্নানের নিমিত্ত যে জল।

স্নানীয় (ত্রি) স্নাত্যনেনেতি স্না করণে অনীয়র্, যদ্বা স্নানায় হিতং স্নান-ছ। ১ স্নানযোগ্য। ২ স্নানসম্পাদক দ্রব্য।

"গঙ্গাদীনাঞ্চ তীর্থানাং বারি কুম্ভপ্রপূরিতং।
স্নানীয়ং তে প্রযচ্ছামি স্নানং কুরু ত্রিলোচনে॥"
(দুর্গোৎসবপদ্ধতি)

স্নানোদক (ক্লী) স্নানার্থমুদকং। স্নানীয় জল, স্নানের নিমিত্ত যে জল।

স্নানোপকরণ (ক্লী) স্নানস্য উপকরণং। স্নানের উপকরণ দ্রব্য। তৈল, জল প্রভৃতি স্নানীয় দ্রব্য।

স্নাপন (ক্লী) স্না-ণিচ্-ল্যুট্। স্নাপন, স্নান।

"উৎসাদনঞ্চ গাত্রাণাং স্নাপনোচ্ছিষ্টভোজনে।
ন কুর্য্যাদ্গুরুপুত্রস্য পাদয়োশ্চাবনেজনং॥" (মনু ২।২০৯)

স্নায়িন্ (ত্রি) স্নাতীতি স্না-ণিনি। স্নানকর্ত্তা।

"প্রাতঃস্নায়ী ভবেন্নিত্যং দ্বৌ মাসৌ মাঘফাল্গুনৌ॥" (তিথিতত্ত্ব)

স্নায়ু (স্ত্রী) স্না বাহুলকাৎ উন্ (আতোযুক্ণিচ্ কৃতোঃ। পা ৭।৩।৩৩) ইতি যুক্। বায়ুবাহিনী নাড়ী। পর্য্যায়—স্নসা, বস্নসা, নসা। (রাজনি°) বৈদ্যকমতে গর্ভস্থ বালকের সপ্তম মাসে স্নায়ু জন্মে। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় লিখিত আছে যে, শরীরে ৯০০ শত স্নায়ু আছে।

"শিরাঃ শতানি সপ্তৈব নবস্নায়ুশতানি চ।"(যাজ্ঞবল্ক্যস° ৩।১০০)

শরীরে ৭০০ শত শিরা, ৯০০ শত স্নায়ু, ২০০ ধমনী এবং ৫০০ পেশী আছে। সুশ্রুতাদি বৈদ্যকগ্রন্থে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, অতি সংক্ষেপে তাহা আলোচিত হইল। যে সকল নাড়ী দ্বারা বায়ু চলাচল করে, তাহাকে স্নায়ু কহে। এই স্নায়ু চারি ভাগে বিভক্ত, যথা প্রতানবতী অর্থাৎ শাখা-প্রশাখাবিশিষ্টা, বৃত্তা অর্থাৎ গোলাকার, পৃথুল স্থূল, এবং সুষির ছিদ্রযুক্ত। এই চারি প্রকার স্নায়ু। হস্ত, পাদ ও সন্ধিস্থলের স্নায়ুসকল প্রতানবতী, কণ্ডরাসকলে বৃত্তা, পার্শ্বদেশ, বক্ষ, পৃষ্ঠ এবং মস্তকের স্নায়ুসকল পৃথুল এবং আমাশয় ও পক্বাশয়ের অন্তভাগে এবং বস্তির স্নায়ুসকল সুষির।

"নৌর্যথা ফলকাস্তীর্ণা বন্ধনৈর্বহুভির্যুতা।
ভারক্ষমা ভবেদপ্সু নৃযুক্তা সুসমাহিতা॥
এবমেব শরীরেঽস্মিন্ যাবন্তঃ সন্ধয়ঃ স্মৃতাঃ।
স্নায়ুভির্বহুভির্বদ্ধা স্তেন ভারসহানরাঃ॥"
(সুশ্রুত শারীরস্থা°)

নৌকার কাষ্ঠফলকসমূহ যেমন বহুবিধ বন্ধনে আবদ্ধ হইলে তবে জলমধ্যে ভাসিয়া মনুষ্যের ভার সহ্য করিতে পারে, শরীরের সন্ধিসকলও সেইরূপ বহু স্নায়ুবন্ধনে আবদ্ধ থাকাতে মনুষ্য-ভার-বহনে সমর্থ হইয়া থাকে। একমাত্র স্নায়ুর বিনাশে শরীরের যত অনিষ্ট হয়, অস্থি, পেশী, শিরা বা সন্ধির বিনাশে তত অনিষ্ট হয় না। যে বৈদ্য শরীরের বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ স্নায়ুসমুদয় অবগত থাকেন, তিনিই দেহ হইতে গূঢ়শল্য বাহির করিতে পারেন। অতএব চিকিৎসকগণের স্নায়ু বিষয়ে বিশেষ রূপে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, স্নায়ু ৯০০, তাহার মধ্যে হস্তপদে ৬০০, কোষ্ঠদেশে ২৩০, গ্রীবা এবং তাহার উর্দ্ধদেশে সপ্ততি, ইহাদের মধ্যে প্রত্যেক পাদাঙ্গুলিতে ৬ টা করিয়া ৩০ টা, তলকূর্চ্চ ও গুল্ফদেশে ৩০, জঙ্ঘায় ৩০, উরুতে ৪০, বঙ্ক্ষণে ১০, এবং জানুতে ১০, এইরূপে প্রত্যেক ১৫০ করিয়া দুইটী পায়ে ৩০০ শত। বাহুদ্বয়েও ঐরূপ ৩০০

শত এবং কটিতে ৬০ ও মস্তকে ৪০ এইরূপে সমগ্র দেহে ৯০০ শত স্নায়ু।

শিরা, স্নায়ু প্রভৃতি পেশী দ্বারা আবৃত আছে, ইহাতেই তাহারা স্ব স্ব কার্য্যজননে সমর্থ হয়। (সুশ্রুত শারীরস্থা°)

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে যে, শিরা মেদের স্নেহভাগ গ্রহণ করিয়া স্নায়ুত্ব প্রাপ্ত হয়। শিরাসকলের মৃদুপাক এবং স্নায়ুসমূহের তাহা হইতে খরপাক। স্নায়ু দ্বারা শরীরের মাংস, অস্থি, মেদ এবং সন্ধিসমূহের বন্ধনক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। যে হেতু শিরা হইতে স্নায়ু অতিদৃঢ়তর। কাষ্ঠফলকসমূহ বহুবিধ বন্ধন দ্বারা নৌকা নির্ম্মিত করিয়া গভীর জলে ভাসাইলে যেমন অত্যন্ত ভারবহনে সমর্থ হয়, শরীরের সন্ধি সমস্ত বহুতর স্নায়ু দ্বারা বদ্ধ থাকায় মনুষ্যগণ ভার সহ্য করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। কোন্ কোন্ স্থানে কতসংখ্যক স্নায়ু আছে, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। স্নায়ুসংখ্যা ৯০০ শত।

প্রত্যেক পাদাঙ্গুলিতে—			
৬টী করিয়া—৩০০		দুই হাতে ঐরূপ	৩০০
পাদতলের অগ্রভাগে		কটিদেশে	৬০
ও গুল্ফে—৩০		পৃষ্ঠে	৮০
জঙ্ঘায়	৩০	দুই পার্শ্বে	৬০
জানুতে	৩০	বক্ষঃস্থলে	৩০
উরুদেশে	৪০	গ্রীবাদেশে	৩৬
বঙ্ক্ষণে	১০	মূর্দ্ধদেশে	৩৪
এইরূপে অপর পায়ে			
	১৫০		৬০০
	১৫০		৩০০
	৩০০		৯০০

পেশী ও স্নায়ু—পেশীসমূহ দ্বারা শরীর অথবা শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমুদায় সঞ্চালিত হইয়া থাকে। পেশীর সাহায্যেই মানবগণ উঠিতে, বসিতে, দাঁড়াইতে, চলিতে, ফিরিতে, ছুটাছুটী করিতে, কথা কহিতে, হাসিতে ও কাঁদিতে পারে। এক কথায় বলিতে পারা যায় যে, বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ সকল প্রকার চেষ্টা পেশীসমূহের সাহায্যেই সাধিত হয়। কিন্তু পেশীসমূহের এই সকল অপ্রতিম ক্ষমতা কোথা হইতে হয়? কে তাহাকে কার্য্যে প্রেরণ বা প্রবৃত্ত করে? স্নায়ু।

স্নায়ু কি? পেশীসমূহ দ্বারা শরীর অথবা শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল সঞ্চালিত হয় কিংবা স্ব স্ব কার্য্যসাধনে সমর্থ হইয়া থাকে। কিন্তু স্নায়ুমণ্ডল হইতেই পেশী ঐ সকল ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। স্নায়ুগণের সাহায্যে পেশীগণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় এবং আমরা চলিতে, ফিরিতে, উঠিতে, বসিতে ও অন্যান্য কার্য্য করিতে পারি। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি বৃত্তি ও প্রবৃত্তি এ সমস্তই স্নায়ুর কার্য্য। রূপদর্শন, শব্দশ্রবণ, গন্ধগ্রহণ, রসাস্বাদন ও স্পর্শজ্ঞান প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই স্নায়ু দ্বারা সাধিত হয়।

স্নায়ুমণ্ডলই জীবের সকল প্রকার চেষ্টা ও চৈতন্যের প্রধান যন্ত্র।

স্নায়ুবিধান—স্নায়ুবিধানকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে। ১ মস্তিষ্ককশেরুকামজ্জাগত (Cerebral Spinal) ২ সাহানুভূতিক (Sympathetic)

মস্তিষ্ককশেরুকামজ্জাগত—মস্তিষ্ক ও কশেরুকামজ্জা এবং উহাদের স্নায়ুসমূহ দ্বারা মস্তিষ্ক কশেরুকামজ্জাগত স্নায়ুবিধান গঠিত। মস্তিষ্ক কশেরুকামজ্জা অথবা পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জা হইতে স্নায়ুসকল উদ্ভূত হইয়াছে। এই জন্য এই দুইটীকে স্নায়ু-মূল কহে। করোটীগহ্বরের অস্থিময় প্রাচীরের অভ্যন্তরে মস্তিষ্ক অবস্থিত এবং কশেরুকা মজ্জা পৃষ্ঠবংশের প্রণালীমধ্যে সংস্থিত। একটী বৃহৎ রন্ধ্রের ভিতর দিয়া মস্তিষ্ক ও স্নায়ু পরস্পর মিলিত হইয়াছে। সেই রন্ধ্রের নাম খর্পররন্ধ্র। তিনটী ঝিল্লী পৃথক্ পৃথক্ রূপে এই দুইটী স্নায়ুকেন্দ্রকে আচ্ছাদিত করিয়া রহিয়াছে। মস্তিষ্ক ও কশেরুকা বা পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জা দুই প্রকার স্নায়ু পদার্থ দ্বারা গঠিত। বর্ণানুসারে এই দুইটী ধূসর এবং শুভ্র পদার্থ নামে অভিহিত। স্নায়ুসকল মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশ মজ্জা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।

মস্তিষ্কজাত স্নায়ুসমূহ—মস্তিষ্ক হইতে দ্বাদশটী যুগ্ম স্নায়ু উদ্ভূত হইয়াছে। ইহারা মস্তিষ্কের তলদেশ হইতে যুগ্মাকারে অর্থাৎ এক এক জোড়া একত্র বহির্গত হইয়াছে। সেই জন্য ইহাদিগকে যুগ্ম স্নায়ু কহে। এই সকল স্নায়ুর মধ্যে অনেকগুলি শরীরের প্রধান ইন্দ্রিয় আছে। যথা—ঘ্রাণেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয়, গতিসাধক, চৈতন্যসাধক ও চলচ্ছক্তি-সাধক ইত্যাদি।

ঘ্রাণস্নায়ু—ইহা মস্তিষ্কের আভ্যন্তরীণ একটী বিশেষ স্নায়ু-পিণ্ড হইতে উৎপন্ন এবং স্নায়ুগুচ্ছ দ্বারা মস্তিষ্কের সহিত সংযুক্ত। ইহা শৌষির অস্থির ছিদ্রসমূহের মধ্য দিয়া তিনটী গুচ্ছে বিভক্ত হইয়া নাসিকার অভ্যন্তরস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে বিস্তৃত হইয়াছে। ইহার প্রধান ক্রিয়া ঘ্রাণগ্রহণ।

দর্শনস্নায়ু—ইহা মস্তিষ্কমধ্যে উদ্ভূত হইয়া অক্ষিগোলকে প্রবেশ করিয়াছে। ইহার প্রধান কার্য্য দর্শন।

তৃতীয় স্নায়ু—ইহাও মস্তিষ্কের অভ্যন্তর হইতে উৎপন্ন। অক্ষিগোলকের অনেকগুলি পেশী ইহাতে অবস্থিত। সেই জন্য দর্শনকার্য্যের সহায়তা করা ইহার প্রধান কার্য্য।

চতুর্থ স্নায়ু—ইহা যুগ্মস্নায়ু। ইহা তৃতীয় স্নায়ুমূলের নিম্নস্থ ধূসর পদার্থ হইতে উৎপন্ন। মস্তিষ্কজাত স্নায়ুসমূহের

মধ্যে ইহা ক্ষুদ্রতম। দর্শনেন্দ্রিয়ের পেশীর গতিসাধনই ইহার প্রধান কার্য্য।

পঞ্চম স্নায়ু—ইহা যুগ্মস্নায়ু। মস্তিষ্কজাত স্নায়ুসমূহের মধ্যে ইহা বৃহত্তম। ইহার দুইটী মূল, তন্মধ্যে একটী বৃহৎ, অপরটী ক্ষুদ্র। বৃহত্তর মূলটী চৈতন্যসাধক এবং ক্ষুদ্রটী গতিসাধক। এই স্নায়ু মস্তিষ্কের তলদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রধানতঃ ইহার দুইটী ক্রিয়া, প্রথম চৈতন্যসাধন, যে অংশ দ্বারা এই ক্রিয়া সাধিত হয়, তাহা মুখমণ্ডলসম্মুখ, কপাল, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মুখগহ্বর, জিহ্বা ও দন্তে বিস্তৃত। দ্বিতীয় গতিবিধান এই অংশ চর্ব্বণকারী পেশীসমূহে ব্যাপ্ত।

ষষ্ঠ স্নায়ু—ইহাও যুগ্মস্নায়ু। গতিবিধান ইহার প্রধান কার্য্য।

সপ্তম স্নায়ু—ইহা যুগ্মস্নায়ু। এই যুগ্মস্নায়ু দুইটি স্নায়ুরজ্জুতে বিভক্ত। উভয়েরই গঠন ও ক্রিয়া বিভিন্ন রূপ। ইহাদের মধ্যে একটী বাহ্য, অপরটী আভ্যন্তরীণ। আভ্যন্তরীণ স্নায়ু বাহ্য অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর। ইহার নাম মৌখিক স্নায়ু। বাহ্য স্নায়ুকে শ্রবণস্নায়ু কহে। কেহ কেহ এই দুইটী স্নায়ুকে পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। উক্ত স্নায়ুর দুইটী অংশ একটী ক্ষুদ্র স্নায়ু দ্বারা সংযুক্ত। এই স্নায়ু দ্বারা মুখমণ্ডলস্থ পেশীসমূহের সঞ্চলন-ক্রিয়া সাধিত হয়। কেবল চর্ব্বণকার্য্যে সাহায্যকারী পেশী সকল ইহার অন্তর্গত নহে। সুতরাং স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে, আস্বাদন ও কিয়ৎ পরিমাণে আঘ্রাণ ও শ্রবণ প্রভৃতি প্রধান প্রধান কার্য্য ইহা দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ইহা মুখস্থ লালানিঃসরণে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করে। এই স্নায়ুর পক্ষাঘাত হইলে অর্দ্দিত, শ্রবণশক্তির কিয়ৎ পরিমাণে হানি এবং দর্শন, আঘ্রাণ ও আস্বাদনশক্তির নাশ হইয়া থাকে।

অষ্টম স্নায়ু—ইহাও যুগ্মস্নায়ু। ইহাতে তিনটী পৃথক্ পৃথক্ স্নায়ু আছে। কেহ কেহ ইহাকে পৃথক্ না বলিয়া একটী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এই স্নায়ুর একটী দ্বারা চৈতন্যবিধান এবং পরিচালন ও আস্বাদনকার্য্য সাধিত হয়। অপরটী শ্বাসমণ্ডল, হৃৎপিণ্ড, অন্নবহা নালীর উর্দ্ধাংশ ও তৎসংক্রান্ত আভ্যন্তরীণ যন্ত্র সমুদায়ে বিস্তৃত হইয়াছে। ইহার কার্য্য একরূপ নহে। ইহা স্বর-যন্ত্র, পাকস্থলী, অন্নমণ্ডল প্রভৃতির ও ফুস্ফুসের শক্তিবিধান করে, হৃৎপিণ্ডের কার্য্য সংযত করিয়া রাখে এবং লালানিঃসারণে সহায়তা করে।

কশেরুকা প্রণালীর অভ্যন্তরস্থ স্নায়ু পদার্থের দীর্ঘ নলাকার পিণ্ডকে মেরুরজ্জু বলা যায়। ইহা মজ্জাময় তিনটী ঝিল্লি দ্বারা আচ্ছাদিত। ঐ তিনটী ঝিল্লী অনেকাংশে মস্তিষ্কের ঝিল্লিত্রয়ের অনুরূপ। মেরুমজ্জা হইতে ৩১ টী যুগ্মনাল উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ সকল স্নায়ু সেই জন্য মেরুমজ্জাজাত স্নায়ু নামে অভিহিত হইয়াছে।

কশেরুকা মজ্জা দুই প্রকার, স্নায়বিক পদার্থে গঠিত। সেই দুইটী স্নায়ুপদার্থও মস্তিষ্কের স্নায়ুপদার্থের ন্যায় ধূসর ও শুভ্র এই দুই প্রকার।

গ্রীবাদেশীয় স্নায়ু ৮টী, এই সকল স্নায়ু যত নিম্নে আসিয়াছে, ততই ইহাদের আয়তন বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পৃষ্ঠদেশীয় স্নায়ু ১২টী, ইহাদের মধ্যে প্রথম স্নায়ুটী পৃষ্ঠ-দেশীয় প্রথম ও দ্বিতীয় কশেরুকার মধ্যভাগ হইতে এবং শেষ স্নায়ুটী দ্বাদশসংখ্যক পৃষ্ঠাবলম্বী ও প্রথমসংখ্যক কটিদেশীয় কশেরুকার মধ্যে উদ্ভূত হইয়াছে।

কটিজাত স্নায়ু সংখ্যায় দশটী। প্রত্যেক পার্শ্বে পাঁচটী করিয়া আছে। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি নিম্নে বর্দ্ধিতায়তন, হইয়া সাহানুভূতিক স্নায়ুগণের সহিত মিলিত হইয়াছে।

উক্ত ত্রিবিধ স্নায়ু ব্যতীত পৃষ্ঠবংশমূলে পাঁচটী এবং শঙ্খা-বর্ত্তে স্নায়ু আছে। এই দুই প্রকার স্নায়ু যথাক্রমে পৃষ্ঠবংশ-মূলীয় ও শঙ্খবর্ত্তীয় নামে অভিহিত। উপরে যে সকল স্নায়ুর উল্লেখ করা হইল, সেই সকল স্নায়ু ব্যতীত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ আরও কতকগুলি স্নায়ু আছে।

সাহানুভূতিক স্নায়ুসমূহ—সাহানুভূতিক স্নায়ুবিধান দুইটী গ্রন্থিময় স্নায়ুরজ্জু দ্বারা গঠিত এবং মধ্যে মধ্যে এক একটী স্নায়ু-রজ্জু দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত। ইহারা পৃষ্ঠবংশে প্রত্যেক কশেরুকার সম্মুখ ও পার্শ্বদেশে কিয়ৎ পরিমাণে স্থিত। মেরুদণ্ড বা মেরুপৃষ্ঠ যত বড়, সাহানুভূতিক স্নায়ুবিধানের গ্রন্থিময় স্নায়ুরজ্জুও তত বড়। উর্দ্ধে ইহারা করোটীর তলদেশ হইতে নিম্নে মজ্জাবর্ত্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পৃষ্ঠবংশের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশানুসারে উক্ত দুইটী স্নায়ু-রজ্জুর নাম করণ হইয়াছে। যথা গ্রীবাবলম্বী, পৃষ্ঠপ্রদেশীয়, কটিস্থানীয় ও পৃষ্ঠবংশমূলীয়। গ্রীবাবলম্বী অংশের তিনটি মাত্র গ্রন্থি আছে, অবশিষ্ট তিনটী অংশে যতগুলি কশেরুকা আছে, তাহাদের গ্রন্থিসংখ্যাও তত।

এই স্নায়ুর বিবিধশাখা ও প্রশাখা প্রত্যেক গ্রন্থি হইতে অন্তঃ ও বাহ্য শাখাসকল নির্গত হইয়াছে। অন্তঃশাখাসকল রক্তবহা নাড়ী ও আভ্যন্তরীণ যন্ত্রসমূহে ব্যাপ্ত হইয়াছে, তাহারা বক্ষঃ উদর ও বস্তিগহ্বরে মস্তিষ্ক, কশেরুকা, মজ্জাজাত স্নায়ুসকলের সহিত সম্মিলিত রহিয়াছে। এই সকল স্নায়ুতে দুই প্রকার সূত্র দেখা যায়। তন্মধ্যে এক প্রকার মজ্জাজাত স্নায়ু হইতে সাহানু-ভূতিক স্নায়ুতে এবং অপরপ্রকার সূত্রসকল গ্রন্থির সহিত মজ্জাজাত স্নায়ুসমূহে গমন করিয়াছে। এই সকল অন্তঃ ও বহিঃশাখা ব্যতীত আরও কতকগুলি শাখাপ্রশাখা স্নায়ু দেখা যায়। তাহাদিগের মধ্যে কোন কোন স্নায়ু মস্তিষ্কজাত স্নায়ু-সকলের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। কতকগুলি স্নায়ু গলদেশস্থ

বৃহৎ ধমনীর সঙ্গে সঙ্গে করোটীর গহ্বরে প্রবেশ করিয়া তথায় দুইটী স্নায়ুম্রাত নির্ম্মাণ করিয়াছে এবং করোটীর অনেকগুলি স্নায়ুর সহ মিলিত হইয়াছে, অপর কতকগুলি স্নায়ুশাখা করোটীর তলদেশে মস্তিষ্কজাত স্নায়ুসকলের সহিত সংযোগ সাধন করিয়াছে।

ক্রিয়া – সাহানুভূতিক স্নায়ুর কার্য্য প্রধানতঃ গতি ও শক্তি-বিধান, হৃৎপিণ্ডের বলাধান ও শরীরের ক্ষয়িত শক্তির পুনরুপচয়করণ।

স্নায়ুক (পুং) তন্নামক রোগবিশেষ। স্নায়ুরোগ। হিন্দী নহরুয়া।

"শাখাসু কুপিতো দোষঃ শোথং কৃত্বা বিসর্পবৎ।
ভিত্ত্বৈব তং ক্ষতে তত্র সোষ্মা মাংসং বিশোষ্য চ॥
কুর্য্যাত্তন্তুনিভং সূত্রং তৎপিষ্টৈস্তক্রশক্তুজৈঃ।
শনৈঃ শনৈঃ ক্ষয়াদ্‌যাতি ছেদাত্তৎকোপমাবহেৎ॥
তৎপাতাচ্ছোথশান্তিঃ স্যাৎ পুনঃ স্থানান্তরে ভবেৎ।
স স্নায়ু ইতি বিখ্যাতঃ ক্রিয়োক্তাত্র বিসর্পবৎ॥
বাহ্বোর্যদি প্রমাদেন জঙ্ঘয়োস্ত ট্যতে কচিৎ।
সঙ্কোচং খঞ্জতাঞ্চাপি ছিন্নো নূনং করোত্যসৌ॥" (ভাবপ্র°)

যে রোগে জঙ্ঘাদিতে দোষ কুপিত হইয়া বিসর্পের ন্যায় শোথ উৎপন্ন ও ভিন্ন হইয়া শোথস্থানে ক্ষত জন্মায় এবং দোষ উষ্মার সহিত মিলিত হইয়া ক্ষতস্থানের মাংসকে শোষণপূর্ব্বক সূত্রের ন্যায় করে, সেই স্থানে তক্র ও শক্তু পিণ্ডাকৃতি করিয়া প্রয়োগ করিলে ঐ সূত্রাকৃতি মাংস ক্ষত হইতে ক্রমে ক্রমে বহির্গত হয়, অভিঘাতাদি দ্বারা ঐ সূত্র ছিন্ন হইয়া পতিত হইলে শোথ নিবারিত হয়, কিন্তু রোগের মূল ধ্বংস না হওয়ায় ঐ দোষ প্রকুপিত হইয়া পুনর্ব্বার স্থানান্তরে ঐ রোগ উৎপাদন করে। এইরূপ লক্ষণ হইলে তাহাকে স্নায়ুরোগ কহে। এই স্নায়ুরোগ হইলে বিসর্পরোগের ন্যায় চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য, এই রোগে যদি অভিঘাতাদি দ্বারা বাহুগত সূত্র ছিন্ন হয়, তাহা হইলে বাহু সঙ্কোচিত এবং জঙ্ঘাগত সূত্র ছিন্ন হইলে খঞ্জতা হইয়া থাকে।

স্নায়ুরোগের চিকিৎসা—স্নেহ, স্বেদ, ও প্রলেপাদি দ্বারা স্নায়ুরোগের চিকিৎসা করিবে। শীতল জলের সহিত হিঙ্গু পান করিলে স্নায়ুরোগ নষ্ট হয়। ভেকের মাংস কাঁজির সহিত সিদ্ধ করিয়া স্বেদ দিলে অথবা বাবলার বীজ পিষিয়া প্রলেপ দিলে স্নায়ুরোগ নষ্ট হয়। তিন দিন গব্যঘৃত পান করিয়া তিনদিন নিশিন্দার স্বরস পান করিবে, ইহা দ্বারা বর্দ্ধিত স্নায়ুরোগও বিনষ্ট হয়। করলার মূল শীতল জল দ্বারা পেষণ করিয়া পান করিলে স্নায়ুরোগের তন্তু নষ্ট হয়, এবং অশ্বগন্ধা ও ঘৃতের সহিত পান করিলে স্নায়ুরোগের ক্ষত প্রশমিত হইয়া থাকে। আতইচ, মুতা, বামনহাটী, শুণ্ঠী, পিপ্পলী ও বহেড়া, এই সকলের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া যথামাত্রায় উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে স্নায়ুরোগের তন্তু বিনষ্ট হয়। শজিনার মূল ও পত্র এবং সৈন্ধব কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে স্নায়ুরোগ নষ্ট হয়। কুলেখাড়ার মূল জল দ্বারা উত্তম রূপ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে নিঃসন্দেহ স্নায়ুর সূত্র নির্গত হয়। (ভাবপ্র°)

স্নায়ুদুর্ব্বলতা (স্ত্রী) স্নায়ুর দৌর্ব্বল্য।

স্নায়ুশূল (পুং) শূলরোগবিশেষ। ইহার লক্ষণ—সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরাসমূহের নাম স্নায়ু। সেই স্নায়ুসমূহে শূলবৎ তীব্র বেদনা হইলে তাহাকে স্নায়ুশূল কহে। বায়ুজনিত এক প্রকার শূলবেদনা মাত্র। বেদনা ব্যতীত ইহার আর কোন লক্ষণ নাই। মস্তক, বাহু, পাদ প্রভৃতি অঙ্গাবয়বস্থ চর্ম্মের নিম্নদেশে এই বেদনা উপস্থিত হয়। ফলতঃ শরীরের যাবতীয় স্থানেই এই বেদনা হইতে পারে। স্থানভেদে এই স্নায়ুশূলের তিন প্রকার নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। সমুদয় মুখমণ্ডলে যে স্নায়ুশূল হয়, তাঁহার নাম উর্দ্ধভেদ, মুখমণ্ডলের অর্দ্ধাংশে হইলে তাহার নাম অর্দ্ধভেদ, এবং স্ফিক্ অর্থাৎ পাছায় উপস্থিত হইলে তাহাকে অর্দ্ধভেদ কহে। বলক্ষয়, রক্তক্ষয়, বৃক্কদোষ, মস্তিষ্কদোষ, অজীর্ণ, এবং বিবিধ দন্তরোগ হইতে উর্দ্ধভেদ নামক স্নায়ুশূল জন্মে। ইহাতে ললাটে, নিম্ন অক্ষিপুটে, গণ্ডস্থলে, নাসিকায়, ওষ্ঠে, জিহ্বাপার্শ্বে, অধরে ও দন্তে শূল এবং দাহবৎ বেদনা হয়। এই বেদনা প্রথমতঃ মুখের এক পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া পরে সমুদয় মুখে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

আর্দ্রস্থানে বাস, শৈত্যসেবা, বলক্ষয় এবং বিকৃত বায়ু ও বিকৃত জলের উপসেবা প্রভৃতি কারণে অর্দ্ধভেদ উৎপন্ন হয়। ইহাতে মুখমণ্ডলের অর্দ্ধাংশ ব্যাপিয়া তীব্র বেদনা হয়। অধিকাংশ স্থলেই এই রোগ বামপার্শ্ব হইতে দেখা দেয়। আরও বোধ হয় যেন মস্তক বাণ দ্বারা বিদ্ধ হইতেছে। মধ্যে মধ্যে বিরাম পাইলে এই পীড়া দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত থাকিতে পারে। যৌবনকালেই ইহার প্রাদুর্ভাব অধিক এবং পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীদিগের ইহা অধিক হইতে দেখা যায়। মলরোধ, পরিশ্রম, শীতসেবা, দুর্ব্বলতা, আমবাতরোগ, আর্দ্রস্থানে বাস এবং গর্ভবিকৃতি প্রভৃতি কারণে অধোভেদ নামক স্নায়ুশূল হয়। পাছায়, উরুতে, জানু ও সন্ধির পশ্চাদ্‌ভাগে এবং কখন কখন পদে জঙ্ঘায় অধোভেদ উপস্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা প্রায়ই এক পদে হইয়া থাকে, রাত্রিকালে এবং প্রৌঢ় বয়সে এই পীড়ার প্রকোপ অধিক হয়।

চিকিৎসা—বায়ুর অনুলোমক, বলবর্দ্ধক, এবং অগ্নিজনক, ঔষধাদি এই পীড়ায় প্রশস্ত। বাতব্যাধি অধিকারোক্ত কুব্জ-

প্রসারিণী বা মহামাষতৈল মর্দ্দন, মাষকলায় সিদ্ধ করিয়া তাহার স্বেদপ্রদান, বাতরোগোক্ত বাতজ বেদনানাশক প্রলেপ-ব্যবহার, এবং এরণ্ডতৈল দ্বারা বিরেচন এই পীড়ায় হিতকর, বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃতও ইহাতে বিশেষ উপকারক। ছোট এলাইচ, বড় এলাইচ, বেণামূল, শ্বেতচন্দন, শ্যামালতা, অনন্তমূল, মেদা, মহামেদা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, গুলঞ্চ, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও যমানী প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে ও সকলের সমান রৌপ্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ২ রতি মাত্রায় গব্যঘৃতের সহিত সেবন করিলে সকল প্রকার স্নায়ুশূল আশু প্রশমিত হয়। স্বর্ণমাক্ষিক, লৌহ, রসসিন্দূর প্রভৃতি সমভাগে লইয়া তাহাতে চিরতার রসের ভাবনা দিয়া একরতি প্রমাণ বটী করিবে। প্রত্যহ প্রাতঃকালে এই ঔষধ ত্রিফলার জলের সহিত সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার স্নায়ুশূল প্রশমিত হইয়া থাকে। বাতব্যাধি-অধিকারোক্ত যাবতীয় পথ্যাপথ্য এই রোগে ব্যবহার করা আবশ্যক। (সুশ্রুত)

স্নায়ুমর্ম্মন্ (ক্লী) স্নায়ুর মর্ম্ম, আণি, বিটপ, কক্ষধর, কূর্চ্চ, কূর্চ্চশির, বস্তি, ক্ষিপ্র, অংস, বিধুর ও উৎক্ষেপ এই গুলি স্নায়ুমর্ম্ম। (সুশ্রুত শারীরস্থা°)

স্নাযর্ম্মন্ (ক্লী) শুক্ল নেত্ররোগবিশেষ।

"স্থিরং প্রস্তারি মাংসাঢ্যং শুক্লং স্নাযর্ম্ম পঞ্চমং।" (ভাবপ্র°)

"শুক্লে যৎ মিশিতমুপৈতিবৃদ্ধিমেতৎ স্নাযর্ম্মেত্যভিপঠিতঃ খরং প্রপাণ্ডু।" (সুশ্রুত)

স্নাব (পুং) স্নাবন্, স্নায়ু।

স্নাবন্ (পুং) স্না (স্নামদিপদীতি। উণ্ ৪।১১২) ইতি বনিপ্। স্নায়ু। "মাংসেভ্যঃ স্বাহা স্নাবভ্যঃ স্বাহা" (শুক্লযজু° ৩৯।১০) 'স্নাবভ্যঃ স্নাবানঃ স্নায়বঃ' (মহীধর (ত্রি) ২ রসিক। (উজ্জ্বল)

স্নিগ্ধ (পুং) স্নিহ্যতি স্নেহ্যতি স্নিহ অকর্ম্মকত্বাৎ কর্ত্তরি ক্ত। ১ বয়স্য। (অমর) ২ রক্তৈরণ্ড। ৩ সরলবৃক্ষ। (ক্লী) ৪ শিক্থক। (রাজনি°) (ত্রি) ৫ স্নেহযুক্ত, অরুক্ষ, পর্য্যায়—চিক্কণ, মসৃণ, আমৃষ্ট, চিক্ক, চক্কণ। (শব্দরত্না°)

"অষ্টৌ দংষ্ট্রাঃ সুতীক্ষ্ণাগ্রাশ্চিরস্থাপাতদুঃসহাঃ।
দেহেষু মর্জ্জয়িষ্যামি স্নিগ্ধেষু পিশিতেষু চ॥"(ভারত ১।১৫৩।৯)

৬ দুগ্ধসর। ৭ সরলনির্য্যাস। (বৈদ্যকনি°)

স্নিগ্ধকন্দা (স্ত্রী) কন্দলী।

স্নিগ্ধকরঞ্জক (পুং) গুচ্ছকরঞ্জ। (বৈদ্যকনি°)

স্নিগ্ধচ্ছদ (পুং) বটবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

স্নিগ্ধচ্ছদা (স্ত্রী) বদরীবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

স্নিগ্ধতণ্ডুল (পুং) স্নিগ্ধস্তণ্ডুলঃ। ষষ্টিশালি, ষষ্টিক শালিধান্য, এই শালিধান ৬০ দিনে পাকিয়া থাকে। (পর্য্যায়মুক্তা°)

স্নিগ্ধতা (স্ত্রী) স্নিগ্ধস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। ১ প্রিয়তা।

"হার্দ্দং প্রিয়ত্বং প্রিয়তা স্নিগ্ধতায়াং নিগদ্যতে।" (শব্দরত্না°)

২ স্নেহ। (রাজনি°)

স্নিগ্ধফল (পুং) গুচ্ছকরঞ্জ। (রাজনি°)

স্নিগ্ধদারু (পুং) স্নিগ্ধং চিক্কণং দারু কাষ্ঠং যস্য। (জটাধর) ২ দেবদারু। (রাজনি°)

স্নিগ্ধনির্ম্মল (ক্লী) উত্তমকাংস্য। (বৈদ্যকনি°)

স্নিগ্ধপত্র [ক] (পুং) স্নিগ্ধানি পত্রাণি যস্য কপ্। ১ মর্জ্জরতৃণ। ২ ঘৃতকরঞ্জ। ৩ গুচ্ছকরঞ্জ। (রাজনি°) ৪ আবর্ত্তকী, চলিত আৎমোড়া। (বৈদ্যকনি°)

স্নিগ্ধপত্রা [ত্রী] (স্ত্রী) স্নিগ্ধং পত্রং যস্যাঃ। ১ বদরী। (জটাধর) ২ পালকা, চলিত পালঙ্ শাক। ৩ কাশ্মরী। ৪ লোণিকা, চলিত নুনিশাক। (বৈদ্যকনি°) ৫ গাম্ভারীবৃক্ষ, গামারগাছ। (রাজনি°)

স্নিগ্ধপর্ণিকা [র্ণী] (স্ত্রী) ১ মূর্ব্বা। (রাজনি°) ২ পৃশ্নিপর্ণী, চলিত চাকুলিয়া। (রাজনি°)

স্নিগ্ধপিণ্ডীতক (পুং) স্নিগ্ধঃ পিণ্ডীতকঃ। মদনবৃক্ষবিশেষ।

"বরাহোহন্যঃ কৃষ্ণবর্ণো মহাপিণ্ডীতকো মহান্।
স্নিগ্ধপিণ্ডীতকশ্চান্যঃ স্থূলবৃক্ষফলস্তথা॥" (রাজনি°)

গুণ—কটু, তিক্ত, ছর্দ্দন, কফ, হৃদ্রোগ, পক্ক ও আমাশয়রোগনাশক। (রাজনি°)

স্নিগ্ধফলা (স্ত্রী) স্নিগ্ধং ফলং যস্যাঃ। ১ নাকুলী, চলিত গন্ধরাস্না। (রাজনি°) ২ বালুককর্কটিকা, চলিত ফুটী। (বৈদ্যকনি°)

স্নিগ্ধমজ্জক (পুং) স্নিগ্ধঃ মজ্জঃ যস্য কন্। বাতামবৃক্ষ, চলিত বাদামগাছ। (বৈদ্যকনি°)

স্নিগ্ধরাজি (পুং) সর্পবিশেষ। কৃষ্ণসর্প হইতে রাজমতীতে এই সর্পের উৎপত্তি হয়। (সুশ্রুত কল্পস্থা° ৪ অ)

স্নিগ্ধা (স্ত্রী) স্নিগ্ধ-টাপ্। ১ মেদা। ২ অস্থিসার, চলিত মজ্জা। ৩ বিকঙ্কতবৃক্ষ, চলিত বঁইচিগাছ। (জটাধর) ৪ স্নেহবিশিষ্টা।

স্নিট্, ১ স্নেহ। ২ গতি। চুরাদি পরস্মৈ অক° সেট্। লট্ স্নেটয়তি। লোট্ স্নেটয়তু। লিট্ স্নেটয়াঞ্চকার, লিটে অস, কৃ ও ভূ এই তিন ধাতুর অনুপ্রয়োগ হইবে।

স্নিহ, ১ প্রীতি স্নেহ। দিবাদি পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ স্নিহ্যতি। লিট্ সিষ্ণেহ, সিষ্ণিহতুঃ। লুট্ স্নেহিতা, স্নেগ্ধা, স্নেঢ়া। লৃট্ স্নেহিষ্যতি, স্নেক্ষ্যতি। লুঙ্ অস্নিহৎ। সন্ সিস্নেহিষতি, সিস্নেহিষতি, সিস্নিহিষতি, সিস্নিক্ষতি। যঙ্ সেষ্ণিহ্যতে, সেষ্ণেঢ়ি, ণিচ্ স্নেহয়তি। লুঙ্ অসিষ্ণিহৎ।

স্নু (পুং) স্নু প্রস্রবণে মিতদ্ব্যাদিত্বাৎ ডু। সানু, পর্ব্বতের সমভূভাগ। (অমর) (স্ত্রী) ২ স্নায়ু।

"ত্রিষ্টুপ্‌মাংসাৎ স্রুতোঽনুষ্টুপ্‌ জগত্যস্যঃ প্রজাপতেঃ।
তস্যোষ্ণিগাসীল্লোমভ্যো গায়ত্রী চ ত্বচো বিভোঃ॥"
(ভাগবত ৩।১২।৩০)

স্নুক্ [হ্‌] (স্ত্রী) স্নুহ্‌-ক্বিপ্‌। স্নুহীবৃক্ষ।

স্নুকৃচ্ছদ (পুং) ক্ষীরকঞ্চুকীবৃক্ষ, ক্ষীরীশবৃক্ষ, চলিত ক্ষীরীশ-গাছ। (পর্য্যায়মুক্তা°)

স্নুকৃচ্ছদোপম (পুং) বারাহীকন্দ, চলিত শুয়ারআলু।

স্নুত (ত্রি) স্নু-ক্ত। ১ ক্ষরিত জলাদি। ২ সিক্ত।
"তাঃ পুত্রমঙ্কমারোপ্য স্নেহস্নুতপয়োধরাঃ।
হর্ষবিহ্বলিতাত্মানঃ সিষিচুর্নেত্রজৈর্জ্জলৈঃ॥"
(ভাগবত ১।১১।৩০)

স্নুষা (স্ত্রী) স্নৌতি মনো যস্যামিতি স্নু প্রস্রবণে (স্নুব্রশ্চিকৃঞ্‌-ষিভ্যঃ কিৎ। উণ্‌ ৩।৬৬) ইতি স সচ কিৎ। পুত্রবধূ। স্নুষা অর্থাৎ পুত্রবধূর সহিত শাশুড়ীর প্রায়ই বিরোধ হয়, শাস্ত্রে ইহার কারণ এই রূপ লিখিত আছে, ধর্ম্মরূপ ব্যাধ নারীদিগকে শাপ দিয়াছিলেন যে, স্নুষার সহিত শাশুড়ীর প্রণয় ও বিশ্বাস থাকিবে না।
"অহং ব্যাধো জীবঘাতী ন তু তল্লোকহিংসকঃ।
মৎসুতা জীবঘাতস্য যদূঢ়া ত্বৎসুতেন চ॥
ত্বন্মহত্ত্বঞ্চ সংপ্রাপ্তং প্রায়শ্চিত্তং তপোধন।
এবমুক্‌ত্বা স চোথায় শপ্ত্বা নারীং তদাধরে॥
মা স্নুষাভিঃ সমং শ্বশ্রা বিশ্বাসো ভবতু কচিৎ।
মা চ স্নুষা কদাচিৎ স্যাৎ যা শ্বশ্রুং জীবতীমিষেৎ।
এবমুক্‌ত্বা গতো ব্যাধঃ স্বগৃহং প্রতি ভামিনি॥" (বরাহপু°)
২ স্নুহীবৃক্ষ, চলিত মনসাসিজ, তেকাটাসিজ। (শব্দচ°)

স্নুহ্‌, ১ উদ্গীরণ। দিবাদি পরস্মৈ° সক° সেট্‌। স্নুহ্যতি। লিট্‌ সুস্নোহ। লুট্‌ স্নোহিতা, স্নোগ্ধা, স্নোঢ়া। লুঙ্‌ অস্নুহৎ।

স্নুহ্‌ [ক্‌] (স্ত্রী) স্নুহ-ক্বিপ্‌। স্নুহীবৃক্ষ, মনসাগাছ।

স্নুহা (স্ত্রী) স্নুহ ভাগুরিমতে টাপ্‌। স্নুহীবৃক্ষ। (ভরত)

স্নুহাদ্যতৈল (ক্লী) খালিত্যরোগে তৈলৌষধবিশেষ, টাকরোগের তৈলবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী কটুতৈল ৪ সের, ছাগমূত্র ৮ সের, কল্কার্থ সিজের আটা, ভৃঙ্গরাজ, ঈশলাঙ্গলা, মৃণাল, কুচ, রাখালশশার মূল ও শ্বেতসর্ষপ এই সকল প্রত্যেক ১ পল করিয়া তৈলপাকের বিধানানুসারে এই তৈল পাক করিলে, টাকে এই তৈল মালিশ করিলে অচিরে টাক্‌ নষ্ট হইয়া কেশোদ্গম হয়। টাক্‌রোগের ইহা একটী অত্যুৎকৃষ্ট তৈলৌষধ। (ভৈষজ্যরত্না°)

স্নুহি (স্ত্রী) স্নুহ-ইন্‌। স্নুহীবৃক্ষ। (অমরটীকা)

স্নুহী (স্ত্রী) স্নুহি কৃদিকারাদিতি ঙীষ্‌। বৃক্ষবিশেষ। স্বনাম-খ্যাত ক্ষীরসারবৃক্ষ, চলিত মনসাগাছ, ঘোড়াসিজ, তেকাটাসিজ। হিন্দী থোহর, তিধার, ঝাকুনিয়া। তৈলঙ্গ চেমুরচেট্ট। বম্বে নিবড়ুঙ্গ। পর্য্যায়—সীহুণ্ড, বজ্রদ্রু, স্রুক্‌, গুড়া, গুড়, সমন্তদুগ্ধা, সিহুণ্ড, শীহুণ্ড, স্নুহা, স্নুহি, গুড়ী, গুড়, বজ্রী, সুধা, বজ্রকণ্টক, কৃষ্ণসার। (জটাধর) গুণ—বহুদোষে প্রযোক্তব্য এবং অগ্নিতুল্য।
"বহুদোষে প্রয়োক্তব্যামগ্নিতুল্যং সুধাপয়ঃ।" (রাজবল্লভ)
বাত, বিষ, আধ্মান ও গুল্মোদররোগনাশক, উষ্ণ, পিত্তদাহ-নাশক, কুষ্ঠ, বাত ও প্রমেহনাশক। (রাজনি°)

শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, স্নুহীবৃক্ষমূলে শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণা পঞ্চমীর দিন অষ্টনাগের সহিত মনসাদেবীর পূজা করিতে হয়। শ্রাবণ মাসের শুক্লা পঞ্চমীর দিন এই বৃক্ষে মনসাদেবীর আবির্ভাব হয়, এই জন্য এই দিনে সর্পভয়নিবারণকামনায় উক্ত বৃক্ষে মনসাপূজা করিবে। [মনসা দেখ।
"সুপ্তে জনার্দ্দনে কৃষ্ণে পঞ্চম্যাং ভবনাঙ্গনে।
পূজয়েন্মনসাদেবীং স্নুহীবিটপসংস্থিতাং॥
পদ্মনাভে গতে শয্যাং দেবৈঃ সর্ব্বৈরনন্তরং।
পঞ্চম্যামসিতে পক্ষে সমুত্তিষ্ঠতি পন্নগী॥
দেবীং সম্পূজ্য নত্বা চ ন সর্পভয়মাপ্নুয়াৎ।
পঞ্চম্যাং পূজয়েন্নাগাননন্তাদ্যান্‌ মহোরগান্‌॥" (কৃত্যতত্ত্ব)

ভবনাঙ্গনে অর্থাৎ বাটীর উঠানে স্নুহীবৃক্ষ পুতিয়া ঐ স্থানে নৈবেদ্যাদি উপচার দ্বারা সঙ্কল্প করিয়া পূজা করিবে। নিম্নোক্ত রূপে সঙ্কল্পবাক্য করিতে হয়—
"ওঁ তৎসদদ্য শ্রাবণে মাসি কৃষ্ণে পক্ষে পঞ্চম্যাস্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা সর্পভয়াভাবকামঃ স্নুহীবৃক্ষে মনসাদেবীপূজা-মহং করিষ্যে"।

এই রূপে সঙ্কল্প করিয়া পূজার বিধানানুসারে মনসাপূজা করিবে, বাহুল্যভয়ে পূজাবিধান লিখিত হইল না।

চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে বিস্ফোটকাদিভয় অর্থাৎ বসন্তাদি-ভয় নিবারণের জন্য স্নুহীবৃক্ষে ঘণ্টাকর্ণপূজা করিয়া পরে শীতলা-দেবীর পূজা ও তাঁহার স্তবপাঠ করিবে। এই রূপে পূজা করিলে পূজাকারীর আর বসন্তাদির ভয় থাকে না।
"অথ চৈত্রকৃত্য। তত্র সংক্রান্ত্যাং বিস্ফোটকভয়োপশমন-কামো ঘণ্টাকর্ণং স্নুহীবৃক্ষে পূজয়েৎ।
ওঁ ঘণ্টাকর্ণ মহাবীর সর্ব্বব্যাধিবিনাশন।
বিস্ফোটকভয়ে প্রাপ্তে রক্ষ রক্ষ মহাবল॥
ইত্যনেন ত্রিঃ পূজয়েৎ এবং শীতলাদেব্যাঃ পূজাদিকং যথাশক্তিবিস্ফোটকাদ্যুপশমনকামঃ স্তবনমেব কর্ত্তব্যং।" (কৃত্যতত্ত্ব) শীতলাপূজাদি পূজার বিধানানুসারে করিতে হইবে, বাহুল্যভয়ে, তাহা এই স্থলে লিখিত হইল না।

স্নুহীবীজ (ক্লী) স্নুহীবৃক্ষবীজ, মনসাবীজ।

স্নুহীক্ষীর (ক্লী) স্নুহীবৃক্ষনির্য্যাস, সিজের আটা। এই আটা চক্ষুতে লাগিলে চক্ষুরোগ এবং দৃষ্টিশক্তির নাশ হইয়া থাকে।

স্নুহ্য (ক্লী) উৎপল। (ত্রিকা°)

স্নেয় (ক্লী) স্নানযোগ্য।

স্নেহ (পুং) স্নিহ-ঘঞ্। প্রেম, প্রণয়, ভালবাসা। লক্ষণ—

"দর্শনে স্পর্শনে বাপি শ্রবণে ভাষণেহপি বা।
যত্র দ্রবত্যন্তরঙ্গং স স্নেহ ইতি কথ্যতে ॥" (গরুড়পু° ১১৩ অ°)

দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ ও কথনে যে স্থলে অন্তরঙ্গ দ্রবিত হয়, বা প্রকাশ পায়, তাহাকে স্নেহ কহে। চিত্ত যাহাতে আর্দ্র হয়, তাহাকেও স্নেহ কহে। শাস্ত্রে আরও লিখিত আছে যে, স্নেহই দুঃখের কারণ। যেখানে স্নেহ সেখানেই ভয়, অতএব যিনি স্নেহ পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই সুখী।

"যত্র স্নেহো ভয়ন্তত্র স্নেহো দুঃখস্য ভাজনং।
স্নেহমূলানি দুঃখানি তস্মিংস্ত্যক্তে মহৎসুখং ॥" (গরুড়পু° ১১৩ অ°)

শাস্ত্রে বিশেষরূপে লিখিত আছে যে, স্নেহে আবদ্ধ হওয়া বিধেয় নহে। স্নেহে আবদ্ধ হইলেই তাহাকে দুঃখভোগ করিতে হইবে। ২ তৈলাদি রসভেদ, ঘৃত, তৈল, বসা ও মজ্জা এই চারিপ্রকার পদার্থ স্নেহ নামে অভিহিত, ইহা আবার স্থাবর ও জঙ্গমভেদে দ্বিযোনি, স্থাবরযোনি ও জঙ্গমযোনি। তৈল স্থাবরযোনি, ঘৃত জঙ্গমযোনি। ৩ নৈয়ায়িকদিগের মতে গুণবিশেষ। এই গুণ নিত্য ও অনিত্যভেদে দ্বিবিধ। জলীয় পরমাণুতে এই গুণ নিত্য, অন্য স্থলে অনিত্য। তৈলাদিতে ইহার প্রকর্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, এই জন্য ইহাতে দাহ হইয়া থাকে।

"স্নেহো জলেহসৌ নিত্যোহয়মনিত্যোহবয়বিন্যসৌ।
তৈলান্তরে তৎপ্রকর্ষাৎ দহনস্যানুকূলতা ॥" (ভাষাপরিচ্ছেদ)

বৈদ্যকশাস্ত্রে স্নেহপান ও স্নেহপাকের বিশেষ বিধান লিখিত আছে, অতি সংক্ষেপে সে বিষয় আলোচিত হইল।

স্নেহপানবিধি—পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, স্নেহ চারি প্রকার, ঘৃত, তৈল, বসা ও মজ্জা। সাধারণতঃ সূর্য্যোদয়ের অব্যবহিত পরে এই সকল স্নেহপান করিবার সময়। এই স্নেহ স্থাবর ও জঙ্গমভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে স্থাবরস্নেহের মধ্যে তিল-তৈল সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং জঙ্গমস্নেহের মধ্যে ঘৃত সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। দুইটী স্নেহ অর্থাৎ ঘৃত ও তৈল মিলিত করিয়া যে স্নেহ প্রস্তুত হয়, তাহাকে যমক, তিনটী স্নেহ অর্থাৎ ঘৃত, তৈল ও বসা মিলিত করিয়া যে স্নেহ প্রস্তুত হয়, তাহাকে ত্রিবৃত এবং চারিটী স্নেহ ঘৃত, তৈল, বসা ও মজ্জা একত্র করিয়া যে স্নেহ প্রস্তুত হয়, তাহাকে মহাস্নেহ কহে।

যাহার মৃদুকোষ্ঠ, সে ব্যক্তি তিন দিবস, যাহার মধ্যকোষ্ঠ সে ব্যক্তি চারিদিন, এবং যাহার ক্রূরকোষ্ঠ সেই ব্যক্তি পাঁচ বা ছয় দিন স্নেহ পান করিবে। যে হেতু কথিত আছে যে, মৃদুকোষ্ঠ-সম্পন্ন ব্যক্তি তিন রাত্রি স্নেহ সেবন করিলে স্নিগ্ধ হয়, মধ্যকোষ্ঠ-সম্পন্ন ব্যক্তি চারিদিন স্নেহ সেবন ও ক্রূরকোষ্ঠ ব্যক্তি ৫ বা ৬ দিন স্নেহ সেবন করিলে স্নিগ্ধ ও বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। মৃদুকোষ্ঠ, মধ্যকোষ্ঠ ও ক্রূরকোষ্ঠ সকলেরই স্নেহসেবন সাত দিনের পর সাত্ম্য হয়। স্নেহ সেবন দ্বারা বায়ুর অনুলোম, অগ্নিদীপ্তি, কোষ্ঠ-শুদ্ধি, শরীর মৃদু, স্নিগ্ধ ও লঘু হয় এবং জরা নষ্ট হইয়া বল জন্মে, বর্ণের প্রসন্নতা হয় এবং শরীরের গ্লানি জন্মে না।

বাতাদির প্রকোপকাল, বয়ঃ, বল ও অগ্নির বলাবল বিবেচনা করিয়া হীন, মধ্যম বা পূর্ণমাত্রায়, অকালে অথবা অনিয়মিত আহার বিহার করিয়া স্নেহপান করিলে শোথ, অর্শ, তন্দ্রা, নিদ্রাধিক্য ও অজ্ঞানতাদি উপসর্গ উপস্থিত হয়। দীপ্তাগ্নিবিশিষ্ট ব্যক্তিকে এক পল পরিমাণে, মধ্যম অগ্নিসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে ৬ তোলা এবং হীন-অগ্নিসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে ৪ তোলা পরিমাণে স্নেহ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

স্নেহসেবন সম্বন্ধে সর্ব্বসম্মত অন্য তিন প্রকার মাত্রাও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যথা—যে পরিমাণ স্নেহ এক অহোরাত্রে জীর্ণ হয়, তাহাকে মহতী মাত্রা ও যাহা এক দিবসে পরিপাক হয়, তাহাকে মধ্যম এবং যে মাত্রায় সেবন করিলে দুই প্রহরে পরিপাক হয়, তাহাকে হীনমাত্রা বলা যায়। হীনমাত্রা স্নেহ অগ্নিপ্রদীপক, শুক্রবর্দ্ধক, এবং অল্প দোষে প্রশস্ত। মধ্যমমাত্রা স্নেহ স্নিগ্ধ-কারক, শরীরের উপচয়জনক এবং ভ্রমনাশক। মহতী মাত্রা স্নেহ—কুষ্ঠ, বিষ, উন্মাদ, গ্রহদোষ এবং অপস্মারনাশক। ইহাতে সুশ্রুত বলিয়াছেন যে, দিবসের প্রথম প্রহর গত হইলে যে মাত্রা জীর্ণ হয়, সেই মাত্রায় স্নেহ সেবন করিলে অগ্নিদীপ্ত হয়, এবং উহা অল্প দোষে প্রশস্ত। দুই প্রহর পরে যে মাত্রা পরিপাক হয়, সেই মাত্রায় স্নেহ সেবন করিলে শুক্রবৃদ্ধি ও শরীরের উপচয় হয় এবং উহা মধ্য দোষে প্রশস্ত, যে মাত্রা দিবসের শেষ প্রহরে পরিপাক হয়, সেই মাত্রায় স্নেহ সেবন করিলে শরীর স্নিগ্ধ হয় এবং উহা বহু দোষে প্রশস্ত জানিবে। বাতপৈত্তিক স্নেহের মধ্যে একমাত্র ঘৃত প্রয়োগ করিবে। বায়ুর প্রকোপে সৈন্ধবযুক্ত ঘৃত এবং কফের প্রকোপে চিত্রক, ত্রিকটু ও যবক্ষারসংযুক্ত ঘৃত পান করিতে দিবে। রুক্ষ ব্যক্তি, ক্ষতযুক্ত, বিষপীড়িত, বাতপৈত্তিক রোগগ্রস্ত এবং যাহাদের মেধা ও স্মৃতি হ্রাস হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে ঘৃতপান প্রশস্ত। কৃমিরোগী ক্রূরকোষ্ঠ ব্যক্তি যাহার কফ ও মেদ বৃদ্ধি হইয়াছে, তৈলসাত্ম্য ব্যক্তি, যাহাদের শরীর দৃঢ় করিতে অভিপ্রায় আছে এবং যাহারা ব্যায়ামক্ষুণ্ণ, শুক্ররেতা বা রক্তজ অথবা মহা-রোগগ্রস্ত তাহাদের পক্ষে তৈল বিশেষ উপকারী।

শীতকালে দিবা ভাগে, গ্রীষ্মকালে বায়ুপিত্ত-প্রকোপে রাত্রিতে ও বাতশ্লেষ্মা-প্রকোপে দিবাভাগে স্নেহপান করা বিধেয়। নস্তে, অভ্যঙ্গে, গণ্ডূষে, মস্তকে, কর্ণপূরণে ও অক্ষি-পূরণে, তৈল বা ঘৃত প্রয়োগ করিতে হইলে দোষের বলাবল অনুসারে বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে। ঘৃতের অনুপান কিঞ্চিৎ উষ্ণ জল, তৈলের অনুপান যূষ এবং বসা ও মজ্জার অনুপান মণ্ড এই নিয়মে স্নেহে অনুপান প্রয়োগ করিলে সুখাবহ হয়। স্নেহদ্বেষী, বালক, বৃদ্ধ, সুকুমার, কৃশ এবং পিপাসার্ত্ত ব্যক্তিদিগকেও গ্রীষ্ম কালে স্নেহ প্রয়োগ করিতে হইলে ভক্তের সহিত প্রয়োগ করিতে হয়। অধিক তিল ও অল্প তণ্ডুল দ্বারা ঘৃত সহযোগে যবাগূ প্রস্তুত করিয়া ঈষদুষ্ণ অবস্থায় সেবন করিলে শরীর সত্ব স্নিগ্ধ হয়। অনিয়মিত আচার হেতু অথবা বহু পরিমাণে পান করা প্রযুক্ত যদ্যপি স্নেহ জীর্ণ না হয়, তাহা হইলে উষ্ণ জলপান করিয়া বমন করিবে। স্নেহ অজীর্ণের আশঙ্কা থাকিলে উষ্ণ জল পান করিবে, উষ্ণ জল পান করিলে উদ্গারশুদ্ধি ও অন্নে রুচি জন্মে। পিত্তপ্রধান ব্যক্তির স্নেহ পান দ্বারা তীক্ষ্ণাগ্নি হইলে অত্যন্ত পিপাসা উপস্থিত হয়, এরূপ অবস্থায় শীতল জল পান করিয়া বমন করিলে পিপাসা নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

অজীর্ণরোগী, উদররোগী, তরুণ জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তি, দুর্ব্বল ব্যক্তি, অরুচিরোগগ্রস্ত, স্থূল অর্থাৎ মেদোরোগী, মূর্চ্ছারোগী, মেহরোগী, পিপাসার্ত্ত, শ্রমান্বিত, বাস্ত, বিরক্ত ও যাহাদিগকে বস্তি প্রদান করা হইয়াছে এবং অকালপ্রসবা নারী স্নেহ পান করিবে না। দুর্দ্দিনে অর্থাৎ মেঘাচ্ছন্ন দিনে স্নেহ পান বিধেয় নহে। স্বেদ্য অর্থাৎ স্বেদার্হ, সংশোধ্য, মদ্যাসক্ত, সুরতাসক্ত, ব্যায়ামাসক্ত, বৃদ্ধ, বালক, কৃশ, রুক্ষ, ক্ষীণরক্ত, ক্ষীণশুক্র, বায়ু-পীড়িত এবং তিমিররোগগ্রস্ত এই সকলের পক্ষে স্নেহপান বিশেষ উপকারী। সম্যক্ স্নিগ্ধ ব্যক্তির বায়ুর অনুলোমতা, অগ্নিদীপ্তি, কোষ্ঠপরিষ্কার, শরীরের মৃদুতা ও স্নিগ্ধতা, গ্লানি, স্নেহে দ্বেষ ও লঘুতা জন্মে। রুক্ষ ব্যক্তির এই সকল লক্ষণের বিপরীত লক্ষণ হইয়া থাকে।

অতিশয় স্নেহপান করিলে অন্নে অরুচি, মুখস্রাব, গুহ্যদাহ, প্রবাহিকা, তন্দ্রা, অতীসার এবং শরীরের পাণ্ডুতা জন্মে। রুক্ষ ব্যক্তিকে স্নেহনক্রিয়া দ্বারা স্নিগ্ধ করিবে এবং রুক্ষক্রিয়া দ্বারা অতিস্নিগ্ধ ব্যক্তির শরীরের রুক্ষতা সাধন করিবে। উক্ত বিধানানুসারে স্নেহ পান করা বিধেয়।

স্নেহপাকবিধি—বৈদ্যকমতে স্নেহপাক করিতে হইলে নিম্নোক্ত প্রকারে করিতে হয়। স্নেহপাক তিন প্রকার, মৃদুপাক, মধ্যপাক ও খরপাক। তন্মধ্যে যে স্নেহের কল্ক কিঞ্চিৎ রস-সংযুক্ত, তাহাকে মৃদুপাক কহে। যাহার কল্ক নীরস অথচ কোমল তাহাকে মধ্যপাক এবং যাহার কল্ক কিঞ্চিৎ কঠিন হয়, তাহাকে খরপাক বলা যায়। ইহা হইতে অধিক খরপাক হইলে তাহাকে দগ্ধপাক কহে। এইরূপ পাক নিন্দনীয়, অর্থাৎ ইহাতে কোন ফল হয় না। আমপাক অর্থাৎ স্নেহে জল থাকিলে তাহা হীনবীর্য্য, অগ্নিমান্দ্যজনক এবং গুরু হইয়া থাকে। উপরি উক্ত লক্ষণসম্পন্ন মৃদুপাকের স্নেহ নস্তে, মধ্য-পাকের স্নেহ সমস্ত ক্রিয়াতে এবং খরপাকের স্নেহ অভ্যঙ্গে প্রয়োগ করিবে। স্নেহপাক এক দিনে শেষ করিতে নাই, কারণ ইহা বাসি হইলে অধিক গুণযুক্ত হইয়া থাকে।

স্নেহ অর্থাৎ ঘৃততৈলাদি পাক করিতে হইলে উহার চতু-র্থাংশের এক অংশ কল্ক এবং চতুর্গুণ দ্রব পদার্থ দ্বারা পাক করিবে। ইহা পান করিবার মাত্রা এক পল। কাথ দ্রব্য চতুর্গুণ জল দ্বারা পাক, পরে উহার চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তদ্দ্বারা ঘৃতাদি স্নেহ পাক করিবে। কাথ্য দ্রব্য পাক করিতে মৃদু দ্রব্য অর্থাৎ গুড়ূচী প্রভৃতি আর্দ্র দ্রব্য হইলে চতুর্গুণ, কঠিন দ্রব্য শুণ্ঠী প্রভৃতি শুষ্ক দ্রব্য হইলে অষ্টগুণ এবং অত্যন্ত কঠিন দ্রব্য অতিশুষ্ক দেবদারু প্রভৃতি হইলে ১৬ গুণ জল দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু যদি মৃদু, কঠিন ও অতিকঠিন দ্রব্যসংযোগে থাকে, তবে উভয়ের মধ্যাবস্থায় অষ্টগুণ জল প্রদান করিবে।

এক কর্ষ হইতে এক পল পর্য্যন্ত দ্রব্যে ১৬ গুণ জলপ্রদান করিতে হয়, তৎপরে কুড়ব পর্য্যন্ত দ্রব্য হইলে অষ্টগুণ, তদূর্দ্ধ প্রস্থ প্রভৃতি করিয়া দ্রব্যের মান যতই হউক, জল চতুর্গুণ দেওয়া কর্ত্তব্য। জল, কাথ কিংবা স্বরস দ্বারা পৃথক্‌রূপে তৈলাদি-স্নেহ-পাকের বিধান উক্ত থাকিলে তাহাতে কল্ক যথাক্রমে স্নেহের চতুর্থ, ষষ্ঠ ও অষ্টমাংশের এক অংশ দিতে হইবে। অর্থাৎ জল দ্বারা স্নেহ সাধনে কল্ক স্নেহের চতুর্থাংশের এক অংশ, কাথ দ্বারা স্নেহসাধনে স্নেহের ষষ্ঠাংশের এক অংশ এবং স্বরস দ্বারা স্নেহ-সাধনে স্নেহের আট অংশের এক অংশ কল্ক দিতে হইবে।

দুগ্ধ, দধি, স্বরস ও তক্র দ্বারা স্নেহ পাক করিতে আটভাগের একভাগ কল্ক দিবে, ঐ কল্ক সম্যক্‌রূপে সিদ্ধ হওয়ার জন্য চারি গুণ জল দেওয়া কর্ত্তব্য। যে স্নেহপাকে পাঁচটী বা ততোধিক দ্রব পদার্থের সহিত পাক করিবার বিধি উক্ত আছে, তাহাতে ঐ দ্রব পদার্থ প্রত্যেকের পরিমাণ স্নেহের সমান, ইহার পূর্ব্ব অর্থাৎ চারি হইতে এক পর্য্যন্ত দ্রব পদার্থ উক্ত থাকিলে তাহাদের প্রত্যেকের পরিমাণ স্নেহের চতুর্গুণ লইতে হইবে। স্নেহপাকে যদি কেবল দ্রব্য উক্ত থাকে, তাহা হইলে ঐ স্নেহ জলপিষ্ট কল্ক এবং জল চতুর্গুণ দিয়া পাক করিতে হইবে।

কেবল কাথ দ্বারা যে স্থলে স্নেহ পাক উক্ত আছে, সে স্থলে

ঐ কাথ দ্রব্যের কল্ক স্নেহে প্রয়োগ করিবে। যে স্নেহ বিনা কল্কে পাক করিবার বিধি আছে, তাহা কেবল দ্রব দ্রব্য দ্বারা পাক করিবে। পুষ্পকল্ক দ্বারা স্নেহ পাক করিতে হইলে, সেই স্থলে জল চতুর্গুণ প্রদান করিবে এবং পুষ্পকল্ক স্নেহের ৮ ভাগের এক ভাগ দিতে হইবে। স্নেহের কল্ক অঙ্গুলি দ্বারা নিষ্পীড়ন করিলে যদি বর্ত্তির ন্যায় হয় এবং অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে শব্দ না হয়, তাহা হইলে পাকসিদ্ধ হইয়াছে জানিতে হইবে। স্নেহপাকে যখন তৈল সফেন এবং ঘৃত ফেনারহিত হইবে এবং যথানুরূপ বর্ণ, গন্ধ ও রসের উৎপত্তি হইবে, তখন স্নেহপাক সিদ্ধ হইয়াছে জানিতে হইবে। এইরূপ বিধানে স্নেহপাক করিবে। (ভাবপ্র°)

৫ অশ্বের ঘৃতাদিপ্রয়োগবিধান। পিণ্ড ও পেয়ভেদে ইহা চারি প্রকার। ইহার মধ্যে ভোজনে পিণ্ড এবং পানে পেয় প্রয়োগ করিতে হয়।

"তয়োঃ পিণ্ডো ভোজনেষু পেয়ঃ পানে চ কথ্যতে।" (জয়দত্ত)

স্নেহক (ত্রি) স্নেহযুক্ত।

স্নেহকর (পুং) সালবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

স্নেহকর্ত্তৃ (ত্রি) স্নেহকারী।

স্নেহকুম্ভ (পুং) তৈলকুম্ভ। স্নেহপদার্থ-পূর্ণ কুম্ভ।

স্নেহগর্ভ (পুং) তিলক্ষুপ, চলিত তিলগাছ। (পর্য্যায়মু°)

স্নেহচতুষ্টয় (ক্লী) চারিপ্রকার স্নেহপদার্থ, ঘৃত, তৈল, বসা ও মজ্জা। [স্নেহ দেখ]

স্নেহঘট (পুং) স্নেহকুম্ভ।

স্নেহন্ (পুং) স্নিহ্যতীতি স্নিহ (শ্বন্নুক্ষন্পূষন্নিতি। উণ্ ১।১৫৮) ইতি কনিন্ প্রত্যয়েন সাধুঃ। ১ রোগবিশেষ। ২ বন্ধু। ৩ চন্দ্র। (উজ্জ্বল)

স্নেহন (ক্লী) স্নিহ্যত্যনেনেতি স্নিহ-ল্যুট্। ১ তৈলমর্দ্দন, পর্য্যায়—স্নেহ, স্নিগ্ধতা, ম্রক্ষণ, ম্রক্ষ, অভ্যঙ্গ, অভ্যঞ্জন। (রাজনি°) স্নেহয়তীতি স্নিহ-নিচ্-ল্যুট্। (ত্রি) ২ স্নিগ্ধকারক। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ৩ স্নেহনী। স্নেহজননী। ৪ তন্নামক নেত্রাঞ্জনবর্ত্তী। (ভাবপ্র°)

স্নেহচূর্ণ (ক্লী) নেত্ররোগের ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—শ্বেতাঞ্জন অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া ত্রিফলার রসে নিক্ষেপ করিবে। এইরূপ ৭ বার করিতে হইবে। পরে স্ত্রীলোকের দুগ্ধে পূর্ব্বপ্রকারে উত্তপ্ত করিয়া ৭ বার নিক্ষেপ করিয়া চূর্ণ করিবে। ইহা দ্বারা প্রত্যহ অঞ্জন প্রয়োগ করিলে সকল প্রকার নেত্ররোগ নষ্ট হইয়া চক্ষুর হিত সাধিত হয়। (ভাবপ্র°)

স্নেহনীয় (ত্রি) স্নিহ-অনীয়র্। স্নেহযোগ্য, স্নেহের উপযুক্ত, স্নেহার্হ।

স্নেহপাত্র (ক্লী) স্নেহস্য পাত্রঃ। স্নেহের পাত্র, যাহাকে স্নেহ করা যায়।

স্নেহপীত (ত্রি) যাহাকে স্নেহপান করান হইয়াছে, স্নেহপান-বিশিষ্ট। (সুশ্রুত)

স্নেহপ্রিয় (পুং) স্নেহপ্রিয়ো যস্য। ১ প্রদীপ। (হেম) (ত্রি) ২ তৈলাদিপ্রিয়।

স্নেহপিণ্ডীতক (পুং) পীত মদনবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

স্নেহপূরফল (পুং) তিলবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

স্নেহবীজ (পুং) স্নেহযুক্তানি বীজানি যস্য। পিয়ালবৃক্ষ, পিয়ালগাছ। (রাজনি°) (ক্লী) স্নেহকারণ।

স্নেহভূ (পুং) স্নেহাৎ ভূরুৎপত্তির্যস্য। ১ শ্লেষ্মা, কফ। (হেম) স্নেহাভূরিতি। (স্ত্রী) ২ স্নিগ্ধভূমি। (ত্রি) স্নেহান্বিতা ভূর্যস্য। ৩ স্নিগ্ধ ভূমিবিশিষ্ট।

স্নেহময় (ত্রি) স্নেহ স্বরূপে ময়ট্। স্নেহস্বরূপ।

স্নেহরঙ্গ (পুং) স্নেহেন রজ্যতে ইতি রঞ্জ-ঘঞ্। তিল। (শব্দরত্না°)

স্নেহরেকভূ (পুং) চন্দ্র।

স্নেহল (ত্রি) স্নেহ (সিধ্মাদিভ্যশ্চ। পা ৫।২।৯৭) ইতি মত্বর্থে লচ্। স্নেহবিশিষ্ট, স্নেহযুক্ত।

স্নেহলবণ (ক্লী) বৈদ্যকোক্ত লবণৌষধভেদ।

স্নেহবৎ (ত্রি) স্নেহ অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। স্নেহবিশিষ্ট,।

স্নেহযুক্ত, স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ১ স্নেহবর্ত্তী স্নেহবিশিষ্ট। ২ মেদা।

স্নেহবস্তি (স্ত্রী) স্নেহস্য বস্তিঃ। বস্তিক্রিয়াবিশেষ, তৈল-পিচ্কারী, তৈলাদি স্নেহপদার্থ দ্বারা যে পিচ্কারী দেওয়া হয়, তাহাকে স্নেহবস্তি কহে। বৈদ্যকশাস্ত্রে স্নেহবস্তির বিষয় বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে, অতিসংক্ষেপে সে বিষয় লিখিত হইল। বস্তি দ্বিবিধ, স্নেহবস্তি ও নিরূহবস্তি। [নিরূহবস্তির বিষয় নিরূহবস্তি শব্দ দেখ।] একমাত্র স্নেহ পদার্থ দ্বারা যে বস্তি প্রয়োগ করা হয়, তাহাকে অনুবাসনবস্তিও কহে। কুষ্ঠরোগী, মেহরোগী, স্থূলকায় ও উদররোগীর পক্ষে স্নেহবস্তি অনুপকারী। ইহা ভিন্ন অজীর্ণ, উন্মাদ, তৃষ্ণা, শোথ, মূর্চ্ছা, অরুচি, ভয়, শ্বাস, কাস ও ক্ষয় এই সকল রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে কখন স্নেহবস্তি প্রয়োগ করিবে না।

বস্তিপ্রয়োগ করিতে হইলে প্রথমে বস্তিক্রিয়োপযোগী নল প্রস্তুত করিতে হয়। এই নল সুবর্ণাদি ধাতু, বৃক্ষ, বাঁশ, নল, দন্ত, শৃঙ্গাগ্র এবং মণি প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত করিবে। এই বস্তিপ্রয়োগের নল এক বৎসর হইতে ৬ বৎসর পর্য্যন্ত রোগীর পক্ষে ৬ আঙ্গুল, ৬ বৎসরের ঊর্দ্ধ দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত রোগীর নিমিত্ত ৮ আঙ্গুল, এবং তদূর্দ্ধ বয়স্ক ব্যক্তিদিগের জন্য ১২ আঙ্গুল করিবে। ঐ নলের ছিদ্র যথাক্রমে মুদ্গ, কলায় ও বদরী-

বীজের প্রমাণ করিবে। উহা শ্লক্ষ্ণ এবং গোপুচ্ছের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট হইবে। নলের মূলভাগ গোপুচ্ছের ন্যায় করিয়া মুখের দিকে ক্রমান্বয়ে সূক্ষ্ম করিতে হইবে।

বস্তিক্রিয়ায় নলের পরিমাণ রোগীর বৃদ্ধাঙ্গুলির তুল্য, ব্যাস নলের মূলে স্থির রাখিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলীর তুল্য ব্যাসে অগ্রভাগ প্রস্তুত করিবে এবং মুখ অত্যন্ত মসৃণ অথচ বটিকার ন্যায় গোলাকার করিবে। নলের চতুর্থভাগে এমনভাবে কর্ণিকা প্রস্তুত করিতে হইবে যে, বস্তির ধমকে নলের অগ্রমাণভাগ অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট না হয় এবং মূলের দিকে ও চতুর্থভাগে বস্তি-বন্ধনের নিমিত্ত দুইটী কর্ণিকা প্রস্তুত করিয়া দিবে।

বস্তি সম্যক্ প্রকারে প্রযুক্ত হইলে শরীরের উপচয়, বর্ণের উৎকর্ষ, বল ও রোগহীনতা হয় এবং পরমায়ু বৃদ্ধি হইয়া থাকে। শীত ও বসন্তকালে দিবাভাগে এবং গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শরৎকালে রাত্রিকালে স্নেহবস্তি প্রয়োগ করিতে হয়। অত্যন্ত স্নিগ্ধ দ্রব্য ভোজন করাইয়া স্নেহবস্তি প্রয়োগ করিবে না। কারণ একসময়ে স্নেহভোজন ও স্নেহবস্তি প্রয়োগ করিলে মত্ততা ও মূর্চ্ছা জন্মে এবং অত্যন্ত রুক্ষদ্রব্য ভোজন করিয়াও স্নেহবস্তি প্রয়োগ বিধেয় নহে। তাহা হইলে বল ও বর্ণের হ্রাস হয়।

স্নেহবস্তির শ্রেষ্ঠমাত্রা ছয় বলে, মধ্যম মাত্রা তিন বলে, এবং হীনমাত্রা দুই বলে, যে স্নেহদ্বারা বস্তি প্রয়োগ করিতে হইবে, সেই স্নেহে শলুফা ও সৈন্ধবচূর্ণ মিলিত করিতে হইবে, ঐ চূর্ণের পূর্ণমাত্রা ৬ মাষা, মধ্যমমাত্রা ৪ মাষা এবং হীনমাত্রা ২ মাষা। বিরেচনের পরে যদি এই বস্তি প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা হইলে ৭ রাত্রি পরে শরীরে বলোপচয় হইলে আহার করাইয়া সায়ংকালে বস্তিপ্রয়োগ করিবে।

স্নেহবস্তি প্রয়োগকালে রোগীর শরীরে তৈল মাখাইয়া অল্প অল্প উষ্ণজল দ্বারা স্নান করাইবে। পরে ভোজনান্তে শতপদ গমন করাইবে। তদনন্তর বায়ু, মূত্র ও মলত্যাগ হইলে বস্তি প্রয়োগ করিবে। যে সময়ে স্নেহবস্তি প্রয়োগ করিতে হইবে, সে সময়ে রোগীকে বামপার্শ্বে শয়ন করাইয়া বাম অঙ্গ প্রসারণ ও দক্ষিণ জঙ্ঘা কুঞ্চিত করিয়া গুহ্যদেশে স্নেহ ম্রক্ষণ করিবে। তৎপরে চিকিৎসক বস্তির মুখ সূত্রদ্বারা বন্ধন করিয়া বামহস্তে উহার মুখ ধারণ করেন ও দক্ষিণ হস্ত দ্বারা গুহ্যদেশে যোজনা করিয়া মধ্য-বেগে পীড়ন করিবে। ত্রিশ মাত্রা কালপর্য্যন্ত ঐরূপ পীড়ন করা কর্ত্তব্য। তদতিরিক্ত কাল পীড়ন করিবে না। এই বস্তিপ্রয়োগ কালে জৃম্ভণ, কাস ও হাঁচি প্রভৃতি বর্জ্জন করিবে।

এই প্রকারে স্নেহ অন্তঃপ্রবিষ্ট হইলে এক শত কথা উচ্চারণ করিতে যত সময়ের আবশ্যক, তত সময় চিৎ হইয়া থাকিবে। মাত্রার পরিমাণ এইরূপ লিখিত আছে যে, স্বকীয় জানুর উপরি অঙ্গুলিস্ফোট করিয়া হস্তাবর্ত্তনপূর্ব্বক আনিতে যত সময়ের আবশ্যক, সেই পরিমাণ সময়কে একমাত্রা কহে। বস্তিবীর্য্য সমস্ত শরীরে শীঘ্র প্রসারিত হইয়া থাকিবার জন্য চিকিৎসক রোগীর জঙ্ঘাদ্বয় ও বাহুদ্বয় তিনবার আকুঞ্চন ও প্রসারণ করিবে। তৎপরে রোগীর করতলে পদতলে ও কটিতলে হস্তদ্বারা আঘাত করিবে, এবং কটিদেশ ধরিয়া শয্যাতে তিনবার নিক্ষেপ করিবে। পার্ষ্ণিদ্বয় দ্বারাও পূর্ব্ববৎ শয্যায় আঘাত করিবে। এই বস্তিক্রিয়ার পর বিনা উপদ্রবে বায়ু ও মলের সহিত স্নেহ সত্বর নির্গত হয়, তাহা হইলে উহা ঠিক হইয়াছে জানিতে হইবে। ঐরূপে স্নেহ নির্গত হইলে যদি ক্ষুধার উদ্রেক হয়, তাহা হইলে সায়ংকালে সুস্ফুটিত অন্ন বা ইচ্ছানুরূপ কোন লঘুদ্রব্য ভোজন করাইবে। পর দিবস উষ্ণ জল কিংবা ধনে ও শুণ্ঠীর ক্বাথ পান করাইবে। ইহা দ্বারা স্নেহজন্য ব্যাধি বিনষ্ট হয়। পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে ছয়বার, সাতবার, আটবার, অথবা নয়বার স্নেহবস্তি প্রয়োগ করিবে। প্রথম যে বস্তি প্রয়োগ করা যায়, তদ্দ্বারা মূত্রাশয় ও বঙ্ক্ষণ স্নিগ্ধ হয়। দ্বিতীয় বারের বস্তি দ্বারা শিরোগত বায়ু বিনষ্ট হয়, তৃতীয় বারের বস্তি দ্বারা বল ও বর্ণের উৎকর্ষ, চতুর্থ বারের বস্তিদ্বারা রস, পঞ্চম বারের বস্তি দ্বারা রক্ত, ষষ্ঠ বারের বস্তি দ্বারা মাংস, সপ্তম বারের বস্তি দ্বারা মেদ, অষ্টম বারের বস্তি দ্বারা অস্থি ও নবম বারের বস্তিদ্বারা মজ্জা স্নিগ্ধ হইয়া থাকে। অষ্টাদশ দিবস পর্য্যন্ত যথাবিধি বস্তি প্রয়োগ করিলে শুক্রগত দোষ প্রশমিত হয়। প্রতি অষ্টাদশ দিন অন্তর যে ব্যক্তি যথানিয়মে এই স্নেহবস্তি প্রয়োগ করে, সেই ব্যক্তি হস্তীর ন্যায় বলবান্, অশ্বের তুল্য বেগবান্ এবং দেবতুল্য প্রভাবশালী হয়।

রুক্ষতা ও বায়ুর প্রকোপ থাকিলে প্রতিদিন স্নেহবস্তি প্রয়োগ করিবে, কিন্তু অন্যান্য স্থলে অগ্নিমান্দ্য হওয়ার আশঙ্কা থাকা প্রযুক্ত তিন দিন অন্তর বস্তি প্রয়োগ কর্ত্তব্য। রুক্ষ ব্যক্তি অল্পমাত্রায় দীর্ঘকাল স্নেহপ্রদান করিলেও কোনরূপ অনিষ্ট হয় না। বস্তি সম্যক্‌রূপে অভ্যন্তরে প্রবেশ না করিয়া বহির্গত হইয়া গেলে পুনর্ব্বার পূর্ব্ব হইতে অল্পমাত্রায় বস্তি প্রয়োগ করিবে।

বমন বিরেচনাদি দ্বারা দেহ সংশোধন না করিয়া স্নেহবস্তি প্রয়োগ করিলে ঐ স্নেহ মলের সহিত সংযুক্ত হইয়া যদি বহির্গত হইতে না পারে, তাহা হইলে শরীরের অবসন্নতা, উদরাধ্মান, শূল, শ্বাস এবং পক্বাশয়ের গুরুত্ব উপস্থিত হয়। এই অবস্থায় বায়ুর অনুলোমকারক, মলশোধক, অথচ স্নিগ্ধকারক এরূপ বিরেচন দ্রব্য এবং তীক্ষ্ণ নস্য প্রশস্ত। স্নেহবস্তি নির্গত না হইয়া যদি কোন প্রকার উপদ্রব না ঘটে, তাহা

হইলে রুক্ষতাপ্রযুক্ত উহা নির্গত হয় নাই, বুঝিতে হইবে। অতএব সেস্থলে কোন প্রতিকারের চেষ্টা পাইবে না। এক অহোরাত্র অপেক্ষা করিয়া দেখিবে, যদি তন্মধ্যে স্নেহ নির্গত না হয়, তবে সংশোধক ঔষধ দ্বারা দোষের শান্তি করিবে। কিন্তু স্নেহ নির্গত করিবার জন্য পুনর্ব্বার স্নেহ প্রয়োগ সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ।

গুলঞ্চ, এরণ্ড, পূতিকরঞ্জ, বামনহাটী, বাসক, কতৃণ, শতমূলী, ঝিন্টী ও শাকজম্বা, এই সকল প্রত্যেকে একপল, যব, মাষকলায়, মসিনা, বদরী, ও কুলথকলায় এই সকল প্রত্যেকে দুইপল, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ৪ দ্রোণ জল দ্বারা সিদ্ধ করিয়া একদ্রোণ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তদ্দারা ১৬ সের তৈলপাক করিবে। কল্কার্থ জীবনীয়গণের ঔষধ প্রত্যেকে এক পল করিয়া গ্রহণ করিবে। এই তৈল দ্বারা স্নেহবস্তি প্রয়োগ করিলে বাতজ রোগ বিনষ্ট হয়। অনুপযুক্ত নলাদি দ্রব্য দ্বারা স্নেহবস্তি প্রয়োগের দোষে বহুবিধ রোগ জন্মে। এই সকল রোগ হইলে সুশ্রুতোক্ত বিধানে তাহার চিকিৎসা করিবে।

স্নেহ পান করিয়া যেরূপ পান, আহার, বিহার এবং যে সকল বস্তু পরিত্যাগ করিবার বিধান উক্ত হইয়াছে, বস্তিক্রিয়া করিয়াও সেইরূপ পান আহারাদির নিয়ম প্রতিপালন করিবে। তৎপক্ষে অন্য কোন বিবেচনার অপেক্ষা করিবে না। (ভাবপ্র°) [ইহার বিষয় স্নেহপান শব্দে দেখ।]

স্নেহবিদ্ধ (ক্লী) স্নেহেন বিদ্ধং। ১ দেবদারু। (জটাধর)

স্নেহসংস্কৃত (ত্রি) স্নেহেন সংস্কৃতঃ। স্নেহ দ্বারা সংস্কৃত, যাহাকে স্নেহবস্তি দ্বারা সংস্কার করা হইয়াছে, স্নেহবস্তি প্রয়োগ করিয়া যাহার দেহ বিশুদ্ধ হইয়াছে।

স্নেহব্যাপৎ (স্ত্রী) স্নেহপ্রয়োগ জন্য রোগবিশেষ, বস্তিপ্রয়োগের দোষে নানা প্রকার ব্যাধি জন্মে তাহাকে, স্নেহব্যাপৎ কহে। (সুশ্রুত)

স্নেহসার (পুং) মজ্জধাতু, মজ্জা। (বৈদ্যকনি°)

স্নেহাশ (পুং) স্নেহমশ্নাতীতি অশ্ ভোজনে অণ্। প্রদীপ।

স্নেহিত (পুং) স্নেহোঽস্য জাতঃ স্নেহ-ইতচ্। ১ বন্ধু। (ত্রি) ২ স্নেহযুক্ত, স্নেহবিশিষ্ট।

স্নেহিন্ (পুং) স্নেহোঽস্যাস্তীতি ইনি। ১ বয়স্য, বন্ধু। (ত্রিকা°) ২ চিত্রকর। (ত্রি) ৩ স্নেহযুক্ত, স্নেহবিশিষ্ট।

স্নেহু (পুং) স্নিহ্যতীতি স্নিহ (শৃস্বৃস্নিহীতি। উণ্ ১।১১) ইতি উ। ১ রোগভেদ। ২ চন্দ্র। (উজ্জ্বল)

স্নেহ্য (ত্রি) স্নেহযোগ্য।

স্পাদ্ [ন্দ], ঈষৎকম্প। ভ্বাদি° আত্মনে° অক° সেট্। লট্ স্পন্দতে। লোট্ স্পন্দতাং। লিট্ পস্পন্দে। লুট্ স্পন্তা। লুঙ্ অস্পন্দিষ্ট। সন্ পিস্পন্দিষতে। যঙ্ পাস্পন্দ্যতে।

স্পান্দ (পুং) স্পন্দ-ঘঞ্। প্রস্ফুরণ, ঈষৎকম্পন। স্পন্দন, শরীরস্থ অঙ্গবিশেষের স্পন্দন দ্বারা শুভাশুভ সূচিত হয়। পুরাণ ও জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, সাধারণ ভাবে এ বিষয়ের আলোচনা করিতেছি। স্পন্দন শুভ হইলে শুভ ফল এবং অশুভ হইলে অশুভ ফল হইয়া থাকে। মলমাসতত্ত্বে রঘুনন্দন লিখিয়াছেন যে, অশুভ স্পন্দন, চক্ষুঃস্পন্দন ও দুঃস্বপ্ন প্রভৃতি দর্শনে অশ্বত্থবৃক্ষের নিকট গমন করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। মন্ত্র যথা—

"চক্ষুঃস্পন্দং ভুজস্পন্দং তথা দুঃস্বপ্নদর্শনং।
শত্রুণাঞ্চ সমুত্থানমশ্বত্থশময়াশু মে।
অশ্বত্থরূপী ভগবান্ প্রীয়তাং মে জনার্দ্দন॥" (মলমাসতত্ত্ব)

মৎস্যপুরাণে মনু মৎস্যরূপী ভগবান্‌কে দেহস্পন্দের শুভাশুভ লক্ষণের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে মৎস্যদেব তাঁহাকে বলিয়াছেন যে, সাধারণতঃ অঙ্গের দক্ষিণভাগ স্পন্দনে শুভ ফল এবং বাম ভাগ স্পন্দনে অশুভ ফল হইয়া থাকে। ইহাতে কোন কোন নিমিত্তজ্ঞ বলেন যে, পুরুষের দক্ষিণ ভাগ ও স্ত্রীদিগের বামভাগ স্পন্দনে শুভ এবং পুরুষের বাম ভাগ ও স্ত্রীলোকের দক্ষিণ ভাগ স্পন্দনে অশুভ ফল হইয়া থাকে।

"অঙ্গদক্ষিণভাগে তু শস্তং প্রস্ফুরণং ভবেৎ।
অপ্রশস্তং তথা বামে পৃষ্ঠস্য হৃদয়স্য চ।
অঙ্গানাং স্পন্দনঞ্চৈব শুভাশুভবিচেষ্টিতং।
তন্মে বিস্তরতো ব্রূহি যেন স্যাস্তদ্বিদো ভুবি॥" (মৎস্যপু° ১৪১অ°)

মস্তক ও ললাট স্পন্দিত হইলে পৃথিবীলাভ, ভ্রূ ও নাসিকা স্পন্দনে প্রিয়সঙ্গম ও স্থানবৃদ্ধি, অক্ষিদেশ স্পন্দনে ভৃত্যলাভ, চক্ষুর উপরি দেশে ধনাগম, উপকণ্ঠদেশে অর্থাৎ কণ্ঠের সমীপে লাভ, দৃগ্‌বন্ধন অর্থাৎ চক্ষুর পাতা স্পন্দনে জয়, অপাঙ্গদেশে স্ত্রীলাভ, শ্রবণান্তদেশে প্রিয়শ্রবণ, নাসিকাদেশে প্রীতি, সৌখ্য, অধর ও ওষ্ঠদেশে প্রিয়লাভ, কণ্ঠে ভোগলাভ, অংসদ্বয়ে ভোগবৃদ্ধি, বাহুদ্বয়ে সুহৃৎস্নেহ, হস্তদ্বয়ে ধনাগম, পৃষ্ঠে পরাজয়, বক্ষঃস্থলে জয়, কুক্ষিদ্বয়ে প্রীতি, স্তনে স্ত্রীজনন, নাভিদেশে স্থাননাশ, অন্ত্রদেশে ধনাগম, জানুসন্ধিতে সন্ধিলাভ, পদদ্বয়ে উত্তম স্থানলাভ, পাদতলে লাভের সহিত অধ্বগমন, পূর্ব্বোক্ত সকল অঙ্গস্পন্দনে পূর্ব্বরূপ ফল হইয়া থাকে। এই সকল ফল পুরুষ ও স্ত্রীদিগের মধ্যে বিপর্য্যয়ে জানিতে হইবে, অর্থাৎ পুরুষের দক্ষিণ ভাগে শুভ, স্ত্রীদিগের বাম ভাগে শুভ এবং পুরুষের বাম ভাগে অশুভ ও স্ত্রীদিগের দক্ষিণ ভাগে অশুভ হইয়া থাকে।*

* "পৃথ্বীলাভো ভবেৎ মূর্দ্ধ্নি ললাটে রবিনন্দন।
স্থানং বিবৃদ্ধিমায়াতি ভ্রূনসোঃ প্রিয়সঙ্গমঃ॥

গরুড়পুরাণ ও অগ্নিপুরাণ প্রভৃতিতেও এই স্পন্দনের শুভাশুভ লক্ষণ লিখিত আছে। কালিদাস শকুন্তলায় লিখিয়াছেন যে, দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হইলে স্ত্রীলাভ হয়।

"শান্তমিদমাশ্রমপদং স্ফুরতি চ বাহুঃ কুতঃ ফলমিহাস্য।
অথবা ভবিতব্যানাং দ্বারাণি ভবন্তি সর্ব্বত্রঃ॥" (শকুন্তলা ১ অ°)

স্পন্দন (ক্লী) স্পন্দ-ল্যুট্। প্রস্ফুরণ, ঈষৎকম্পন।

"গর্ভাধানমৃতৌ পুংসঃ সবনং স্পন্দনাৎ পুরা।
ষষ্ঠেঽষ্টমে বা সীমন্তো মাস্যেতে জাতকর্ম্ম চ॥" (যাজ্ঞবল্ক্য° ১।১১)

স্পন্দিন্ (ত্রি) স্পন্দ-ইনি। স্পন্দনযুক্ত, স্পন্দনবিশিষ্ট, যাহার অঙ্গাদি স্ফুরণ হয়।

স্পার (ক্লী) সামভেদ।

স্পরণী (ত্রি) বেদোক্ত লতাভেদ। (অথর্ব্ব ৫।৫।৬)

স্পারিতৃ (ত্রি) দুঃখকারণ, শত্রু, দুর্জন ও রোগাদি, এই সকল দুঃখের কারণ হইয়া থাকে।

স্পারিশ (পুং) স্পর্শ।

স্পর্দ্ধ, সংঘর্ষ, পরাভিভবেচ্ছা। ২ স্পর্দ্ধা। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ স্পর্দ্ধতে। লোট্ স্পর্দ্ধতাং। লিট্ পস্পর্দ্ধে। লুট্ স্পর্দ্ধিতা। লট্ স্পর্দ্ধিষ্যতে। লুঙ্ অস্পর্দ্ধিষ্ট, অস্পর্দ্ধিষ্টতাং, অস্পর্দ্ধিষত। সন্ পিস্পর্দ্ধিষতে। যঙ্ পাস্পর্দ্ধ্যতে। যঙ্-লুক্ অপস্পর্দ্ধৎ।

স্পর্দ্ধনীয় (ত্রি) স্পর্দ্ধ-অনীয়র্। ১ স্পর্দ্ধার যোগ্য, স্পর্দ্ধার উপযুক্ত। ২ সংঘর্ষণীয়।

ভ্রূত্যলক্ষিস্চাক্ষিদেশে দৃগুপাস্তে ধনাগমঃ।
উৎকণ্ঠোপগমো মধ্যে দৃষ্টং রাজন্ বিচক্ষণৈঃ॥
দৃষক্ষনে সঙ্গমে চ জয়ং শীঘ্রমবাপ্নুয়াৎ।
যোষিল্লাভোঽপাঙ্গদেশে শ্রবণান্তে প্রিয়া শ্রুতিঃ॥
নাসিকায়াং প্রীতিসৌখ্যং প্রিয়াপ্তিরধরোষ্ঠয়োঃ।
কণ্ঠে তু ভোগলাভঃ স্যাৎ ভোগবৃদ্ধিরথাংসয়োঃ॥
সুহৃৎস্নেহশ্চ বাহুভ্যাং হস্তে চৈব ধনাগমঃ।
পৃষ্ঠে পরাজয়ো যোধে জয়ো বক্ষঃস্থলে ভবেৎ॥
কুক্ষিভ্যাং প্রীতিরুদ্দিষ্টা স্ত্রিয়াঃ প্রজননং স্তনে।
স্থানভ্রংশো নাভিদেশে অন্ত্রে চৈব ধনাগমঃ॥
জানুসন্ধৌ পরৈঃ সন্ধির্বলবৃদ্ধির্ভবেন্নৃপ।
দিশৈকদেশনাশোঽথ জঙ্ঘাভ্যাং রবিনন্দন॥
উত্তমং স্থানমাপ্নোতি পদ্ভ্যাং প্রস্ফুরণান্নৃপ।
সলাভশ্চাধ্বগমনং ভবেৎ পাদতলে নৃপ॥
লাঞ্ছনং পিটকশ্চৈব জ্ঞেয়ং প্রস্ফুরণং তথা।
বিপর্য্যয়েণ বিহিতং সর্ব্বং স্ত্রীণাং বিপর্য্যয়ং॥
দক্ষিণেঽপি প্রশস্তেঽঙ্গে প্রশস্তং স্যাদ্বিশেষতঃ।
অপ্রশস্তে তথা বামে ত্বপ্রশস্তং বিশেষতঃ॥" (মৎস্যপু° ১৪১ অ)

স্পর্দ্ধা (ত্রি) স্পর্দ্ধ ভিদাদিত্বাদঙ্ টাপ্। ১ সংঘর্ষ।

"মহানদীভির্বহ্বীভিঃ স্পর্দ্ধয়েব সহস্রশঃ।
অভিসার্য্যমানমনিশং দদৃশাতে মহার্ণবং॥" (ভারত ১।২১।১৭)

২ ক্রমোন্নতি। ৩ সাম্য। (মেদিনী)

স্পর্দ্ধিন্ (ত্রি) স্পর্দ্ধ-ইনি। স্পর্দ্ধাযুক্ত, স্পর্দ্ধাবিশিষ্ট।

স্পর্দ্ধ্য (ত্রি) স্পর্দ্ধ-যৎ। স্পর্দ্ধনীয়, স্পর্দ্ধার যোগ্য, স্পর্দ্ধার উপযুক্ত।

স্পর্শ, ১ গ্রহণ। ২ শ্লেষ। চুরাদি° আত্মনে° সক° সেট্॥ লট্ স্পর্শয়তে। লোট্ স্পর্শয়তাং। লিট্ স্পর্শয়াঞ্চক্রে, লিটে কৃ, ভূ ও অস ধাতুর অনু প্রয়োগ হইবে। লুঙ্ অপস্পর্শত। সন্ পিস্পর্শিষতে। যঙ্ পাস্পর্শ্যতে।

স্পর্শ (পুং) স্পশ স্পর্শনে গ্রহণে বা ঘঞ্। ১ রুজা, পীড়া। ২ দান। ৩ স্পর্শন, চলিত ছোয়া।

"বিনিশ্চেতুং শক্যো ন সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা
প্রমোহো নিদ্রা বা কিমু বিষবিসর্পঃ কিমু মদঃ।
তব স্পর্শে স্পর্শে মম হি পরিমূঢ়েন্দ্রিয়গণো
বিকারশ্চৈতন্যং ভ্রময়তি চ সম্মীলয়তি চ॥"
(উত্তরচরিত ১অ°)

নৈয়ায়িকদিগের মতে ত্বগিন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণবিশেষ। ইহাদিগের মতে গুণ ২৪ প্রকার। এই স্পর্শ তিন প্রকার, উষ্ণ, শীত ও অনুষ্ণাশীত, উষ্ণস্পর্শ, শীতস্পর্শ ও অনুষ্ণাশীতস্পর্শ। তেজঃ পদার্থের স্বাভাবিক স্পর্শ উষ্ণ, এই জন্য তেজের যে স্পর্শ তাহা উষ্ণস্পর্শ, জলের স্বাভাবিক স্পর্শ শীতল, এই জন্য জলের স্পর্শ শীতস্পর্শ। বায়ুর স্বাভাবিক স্পর্শ অনুষ্ণাশীত। চন্দ্র, সূর্য্য তেজে তেজস্বী। চন্দ্রমণ্ডল জলবহুল, সুতরাং জলের শীতস্পর্শ দ্বারা তেজঃ স্পর্শের উষ্ণতা অভিভূত হয়, বলিয়া চন্দ্ররশ্মির উষ্ণতা অনুভূত হয় না। অগ্নি ও সূর্য্যকিরণসম্পর্কে জলস্পর্শের উষ্ণতা, এবং ঐ রূপে বায়ুস্পর্শের উষ্ণতা ও হিমানীসম্পর্কে শীতলতা অনুভব হইলেও বায়ুর স্বাভাবিক স্পর্শ অনুষ্ণাশীত। পৃথিবীর স্পর্শ কঠিন ও সুকুমারভেদে দ্বিবিধ। ইহার মধ্যে কঠিন বা দৃঢ় বস্তুর স্পর্শের নাম কঠিন স্পর্শ, কোমল বস্তুর স্পর্শের নাম সুকুমারস্পর্শ। এতদ্ভিন্ন পৃথিবীর পাকজস্পর্শও আছে। অগ্নিস্পর্শ হইবার পূর্ব্বে ঘট শরাবাদির যাদৃশ স্পর্শ থাকে, অগ্নিস্পর্শ হইবার পর তাদৃশ স্পর্শ থাকে না, অন্যরূপ স্পর্শ হয়, ইহারই নাম পাকজস্পর্শ। ইহা নিত্য ও অনিত্যভেদে দুই প্রকার। জলীয় পরমাণুস্পর্শ নিত্য, ইহা ভিন্ন অন্য স্থলে স্পর্শ অনিত্য।

"স্পর্শস্ত্বগিন্দ্রিয়গ্রাহ্যস্তচঃ স্যাদুপকারকঃ।
অনুষ্ণাশীতশীতোষ্ণভেদাৎ স ত্রিবিধো মতঃ॥

কাঠিন্যাদিঃ ক্ষিতাবেব নিত্যতাদি চ পূর্ব্ববৎ।
এতেষাং পাকজত্বন্তু ক্ষিতৌ নান্যত্র কুত্রচিৎ ॥
তত্রাপি পরমাণৌ স্যাৎ পাকো বৈশেষিকে নয়ে।
নৈয়ায়িকানান্তু নয়ে দ্ব্যণুকাদাবপীষ্যতি ॥" (ভাষাপরিচ্ছেদ)

পুরাণমতে স্পর্শ ১১ প্রকার—১ উষ্ণ, ২ শীত, ৩ সুখ, ৪ দুঃখ ৫ স্নিগ্ধ, ৬ বিশদ, ৭ খর, ৮ মৃদু, ৯ সূক্ষ্ম, ১০ লঘু, ১১ গুরু। এই একাদশ প্রকার স্পর্শ। (ভারত মোক্ষধর্ম্মপ°)

বিশেষ বিচার করিয়া দেখিলে সকল প্রকার স্পর্শই নৈয়ায়িকোক্ত তিন প্রকার স্পর্শের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৪ স্পর্শক। ৫ সম্পরায়। ৬ প্রণিধি। (মেদিনী) ৭ উপতপ্তা। (অমর) ৮ বর্গাক্ষর। (হেম)

"স চিন্তয়ন্ দ্ব্যক্ষরমেকদাম্ভ-
স্যুপাশৃণোৎ দ্বির্গদিতং বচো বিভুঃ।
স্পর্শেষু যৎ ষোড়শমেকবিংশং
নিষ্কিঞ্চনানাংনৃপ যদ্ধনং বিদুঃ ॥" (ভাগবত ২।৯।৬)

৮ বায়ু। ৯ কামদিগের বন্ধভেদ। (শব্দরত্না°) ১০ কাদি-বর্গপঞ্চক, কু, চু, টু, তু, পু, অর্থাৎ কবর্গ, চবর্গ, তবর্গ, টবর্গ, তবর্গ ও পবর্গ এই পাঁচটী বর্গ।

"স্পর্শস্তস্যাভবজ্জীবঃ স্বরো দেহ উদাহৃতঃ।" (ভাগ° ৩।১২ অ°)
'স্পর্শাঃ কাদিবর্গপঞ্চকং' (স্বামী)

শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, অস্পৃশ্য বস্তু স্পর্শ করিতে নাই। দৈবাৎ যদি স্পর্শ করা হয়, তাহা হইলে স্নানাদি প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান করিতে হয়। বিপ্র, গো, ব্রাহ্মণ অনল এবং দেবপ্রতিমা পাদ দ্বারা স্পর্শ করিবে না, যদি দৈবাৎ স্পর্শ করা হয়, তাহা হইলে তিনি অষ্টসহস্র গায়ত্রী জপ বা ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য পান করিলে বিশুদ্ধ হন। বিন্মূত্র স্পর্শ করিলে স্নান করা বিধেয়। স্নানের পর শুদ্ধি লাভ হয়, শূদ্রের উচ্ছিষ্ট বা কুকুরের উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করিতে নাই, যদি কোন ব্রাহ্মণ এই উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করেন, তাহা হইলে তিনি একদিন উপবাস করিয়া থাকিবেন।

"ন স্পৃশেৎ পাণিনোচ্ছিষ্টো বিপ্রগোব্রাহ্মণানলান্।
ন চানলং পদা বাপি ন দেবপ্রতিমাং স্পৃশেৎ ॥
ভুক্তোচ্ছিষ্টস্তনাচান্তশ্চাণ্ডালৈঃ শ্বপচেন বা।
প্রমাদাৎ স্পর্শনং গচ্ছেৎ তত্র কুর্য্যাদ্বিশোধনং ॥
গায়ত্র্যষ্টসহস্রন্তু দ্রুপদাং বা শতং জপেৎ।
ত্রিরাত্রোপোষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥"
(প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

রজস্বলা স্ত্রীকে স্পর্শ করিতে নাই। ব্রাহ্মণ রজস্বলা ব্রাহ্মণীকে স্পর্শ করিলে এক রাত্রি উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য পান করিলে শুদ্ধ হয়েন। কিন্তু অসবর্ণা রজস্বলা স্ত্রীকে স্পর্শ করিলে ত্রিরাত্রি উপবাস করিতে হয়। ইহা জ্ঞানতঃ বুঝিতে হইবে। দৈবাৎ স্পর্শে ইহার অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত হইবে।

"রজস্বলা তু সংস্পৃষ্টা ব্রাহ্মণ্যা ব্রাহ্মণী যদি।
একরাত্রং নিরাহারা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥
রজস্বলা তু সংস্পৃষ্টা রাজন্যা ব্রাহ্মণী তু যা।
ত্রিরাত্রেণ বিশুদ্ধিঃ স্যাৎ ব্যাসস্য বচনং যথা ॥"(প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

স্পার্শতা (স্ত্রী) স্পর্শস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। স্পর্শত্ব, স্পর্শের ভাব বা ধর্ম্ম।

স্পার্শন (ক্লী) স্পৃশ-ল্যুট্। ১ দান। ২ স্পর্শ। ৩ সম্বন্ধ।
"তদ্রক্ষ কল্যাণপরম্পরাণাং ভোক্তারমূর্জ্জস্বলমাত্মদেহং।
মহীতলস্পর্শনমাত্রভিন্নমৃদ্ধং হি রাজ্যং পদমৈন্দ্রমাহুঃ ॥"(রঘু ২।৫০)
(পুং) স্পৃশতীতি স্পৃশ-ল্যু। ৪ বায়ু। (রাজনি°)

স্পার্শনীয় (ত্রি) স্পৃশ-অনীয়র্। স্পর্শনযোগ্য, স্পর্শের উপযুক্ত।

স্পার্শনেন্দ্রিয় (ক্লী) ইন্দ্রিয়বিশেষ, ত্বগিন্দ্রিয়, ত্বক্ দ্বারা স্পর্শ হয়, এই জন্য ইহাকে স্পর্শনেন্দ্রিয় কহে।

স্পার্শমণি (পুং) স্পর্শপ্রধানো মণিঃ। স্পর্শেন স্বর্ণোৎপাদকত্বাৎ তথাত্বং। মণিবিশেষ, স্বর্ণজনক প্রস্তর, চলিত পরস পাথর। এই পরসপাথরস্পর্শমাত্রে লৌহপ্রস্তরাদি স্বর্ণে পরিণত হয়।

স্পার্শমণিপ্রভব (ক্লী) স্পর্শমণেঃ প্রভবো যস্য। স্বর্ণ।

স্পার্শযজ্ঞ (পুং) যজ্ঞীয় দ্রব্য স্পর্শপূর্ব্বক নিবেদন।

স্পার্শরসিক (ত্রি) কামুক, পাপী।

স্পার্শলজ্জা (স্ত্রী) স্পর্শাৎ লজ্জা সঙ্কোচনরূপত্রপা যস্যাঃ। লজ্জালুকালতা, লজ্জাবতী লতা। (রাজনি°)

স্পার্শবজ্রা (স্ত্রী) বৌদ্ধদেবীভেদ।

স্পার্শবৎ (ত্রি) স্পর্শ অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য বঃ। স্পর্শবিশিষ্ট, স্পর্শযুক্ত।

স্পার্শশুদ্ধা (স্ত্রী) স্পর্শে শুদ্ধা। শতমূলী। (শব্দচ°)

স্পার্শসঙ্কোচপত্রিকা (স্ত্রী) শুক্ল লজ্জালুকা, শ্বেত লজ্জাবতী লতা। (বৈদ্যকনি°)

স্পার্শসঙ্কোচিন্ (পুং) রোমালু, পিণ্ডালু।

স্পার্শসঞ্চারিন্ (ত্রি) শূকদোষভেদ।

স্পার্শস্য[স্প]ন্দ (পুং) স্পর্শেন স্যন্দতে মূত্রয়তীতি স্যন্দ-অচ্। ভেক, চলিত বেঙ্।

স্পার্শহানি (স্ত্রী) শূকরোগবিশেষ। লক্ষণ
"স্পর্শহানিস্তু জনয়েচ্ছোণিতং শূকদূষিতং।
অত্রাস্পর্শাসহত্বমেব লক্ষণং।" (ভাবপ্র° শূকরোগাধি°)

শূকপ্রয়োগপ্রযুক্ত রক্ত দূষিত হইয়া শিশ্নের স্পর্শাসহিষ্ণুতা উৎপাদন করিলে তাহাকে স্পর্শহানি কহে। [শূকরোগ শব্দ দেখ]

স্পার্শা (স্ত্রী) স্পর্শতি পরপুরুষমিতি স্পৃশ-অচ্ টাপ্। ১ কুলটা।

স্পার্শাজ্ঞ (ত্রি) স্পর্শজ্ঞানহীন।

স্পার্শানন্দা (স্ত্রী) স্পর্শেন আনন্দো যাসাং। অপ্সরস্।

স্পার্শাসহত্ব (ক্লী) স্পার্শাসহিষ্ণুতা, স্পর্শ সহ্য করিতে না পারা।

স্পার্শিক (ত্রি) ১ স্পর্শবৎ, স্পর্শবিশিষ্ট। ২ বায়ু।

স্পার্শিন্ (ত্রি) স্পশ্-ইনি। স্পর্শযুক্ত, স্পর্শবিশিষ্ট, এই পদ প্রায় উপপদ পূর্ব্বকই ব্যবহার হইয়া থাকে। যথা—গগনস্পর্শী, ভূতলস্পর্শী। ইত্যাদি।

স্পার্শেন্দ্রিয় (ক্লী) পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে ইন্দ্রিয়বিশেষ। ত্বগিন্দ্রিয়, এই ইন্দ্রিয় দ্বারা স্পর্শজ্ঞান হয়।

স্পার্শোপল (পুং) স্পর্শপ্রধান উপলঃ। স্পর্শমণি, পরসপাথর।

"অদাৎ স্পর্শোপলং তস্মৈ স্পর্শাল্লোহস্ত হেমকৃৎ।"

(শক্রঞ্জয়মা° ১০।১৫০)

স্পার্ষ্টা (ত্রি) স্পৃশতীতি স্পৃশ-তৃচ্। ১ উপতাপকমাত্র। ২ রোগ।

স্পাশ্ ১ পীড়ন। ২ স্পর্শন। ৩ গ্রন্থন। ভ্বাদি উভয়° সক° সেট্। লট্ স্পশতি তে। লোট্ স্পশতু তাং। লিট্ পস্পাশ পস্পসে। লঙ্ অস্পাশীৎ, অস্পাশিষ্ট। স্পাশ, চুরাদি আত্মনে° সক° সেট্। লট্ স্পাশয়তে। লঙ অপস্পাশত।

স্পাশ (পুং) স্পশতীতি স্পশ পচাদ্যচ্। ১ চর।

"বয়স্তু যদি দাহস্ত বিভ্যতঃ প্রদ্রবেমহি।
স্পশৈর্নো ঘাতয়েৎ সর্ব্বান্ রাজ্যলুব্ধঃ সুযোধনঃ॥"

(ভারত ১।১৪৭।২৫)

২ অভিসর, যুদ্ধ। 'চরো গূঢ়পুরুষঃ। অভিসরো যুদ্ধং, প্রাণনিরপেক্ষো যো দ্রব্যার্থং ব্যাড়ং হস্তিনং বা যোধয়তি সোঽভিসরঃ, ইমৌ দ্বৌ স্পশৌ' (ভরত)

স্পাষ্ট (ত্রি) স্পশ্যতে স্মেতি স্পশ-ণিচ্-ক্ত (বা দান্তশান্তেতি। পা ৫।২।২৭) ইতি সাধুঃ। ১ ব্যক্ত, পর্য্যায়—স্ফুট, প্রব্যক্ত, উল্বন, উদ্রিক্ত, প্রকট। (জটাধর)

"ভোঃ সূত হে মাগধ সৌম্যবন্দিন্।
লোকেঽধুনা স্পৃষ্টগুণস্ত মে স্যাৎ।
কিমাশ্রয়ো মে স্তব এব যোজ্যতাং
মা ময্যভূবন্ বিতথা গিরো বঃ॥" (ভাগবত ৫।১৫।২২)

গ্রহগণের স্ফুটসাধনকে স্পষ্ট কহে। গ্রহস্পষ্ট দ্বারা কোন রাশির কোন অংশে, কত কলায় ও বিকলায় গ্রহ অবস্থিত থাকে, তাহা জানা যায়। গ্রহের ফল সূক্ষ্ম রূপে নিরূপণ করিতে হইলে গ্রহস্পষ্ট করা আবশ্যক। গ্রহ স্পষ্ট ব্যতীত গ্রহের অবস্থান স্থির করাই যায় না।

স্পাষ্টীকরণ (ক্লী) স্পষ্ট-কৃ অভূততদ্ভাবে চ্বি। ব্যক্তীকরণ, স্ফুটীকরণ, পূর্ব্বে যাহা অব্যক্ত বা অস্ফুট ছিল, তাহার প্রকাশ করণ।

স্পাষ্টীকৃত (ত্রি) স্পষ্ট-কৃ অভূততদ্ভাবে চ্বি, ক্ত। ব্যক্তীকৃত, প্রকাশীকৃত।

স্পাষ্টেতর (ত্রি) স্পষ্টাদিতরঃ অন্যঃ। স্পষ্ট হইতে ভিন্ন, অস্পষ্ট, অব্যক্ত।

স্পান্দন (ত্রি) স্পন্দন (পলাশাদিভ্যো বা। পা ৪।৩।১৪১) ইতি অণ্। স্পন্দনযুক্ত।

স্পার্শন (ত্রি) স্পর্শনেন গৃহ্যতে স্পর্শন (শেষে। পা ৪।২।৯২) ইতি অণ্। স্পশ, স্পর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা যাহা গ্রহণ করা যায়। স্পার্শন প্রত্যক্ষ,স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা যে প্রত্যক্ষ হয়, তাহাকে স্পার্শন প্রত্যক্ষ কহে, স্পর্শ ত্বগিন্দ্রিয়গ্রাহ্য ধর্ম্ম, যে স্থলে ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা স্পর্শ হয়, তথায় স্পার্শন প্রত্যক্ষ হয়।

স্পার্হ (ত্রি) স্পৃহণীয়, স্পৃহার যোগ্য।

"স্পার্হং যদ্রেক্‌ণঃ পরমং বনোষিতৎ" (ঋক্ ১।১৩।১৪)

'স্পার্হং স্পৃহণীয়ং' (সায়ণ)

স্পার্হরাধস্ (ত্রি) স্পার্হং স্পৃহণীয়ং ধনং যস্য। স্পৃহণীয় ধন, স্পৃহণীয় ধনবিশিষ্ট। "বাজং ভবতি স্পার্হরাধাঃ" (ঋক্ ৪।১২।১৮)

'স্পার্হরাধাঃ স্পৃহণীয়ধনঃ' (সায়ণ)

স্পার্হবীর (ত্রি) স্পৃহণীয় পুত্রভৃত্যাদিযুক্ত।

"মরুতঃ স্পার্হবীরং যূয়ং" (ঋক্ ৫।৫৪।১১) 'স্পার্হবীরং স্পৃহণীয়ৈর্বীরৈঃ পুত্রভৃত্যাদিভিরুপেতং' (সায়ণ)

স্পৃ, ১ প্রীতি। ২ রক্ষা। ৩ পালন। স্বাদি পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ স্পৃণোতি। লোট্ স্পৃণোতু। লিট্ পস্পার। লট্ স্পরিতা। লঙ্ অস্পারীৎ।

স্পৃক্কা (স্ত্রী) স্পৃশ্যতে সৌগন্ধ্যাৎ স্পৃশ সংস্পর্শে বাহুলকাৎ ক, পৃষোদরাদিত্বাৎ শস্য ক। পৃক্কা, তন্নামক সুগন্ধি শাক, চলিত পিড়িংশাক। গুণ—কটু, কষায়, তিক্ত, কফ ও কাসনাশক, শ্লেষ্মা, মেহ, অশ্মরী ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে হিতকর।" (রাজনি°) ২ লজ্জালুকা, লজ্জাবতী লতা। ৩ ব্রাহ্মী, চলিত বিস্মীশাক। ৪ মালতীফুল। ৫ শতপত্রী, চলিত সেউতী। ৬ পাচীনামক পুষ্পবৃক্ষবিশেষ।

স্পৃৎ (ত্রি) ইষ্টকাভেদ। (শতপথব্রা°)

স্পৃশ্ স্পৃশ। তুদাদি পরস্মৈ° সক° অনিট্। লট্ স্পৃশতি। লোট্ স্পৃশতু। লিট্ পস্পর্শ, পস্পর্শতুঃ পস্পর্শিথ, লট্ স্পর্ষ্টা, স্প্রষ্টা। লৃট্ স্প্রক্ষ্যতি, স্পর্ক্ষ্যতি। লৃঙ্ অস্পর্ক্ষ্যৎ, অস্প্রক্ষ্যৎ। লঙ্ অস্পাক্ষীৎ, অস্পৃক্ষৎ, অস্পৃষ্টাং অস্পার্ষ্টাং, অস্পৃক্ষতাং, অস্পার্ক্ষুঃ, অস্প্রাক্ষুঃ, অস্পৃক্ষন্, সন্ পিস্পর্ক্ষতি। যঙ্ পরীস্পৃশ্যতে। যঙ্-লুক্ পরীস্পার্ষ্টি। ণিচ্ স্পর্শয়তি। লিট্ স্পর্শয়াঞ্চকার।

কৃ, ভূ ও অস এই তিন ধাতুরই অনুপ্রয়োগ হইয়া থাকে। লঙ্ অপস্পৃৎ, অপিস্পৃশৎ। উপ+স্পৃশ=উপস্পৃশ, আচমন।

স্পৃশ (ত্রি) স্পৃশতীতি স্পৃশ-ক। স্পর্শকারক।

স্পৃশা (স্ত্রী) স্পৃশতীতি স্পৃশ-ক-টাপ্। ১ ভুজঙ্গঘাতিনী বৃক্ষ। ২ কঙ্কালিকা। (শব্দচ°)

স্পৃশি (ত্রি) বিষয়স্পৃশ্, বিষয়াভিলাষী, যাহারা সর্ব্বদা বিষয়ের অভিলাষ করে। (ভারত নীলকণ্ঠ)

স্পৃশী (স্ত্রী) কণ্টকারী। (অমর)

স্পৃশ্য (ত্রি) স্পর্শযোগ্য, স্পর্শের উপযুক্ত, যাহা স্পর্শ করিতে পারা যায়।

"ত্বদীয়া ন ময়া স্পর্শ্যা ত্বয়ি জীবতি সংপদঃ।" (রাজতর° ৩।৩১৯)

স্পৃষ্ট (ত্রি) স্পর্শ-ক্ত। কৃতস্পর্শ যিনি স্পর্শ করিয়াছেন।

"উচ্ছিষ্টেন তু শূদ্রেণ বিপ্রঃ স্পৃষ্টস্তু তাদৃশঃ।
উপবাসেন শুদ্ধিঃ স্যাৎ শুনা সংস্পৃষ্ট এব বা॥" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

স্পৃষ্টাস্পৃষ্ট (ক্লী) স্পৃষ্টেন আ সম্যক্ স্পৃষ্টং। পরস্পর স্পর্শন।

"অথ জাতিগুণান্ বক্ষ্যে স্পৃষ্টাস্পৃষ্টং মহেশ্বরি।
"অধমৈঃ শিষ্টসংস্পর্শে প্রায়শ্চিত্তং যথাবিধি॥" (মৎস্যসূক্ত ৩৯প°)

স্পৃষ্টাস্পৃষ্টি (অব্য) স্পৃষ্টেন স্পৃষ্টেন যৎ ভবতি (ইচ্ কর্ম্মব্যতীহারে। পা ৫।৪।১২৭) ইতি ইচ্। (অন্যেষামপি দৃশ্যতে। পা ৬।৪।১৩৭) ইতি দীর্ঘঃ। পরস্পর স্পর্শন, চলিত ছোয়াছুয়ি, পরস্পর পরস্পরকে স্পর্শ, পরস্পর অস্পৃশ্য স্পর্শ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। ইহাতে বিশেষ এই, তীর্থ, বিবাহ, যাত্রা, সংগ্রাম, দেশবিপ্লব, নগর বা গ্রামদাহ প্রভৃতিতে স্পৃষ্টাস্পৃষ্টি দোষাবহ হয় না, ইহা ভিন্ন আপদ্‌কালে, পীড়িতাবস্থায়, পিতা মাতা গুরুজনাদির আদেশেও ইহা দূষণীয় নহে। অর্থাৎ এরূপ স্থলে নিন্দিত বস্তুর পরস্পর স্পর্শনে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না।

"তীর্থে বিবাহে যাত্রায়াং সংগ্রামে দেশবিপ্লবে।
নগরগ্রামদাহে চ স্পৃষ্টাস্পৃষ্টি ন দুষ্যতি॥
আপদ্যপি চ কষ্টায়াং রুগ্‌ভয়ে পীড়িতে তথা।
মাতাপিত্রোর্গুরোশ্চৈব নিদেশে বর্ত্তনাত্তথা॥
স্পৃষ্টাস্পৃষ্টি ইত্যব্যয়ং ক্রিয়াব্যতীহারে। তথেতি ন দুষ্যতি।"
(রত্নাকরধৃত বৃহস্পতি)

স্পৃষ্টি (স্ত্রী) স্পৃশ-ক্তিন্। স্পর্শ, পর্য্যায়—পৃক্তি, স্পর্শন।

স্পৃষ্টিকা (স্ত্রী) স্পর্শ।

স্পৃহ, ঈপ্সা। অদন্তচুরাদি পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ স্পৃহয়তি। লোট্ স্পৃহয়তু। লিট্ স্পৃহয়াঞ্চকার, লিটে কৃ ভূ ও অস ধাতুর অনুপ্রয়োগ হইবে। লুঙ্ অপস্পৃহৎ।

স্পৃহণ (ক্লী) স্পৃহি-ল্যুট্। স্পৃহা, ইচ্ছা, অভিলাষ।

স্পৃহণীয় (ত্রি) স্পৃহ-অনীয়র্। বাঞ্ছনীয়, অভিলষণীয়।

"প্রচণ্ডসূর্য্যঃ স্পৃহণীয়চন্দ্রমাঃ
সদাবগাহক্ষতবারিসঞ্চয়ঃ।
দিনান্তরম্যোঽভ্যুপশান্তমন্মথো
নিদাঘকালঃ সমুপাগতঃ প্রিয়ে॥" (ঋতুস° ১।১)

স্পৃহয়ালু (ত্রি) স্পৃহয়তি তচ্ছীলঃ স্পৃহ (স্পৃহিগৃহিপতীতি। পা ৩।২।১৫৮) ইতি আলুচ্। স্পৃহাশীল, লোভী।

"প্রজাবতী দোহদশংসিনী তে
তপোবনেষু স্পৃহয়ালুরেব।" (রঘু ১৪।১৫)

স্পৃহা (স্ত্রী) স্পৃহ-অঙ্-টাপ্। ইচ্ছা, অভিলাষ। কোন্ কোন্ বিষয়ে স্পৃহা শুভ বা অশুভ ইহার বিষয় ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—ব্রাহ্মণের একমাত্র তপোবিষয়ে স্পৃহাই শ্রেষ্ঠ, এই রূপ ক্ষত্রিয়দিগের ঐশ্বর্য্যে, বৈশ্যদিগের বাণিজ্যে এবং শূদ্রদিগের ব্রাহ্মণসেবায় স্পৃহা প্রশংসনীয়। ক্ষত্রিয়দিগের তপস্যায় স্পৃহা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। ব্রাহ্মণদিগের বিবাদে স্পৃহা অতি নিন্দিত। বিবাদ ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম নহে, শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি ধর্ম্মকর্ম্মই তাঁহাদের ধর্ম্ম।

"তপোধনং ব্রাহ্মণানাং তপঃ কল্পতরুস্তথা।
তপস্যা কামধেনুশ্চ সন্ততং তপসি স্পৃহা॥
ঐশ্বর্য্যে ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ বাণিজ্যে চ তথা বিশাং।
শূদ্রাণাং বিপ্রসেবায়াং স্পৃহা বেদেষ্বনিন্দিতা॥
ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ তপসি স্পৃহাতীব প্রশংসিতা।
ব্রাহ্মণানাং বিবাদেষু স্পৃহাতীব বিনিন্দিতা॥
ক্ষত্রিয়াণাং রণো ধর্ম্মো রণো মৃত্যুর্ন গর্হিতঃ।
রণে স্পৃহা ব্রাহ্মণানাং লোকে বেদে বিড়ম্বনা॥
তপোধনানাং বিপ্রাণাং বাগ্‌বলানাং যুগে যুগে।
শান্তিস্বস্ত্যয়নং কর্ম্ম বিপ্রধর্ম্মো ন সঙ্গরঃ॥" (ব্রহ্মবৈ. ১৫ অ°)

স্পৃহাবৎ (ত্রি) স্পৃহাযুক্ত, ইচ্ছাবিশিষ্ট।

স্পৃহ্য (পুং) স্পৃহ্যতে ইতি স্পৃহ-যৎ। ১ মাতুলঙ্গবৃক্ষ। (শব্দচ°) (ত্রি) ২ বাঞ্ছনীয়।

স্প্রষ্টব্য (ত্রি) স্পৃশ-তব্য। স্পর্শনযোগ্য। স্পর্শ করিবার উপযুক্ত।

"ব্যত্যস্তপাণিনা কার্য্যমুপসংগ্রহণং গুরোঃ।
সব্যেন সব্যঃ স্প্রষ্টব্যো দক্ষিণেন চ দক্ষিণঃ॥" (মনু ২।৭২)

স্প্রষ্টৃ (ত্রি) স্পৃশতীতি স্পৃশ-তৃচ্। ১ উপতাপক মাত্র। ২ রাগ।

"ঘ্রাতা ভক্ষয়িতা দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা চ পঞ্চমঃ।
গন্তা বোদ্ধা চ সপ্তৈতে ভবন্তি পরমর্ত্বিজঃ॥"(ভারত ১৪।২০।২১)

স্ফট, ১ বিসরণ। ২ শীর্ণি। ভ্বাদি পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ স্ফটতি। লোট্ স্ফটতু। লিট্ পস্ফাট। লঙ্ অস্ফটীৎ।

স্ফট (পুং) স্ফট-অচ্। ১ ফট্‌ফট শব্দ। ২ সর্পফণা। (অমর)

স্ফটা (স্ত্রী) স্ফট-অচ-টাপ্। সর্পফণা। (অমর)

স্ফটিক (পুং) স্ফট শীর্ণৌ বাহুলকাৎ ইকন্। ১ সূর্য্যকান্তমণি। (হলায়ুধ) ২ স্বনামখ্যাত মণি, চলিত ফটিক, পর্য্যায়—স্ফটিক, স্ফাটক, ভাস্বর, স্ফাটিকোপল, শালিপিষ্ট, ধৌতশিল, সিতোপল, বিমলমণি, নির্ম্মলোপল, স্বচ্ছ, স্বচ্ছমণি, অমররত্ন, নিস্তবরত্ন, শিবপ্রিয়। গুণ—সমবীর্য্য, পিত্ত ও দাহাত্তিদোষনাশক। (রাজনি°)

সচরাচর যে সকল স্ফটিক দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলি শ্বেতবর্ণের। স্ফটিক প্রধানতঃ দুই প্রকার, সাধারণ স্ফটিক (Quartz) ও ভীষ্মরত্ন (Rock Crystal)। সাধারণ স্ফটিকও নানাপ্রকারে বিভক্ত হইতে পারে। ইহাদিগের আপেক্ষিক গুরুত্ব ২০৫ হইতে ২০৮ পর্য্যন্ত। সাধারণ স্ফটিক শতকরা ৪৮·০৪ ভাগ বিশুদ্ধ বালুকা (Silicon) এবং ৫১·৯৬ ভাগ অম্লজান গ্যাস মিশ্রিত থাকে। হাইড্রোফ্লুওরিক (Hydrafluoric) অম্ল ব্যতীত অন্য কোন অম্ল ইহার উপরে কার্য্য করিতে পারে না। সাধারণ অগ্নিপ্রয়োগে অথবা বাকনলসাহায্যে অগ্নি-সংযোগ করিলেও ইহা দ্রবীভূত হয় না। তবে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন মিশ্রিত গ্যাসের দীপশিখার সম্মুখে স্থাপিত করিলে ইহা শীঘ্রই গলিয়া যায়। তখন ইহাকে ঢালিয়া সূক্ষ্ম সূত্রাকারে পরিণত করিতে পারা যায়। এইরূপ ভাবে গালিত স্ফটিক আরও অধিকক্ষণ উত্তপ্ত করিলে ইহা ক্রমে বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া বায়ুর সহিত মিলিত হয়। দুইখণ্ড স্ফটিক পরস্পর সংঘর্ষণ করিলে অতিশয় উত্তপ্ত হইয়া উঠে এবং গাত্র হইতে জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতে থাকে। সাধারণ স্ফটিক প্রায়ই স্বচ্ছ হইয়া থাকে, তবে ইহাদিগের মধ্যে অর্দ্ধস্বচ্ছ এবং আবিল বর্ণের রত্নও দৃষ্ট হয়।

পূর্ব্বে হিমালয়পর্ব্বতে, সিংহলদেশে এবং বিন্ধ্যপর্ব্বতের অরণ্যপ্রদেশে নানাবিধ স্ফটিক পাওয়া যাইত। যুক্তিকল্পতরুতে ইহার উৎপত্তি স্থানাদির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—হিমালয়, সিংহল, এবং বিন্ধ্যাটবীতটে সমপ্রভ নানারূপবিশিষ্ট স্ফটিক জন্মে, হিমালয়প্রদেশে যে চন্দ্র সদৃশ স্ফটিক জন্মে, তাহা সূর্য্যকান্ত ও চন্দ্রকান্তভেদে দুই প্রকার। সূর্য্যের অংশু স্পর্শ মাত্র যে স্ফটিক হইতে অগ্নি নির্গত হয়, তাহাকে সূর্য্যকান্ত স্ফটিক কহে। আর চন্দ্রকিরণসংস্পর্শে যে স্ফটিক হইতে অমৃত ক্ষরিত হয়, তাহাকে চন্দ্রকান্ত-স্ফটিক কহে। এই স্ফটিক কলিযুগে অতিদুর্লভ। বিন্ধ্যাটবীতটে যে স্ফটিক জন্মে, তাহা মন্দকান্তিবিশিষ্ট, ইহার ছায়া অশোকপল্লব ও দাড়িমবীজ সদৃশ। সিংহলদেশে গন্ধনীলক আকরে কৃষ্ণবর্ণ স্ফটিক জন্মে এবং পদ্মরাগ মণির আকরে তিন প্রকার স্ফটিকের উৎপত্তি হয়, ইহার মধ্যে অত্যন্ত নির্ম্মল যে স্ফটিক, তাহা অতি স্বচ্ছ এবং তাহা হইতে জলস্রাব হয়। যে সকল স্ফটিক লোহিত বর্ণ, তাহার নাম রাজাবর্ত্ত এবং যাহা আনীল তাহাকে রাজময় ও যাহা ব্রহ্মসূত্রস্বরূপ তাহাকে ব্রহ্মময় কহে।

"হিমালয়ে সিংহলে চ বিন্ধ্যাটবীতটে তথা।
স্ফটিকং জায়তে চৈব নানারূপং সমপ্রভং॥
হিমাদ্রৌ চন্দ্রসঙ্কাশং স্ফটিকং তৎ দ্বিধা ভবেৎ।
সূর্য্যকান্তঞ্চ তত্রৈকং চন্দ্রকান্তং তথাপরং॥
সূর্য্যাংশুস্পর্শমাত্রেণ বহ্নিং বমতি যৎ ক্ষণাৎ।
সূর্য্যকান্তং তদাখ্যাতং স্ফটিকং রত্নবেদিভিঃ॥
পূর্ণেন্দুকরসঙ্কাশাদমৃতং স্রবতি ক্ষণাৎ।
চন্দ্রকান্তং তদাখ্যাতং দুর্লভং তৎ কলৌ যুগে॥
অশোকপল্লবচ্ছায়ং দাড়িমীবীজসন্নিভং।
বিন্ধ্যাটবীতটে দেশে জায়তে মন্দকান্তিকং॥
সিংহলে জায়তে কৃষ্ণমাকরে গন্ধনীলকে।
পদ্মরাগভবে স্থানে বিবিধং স্ফটিকং ভবেৎ॥
অত্যন্তনির্ম্মলং স্বচ্ছং স্রবতীব জলং শুচিঃ।
জ্যোতির্জ্জ্বলনমাশ্লিষ্টং মুক্তজ্যোতীরসং দ্বিজঃ॥
তদেব লোহিতাকারং রাজাবর্ত্তমুদাহৃতং।
আনীলং তত্তু পাষাণং প্রোক্তং রাজময়ং শুভং॥
ব্রহ্মসূত্রময়ং যত্তু প্রোক্তং ব্রহ্মময়ং দ্বিজঃ॥" (যুক্তিকল্পতরু)

গরুড়পুরাণের পূর্ব্ব বিভাগে লিখিত আছে যে, কাবের, বিন্ধ্য, যবন, চীন ও নেপাল দেশে দানবদিগের যত্নে লাঙ্গলীমেদ ছড়াইয়া পড়ে, তাহা হইতে আকাশের ন্যায় শুদ্ধ তৈলাখ্য যে বস্তু উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার নাম স্ফটিক। ইহা মৃণাল বা শঙ্খের ন্যায় শুভ্রবর্ণ বা কিঞ্চিৎ বর্ণান্তর বিশিষ্ট, রত্নসমূহের মধ্যে ইহার তুল্য পাপনাশক আর নাই। শিল্পিগণ ইহা সংস্কৃত করিলেই মূল্যার্হ হইয়া থাকে।

"কাবেরবিন্ধ্যযবনচীননেপালভূমিষু।
লাঙ্গলী ব্যকিরন্মেদো দানবস্য প্রযত্নতঃ॥
আকাশশুদ্ধং তৈলাখ্যমুৎপন্নং স্ফটিকং ততঃ।
মৃণালশঙ্খধবলং কিঞ্চিৎ বর্ণান্তরান্বিতং॥
ন তত্তুল্যং হি রত্নানামথবা পাপনাশনং।
সংস্কৃতং শিল্পিনা সত্যো মূল্যং কিঞ্চিল্লভেত্তু তং॥"

(গরুড়পু° ৭৯।১-৫)

স্ফটিকের পরীক্ষা ও গুণ গঙ্গাজলবিন্দুর ন্যায়, ইহার ছবি অতিশয় নির্ম্মল, নিস্তব এবং নেত্রের হিতকর, স্নিগ্ধ, শুদ্ধান্তরাল, অর্থাৎ মধ্যদেশ বিশুদ্ধ, মধুর, অতিহিম, পিত্ত, দাহ ও অস্রহারক এবং যাহা পাষাণে নিঘৃষ্ট ও স্ফুটিত হইলেও নিজ স্বচ্ছতা পরিত্যাগ করে না, তাহাই উৎকৃষ্ট স্ফটিক।

"যদ্গঙ্গাতোয়বিন্দুচ্ছবিবিমলতমং নিস্তযং নেত্রচ্ছং
স্নিগ্ধং শুদ্ধান্তরালং মধুরমতিহিতং পিত্তদাহাস্রহারি।
পাষাণে যন্নিঘৃষ্টং স্ফুটিতমপি নিজাং স্বচ্ছতাং নৈব জহ্যাৎ
তজ্জাত্যং জাতু লভ্যং শুভমুপচিনুতে শৈবরত্নং রত্নং ॥"

আকাশের ন্যায় নির্ম্মল স্ফটিককে তৈলাখ্য কহে। স্ফটিক শ্বেতপদ্ম মৃণাল অথবা শঙ্খের ন্যায় ধবল বর্ণবিশিষ্ট হইলেও অপরাপর রত্নের ন্যায় ইহা গৌরবান্বিত বা মূল্যবান্ হইতে পারে না, তবে নিপুণ শিল্পীদ্বারা কর্ত্তিত ও সংস্কৃত হইলে স্ফটিকের মূল্য বর্দ্ধিত হয়।

হিন্দুশাস্ত্রে লিখিত আছে, স্ফটিক বলকারক, পিত্ত, দাহ ও শোথব্যাধিনাশক। অপরাপর রত্নের মালাতে দেবমন্ত্র জপ করিলে যে ফল হয়, স্ফটিকের মালায় জপ করিলে তদপেক্ষা কোটিগুণ ফল হইয়া থাকে। হিন্দু তান্ত্রিকগণ এবং মুসলমান ফকিরগণ আপন আপন ইষ্টদেবতার নাম জপ করিবার জন্য সচরাচর স্ফটিকের মালা ব্যবহার করিয়া থাকেন।

তীষ্মমণি বিভিন্ন বর্ণের দেখিতে পাওয়া যায়; তন্মধ্যে শঙ্খের ন্যায় শুক্ল, পীতাভ, শুভ্র এবং কৃষ্ণবর্ণ রত্নই প্রধান। এই রত্নের সহিত সময়ে সময়ে অভ্র, রিউটাইল, টুর্ম্যালিন এবং ক্লোরাইট মিশ্রিত থাকে। আবার কখন কখন ইহার মধ্যে বায়ুমিশ্রিত জলবিম্ব বর্ত্তমান থাকে বলিয়া ইহাকে ঘুরাইলে মধ্যস্থিত জলবিম্বও তৎসঙ্গে অতি সুন্দর ভাবে আবর্ত্তিত হইতে থাকে। আফ্রিকার মাদাগস্কার দেশ হইতে যে সকল তীষ্মরত্ন আনীত হয়, তাহাদিগকে ঘর্ষণ করিলে বঙ্গতৈলের ন্যায় এক প্রকার গন্ধ বহির্গত হয়। পৃথিবীর নানা স্থানে এই মণি উৎপন্ন হইয়া থাকে; তন্মধ্যে আয়র্লণ্ড, স্কটলণ্ড, ফ্রান্স, ব্রেজিল, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া এবং ভারতবর্ষ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পূর্ব্বে কলিঙ্গ, মগধ, মালব ও হিমালয়ের পার্ব্বত্যপ্রদেশসমূহে প্রচুর পরিমাণে তীষ্মরত্ন উৎপন্ন হইত।

হিন্দুশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, বিশুদ্ধ তীষ্মরত্ন সুবর্ণবদ্ধ করিয়া গ্রীবাদেশে ধারণ করিলে ধারণকারী নানা সম্পৎশালী হইয়া থাকে। গুণশালী তীষ্মরত্ন ধারণ করিলে সর্ব্বপ্রকার বিষদোষ উপশমিত হয় এবং সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী প্রভৃতি হিংস্রজন্তুগণ ধারণকারীর নিকটে গমন করিতে সমর্থ হয় না। ইহা ধারণে জল, অগ্নি, শত্রু ও তস্করের ভয় প্রমশিত হইয়া থাকে। তবে শৈবাল মেঘের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট কর্কশ পীত প্রভাশালী হীনপ্রভ এবং মলিন রত্ন ব্যবহার করা কোন প্রকারেই উচিত নহে। এইরূপ মণি ব্যবহার করিলে শুভফল না হইয়া বিশেষ অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা। ভারতবর্ষজাত তীষ্মরত্ন অপেক্ষা বহুদূরদেশোৎপন্ন তীষ্মরত্নের মূল্য অধিক।

পুরাকালে প্রাচীন প্রত্যেক জাতির মধ্যেই তীষ্মরত্নের বহুল প্রচলন ছিল। মিশরবাসিগণ এই মণি দ্বারা নানাবিধ দ্রব্যাদি গঠিত করিত। ঐতিহাসিক থিওফ্রাস্টস্ লিখিয়াছেন, সীলমোহর তৈয়ার করিবার নিমিত্ত ইহা বিশেষ ভাবে ব্যবহৃত হইত। আবার প্লিনি লিখিয়াছেন যে, বাসগৃহ সজ্জিত করণার্থ ইহা পুরাকালে অত্যধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইত।

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে, তীষ্মমণিকে ইংরাজী ভাষায় Rock Crystal বলে। "Crystus" শব্দ হইতে Crystal শব্দের উৎপত্তি। "Crystallus" অর্থ বরফ। পূর্ব্বকালের লোকদিগের ধারণা ছিল যে, এই রত্ন বরফের প্রকারভেদ এবং এই কারণে তাঁহারা ইহাকে Crystallus নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। এই জন্য তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন যে, শীতপ্রধান দেশ ব্যতীত অন্য কোন দেশে ইহা উৎপন্ন হয় না। কথিত আছে, রোমসম্রাট্ নিরোর অতি সুন্দর দুইটী স্ফটিকের পানপাত্র ছিল। যখন তিনি শুনিলেন যে, তিনি রাজ্যচ্যুত হইয়াছেন, তখন তিনি ক্রোধে ও ক্ষোভে অধীর হইয়া উক্ত পানপাত্রদ্বয় ভূতলে সবেগে নিক্ষেপপূর্ব্বক ভঙ্গ করিয়া ফেলেন। রোমের সম্রাজ্ঞী লিভিয়ার একটী প্রায় ২৫ সের ওজনের স্ফটিক ছিল। রোমীয় চিকিৎসকগণ স্ফটিকে গোলক লেন্সের ন্যায় ব্যবহার করিয়া সূর্য্যরশ্মি দ্বারা ক্ষতাদি দগ্ধ করিয়া দিতেন। ইহা কাচ অপেক্ষা কঠিন এবং অনেকাংশে উৎকৃষ্টতর বলিয়া পূর্ব্বে ইহা চশমায় ব্যবহৃত হইত।

সুইজারলণ্ড ও জর্ম্মাণ দেশে নানাবর্ণে রঞ্জিত স্ফটিক দেখিতে পাওয়া যায়। স্ফটিক রঞ্জিতকরণার্থ প্রথমে ইহাকে অতিশয় উত্তপ্ত করা হইয়া থাকে। সেই উত্তপ্ত স্ফটিককে নানাবর্ণের রাসায়নিক তরল পদার্থের মধ্যে নিমজ্জিত করিবামাত্র, ইহার ভিন্ন ভিন্ন স্থান ফাটিয়া যায় এবং উক্ত রাসায়নিক পদার্থ সকল সেই ফাটার মধ্যে প্রবেশ করে। অতঃপর ঐ উত্তপ্ত স্ফটিকটী বেশ শীতল হইলে, ইহাকে অতি মনোরম রঞ্জিত স্ফটিক বলিয়া বোধ হয়।

ঐতিহাসিক মধ্যযুগে, পাশ্চাত্যদেশের পণ্ডিতগণও স্ফটিককে সর্ব্বপ্রকার বিষনাশক পদার্থ বলিয়া মনে করিতেন। কথিত আছে, বিষাক্ত স্থানে স্ফটিক প্রয়োগ করিলে, স্বতঃই তাহা ভগ্ন হইয়া যাইত, অথবা বিষাক্ত স্থান হইতে বিষ শোষিত করিয়া আবিল বর্ণ ধারণ করিত। ডাক্তার ডি সাহেবের প্রসিদ্ধ "প্রদর্শনপ্রস্তরের" (Show Stone) অসাধারণ ঐশী শক্তি ছিল; কোন ব্যক্তি স্বীয় ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী জানিবার নিমিত্ত অথবা কোন দূরস্থিত ব্যক্তির দর্শনাভিলাষী হইয়া ইহার নিকট উপস্থিত হইলে, ইহাতে ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী অথবা ঈপ্সিত

ব্যক্তির প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত হইত। এই "প্রদর্শনপ্রস্তর" অদ্যাপি বৃটীশ মিউজিয়মে বিদ্যমান আছে। ইহার ব্যাস প্রায় ৩ ইঞ্চি।

পুরাকালে পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ ঔষধার্থ স্ফটিক ব্যবহার করিতেন। আমাশয় ও মূত্রাশয়ের রোগ উপশম করিবার জন্য ইহা অধিকাংশ স্থলে ব্যবহৃত হইত।

ইদানীং যত স্ফটিকের দ্রব্য বর্ত্তমান আছে, তন্মধ্যে একটী বৃহৎপানপাত্র (urn) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার ব্যাস ৯½ইঞ্চি এবং উচ্চতা ৯ ইঞ্চি। এই পানপাত্র এক খানি স্ফটিক দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার উর্দ্ধাংশে নিদ্রিত নোয়ার মূর্ত্তি, তাঁহার সন্তানগণ এবং ফলপূর্ণ সাজি হস্তে একটী রমণীমূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে। ফরাসি রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় ইহা ফরাসিসম্রাটের অধিকারে ছিল। তৎকালে স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে, ইহার মূল্য প্রায় ১০ লক্ষ ফ্রাঙ্কস্।

পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে গৃহনির্ম্মাণকার্য্যে স্ফটিক ব্যবহৃত হইত। রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণাদি গ্রন্থে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারতের সভাপর্ব্বে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ময়দানব কর্ত্তৃক হস্তিনাপুরে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে যে অধিবেশন-প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ স্ফটিকনির্ম্মিত। সভাপর্ব্বে এই প্রাসাদের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। পুরাণমতে, যে স্তম্ভ বিদীর্ণ করিয়া নৃসিংহাবতার হিরণ্যকশিপুকে বধ করিবার নিমিত্ত পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহাও স্ফটিকস্তম্ভ। এইরূপ পুরাণের নানা স্থানে স্ফটিকের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকের এই সকল কথা বিশ্বাসযোগ্য না হইতে পারে, কিন্তু খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে নির্ম্মিত নেপাল-প্রদেশস্থিত পিপ্রাবাস্তূপ উদ্‌ঘাটিত হইলে ইহার মধ্য হইতে বৃহৎ স্ফাটিক পানপাত্র ও পুষ্পাধার বাহির হওয়ায়, স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, প্রাচীন ভারতে বহু কার্য্যেই স্ফটিক ব্যবহৃত হইত। পিপ্রাবাস্তূপমধ্যস্থিত স্ফাটিক পানপাত্র ও পুষ্পাধার দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, উহারা কুঁদের সাহায্যে গঠিত হইয়াছিল। সুতরাং খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে শিল্পিগণ যে কুঁদের সাহায্যে স্ফটিক কর্ত্তন করিতে পারিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

স্ফটিকময় (ত্রি) স্ফটিক স্বরূপে ময়ট্। স্ফটিকস্বরূপ।

স্ফটিকযশস্ (পুং) স্ফটিকবৎ শুভ্রং যশো যস্য। বিদ্যাধরবিশেষ। (কথাসরিৎসা°)

স্ফটিকা (স্ত্রী) স্ফটিকারি, চলিত ফট্‌কিরি। (ভাবপ্র°)

স্ফটিকাচল (পুং) স্ফটিকবৎ শুভ্রোঽচলঃ, স্ফটিকস্য অচলো বা। কৈলাসপর্ব্বত। (হেম) এই পর্ব্বত অতি শুভ্রবর্ণ বলিয়া ইহার এই নাম হইয়াছে।

স্ফটিকাত্মন্ (পুং) স্ফটিক এব আত্মা স্বরূপং যস্য। স্ফটিক।

স্ফটিকাদ্রিভিদ্ (পুং) স্ফটিকাদ্রিং কৈলাসপর্ব্বতমপি ভিনত্তি বর্ণেনেতি ভিদ্ (ইগুপধজ্ঞেতি।) ইতি ক। কর্পূর।

স্ফটিকাভ্র (পুং) স্ফটিকবৎ শুভ্রো যোঽভ্রঃ স ইব শুক্লত্বাৎ। কর্পূর।

স্ফটিকারি (স্ত্রী) স্ফটিকস্য অরিঃ। শ্বেতবর্ণ স্বনামখ্যাত দ্রব্যবিশেষ, চলিত ফট্‌কিরি। পর্য্যায়—স্ফটিকী, শ্বেতা, শুভ্রা, রঙ্গদা, রঙ্গদৃঢ়া, দৃঢ়রঙ্গা, রঙ্গাঙ্গা। গুণ—কটু, স্নিগ্ধ, কষায়, প্রদর, মেহ, কৃচ্ছ্র, বমি, শোষনাশক। বাত, পিত্ত, কফ, ব্রণ, শ্বিত্র ও বিসর্পনাশক। (রাজনি°)

স্ফটী (স্ত্রী) স্ফটতীতি স্ফট-অচ্-ঙীষ্। স্ফটিকারী, ফিট্‌কারী।

স্ফণ্ট, বিসরণ। চুরাদি পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ স্ফণ্টয়তি। লোট্ স্ফণ্টয়তু। লিট্ স্ফণ্টয়াঞ্চকার, লিটে কৃ, ভূ ও অস এই তিন ধাতুরই অনুপ্রয়োগ হইবে। লঙ্ অপস্ফণ্টৎ।

স্ফর ১ স্ফুর্ত্তি, ২ চল। তুদাদি পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ স্ফরতি। লোট্ স্ফরতু। লিট্ পস্ফার। লুট্ স্ফরিতা। লঙ্ অস্ফরীৎ। সন্ পস্ফরিষতি। যঙ্ পাস্ফর্য্যতে। যঙ্-লুক্ পাস্ফর্ত্তি। ণিচ্ স্ফরয়তি। লঙ্ অপস্ফরৎ।

স্ফাটক (ক্লী) ১ স্ফটিক। (পুং) ২ জলবিন্দু।

স্ফাটিক (ক্লী) স্ফটিকমেব স্বার্থে অণ্। ১ স্ফটিক। স্ফটিকস্যেদমিতি স্ফটিক-অণ্। ২ স্ফটিকসম্বন্ধী।

"দেবোপভোগ্যং দিব্যঞ্চ আকাশে স্ফাটিকং মহৎ।
আকাশগং ত্বাং মদ্দত্তং বিমানমুপপৎস্যতে ॥" (ভারত ১।৬৩।১৩)

স্ফাটিকোপল (পুং) স্ফাটিক উপলঃ। স্ফাটিক। (ত্রিকা°)

স্ফাটীক (ক্লী) স্ফাটিক। (শব্দরত্না°)

স্ফাত (ত্রি) স্ফায়-ক্ত। বৃদ্ধিযুক্ত।

স্ফাতি (স্ত্রী) স্ফায়-ক্তি। বৃদ্ধি। (অমর)

স্ফাতিমৎ (ত্রি) স্ফাতি অস্ত্যর্থে মতুপ্। বৃদ্ধিযুক্ত।

স্ফায়, বৃদ্ধি। ভ্বাদি আত্মনে° অক° সেট্। এই ধাতু নিষ্ঠা অর্থাৎ ক্ত ও ক্তবৎ প্রত্যয় পরে অনিট্। লট্ স্ফায়তে। লোট্ স্ফায়তাং। লিট্ পস্ফায়ে। লুট্ স্ফায়িতা। লুঙ্ অস্ফায়িষ্ট। ণিচ্ স্ফায়য়তি। লুঙ অপিস্ফবৎ।

স্ফার (ক্লী) স্ফায়তে ইতি স্ফায় (স্ফায়িতঞ্চীতি। উণ্ ২।১২) ইতি রক্। প্রচুর। (অমর) (পুং) স্ফুর চলনে ঘঞ্ (স্ফুরতিস্ফুলত্যোর্ঘঞি। পা ৬।১।৪৭) ইতি এচ আত্বং। ২ বিকট। ৩ কনকাদির বুদ্‌বুদ। (মেদিনী) (ত্রি) ৪ বিপুল।

"অসকৃদসকৃৎ স্ফারস্ফারৈরপাঙ্গবিলোকিতৈ-
স্ত্রিভুবনজয়ে সা পঞ্চেষোঃ করোতি সহায়তাং।"
(সাহিত্যদ° ৩।১০১)

স্ফারণ (ক্লী) স্ফর-ণিচ্ ল্যুট্। স্ফুরণ। (রমানাথ)

স্ফাল (পুং) স্ফল চলনে ঘঞ্। (স্ফরতিস্ফলত্যোর্ঘাঞ। পা ৬।১।৪৭) ইতি এচ, আত্বং। স্ফূর্ত্তি।

স্ফিকৃঘাতনক (পুং) স্ফিচং ঘাতয়তীতি স্ফিচ্-হন-ণিচ্-ল্যু, ততঃ স্বার্থে কন্। কটুফলবৃক্ষ। (শব্দচ°)

স্ফিকৃস্রাব (পুং) রক্ত-আমাশয়।

"প্রাত্যন্তিকো মাণ্ডলিকোঽথবায়ং
স্ফিকৃস্রাবশূলাভিভবর্ত্তিমূর্ত্তিঃ।" (বৃহৎস° ৬৯।২৩)

স্ফিগী (স্ত্রী) কটী। "যদন্তয়া ক্ষামবস্থাঃ" (ঋক্ ৩।৩২।১১) 'স্ফিগ্যা কট্যা' (সায়ণ)

স্ফিচ্ (স্ত্রী) স্ফায় বৃদ্ধৌ বাহুলকাৎ ডিচ্। কটিপ্রোথ।

"সহাসনমভিপ্রেপ্সুরুৎকৃষ্টস্যাপকৃষ্টজঃ।
কট্যাং কৃতাঙ্কো নির্ব্বাস্যঃ স্ফিচং বাস্যাবকর্ত্তয়েৎ॥" (মনু ৮।২৮১)

স্ফিট ১ বৃতি। ২ হিংসা। ৩ অনাদর। চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ স্ফেটয়তি। লোট্ স্ফেটয়তু। লিট্ স্ফেটয়াঞ্চকার। লিটে কৃ, ভূ ও অস এই তিন ধাতুর অনুপ্রয়োগ হয়। লুঙ্ অপিস্ফেটৎ।

স্ফির (ত্রি) স্ফায় বৃদ্ধৌ (অজিরশিশিরশিথিলেতি। উণ ১।৫৪) ইতি কিরচ্ প্রত্যয়েন সাধুঃ। প্রচুর, বিপুল। (অমর)

স্ফীত (ত্রি) স্ফায়-ক্ত (স্ফায়ঃ স্ফী নিষ্ঠায়াং। পা ৬।১।২২) ইতি ধাতোঃ স্ফী। বর্দ্ধিত। সমৃদ্ধ।

"স্ফীতান্ জনপদাংস্তত্র পুরগ্রামব্রজাকরান্।
খেটখর্ব্বটবাটীশ্চ বনাস্যুপবনানি চ॥" (ভাগবত ১।৬।১১)

স্ফীততা (স্ত্রী) স্ফীতস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। স্ফীতের ভাব বা ধর্ম্ম, বৃদ্ধির ভাব।

স্ফীতি (স্ত্রী) স্ফায়-ক্তি, স্ফায়স্য স্ফী আদেশঃ। বৃদ্ধি।

স্ফুজিধ্বজ (পুং) সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্। বরাহমিহির রচিত বৃহজ্জাতকের টীকায় ভট্টোৎপল ইহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

স্ফুট্ ১ প্রফুল্লীভাব। তুদাদি পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ স্ফুটতি। লোট্ স্ফুটতু। লিট্ পুস্ফোট। লোট্ স্ফুটিতা। ২ বিসরণ। ভ্বাদি° আত্মনে° অক° সেট্। লট্ স্ফোটতি। লিট্ পুস্ফুটে। লুট্ স্ফোটিতা। ভ্বাদি° পরস্মৈ°। লট্ স্ফোটতি। লিট্ পুস্ফোট। লুট্ স্ফোটিতা। লুঙ্ অস্ফোটীৎ, অস্ফুটৎ।

স্ফুটি স্ফট ধাতু লুট্ স্ফুণ্টতি। এই ধাতু ইদিৎ, এই জন্য লটাদি বিভক্তিতে নুমাগম হইয়া স্ফুণ্টতি এইরূপ পদ হয়। স্ফুট বিসরণ। অদন্তচুরাদি পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ স্ফুটয়তি।

স্ফুট—হিংসা। এই ধাতু আঙ্ পূর্ব্বকই প্রয়োগ হইয়া থাকে। চুরাদি পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ আস্ফোটয়তি।

স্ফুট (ত্রি) স্ফুটতি প্রকাশতে ইতি স্ফুট-ক। ১ ব্যক্ত, প্রকাশিত। ২ প্রফুল্ল, বিকশিত, প্রস্ফুটিত। ৩ শুক্ল। (অজয়) ৪ ভিন্ন. ৫ গ্রহস্ফুট, গ্রহদিগের প্রকাশীকরণ।

"স্যাৎ সংস্কৃতো মধ্যবলেন মধ্যো
মন্দস্ফুটঃ স্যাৎ চলকেন্দ্রমুক্তং।
বিধায় শৈঘ্র্যেণ চলেন চৈবং
খেটস্ফুটঃ স্যাদসকৃৎ ফলাভ্যাং॥" (সিদ্ধান্তশিরো°)

জাতকের জন্মকোষ্ঠী দ্বারা গ্রহদিগের শুভাশুভ ফল নিরূপণ করিতে হইলে তাহাদিগের স্ফুটসাধন করা আবশ্যক। স্ফুটসাধন না করিলে গ্রহদিগের ফলাফল সূক্ষ্মরূপে স্থির করা যায় না, কারণ রবি মেষে আছে, বলিলে ইহা দ্বারা রবির প্রকৃত অবস্থান বুঝা যায় না। এই জন্য তাহার স্ফুটসাধন করিয়া প্রকৃত অবস্থান ঠিক করিতে হইবে। স্ফুটসাধন দ্বারা রবি মেষ রাশির কত অংশে, কত কলায়, কত বিকলায় আছে, তাহা স্থির হইবে। গ্রহস্ফুট ব্যতীত গ্রহের সূক্ষ্ম অবস্থান স্থির হয় না। জ্যোতিঃশাস্ত্রে স্ফুট-সাধনপ্রণালী বিশেষরূপে লিখিত আছে। সূর্য্যসিদ্ধান্তই স্ফুট-সাধনের পক্ষে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

স্ফুটগণনা অতিদুরূহ। সূর্য্যসিদ্ধান্তানুসারে গ্রহদিগের যে স্ফুটগণনা করা হয়, তাহা অতি সূক্ষ্ম। কিন্তু এখন আর সূর্য্য-সিদ্ধান্তানুসারে গ্রহদিগের স্ফুটগণনা হয় না, সিদ্ধান্তরহস্যে গ্রহ-স্ফুটের কতকগুলি খণ্ডা লিখিত আছে, অধুনা সেই খণ্ডানুসারে স্ফুটগণনা হইয়া থাকে, এই স্ফুটগণনা সূর্য্যসিদ্ধান্তের ন্যায় সূক্ষ্ম হয় না।

স্ফুটগণনা করিতে হইলে অব্দপিণ্ড, শীঘ্র, মন্দকেন্দ্র প্রভৃতি আনয়ন করিয়া তৎপরে স্ফুটনিরূপণ করিতে হয়। অতি-সংক্ষেপে ইহা আলোচিত হইল। প্রথমে কল্যব্দমান স্থির করা আবশ্যক। কল্যব্দের ৩১৭৯ বৎসর গত হইলে শকাব্দা আরম্ভ হইয়াছে, এই জন্য চলিত শকে উক্ত কল্যব্দমান ৩১৭৯ যোগ করিয়া তাহাকে চতুর্যুগের দিনসংখ্যা অর্থাৎ ১৫৭৭৯১৭৮২৮ দিয়া পূরণ করিয়া ঐ অঙ্ককে ৬১০৩১৬০ সংখ্যা দ্বারা হীন করিবে। পরে চতুর্যুগ পরিমিত অব্দ অর্থাৎ ৪৩২০০০০ সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিলে বিষুবদিনের দিনবৃন্দ হয়। ঐ দিন শুক্রবার হইতে গণনা করিতে হইবে। কারণ কলিযুগ শুক্রবারে প্রবৃত্ত হয়। অতএব যতদিন হইবে, তাহাকে ৭ দিয়া ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা শুক্রবার হইতে গণনা করিতে হইবে, অর্থাৎ একাদিসংখ্যাক্রমে শুক্রবার, শনিবার প্রভৃতি বুঝিতে হইবে। অতঃপর কল্যব্দকে দুই পৃথক্ স্থানে রাখিয়া এক স্থানের অঙ্ককে ১০ দিয়া গুণ করিয়া ৮ দিয়া ভাগ করিবে। তৎপরে অপর অঙ্ককে ৭ দিয়া গুণ করিয়া ৮০০ শত দিয়া ভাগ করিলে যাহা হইবে, তাহা পূর্ব্বাঙ্কে যোগ করিলে বার, দণ্ড,

পল ইত্যাদি হইবে। পরে আবার কল্যব্দকে ৭ দিয়া গুণ করিয়া ৩০০ শত দিয়া ভাগ করিয়া যোগ করিবে। যদি ঐ পল ৬০ অধিক হয়, তাহা হইলে তাহাকে দণ্ডাদি করিয়া লইবে। তাহার পর ৩।১৪।৪৮।৩২ বারাদি ক্ষেপাঙ্ক তাহার সহিত যোগ করিলে বিষুবসংক্রান্তি-সঞ্চারের বার, দণ্ড, পলাদি হয়। তাহার পর ঐ বারকে ৭ দিয়া ভাগ করিতে হইবে, ভাগশেষ যাহা থাকিবে, তাহা বিষুবসংক্রান্তির বারাদি হইবে। উহাতে দেশান্তরসংস্কার ও চরার্দ্ধসংস্কার করিলে স্বীয় দেশের বিষুবসংক্রান্তির বারাদি নির্দ্দিষ্ট হইবে।

দেশান্তরসংস্কার।—সুমেরু ও লঙ্কার মধ্য দিয়া উত্তরদক্ষিণে বিস্তৃত যে একটী রেখা কল্পিত হয়, তাহার নাম মধ্যরেখা। ঐ রেখা হইতে আপনার দেশ যত যোজন অন্তর, তত যোজনকে দশ দিয়া গুণ করিয়া ১৩ দ্বারা ভাগ করিলে যাহা ভাগফল হইবে, তাহা পল। ঐ পল যদি ৬০ অধিক হয়, তাহা হইলে তাহাকে দণ্ড করিয়া মধ্যরেখার পূর্ব্বদেশে যোগ ও মধ্যরেখার পশ্চিমে বিয়োগ করিতে হইবে।

ভারতের রাজধানী কলিকাতা, ইহা মধ্যরেখার দুই শত যোজন পূর্ব্বে অবস্থিত। এ জন্য এখানে দেশান্তর ২।৩৪ দণ্ড বিষুবসংক্রান্তির বার ধ্রুবে যোগ করিতে হইবে। বিষুব দিনের দিবামানার্দ্ধ ১৫ দণ্ড হইতে যত অধিক হইবে, তাহা যুক্তচরার্দ্ধ, আর যত কম হইবে, তাহা হীনচরার্দ্ধ। যুক্তচরার্দ্ধ যত হইবে, তাহা বিষুবসংক্রান্তির বারাদিতে যোগ এবং হীনচরার্দ্ধ যত হইবে, তাহা বিষুবসংক্রান্তির বারাদিতে হীন করিতে হয়। তাহা হইলেই চরার্দ্ধ সংস্কৃত বিষুব ধ্রুব হইবে। যে বার যত দণ্ড সময়ে বিষুব ধ্রুব হইবে, সেই সময় সূর্য্য মেষ রাশিতে গমন করিবেন।

সূর্য্য, বুধ ও শুক্রের মধ্যগতি, মঙ্গল, শনি ও বৃহস্পতির শীঘ্রগতি। অপর গ্রহগণের ভগণ স্থির করিতে হয়।

রবির	৪৩২০০৩০০	ভগণ,
চন্দ্রের	৫৭৭৫৩৩৩৬	ভগণ,
চন্দ্রকেন্দ্রের মধ্য	৫৭২৬৫১৩৭	ভগণ,
মঙ্গলের মধ্য	২২৯৬৮৩২	ভগণ,
বুধের শীঘ্র	১৭৮৩৭০৭৬	ভগণ,
বৃহস্পতির মধ্য	৩৬৪২১২	ভগণ,
শুক্রের শীঘ্র	৭০২২৩৬৪	ভগণ,
শনির মধ্য	১৪৬৫৮০	ভগণ,
রাহুর মধ্য	২৩২২৪২	ভগণ,

গ্রহগণের আপনাপন মধ্যভগণ ও শীঘ্রভগণ যাহা লিখিত হইল, তাহাকে কল্যব্দ দ্বারা পূরণ করিয়া ৪৩, ২০, ২০০ দিয়া ভাগ করিলে ভগণ লব্ধ হইবে। ভাগাবশিষ্ট অঙ্ককে ১২ দিয়া গুণ করিয়া উক্ত ভাজকাঙ্ক দ্বারা ভাগ করিলে যে ভাগফল হইবে তাহা রাশি এবং ভাগাবশিষ্ট অঙ্ককে ৩০ দিয়া গুণ করিয়া ভাজকাঙ্ক দ্বারা ভাগ করিলে অংশ লাভ হইবে, পরে অবশিষ্ট অঙ্ককে ৬০ দিয়া গুণ করিয়া ভাজকাঙ্ক দ্বারা ভাগ করিলে কলা পাওয়া যাইবে। এই প্রণালী অনুসারে ভাগাদি করিলে বিকলা এবং অনুকলা প্রভৃতি লাভ হয়। এই লব্ধাঙ্কের মধ্যে ভগণ পরিত্যাগ করিতে হয়।

পরে রাশ্যাদিতে আপনাপন মধ্য, শীঘ্র ও ক্ষেপাঙ্ক অর্থাৎ গ্রহগণ গণিতে আরম্ভ করিবার সময় যে স্থানে ছিল, সেই স্থানের রাশ্যাদি যোগ করিতে যে সময় সূর্য্য মেষ রাশিতে প্রবেশ করিবে, সেই সময়ের মধ্যশীঘ্র হইবে। এবং স্বীয় শীঘ্র ক্ষেপাঙ্ক স্বীয় শীঘ্রে যোগ করিলে স্বীয়শীঘ্র হইবে। ক্ষেপাঙ্ক রাশ্যাদি—

রবির মধ্য	১১।২৭।৫১।৪১
চন্দ্রের মধ্য	১১।১।২৪।৩৩।২৫
চন্দ্রকেন্দ্রের মধ্য	৮।১।৩৯।৭।২৫
মঙ্গলের মধ্য	১১।২৮।৫১।৪৬।৩৮
বুধের শীঘ্র	১১।২১।৭।১২।৫৮
বৃহস্পতির মধ্য	১১।২৯।৪৯।১০।৫৯
শুক্রের শীঘ্র	১১।২৬।৩১।৩১।২৪।৫৫
শনির মধ্য	১১।২৯।৫৫।৫৮।৪৬
রাহুর মধ্য	৫।২৩।৫৩।৬।৩৭

এই ক্ষেপাঙ্ক যোগ করিলে সূর্য্য যে সময়ে মেষ রাশিতে গমন করিবেন, সেই সময়ের মধ্য হইবে। পরে যে দিনের যে সময়ের মধ্য গণনা করিবার আবশ্যক হইবে, তাহার নিয়ম লিখিত হইতেছে।

যে বৎসরের যে দিনের যে সময়ের মধ্য আনীত হইবে, প্রথমেই সেই বৎসরের বিষুব দিনের মধ্য স্থির করিয়া বিষুব দিন হইবে। সেই অভীষ্ট দিনসংখ্যা যত হইবে, তাহাকে গ্রহদিগের আপনাপন ভগণ দ্বারা গুণ করিয়া চতুর্যুগের দিনসংখ্যা ১৫৭৭৯১১৭৮কে ১৮ দ্বারা ভাগ করিলে যাহা পাওয়া যাইবে, তাহা ভগণ। পরে পূর্ব্বমত রাশ্যাদি আনয়ন করিয়া ভগণ পরিত্যাগপূর্ব্বক রাশ্যাদি পূর্ব্বাঙ্কে যোগ করিলে বিষুব দিনে যত দণ্ডাদিতে সূর্য্য মেষে গমন করিয়াছে, সেই দিনের ও তত দণ্ডাদিতে মধ্য হইবে।

যে সময়ের মধ্য পূর্ব্বে আনয়ন করা হইয়াছে, সেই সময় হইতে আবশ্যক সময়ের দণ্ডাদি যত অধিক বা অল্প হইবে, তাহাকে গ্রহগণের আপনাপন ভুক্তি কলা দ্বারা গুণ করিবে ও তাহাকে ৬০ দ্বারা ভাগ করিয়া যাহা হইবে, তাহাকে কলাদিতে

যোগ বা হীন করিবে অর্থাৎ বাদ দিতে হইবে। যে সময়ের মধ্য আনয়ন করা হইয়াছে, তাহা হইতে আবশ্যক দণ্ডাদি অধিক হইলে যোগ এবং কম হইলে বিয়োগ করিতে হয়। গ্রহগণের ভুক্তিকলা যথা—

রবির ৫৯।৮।১০, চন্দ্রের ৭৯০।৩৪।৫২,
চন্দ্রকেন্দ্রের ৭৮৩।৫৩।৫৩, মঙ্গলের ৩১।২৬।২৮,
বুধ-শীঘ্রের ২৪৫।৩২।২১, বৃহস্পতির ৪।৫৯।৯,
শুক্র-শীঘ্রের ৯৬।৭।৭৪, শনির ২।০।২৩,
রাহুর ৩।১০।৪৫।

পরে গ্রহগণের মন্দোচ্চ স্থির করিতে হয়।

মন্দোচ্চ—রবির মন্দোচ্চ ২রাশি, ১৭ অংশ, ৭ কলা, ৪৮ বিকলা। মঙ্গলের ৪।৯।৫৭।৩৬, বুধের ৭।১০।১৯।১২, বৃহস্পতির ৫।২১।০।০, শুক্রের ২।১৯।৩৯ ও শনির ৭।২৮।১৬।৩৬।

কল্যব্দপিণ্ডকে ৩৮৭ দিয়া গুণ করিয়া দুই লক্ষ দিয়া ভাগ করিলে যাহা ভাগফল হইবে, তাহা কলাদি বলিয়া জানিতে হইবে। রবির পূর্ব্বোক্ত মন্দোচ্চ অর্থাৎ ২।১৭।৭।৪৮ যাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার কলাদির সহিত লব্ধ কলাদি যোগ করিলে রবির মন্দোচ্চ হয়। এই রূপ কল্যব্দকে ২০৪ দিয়া গুণ করিয়া ঐ দুই লক্ষ দ্বারা ভাগ দিলে লব্ধাঙ্ক কলাদি হইবে, উহা পূর্ব্বোক্ত মঙ্গলের মন্দোচ্চ হইয়া থাকে। ঐরূপ ৩ কল্যব্দকে ৩৬৮ দিয়া গুণ ও দুই লক্ষ দ্বারা ভাগ করিয়া যে কলাদি লাভ হয়, তাহা পূর্ব্বোক্ত বৃহস্পতির মন্দোচ্চ যোগ করিলে বৃহস্পতির মন্দোচ্চ হয়। কল্যব্দপিণ্ডকে ৫৩৫ দিয়া গুণ এবং দুই লক্ষ দ্বারা ভাগ করিলে যে কলাদি লাভ হয়, ঐ কলাদি শুক্রের উক্ত মন্দোচ্চ হইবে। কল্যব্দপিণ্ডকে ৩৯ দিয়া গুণ ও দুই লক্ষ দিয়া ভাগ করিলে যে কলাদি হয়, তাহাতে শনির উক্ত মন্দোচ্চ যোগ করিলে শনির মন্দোচ্চ হইবে।

এই সকল মন্দোচ্চ আনয়ন ব্যতীত স্ফুটসাধন হয় না, এই জন্য উক্ত নিয়মানুসারে মন্দোচ্চ আনয়ন করিবে। মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি এই পাঁচ গ্রহের মন্দোচ্চ ২৪ অংশ সিদ্ধান্তরহস্যোক্ত মন্দোচ্চের সহিত একত্র করিবে। চন্দ্রকেন্দ্রের ৫ কলা ছাড়িয়া দিলে সিদ্ধান্তরহস্যোক্ত চন্দ্রকেন্দ্রের সমান হয়।

সিদ্ধান্তরহস্যমতে দিনবৃন্দ—নীচের লিখিত খণ্ডানুসারে অতি সহজে দিনবৃন্দ আনয়ন করিতে পারা যায়। এই খণ্ডায় তিনটী কোষ্ঠ লিখিত হইল। প্রতি কোষ্ঠে ৯টী অঙ্কশ্রেণী আছে। ইহার প্রথম কোষ্ঠ এককের, দ্বিতীয় কোষ্ঠ দশকের, এবং তৃতীয় কোষ্ঠ শতকের জানিতে হইবে।

অব্দপিণ্ডে যে কএকটী অঙ্ক থাকিবে, তাহার শেষাঙ্ক এককাঙ্ক, ঐ এককাঙ্কে যে সংখ্যা হইবে, তাহা প্রথম কোষ্ঠায় সেই সংখ্যাশ্রেণীর অঙ্ক গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বে যে দুইটী অঙ্ক স্থাপিত করা হইয়াছে, তাহার নীচে রাখিয়া একত্র যোগ করিবে। যোগাঙ্কই বিষুব দিনের দিনবৃন্দ। এই দিনবৃন্দে যে দণ্ডাদি থাকিবে, তাহা গ্রহণ করিবার আবশ্যক নাই। অব্দপিণ্ডের অঙ্কে এককের স্থানে কিংবা দশকের স্থানে শূন্য থাকে, তাহা হইলেও দশকের কোষ্ঠায় অঙ্ক লইতে হইবে না। দিনবৃন্দকে ৭ দিয়া শেষাঙ্ক সোমবার অবধি গণনায় বিষুবসংক্রান্তির বার হইবে।

প্রথম কোষ্ঠ	দ্বিতীয় কোষ্ঠ	তৃতীয় কোষ্ঠ
৩৬৫।১৫।৩১।৩১	৩৬৫২।৩৫।১৫।১৪	৩৬৫২৫।৫২।৩২।২০
৭৩০।৩১।২।১	৭৩০৫।১০।৩০।২৮	৭৩০০১।৪৫।৪।৪০
১০৯৫।৪৬।৩৪।৩৪	১০৯৫৭।৪৫।৪৫।৪২	১০৯৫৭৭।৩৭।৩৭।০
১৪৬১।২।৬।৬	১৪৬১০।২১।০।৫৫	১৪৬০২।১০।৯।২০
১৮২৬।১৭।৩৭।৫৭	১৮২৬২।৫৬।১৬।১০	১৮২৬২৯।২২।৪১।৪০
২১৯১।৩৩।৯।৮	২১৯১৫।৩১।৩১।২৪	২১৯১৫৫।১৫।১৪।০
২৫৫৬।৪৮।৪০।৪০	২৫৫৬৮।৬।৪৫।৮	২৫৫৬৮১।৭।৪৬।২০
২৯২২।৫।১২।১১	২৯২২০।৪২।১।৫২	২৯২২০৭।০।১৮।৪০
৩২৮৭।১৯।৪৩।৪৩	৩২৮৭৩।১৭।১৭।৬	৩২৮৭৩২।৫২।৫১।০
৯	৯০	৯০০

গ্রহস্ফুট গণনার উদাহরণে ১৮০০ শকে অব্দপিণ্ড ২৮৭ স্থির হইয়াছে। এই ক্ষণে উক্ত খণ্ডানুসারে যে প্রকার সহজে দিনবৃন্দ জানা যায়, তাহার উদাহরণ নিম্নে লিখিত হইল।

অব্দপিণ্ড ২৮৭, ইহার শেষ গণনায় একক। উহার সংখ্যার প্রথম কোষ্ঠে সপ্তম শ্রেণীর অঙ্ক ২৫৫৬।৪৮।৪০।৪০, তাহার পরে অব্দপিণ্ডের দশকে অঙ্কসংখ্যা ৮, অতএব দ্বিতীয় কোষ্ঠের ৮ শ্রেণীর অঙ্ক ২৯২২০।৪২।১।৫২ তাহার অব্দপিণ্ডের শতকের সংখ্যা ২, ঐ দুই অঙ্কে তৃতীয় কোষ্ঠের দ্বিতীয় শ্রেণীর অঙ্ক ৭৩০৫১। ৪৫।৪।৪০ এই তিনটী অঙ্ক যোগ করিলে ১০৪৮২৯।১৫।৪৭।১২ হয়। ইহার দণ্ডাদি ত্যাগ করিয়া স্থূল অঙ্ককে ৭ দিয়া ভাগ করিলে শেষ ৪ থাকে। এই ৪ অঙ্ক দ্বারা সোমবার হইতে গণনা আরম্ভ করিলে বৃহস্পতিবার হইয়াছে জানিতে হইবে। কিন্তু এই বৎসর কূট সংক্রান্তি হওয়ায় দিনবৃন্দে ১ কম হইয়াছে, এজন্য এরূপ ঘটনায় এক যোগ করিতে হইবে। তাহা হইলেই ১৮০০ শকেও দিনবৃন্দ ১০৪৮৩০ হইবে। সেই দিন শুক্রবার। এই প্রকারে দিনবৃন্দ স্থির করিতে হয়।

তৎপরে বীজানয়ন করা আবশ্যক। বীজানয়ন নিম্নোক্ত নিয়মানুসারে করিতে হয়। কল্যব্দপিণ্ডকে ৩,০০০ হাজার দিয়া ভাগ করিলে যে ভাগফল হয়, তাহার ভাগাদিকে বীজ কহে। ঐ বীজাংশাদি চন্দ্রকেন্দ্রে যোগ করিতে হয়। আর ঐ বীজাংশকে তিন গুণ করিয়া শনির মধ্যভুক্তিতে এবং উহাকে চতুর্গুণ

করিয়া বুধের শীঘ্র ভুক্তিতে যোগ করিতে হইবে। আবার উহাকে দ্বিগুণ করিয়া বৃহস্পতির মধ্য ভুক্তিতে এবং ত্রিগুণিত বীজাংশ শুক্রের শীঘ্র ভুক্তিতে হীন করিলে উহাদিগের মধ্য ও শীঘ্র বীজ শুদ্ধ বলিয়া জানিতে হইবে। এইরূপ প্রণালীতে বীজানয়ন করিতে হইবে।

গ্রহগণের ক্ষেপাঙ্গ—১২৮৮৬০১, এই অঙ্ককে ৬০ দিয়া ভাগ করিয়া ভাগফলকে পুনরায় ৬০ দিয়া ভাগ করিলে যাহা ভাগফল হয়, তাহাকে ৩০ দিয়া ভাগ করিলে যাহা পাওয়া যাইবে এবং যাহা ভাগশেষ থাকিবে, তাহাতে রবির ক্ষেপাঙ্ক হইবে। এইরূপে চন্দ্রের ৬০০৮৩২ কে ঐ রূপে দুইবার ৬০ দিয়া ভাগ এবং তৎপরে ৩০ দিয়া ভাগ করিলে যে ভাগফল পাওয়া যায়, তাহা দ্বারা ক্ষেপাঙ্কের রাশি এবং শেষ অঙ্ক দ্বারা অংশাদি জানা যাইবে।

চন্দ্রকেন্দ্রের—	১২৫৮৮২৬
রাহু মধ্যের—	৯৫৯৪৪১
কুজ মধ্যের—	৭৯২৯৮৭
বুধ শীঘ্রের —	৭৯৮৯৩৩
বৃহস্পতির—	৭৫৫৪৪৮
শুক্র শীঘ্রের—	৯২৪৩০
শনির—	২৪৪৮৬৬

ইহাদিগের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে উক্ত গ্রহগণের ক্ষেপাঙ্ক হইয়া থাকে। উপযুক্ত ৩০ দ্বারা ভাগলব্ধ রাশি শেষ অংশ এবং ৬০ দিয়া ভাগশেষে ফলাদি জানিতে হইবে। এইরূপ প্রণালীতে দিনবৃন্দ, মধ্য, শীঘ্র, বীজানয়ন ও ক্ষেপাঙ্ক স্থির করিয়া তৎপরে স্ফুট স্থির করিতে হয়।

রবির স্ফুট—রবির শুদ্ধমধ্য দুই স্থানে রাখিয়া একটী হইতে তাৎকালিক মন্দোচ্চ রাশ্যাদি বাদ দিবে। যদি মধ্য রাশ্যাদি হইতে মন্দোচ্চ রাশ্যাদি বাদ না যায়, তাহা হইলে মধ্য রাশিতে দ্বাদশ যোগ করিয়া বাদ দিবে। যদি এইরূপে বাদ দিয়া রাশি অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে তাহাকে ৩০ দ্বারা গুণ ও অংশের সহিত যোগ করিয়া যে অঙ্ক হইবে, তাহার নাম মধ্যকেন্দ্র। ঐ মধ্যকেন্দ্রাংশে যে সংখ্যা থাকিবে, ঐ সংখ্যা পরিমিত অঙ্কে রবির মান্দ্যখণ্ডায় যে অঙ্ক থাকে, তাহা যোগ করিয়া রাখিলে উহাকে খণ্ডা কহে। তৎপরে তাহার পরবর্ত্তী সংখ্যাঙ্ক গ্রহণ করিলে উহাকে অনুখণ্ডা কহে। ঐ অনুখণ্ডা খণ্ডার নীচে রাখিয়া বিয়োগ করিলে যে অঙ্ক বাকী থাকিবে, তাহা ভোজ্য নামে খ্যাত। ঐ ভোজ্যাঙ্ক দ্বারা কেন্দ্রশেষ ফলাদি গুণ করিয়া যে গুণফল পাওয়া যাইবে, তাহাকে ৬০ দিয়া ভাগ করিলে যে ভাগফল লাভ হইবে, তাহাকে ঋণধনখণ্ডা, অর্থাৎ যদি খণ্ডা হইতে অনুখণ্ডা অল্প হয়, তাহা হইলে ঋণখণ্ডা এবং খণ্ডা হইতে অনুখণ্ডার পরিমাণ অধিক হইলে তাহাকে ধনখণ্ডা কহে। ঋণখণ্ডা স্থলে উক্ত লব্ধাঙ্ক খণ্ডাকে হীন এবং ধনখণ্ডা স্থলে লব্ধাঙ্ক খণ্ডা যোগ করিবে। উক্ত অঙ্ক মন্দকেন্দ্রাংশফল নামে খ্যাত। উক্ত মন্দকেন্দ্রাংশফল শুদ্ধ রবি মধ্য রাশ্যাদির ফলাদিতে যোগ করিয়া তাহা হইতে ১৩৫ কলা বাদ দিলে যদি ঐ কলাতে ৬০ অধিক অঙ্ক থাকে, তবে তাহাকে ৬০ দ্বারা ভাগ করিয়া কলা স্থাপিত করিয়া লব্ধাংশ শেষে মিশ্রিত করিয়া অংশ স্থাপন করিলে যে অঙ্ক হইবে, তাহাই রবির স্ফুট রাশ্যাদি অর্থাৎ রবি অমুক রাশির অমুক অংশ ও কলাদিতে আছে ইহা স্থির জানা যাইবে।

রবির স্ফুটসাধন—রবির স্ফুটসাধন সময়ে খণ্ডা ও অনুখণ্ডার অন্তরে যে ভোগ্যাঙ্ক লাভ হয়, তাহাকে ৭ দিয়া গুণ করিয়া ১০০ দ্বারা ভাগ করিলে ভাগফল যাহা হইবে, তাহা ৭ যোগ করিলেই রবির ভুক্তি স্থির হয়।

চন্দ্রের স্ফুটগণনা—সংস্কৃত সূর্য্যখণ্ডাকে কেন্দ্রাংশফল ও সূর্য্যফল কহে। ঐ সূর্য্যফলকে ২৭ দিয়া ভাগ করিলে যে ভাগফল হইবে, তাহার সহিত শুদ্ধ চন্দ্রমধ্য যোগ করিয়া স্থাপন করিবে। আর ঐ ২৭ অংশ ফল চন্দ্রকেন্দ্রে যোগ করিয়া চন্দ্রকেন্দ্র রাশিকে ৩০ দিয়া গুণ করিয়া অংশের সহিত যোগ করিলে যে অঙ্ক হইবে ঐ অঙ্কপরিমিত অঙ্কে চন্দ্রের মান্দ্য খণ্ডায় যে অঙ্ক থাকিবে, তাহা খণ্ডা নামে গণ্য, তৎপরে অনুখণ্ডা হইতে অন্তর করিয়া শেষ ভোজ্য দ্বারা কেন্দ্র শেষ, গুণ ও খণ্ডা যোগান্তে সমস্ত ক্রিয়া পূর্ব্বের ন্যায় অর্থাৎ রবির স্ফুটপ্রণালীতে সাধন করিবে। ইহা করিয়া শুদ্ধ খণ্ডা পূর্ব্বস্থাপিত অংশযুক্ত চন্দ্রমধ্য রাশ্যাদিতে যোগ করিবে। পরে তাহার অংশাদি হইতে অংশ, ৮ কলা বাদ দিলে চন্দ্রের স্ফুট রাশ্যাদি হইবে। এই নিয়মানুসারে গণনা করিলে চন্দ্রের স্ফুট নির্ণীত হয়।

চন্দ্রের গতিসাধন—চন্দ্রের স্ফুটসাধন সময়ে চন্দ্রকেন্দ্রের যে অঙ্ককে একবারমাত্র এক শত দ্বারা ভাগ করিয়া খণ্ডা গ্রহণ করা হয়, ঐ একশত বিভক্ত শেষাঙ্ককে পুনরায় একশত দ্বারা ভাগ করিলে যাহা পাওয়া যাইবে, তাহা ঐ গৃহীত খণ্ডার পূর্ব্বভোগ্য ও পরভোগ্য পরস্পর অন্তর করিলে যে অঙ্ক হইবে, তাহা দ্বারা গুণ করিবে। পরে গুণিতাঙ্ককে পশ্চাল্লিখিত চন্দ্রভুক্তিতে যোগ বা তাহা হইতে বিয়োগ অর্থাৎ যদি পরভোগ্য অধিক হয়, তাহা হইলে যোগ, আর যদি কম হয়, তাহা হইলে বিয়োগ করিলে যে অঙ্ক হইবে, তাহাই চন্দ্রের শুদ্ধ ভুক্তি। চন্দ্রের স্ফুটসাধনকালে খণ্ডা ও অনুখণ্ডার অন্তরে যে ভোগ্য হইয়াছে, তাহাতে ৯০ই যোগ করিলেই চন্দ্রের ভুক্তি হয়।

মঙ্গলাদি গ্রহের স্ফুটগণনা—মঙ্গলাদি পাঁচটী গ্রহের যে